বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৬ সংখ্যা-০৭ জুলাই - ২০২৩

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৪১০২০২৮০, ৪১০২০২৮১,৪১০২০২৮২,৪১০২০২৮৩ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৫২
শ্রম বাজার	৫৩ - ৭৬
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৭ - ১০৫
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৬ - ১১৫
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১৬ - ১২৮
সংবাদপত্রে বিল্স	১২৯ - ১৩১
ফাইল ডকুমেন্ট	১৩২

সমকাল ● সোমবার । ৩ জুলাই ২০২৩

মালদ্বীপে ৬৫ বাংলাদেশি শ্রমিক আটক

■ সমকাল ডেস্ক

মালদ্বীপে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে ৬৫ বাংলাদেশি শ্রমিককে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অভিবাসন বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়েছে। গতকাল রোববার মালদ্বীপ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদমাধ্যম সান অনলাইন এ খবর জানায়।

অবৈধ অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে দ্বীপ রাষ্ট্রটির অভিবাসন বিভাগ, অর্থ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করছে। খবরে বলা হয়, রাজধানী মালে সিটির বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সব মিলিয়ে ৬৬ জনকে আটক করা হয়েছে। আটকদের মধ্যে ৬৫ জনই বাংলাদেশি; একজন ভারতীয়। অভিবাসী কর্মীদের বসবাসস্থল, তাদের কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন স্থানে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গত মাসে মালদ্বীপে অবৈধ অভিবাসীদের রাখার জন্য একটি বন্দিশালার কাজ শেষ হলে সরকার আটক অভিযান জোরদার করে। তখন মালে সিটির বিভিন্ন জনপ্রিয় খেলার মাঠে উপস্থিত হওয়া অভিবাসীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তারা। এতে বেশ কয়েকজন আটক হন। তাদের বন্দিশালায় নেওয়া হয়।

মালদ্বীপ সরকারের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ১৩ হাজার কর্মীকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ২৪ হাজার কর্মীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মালদ্বীপ।

বণিক বার্তা সোমবার, জুলাই ৩, ২০২৩

পরিবেশবান্ধব জিন্স তৈরিতে ঝুঁকছে ক্রিস্টাল ইন্টারন্যাশনাল

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

হংকংয়ের পোশাক প্রস্তুতকারী ক্রিস্টাল ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ বলছে, ডেনিম পোশাককে আরো পরিবেশবান্ধব করতে গ্লোবাল ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর প্রচেষ্টা ফল দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ উৎপাদন চক্রের কিছুই নষ্ট হতে না দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা এখনো পূরণ হয়নি। খবর সাউদ চায়না মর্নিং পোস্ট।

ব্যবসায়িক ইউনিট ক্রিস্টাল ডেনিমের স্থায়িত্বের সহকারী ব্যবস্থাপক টম ওং বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক ফ্যাশন ব্র্যান্ড কার্বন নিঃসরণ ও পানির ব্যবহার কমাতে ফ্যাব্রিক ও পোশাকের বর্জ্য সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃপ্রয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা করছে।

তিনি বলেন, 'শিল্পটি স্থানীয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও প্রক্রিয়াজাতের জন্য বর্জ্য রফতানির বিকল্পগুলো অনুসন্ধান করছে। তবে কারখানার সক্ষমতা ও সরকারি নীতির ভিন্নতার কারণে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন অগ্রগতি আসেনি।'

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি অনুসারে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির জন্য প্রধান দায়ী ধরা হয় ফ্যাশন শিল্পকে। বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের জন্য এককভাবে এ শিল্প ৮ শতাংশ পর্যন্ত দায়ী।

ওং বলেছেন, উৎপাদন চক্র (সার্কুলারিটি) ফ্যাশন শিল্পে একটি আলোচিত বিষয় এবং অনেক ব্র্যান্ড এ উদ্যোগ চালু করেছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নানা সীমাবদ্ধতা ও আইনের কারণে কীভাবে মডেলটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে এখনো কোনো কোনো বৈশ্বিক ঐকমত্য নেই।

ওং বলেন, 'চীনে পুনর্ব্যবহৃত ফেব্রিক ও টেক্সটাইল বর্জ্য সাধারণত গ্লাভস এবং সোফা-কুশন ফিলিংস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের দৃশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরল বলা যায়। তবে ক্রিস্টাল ইন্টারন্যাশনালের কারখানাগুলো মাটি থেকে বর্জ্য সরানোর জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরি ও বর্জ্য থেকে শক্তিতে রূপান্তর করার মতো বিকল্প চিন্তা করছে।'

সমকাল
রোববার । ২ জুলাই ২০২৩

এমএসএফের প্রতিবেদন

জুনে হত্যা-নির্যাতনের শিকার ১১ সাংবাদিক

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় গত জুন মাসে এক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১০ জন সাংবাদিক নির্যাতন, হয়রানি ও হত্যার হুমকির শিকার হয়েছেন। গতকাল শনিবার মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) মানবাধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জুন মাসে জামালপুরে সাংবাদিক গোলাম রব্বানী সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন। পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে তাঁর ওপর হামলা হয়। এ ছাড়া একজনকে হয়রানি, তিনজনকে হত্যার হুমকি ও ছয়জনের ওপর হামলা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগ সত্ত্বেও গত মাসেও 'বিতর্কিত' ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাতটি মামলা হয়েছে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এ আইনের মামলায় গত মাসে দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এ আইনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসে কারা হেফাজতে মৃত্যু বেড়েছে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও পুলিশের বল প্রয়োগের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বেড়েছে সীমান্তে হতাহতের ঘটনা।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৯ আ
৩ জুলাই ২০২৩

কর্মজীবী নারীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে : স্পিকার

জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের সাক্ষাৎ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, এক জন কন্যাশিশু তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, সেগুলো একটি মডেলের মধ্যে এনে তাকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে। কর্মজীবী নারীদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সবাইকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আমিনা জে. মোহাম্মদ গতকাল রবিবার তার সঙ্গে সংসদ ভবনের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় 'ডেলটা প্লান-২১০০' প্রণয়ন করেছেন। ব-দ্বীপের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচিতে জাতীয় সংসদও অংশগ্রহণ করবে। তিনি বলেন, এ দেশের তরুণ প্রজন্ম বাড়িতে বসেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোভিড-১৯-এর অভিঘাতের কারণে শিশুশ্রম বেড়েছে উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সবার জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করে শিশুশ্রম রোধ করা যেতে পারে।

শিরীন শারমিন বলেন, টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে দেশীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক। কোভিড অভিঘাতের কারণে সময়ক্ষেপণ হলেও ২০৩০-এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলস কাজ করছে। সংসদ সদস্যরা তাদের নিজ নির্বাচনি এলাকায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন এবং জাতীয় সংসদও এসব ক্ষেত্রে তাদের সব সহায়তা প্রদান করছে।

জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আমিনা জে. মোহাম্মদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নে সংসদ সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ সময় স্পিকার এসডিজি বাস্তবায়নে আমিনা জে. মোহাম্মদের লিডারশিপের প্রশংসা করেন। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুইন লুইস, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিতসহ সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল ● রোববার । ২ জুলাই ২০২৩

পদমর্যাদা-বেতন দুটিই কম

বঞ্চনা ও অবহেলার অভিযোগ প্রাথমিক শিক্ষকদের

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা সরকারের 'তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী'র। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা জাতীয় বেতন স্কেলের ১৫তম গ্রেড থেকে ১৩তম গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত হন (১১ হাজার টাকা স্কেল)। প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা বেতন পান ১১তম ও ১২তম গ্রেডে। এই শিক্ষকদের অভিযোগ, তাঁদের পদমর্যাদা ও বেতন দুটিই কম এবং তাঁরা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার।

একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নারীরা এসএসসি পাস শিক্ষাগত যোগ্যতায় নিয়োগ পেতেন। ২০১৯ সালের নিয়োগবিধি অনুসারে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করার পর থেকে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা তাঁদের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে উন্নীত করার দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অনেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্লক সুপারভাইজার, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা (তহশিলদার) পদে দশম গ্রেডে চাকরি করছেন। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা বেতন গ্রেডে পিছিয়ে।

কত বেতন পান প্রাথমিকের শিক্ষকরা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা শুরুতেই বেতন পান ১৩তম গ্রেডে (১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা)। এর মধ্যে মূল বেতন ১১ হাজার টাকা। তবে এলাকাভেদে বাড়ি ভাড়ায় ভিন্নতা রয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের ৬০ শতাংশ। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া, অন্য এলাকার জন্য এটি মূল বেতনের ৪৫ শতাংশ নির্ধারিত।

সহকারী শিক্ষকরা চিকিৎসা ভাতা বাবদ ১ হাজার ৫০০ টাকা, টিফিন ভাতা ২০০ ও যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকা পান। সব মিলিয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট বেতন দাঁড়ায় ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকায় মোট বেতন ১৮ হাজার ৫০০ টাকা। এর বাইরে দেশের অন্য এলাকায় সহকারী শিক্ষকদের মোট বেতন ১৭ হাজার ৯৫০ টাকা। এই বেতন থেকে কল্যাণ তহবিলের জন্য ১৫০ টাকা ও ডাকটিকিটের জন্য ১০ টাকা কেটে রাখা হয়।

সহকারী শিক্ষকরা বলছেন, প্রতিবছর তাঁদের মূল বেতন ৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৫৫০ টাকা বাড়ে। এ ছাড়া, তাঁরা বছরে মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থাৎ ১১ হাজার টাকার দুটি উৎসব ভাতা পান। মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে, অর্থাৎ ২ হাজার ২০০ টাকা পান বৈশাখী ভাতা। চাকরি তিন বছর হলে মূল বেতনের সমপরিমাণ শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাওয়া যায়। আর চাকরিজীবনে প্রাথমিকের একজন সহকারী শিক্ষক পান দুটি টাইম স্কেল।

পদোন্নতি পেয়ে তাঁদের সহকারী প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে পদোন্নতির সুযোগ খুবই কম বলে তাঁরা জানান। উপজেলায় পদ খালি থাকা সাপেক্ষে পদোন্নতি পাওয়া যায়। অনেকে ২০-২২ বছর চাকরি করেও পদোন্নতি পান না।

রাজধানীর সুরিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং 'বাংলাদেশ সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের' সভাপতি মো. আনিসুর রহমান সমকালকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। অথচ আমাদের বেতন ও পদমর্যাদা খুবই লজ্জাজনক। প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকের বেতন সরকারি নার্সদের চেয়ে কম, অথচ শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের চেয়ে বেশি।' 'এটি এক ধরনের বঞ্চনা' বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সারাদেশে ৬৫ হাজার ৬২০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোয়া ৪ লাখ সহকারী শিক্ষক ও ৬৫ হাজার ৬২০ প্রধান শিক্ষক পদ রয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষক পদে ২৯ হাজার জন ও সহকারী শিক্ষক পদে ৩ লাখ ৯২ হাজার জন কর্মরত আছেন। বাকি পদগুলো শূন্য রয়েছে।

প্রধান শিক্ষকদের অবস্থাও একই

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ভাগ্যের বদল হয়নি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে গেজেট হয়নি। শিক্ষকদের অভিযোগ, মন্ত্রণালয়ের গড়িমসিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন আটকে আছে এবং তাঁদের বেতন রয়ে গেছে আগের কাঠামোয়। আগের মতোই তাঁরা 'তৃতীয় শ্রেণির' পদমর্যাদার বেতন পাচ্ছেন। এই 'বঞ্চনা লাঘবে' তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি রঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য সমকালকে বলেন, '২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক ধাপ উন্নীত করা হয়। কিন্তু দুটি পদক্ষেপের একটিও এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। তাই আমরা হতাশ।'

একই রকম কথা বলেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি রিয়াজ পারভেজ। তিনি বলেন, 'সরকারি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নন-গেজেটেড পদমর্যাদা দিয়ে সরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ১১তম ও ১২তম গ্রেডে রেখেছে। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা পাওয়া পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, নার্স, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন সচিবদেরও দশম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।'

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সম্পাদক স্বরূপ দাস সমকালকে বলেন, 'প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা অনেক অবহেলিত। সরকারের সব বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার কর্মকর্তারা দশম গ্রেডে বেতন পেলেও সরকারি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা বেতন পান ১১তম গ্রেডে।' তিনি বলেন, 'তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ৯ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির আর্থিক সুবিধা মিলছে না।'

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে কিছু দাবি তুলে ধরেন। এগুলো হলো– চাকরি ১০ বছর ও ১৬ বছর হলে উচ্চতর গ্রেড প্রদান, নবম পে কমিশন গঠনসহ ২০তম গ্রেড থেকে দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল।

প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি করতে চান না অনেকে

বেতন ও পদমর্যাদা কম হওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের চাকরি করতে চান না অনেকে। ইতোমধ্যে ৩৪তম বিসিএস থেকে ৮৯৮ জন ও ৩৬তম বিসিএস থেকে অনেক প্রার্থীকে প্রধান শিক্ষক পদে সুপারিশ করা হলেও অনেকে ওই চাকরিতে যোগদান করেননি। আর যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকে দশম গ্রেডে অন্য চাকরি নিয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, দ্বিতীয় শ্রেণির অন্য চাকরিজীবীরা দশম গ্রেডে বেতন পেলেও তাঁরা তা পান না। এ কারণেই তরুণরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আগ্রহী হচ্ছেন না।

আদালতে রিট

পদমর্যাদা বাড়াতে প্রধান শিক্ষকরা উচ্চ আদালতে একটি রিট করেন। এরপর ২০১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বেতন দশম গ্রেডে প্রদান ও গেজেটেড পদমর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন উভয় ধরনের প্রধান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ওই নির্দেশনা ২০১৪ সালের ৯ মার্চ থেকে কার্যকর করার আদেশ দেন আদালত। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই আদেশ দেন। কিন্তু পরে সরকার পক্ষ ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে। বিষয়টির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

কী বলছে মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিবের রুটিন দায়িত্বে থাকা মো. মোশাররফ হোসেন সমকালকে বলেন, 'শিক্ষকরা আমাদের সমাজে সম্মানের পাত্র। বেতন গ্রেড দিয়ে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। সামাজিকভাবে তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত। আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেই শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। আরও দিতে পারলে ভালো হতো নিশ্চয়ই। তবে এটা শুধু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। একসঙ্গে ৪ লাখ শিক্ষকের বেতন বাড়াতে গেলে সরকারের বিপুল অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি আমাদের চেষ্টা ও পরিকল্পনায় আছে। তবে উচ্চ আদালতে এ নিয়ে মামলা চলমান। মামলা নিষ্পত্তি হলে আদালতের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যুগান্তর
সোমবার ৩ জুলাই ২০২৩
১৯ আষাঢ় ১৪৩০

শ্রমজীবীদের জন্য 'সবচেয়ে বাজে' দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

যুগান্তর ডেস্ক

শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিশ্বের 'সবচেয়ে বাজে' ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। অন্য দেশগুলো হলো—বেলারুশ, ইকুয়েডর, মিসর, এসওয়াতিনি, গুয়াতেমালা, মিয়ানমার, তিউনিসিয়া, ফিলিপাইন ও তুরস্ক। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) বৈশ্বিক অধিকার সূচক ২০২৩-এ এমন তথ্য উঠে এসেছে।

শুক্রবার বেলজিয়ামের ব্রাসেলসভিত্তিক সংস্থা আইটিইউসির প্রকাশিত সূচক অনুযায়ী—'অধিকারের নিশ্চয়তা নেই' শ্রেণিতে বাংলাদেশের স্থান হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সূচকে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—পশ্চাদমুখী আইন, ইউনিয়ন গঠনে বাধা ও পুলিশি সহিংসতা। বলা হয়, বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার মারাত্মকভাবে খর্ব করা অব্যাহত রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নিষেধ। ইপিজেডে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে অধিকার সম্পর্কিত মতামত প্রকাশও নিষেধ।

গার্মেন্ট খাতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, এ খাতে ৪৫ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করেন। এখানেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টায় ক্রূরভাবে বাধা দেওয়া হয়। এখানে ধর্মঘট নির্দয়ভাবে দমন করে শিল্পপুলিশ। কর্তৃপক্ষ একটি কঠোর নিবন্ধন প্রক্রিয়া চাপিয়ে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ব্যাহত করেছে। আইটিইউসি বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। তারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের বৈশ্বিক কণ্ঠস্বর হিসাবে কাজ করে। ১৪৯টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে আইটিইউসির এবারের সূচকটি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ২০২৩। ২০ আষাঢ় ১৪৩০ সময়ের আলো

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন

নির্যাতন-হয়রানির শিকার ১১৯ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে গত ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ১১৯ সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি, মামলা ও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাধার শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা জেলায় সর্বাধিক ২৯ জন এবং চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার ৮ জন করে সাংবাদিক রয়েছেন। এ ছাড়াও এই সময়ে ১৭৯টি রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। সোমবার মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

আসক জানায়, ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল এবং তাদের 'নিজস্ব সূত্র' থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির সংখ্যাগত এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

দেশে ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতির পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা করে আসক বলছে; এ সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। এ ছাড়া বেআইনি আটকের অভিযোগ ও রহস্যজনক নিখোঁজ, সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন, সীমান্তে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের মতো ঘটনা ঘটেছে।

বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জামালপুর জেলা প্রতিনিধি এবং একাত্তর টিভির বকশীগঞ্জ উপজেলা সংবাদ সংগ্রাহক গোলাম রব্বানির ওপর হামলা ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে ধরে আসক বলেছে, সাংবাদিকের ওপর এ ধরনের হামলা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকের মৃত্যুর ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংকুচিত করে তোলে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরা হামলা-মামলার শিকার হচ্ছেন উল্লেখ করে আসক বলেছে, তার বিশেষত প্রথম আলোর সাভার প্রতিনিধি শামসুজ্জামানকে সিআইডি পরিচয়ে ভোররাতে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং দিনভর তাকে আটকের ঘটনা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায়োগিক আচরণ যে অসংগত ও বেআইনি তা প্রতীয়মান হয়েছে। এ ধরনের অমানবিক আচরণের অভিযোগ সাতক্ষীরা জেলায় কর্মরত সাংবাদিক রঘুনাথ খাঁকে আটকের সময়ও পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছিল। রঘুনাথ খাঁকে আটকের পর পুলিশ দিনভর অস্বীকার করে প্রায় ৯ ঘণ্টা পরে একটি মামলায় গ্রেফতার দেখায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেছে, এই সময়কালে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের মামলা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিরোধ করে তুলতে প্ররোচিত করবে। এ ধরনের পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত করবে, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর আগে আইনমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা নেওয়ার আগে বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার প্রতিফলন এ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না; বরং উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রথম আলোর সম্পাদক ও প্রতিবেদক সম্পর্কে নানা মন্তব্য এ ধরনের মামলা করতে অত্যুৎসাহীদের অনুপ্রাণিত করছে বলে মনে হচ্ছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গত ছয় মাসে দায়ের হওয়া ২৪টি মামলা পর্যালোচনা করে আসক বলেছে, ২৪টি মামলায় মোট আসামির সংখ্যা ৬০। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৪টি মামলার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগে পাঁচটি মামলা রয়েছে, যেখানে আসামি করা হয়েছে পাঁচজনকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাংবাদিক ও সব মুক্তচিন্তা চর্চাকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে আসক।

আসকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ছয় মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে চারজন এবং গুলিতে দুজনসহ মোট ছয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এ সময় ৫১ জন কারা হেফাজতে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ২৪ জন কয়েদি ও ২৭ জন হাজতি। গত ছয় মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮০৪ শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে।

আসক বলেছে, গত ছয় মাসে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় নির্বাচনসহ রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার ১৭৯টি ঘটনা ঘটে। এতে ১৪ জন নিহত এবং ২ হাজার ৪২২ জন আহত হন। গত ছয় মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে ১১ বাংলাদেশি নিহত হন। আহত হন ১৪ জন। পাঁচটি ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তিনটি বাড়িঘরসহ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তদের হামলা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় একজন নিহত ও কমপক্ষে ৬২ জন আহত হন। হামলার এ ঘটনায় ১০৩টি বাড়ি ও ৩৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

আসকের তথ্য মতে, গত ছয় মাসে ১৫৪ জন নারী-পুরুষ যৌন হয়রানিমূলক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৯ জন নারী এবং ৭৫ জন পুরুষ। ওই সময়ে ২৯৪ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে আসক বলেছে, ধর্ষণের পর হত্যা শিকার হয়েছেন ২০ নারী। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন তিন নারী। ২৫৩ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১৫৬ নারীকে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের কারণে ৫৯ নারী আত্মহত্যা করেছেন। আর গত ছয় মাসে গণপিটুনির ঘটনায় ২৪ জন নিহত হয়েছেন।

আসক মনে করে, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে আইনের শাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যকীয়। অন্যথায় বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনা বাড়তে থাকে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৮ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Sunday 2 July 2023

ঈদের ছুটি পাননি ৭১টি কারখানার শ্রমিক

দেশের ৯ হাজার ৯১৫টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৭১টি কারখানার শ্রমিকরা ঈদুল আজহার ছুটি পাননি। এর মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বেপজা, পাটকলের সদস্যভুক্ত কারখানার সংখ্যা ১২টি আর ছোট কারখানার সংখ্যা ৫৯টি।

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের ৯ হাজার ৯১৫টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৭১টি কারখানার শ্রমিকরা ঈদুল আজহার ছুটি পাননি। এর মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বেপজা, পাটকলের সদস্যভুক্ত কারখানার সংখ্যা ১২টি আর ছোট কারখানার সংখ্যা ৫৯টি। শিল্পাঞ্চল পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিল্প পুলিশের তথ্য মতে, ২৮ জুন পর্যন্ত সময়ে বড় কল-কারখানা অর্থাৎ বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বেপজা, পাটকলের ৩ হাজার ১৬৪টি কারখানার মধ্যে ২৮ জুন ঈদের ছুটি দেয়া হয় ১ হাজার ১০০টি কারখানায়।

এর আগ পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়েছিল ১ হাজার ৯৯২টি কারখানার শ্রমিকদের। আর ছুটি দেয়া হয়নি ১২টি কারখানায়।

এছাড়াও অন্য খাতের ৬ হাজার ৭৫১টি কারখানার মধ্যে ৬৫০৯টি কারখানায় ঈদের ছুটি দেয়া হয়েছে আর ছুটি দেয়া হয়নি ৫৯টি কারখানায়।

২৮ জুন ছুটি দেয়া হয় ২ হাজার ৭৯০টি কারখানায় আর তার আগে ছুটি দেয়া হয়েছে ৩ হাজার ৬১৯টি কারখানায়।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০২৩,

৬ মাসে নির্যাতন-হয়রানির শিকার ১১৯ সাংবাদিক

আসকের প্রতিবেদন

আসক বলছে, এ সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন—ছয় মাসে দেশে ১১৯ সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি, মামলা ও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাধার শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা জেলায় সর্বাধিক ২৯ জন এবং চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার ৮ জন করে সাংবাদিক রয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল সোমবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। আসক জানায়, ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল এবং তাদের 'নিজস্ব সূত্র' থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির সংখ্যাগত এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতির পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা করে আসক বলছে, এ সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক। এ ছাড়া বেআইনি আটকের অভিযোগ ও রহস্যজনক নিখোঁজ, সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন, সীমান্তে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের মতো ঘটনা ঘটেছে।

বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জামালপুর জেলা প্রতিনিধি এবং একাত্তর টিভির বকশীগঞ্জ উপজেলা সংবাদ সংগ্রাহক গোলাম রব্বানির ওপর হামলা ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে ধরে আসক বলেছে, সাংবাদিকের ওপর এ ধরনের হামলা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকের মৃত্যুর ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংকুচিত করে তোলে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরা হামলা মামলার শিকার হচ্ছেন উল্লেখ করে আসক বলেছে, বিশেষত *প্রথম আলোর* সাভার প্রতিনিধি শামসুজ্জামানকে সিআইডি পরিচয়ে ভোররাতে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং দিনভর তাকে আটকের ঘটনা সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায়োগিক আচরণ যে অসংগত ও বেআইনি তা প্রতীয়মান হয়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেছে, এই সময়কালে *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের মামলা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিরোধ করে তুলতে প্ররোচিত করবে। এ ধরনের পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত করবে, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গত ছয় মাসে দায়ের হওয়া ২৪টি মামলা পর্যালোচনা করে আসক বলেছে, ২৪টি মামলায় মোট আসামির সংখ্যা ৬০। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৪টি মামলার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগে পাঁচটি মামলা রয়েছে, যেখানে আসামি করা হয়েছে পাঁচজনকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাংবাদিক ও সব মুক্তচিন্তা চর্চাকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে আসক। সংগঠনটি বলেছে, ইতিমধ্যে এই আইন নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে সবার কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে।

আসকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ছয় মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে চারজন এবং গুলিতে দুজনসহ মোট ছয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এ সময় ৫১ জন কারা হেফাজতে মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন কয়েদি ও ২৭ জন হাজতি। গত ৬ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮০৪ শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে।

রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার ১৭৯ ঘটনা

আসক বলেছে, গত ছয় মাসে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় নির্বাচনসহ রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার ১৭৯টি ঘটনা ঘটে। এতে ১৪ জন নিহত এবং ২ হাজার ৪২২ জন আহত হন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০২৩,

শ্রমজীবী মানুষ

উন্নয়নের স্বার্থেই জীবনমানের উন্নয়ন জরুরি

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) বৈশ্বিক অধিকার সূচক ২০২৩-এ বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের নাজুক চিত্রই উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিশ্বের 'সবচেয়ে বাজে' ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। বাকি নয়টি দেশ হলো বেলারুশ, ইকুয়েডর, মিসর, এসওয়াতিনি, গুয়াতেমালা, মিয়ানমার, তিউনিসিয়া, ফিলিপাইন ও তুরস্ক। ১৪৯টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে আইটিইউসি এবারের প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছে, সেটি হলো বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা নেই।

শ্রমিকদের অনিশ্চয়তার কারণ হিসেবে পশ্চাৎমুখী আইন, ইউনিয়ন গঠনে বাধা এবং শ্রমিকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সহিংসতার কথা বলা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে শ্রমিকদের সংগঠন ও দর-কষাকষি করার অধিকার ছিল, সেটাও অনেকটা সীমিত। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য গঠিত আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নেই।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প খাত তৈরি পোশাক কারখানায় ৪৫ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা দেওয়া হলেও সেটি একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য অপ্রতুল। অনেক কারখানায় শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরিও দেওয়া হয় না। এ নিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পে মাঝেমধ্যেই অসন্তোষ দেখা যায়। ঈদের আগে ২৫ জুন মজুরি-ভাতা বকেয়া থাকায় গাজীপুরে প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেড নামের একটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা শহিদুল ইসলাম সেখানে যান তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে। ফেরার পথে তিনি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

শহিদুল হত্যা মামলায় আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশ গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করলেও বাংলাদেশের শ্রমিকদের বেতন কম। রানা প্লাজা ধসের পর তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ কিছুটা উন্নত হলেও বেশির ভাগ খাতের অবস্থা শোচনীয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমিকেরা যে মজুরি পান, তা দিয়ে মানবিক জীবনযাপন করে শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন করা কঠিন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে যতটা আয় প্রয়োজন, তার তুলনায় অর্ধেক আয় করেন দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকেরা। বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন অনানুষ্ঠানিক খাতে। সেখানে ন্যূনতম মজুরি ও কর্মঘণ্টার বালাই নেই। কর্মপরিবেশ অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

যেখানে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা উন্নত ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের বিকল্প নেই। যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়েছে, সেসব দেশে শ্রমিকদের জীবনমানও অনেক উন্নত। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে যে শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে, সেই আইনে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তদুপরি সরকার ও মালিকপক্ষ আইনকে উপেক্ষা করে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করছে।

আন্তর্জাতিক অনেক সূচকেই আমরা পেছনে আছি। তাই বলে সবচেয়ে বাজে ১০টি দেশের তালিকায় থাকা কোনোভাবে মানা যায় না। আমরা যদি প্রকৃতই দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যেতে চাই, শ্রমিকদের জীবনমানেরও উন্নয়ন জরুরি। শ্রমিকদের অর্ধাহারে কিংবা মানবেতর পরিবেশে রেখে তাঁদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত শ্রম বা সেবা পাওয়ার আশা করা যায় না। তাঁদের ন্যূনতম মজুরি, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেই হবে।

দেশ রূপান্তর ২ জুলাই ২০২৩, ১৮ আষাঢ়

কর্মজীবীদের জন্য বাজে ১০ দেশের একটি বাংলাদেশ

রূপান্তর ডেস্ক

কর্মজীবীদের জন্য সবচেয়ে বাজে ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। গত শুক্রবার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) প্রকাশিত বৈশ্বিক অধিকার সূচক-২০২৩-এ এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে।

১০ দেশের অন্যগুলো হলো– বেলারুশ, ইকুয়েডর, মিসর, গুয়াতেমালা, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, তিউনিসিয়া, তুরস্ক ও এসোয়াটিনি।

২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর বৈশ্বিক অধিকার সূচক প্রকাশ করে আসছে ব্রাসেলসভিত্তিক এ সংস্থাটি। ২০২২ সালে ১৪৯টি দেশে শ্রমিকের অধিকারের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এবারের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে আইটিইউসি।

সংস্থাটি কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দেশে দেশে সরকারের ভূমিকা এবং শিল্প-কারখানার নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকারগুলো কীভাবে লঙ্ঘন করে, এ বিষয়গুলো নজরদারি করে থাকে।

বৈশ্বিক অধিকার সূচকে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এখানে শ্রমিকের অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার নামে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মতপ্রকাশে বাধা দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় শিল্প খাত পোশাক শিল্পে প্রায় ৪৫ লাখ শ্রমিক কর্মরত। সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা দেওয়া হয়। শিল্প-পুলিশ পোশাক শিল্পের ধর্মঘট দমন করে থাকে।

আইটিইউসির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লুক ট্রায়াঙ্গেল এক টুইটে বলেন, গণতন্ত্রের শক্তির সঙ্গে শ্রমিকের অধিকার সমুন্নত রাখার পরিষ্কার সম্পর্ক আছে। গণতন্ত্রের মূলে যে আঘাত করা হচ্ছে, ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে তা স্পষ্ট হলো। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মপরিবেশের বাজে ১০টি দেশের ৯টিতেই আইনসংগত ধর্মঘটে যাওয়ায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর মধ্যে ৭৭ ভাগ দেশ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও তাতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বঞ্চিত হতে হয়। ৪২ ভাগ দেশে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কঠোরভাবে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সের মতো দেশে পুলিশ দিয়ে বেধড়ক পিটুনির মাধ্যমে শ্রমিকের প্রতিবাদ দমন করা হয়।

এতে আরও বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া ও চিলিসহ কয়েকটি দেশে শ্রমিকের অধিকারের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। মান কমেছে যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে।

শোভন কাজ

MONDAY JULY 3, 2023
ASHAR 19, 1430 BS
The Daily Star

Getting paid to do nothing?

BJMC executives retaining positions three years after mill closure, while around 70,000 employees laid off

MD SHAHNAWAZ KHAN CHANDAN

Crescent Jute Mills, located at Khalishpur in Khulna district was the second largest jute mills in terms of area and production capacity. Three years ago, the massive 113 acres premises of the mill used to remain vibrant with thousands of workers and officials.

However, like all other state-run jute mills, this mill was shut down in 2020, leaving more than 2,000 workers jobless.

Many locals also got affected indirectly by this move. Abdul Malek, owner of a local grocery store, said, "Three years ago, I never imagined that I would not get any customers. The labour quarters are empty now. There are only mill officials here who sometimes come to my shop. I have been struggling to run my business."

When I go to the mill, the officials say our money has been blocked by the ministry and it will be released before Eid. But, that Eid never came for me.

ABDUR RASHID
Ex-worker of Khalishpur Jute Mill

Our officials are protecting more than 1,300 acres of real estate and numerous infrastructure. The claim that they are being paid without any job is baseless.

GOLAM KABIR, BJMC chairman

We have devised a plan to assimilate the skilled and experienced officials into other state-run corporations and leave some officials under the golden handshake scheme. We shall retain only 200-300 officials at BJMC to monitor the leased out mills.

ABDUR ROUF
Secretary of ministry of jute and textile

In fact, the once vibrant neighbourhood has become a deserted place as most of the workers who lost their jobs in 2020 left Khalishpur. However, around 300 of its officials are still living on the factory premises.

Unlike the labourers, they are getting full benefits from the government, such as regular salaries, accommodation in officers' quarters and various other amenities.

Former workers who still live in the area said these officials are getting salary for doing nothing. However, BJMC claimed that these officials are guarding valuable assets of the corporation.

Golam Kabir, chairman of BJMC, said, "We have engaged all of our officials in maintaining the property and monitoring the tender process. So far, we have published four tenders to reopen the mills."

"Our officials are protecting more than 1,300 acres of real estate and numerous infrastructure. The claim that they are being paid without any job is baseless," he added.

In fact, BJMC has been maintaining hundreds of workers who, with all the factories closed, apparently do not have any job to do.

For instance, there are 10 officials in the production section at the BJMC headquarters.

When this correspondent visited BJMC headquarters at Motijheel at 11:00am on Monday, six of the officials were absent.

The situation was the same for their marketing department. There are around 25 officials in the department but only a handful of them were present in the office.

When this was pointed out to the chairman, he said, "As there is no production, our officials mostly do various administrative tasks. Some of us work with the procurement department as well."

At present, BJMC's total manpower is 2,517 officers and employees. When all the factories were closed indefinitely in 2020, BJMC sacked more than 70,000 workers (permanent and temporary) overnight on the grounds of recurring financial loss but retained all of its officers and administrative staff.

Many of them are based in the mills, zonal offices and training centres. The corporation has been spending crores to maintain this massive workforce.

In the last fiscal, BJMC spent Tk 140 crore for officials' salaries. BJMC suffered a financial loss of more than Tk 250 crore and most of its budget went into paying off salary, maintaining the closed mills, estates and machineries.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

PRESENT STATE OF FORMER WORKERS

While the officials are enjoying a well-paid and carefree life, more than 15,000 workers are yet to receive their due salaries and benefits from BJMC, even three years after the lay off.

BJMC has not paid a single penny to 11,000 temporary workers of five jute mills -- Khalishpur Jute Mill, Daulatpur Jute Mill, Jatio Jute Mill, RR Jute Mill and KFD Jute Mill.

Around 4,000 permanent workers of different jute mills also did not get their due benefits and salaries due to spelling mistakes in their credentials and pending court cases against them.

Many workers are spending miserable lives in the slums near the jute mills with the hope that someday they will get their money.

Abdur Rashid, one such worker of Khalishpur Jute Mill, said, "I have worked seven years at the mill. I was supposed to become a permanent worker. Now for the last three years, I have been pulling a rented rickshaw-van and sometimes I work as a day labourer."

"When I go to the mill, the officials say our money has been blocked by the ministry and it will be released before Eid. But, that Eid never came for me," he said.

Again, many workers are also waiting with the hope that one day the government will reopen the mills and re-employ the former workers as the minister for jute and textile promised in 2020.

Md Nurul Amin, a worker of Daulatpur Jute Mills, said, "Many workers who received money from BJMC spent much of it to survive in this inflation. We have the skills to work in a jute mills; we do not know any other trade."

"The hope that one day the mills will re-open and we shall get back to our work is the only thing that still keeps us alive," added Amin.

CONCERNS OVER BJMC'S ROLE

Experts and labour leaders have expressed concern over BJMC's indifference towards workers and their role in reopening the mills.

বণিক বার্তা
শনিবার, জুলাই ৮, ২০২৩

বগুড়ার আদমদীঘির শাঁওইল গ্রামে ঢুকলেই কানে ভেসে আসে 'ঠকঠক' শব্দ — ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

ফেলনা সুতায় নতুন কম্বল ও শীতের পোশাক

বগুড়ার ৪০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান

এইচ আলিম ■ বগুড়া

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার অজপাড়াগাঁ শাঁওইল মধ্যপাড়া। জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমের এ গ্রামে ঢুকলেই কানে ভেসে আসে 'ঠকঠক' শব্দ। দিনে-রাতে এ শব্দ তুলে প্রায় প্রতিটি ঘরেই বোনা হয় কম্বল, চাদর, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, থ্রিপিসসহ রঙিন সব বস্ত্র। শুধু শাঁওইলই নয়, আশপাশের গ্রামগুলোর প্রায় ৪০ হাজার লোক আজ স্বনির্ভর এ তাঁত শিল্পকে ঘিরে। তাদের বেশির ভাগই পুরনো আর ফেলনা সুতা থেকে তৈরি করেন নতুন কম্বল ও শীতের পোশাক।

জানা যায়, শাঁওইল মধ্যপাড়া বর্তমানে তাঁত শিল্পের গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানকার তাঁতি সম্প্রদায় স্বাধীনতার পরপর গামছা ও লুঙ্গি তৈরি করে স্থানীয় হাটবাজারে বিক্রি করত। চাহিদা বাড়ায় পরে তা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। আবার এ অঞ্চলে শীতকালে গরম কাপড়ের বেশ চাহিদা থাকায় পুরনো কাপড় দিয়ে কম্বল তৈরি শুরু করেন তাঁতিরা। ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে গ্রামের কয়েকজন কারিগর কম্বল বানানোর তাঁত মেশিন স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করেন। তাদের দেখে গ্রামের অনেক বেকার লোকজনও তাঁত শিল্পে নিজেদের জড়িয়ে স্বাবলম্বী হন। এখন গ্রামের প্রায় সব পরিবারই এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে সেখানে তৈরি হওয়া চাদর, কম্বল, গামছা, তোয়ালেসহ নানা ধরনের বস্ত্র সারা দেশে বিক্রি হচ্ছে। মাঝেমধ্যে রফতানি হয় মধ্যপ্রাচ্যেও।

শীতের পোশাক তৈরির পর স্থানীয়ভাবে সপ্তাহের রোববার ও বুধবার একটি হাট বসে। প্রতি হাটেই বেচাবিক্রি হয় কোটি টাকার বস্ত্র। দামে কম বলে এ অঞ্চলের কম্বলের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে। তাছাড়া শীতে দুস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি বছরই সরকারিভাবে কম্বল কেনা হয়। এনজিও, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিও শীতবস্ত্র কিনে বিতরণ করে থাকে। এসব পোশাকের সিংহভাগই আসে বগুড়ার শাঁওইল হাট থেকে।

অক্টোবর থেকে জানুয়ারি—এ চার মাস চাহিদা বেশি থাকায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত সময় কাটে কারিগরদের। গার্মেন্টিসের ফেলে দেয়া সুতা, পুরনো সোয়েটার ও ঝুট কাপড় থেকে সুতা বের করে বিভিন্ন ডিজাইনের চাদর ও কম্বল বোনেন তারা। প্রথম দিকে গ্রামের পুরুষরাই কেবল এ কাজ করলেও এখন নারীরাও যুক্ত হয়েছেন। গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই রয়েছে তাঁতযন্ত্র। কোনো কোনো ঘরে দুটি থেকে শুরু করে পাঁচটি পর্যন্ত তাঁত রয়েছে। কোনোটি চাকাওয়ালা আবার কোনোটি তৈরি করা হয়েছে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে।

শাঁওইল গ্রামের প্রবীণ তাঁত কারিগর মোজাহার হোসেন, মকবুল হোসেন, আব্দুল হামিদ, ফজলুর রহমান, আফজাল হোসেন, মীর কাশেম আলী। তারা জানান, সারা দেশে লাখ লাখ তাঁত বন্ধ হয়ে গেলেও বগুড়া অঞ্চলের হাজার হাজার তাঁত এখনো টিকে আছে চাদর ও কম্বল বুনন করে। এ অঞ্চলের তৈরি বাহারি ডিজাইনের বিভিন্ন চাদর ও কম্বল সারা দেশে, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। দাম কম বলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাইকাররা এসে এখানকার বস্ত্র কিনে নিয়ে যান। সব মিলিয়ে শাঁওইলসহ আশপাশের গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ তাঁত চালিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। তবে বর্তমানে কিছুটা অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছেন তাঁতশিল্পীরা।

নশরতপুর ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সদস্যরা বলছেন, এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে তারা লাভবানও হয়েছেন। তবে সহজ শর্তে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ফেলনা সুতায় নতুন কম্বল

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঋণ দিলে এ ব্যবসা আরো বড় করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে ঋণের পরিমাণ যেমন বাড়াতে হবে ঠিক তেমনি কমাতে হবে সুদের হার। এসএমই ফাউন্ডেশন থেকেও আরো বেশি করে ঋণ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। তাঁত কারিগর আয়শা আক্তার জানান, তিনি একটি তাঁত মেশিন বসিয়ে চাদর বোনেন। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তাঁত বাড়াতে ঋণ নেয়ার কথা ভবছেন বলে জানান।

চাদর তৈরির কারিগর রেজাউল করিম জানান, আগে লাভ হতো বেশি। এখন রঙ ও সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় কম্বল তৈরিতে বেশি খরচ পড়ছে। এর পরও গ্রামের সবাই নিজেদের তাগিদে কম্বল ও চাদর বুনে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গামছা, সোয়েটার, হাতমোজা, শিশুদের জন্য বিভিন্ন ডিজাইনের শীতের কাপড়ও তৈরি করছেন তারা। সুতা কেটেও জীবিকা নির্বাহ করেন শাঁওইলসহ আশপাশের অর্ধশত গ্রামের মানুষ।

কারিগররা বলেন, তাঁত শিল্প তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস। গ্রামের প্রতিটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ সবাই তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁতবস্ত্র তৈরির কাজ করেন তারা। আর এ কাজে আঁচ, নলি, আকু, চরকা, চরকি, লাটাই, সুতা, রঙসহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। কাজ ভাগাভাগি করে নেন পরিবারের সদস্যরা। কেউ লাটাই, চরকি ও ড্রাম ঘুরিয়ে সুতা গোছানোর কাজ করেন, আবার কেউ কম্বল-চাদর তৈরির কাজ করেন। অধিক পরিশ্রম করলে একটি তাঁতযন্ত্র দিয়ে দিনে ৮-১০টি কম্বল তৈরি করা যায়। আবার চাদর বানানো যায় দিনে ১০টি এবং গামছা তৈরির যন্ত্র দিয়ে তৈরি করা যায় ১৫-২০টি গামছা। কিছু ব্যবসায়ী কম্বল ও চাদর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেন। এছাড়া ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট কিছু পরিবার বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তাদের সংগ্রহ করে দেয়। অন্যরা তাদের পণ্য বিক্রি করেন গ্রামের হাটে।

শাঁওইল হাট ও বাজার কমিটির সভাপতি আতোয়ার হোসেন শেখ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আদমদীঘির তৈরি শীতবস্ত্রের মধ্যে চাদর, কম্বল ও বিভিন্ন ধরনের মোজা সারা দেশে কেনাবেচা হয়। তবে ইদানীং কিছু তরুণ উদ্যোক্তা ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে রফতানি না। শীতকাল ছাড়া প্রতি মাসে গড়ে ১ কোটি টাকার ওপর শীতবস্ত্র বিক্রি হয়ে থাকে। আর শীতকালে বিক্রি হয় তার তিন গুণ। সব মিলিয়ে প্রতি বছর গড়ে ২০-২২ কোটি টাকার শীতবস্ত্র বিক্রি হয় এ অঞ্চলে। তবে আরো বড় পরিসরে ভালোমানের পণ্য তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণ দরকার।' তিনি আরো বলেন, 'শাঁওইল বাজারে প্রায় ১ হাজার ৮০০ দোকান আছে। প্রতি দোকানের আওতায় গড়ে তিনজন করে নারী শ্রমিক কাজ করেন। সে হিসাবে এ শিল্পের সঙ্গে কেবল নারী শ্রমিকই জড়িত রয়েছেন পাঁচ হাজারের মতো।'

আদমদীঘির শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার উন্নয়নে ২০১৪ সাল থেকে এসএমই ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রম শুরু করে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটি পণ্যের ডিজাইন উন্নত করার লক্ষ্যে 'প্রডাক্ট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট' প্রশিক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ পরিচালনা করে আসছে। সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাসুদুর রহমান মিলন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আদমদীঘি উপজেলার শাঁওইল গ্রামেই শুধু না, আশপাশের আরো শতাধিক গ্রামে শীতবস্ত্র তৈরি ও বিক্রি হয়। এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলে বড় একটি কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দরিদ্র পরিবার বস্ত্র তৈরির কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। বগুড়া চেম্বার থেকেও তাদের বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করা হয়। আগামীতেও কোনো প্রয়োজন হলে সহযোগিতা করা হবে।'

যুগান্তর | শনিবার ৮ জুলাই ২০২৩ ২৪ আষাঢ় ১৪৩০

তদন্তে শিল্প পুলিশ

টঙ্গীতে শ্রমিকনেতা শহীদুল খুন হন নেতৃত্বের বিরোধে

গাজীপুর প্রতিনিধি

পোশাক শ্রমিকদের দুটি সংগঠনের নেতৃত্বের বিরোধের জেরে টঙ্গীতে শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম খুন হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে শিল্প পুলিশ। শুক্রবার শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এ হত্যা মামলার তদন্ত থানা থেকে শিল্প পুলিশে ন্যস্ত করা হয়।

শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলের সিসি টিভির ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, পোশাক শ্রমিকদের দুটি সংগঠনের নেতৃত্বের বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দোকানদার ফারুক, গার্মেন্ট শ্রমিক সাব্বির ও পাশের একটি প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান আনোয়ার প্রায় অভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। তারা জানান, বিবদমান দুটি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা কথাকাটাকাটি করে রাস্তা দিয়ে উত্তরে গাছার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গেটের কাছে শ্রমিক নেতা শহীদুল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়েন। এ সময় তার সহকর্মীরা শহীদুলের মাথায় পানি ঢালেন। একপর্যায়ে তারা শহীদুলকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন শহীদুল কোনো মারামারি বা হামলার শিকার হননি বলে তিন প্রত্যক্ষদর্শী জানান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের এ বক্তব্যের সঙ্গে সিসি টিভি ফুটেজেরও মিল রয়েছে। হাসপাতালে মৃত শহীদুলের সুরতহাল প্রতিবেদনের সময়ও কোনো আঘাতের চিহ্ন পায়নি পুলিশ। আঘাতজনিত কারণে শহীদুলের মৃত্যুর কোনো কারণ পাননি লাশের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকও।

মামলার বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পরিদর্শক মো. ওসমান আলী জানান, চিকিৎসকরা শহীদুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভিসেরার নমুনা ঢাকার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও জানান, শিল্প পুলিশ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মামলার তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

শ্রমিক দলের প্রতিবাদ সভা : এদিকে গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে শুক্রবার সকালে প্রতিবাদ সভা করেছে গাজীপুর জেলা ও মহানগর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। নগরীর রাজবাড়ি সড়কে দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবীর খান। গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আক্তারুজ্জামান বাবুলের সভাপতিত্বে মহানগর শ্রমিক দলের সদস্য সচিব আব্দুল মোমেন ও জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনোয়ার হোসেন ও শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মনজুরুল ইসলাম। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন—কাপাসিয়া উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মোশারফ হোসেন মেম্বার, কালিগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আলম খান, সদর উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি শরীফ সরকার, কোনাবাড়ী মেট্রো থানা শ্রমিক দলের সভাপতি বজলুর রহমান বাদল, মেট্রো সদর থানা শ্রমিক দলের সদস্য সচিব মনজুর আলম, পূবাইল মেট্রো থানা শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুস সালাম, শ্রীপুর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি আমান উল্লাহ, সদর মেট্রো থানা শ্রমিক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক কবীর হোসেনসহ জেলা ও মহানগর শ্রমিক দলের নেতাকর্মীরা।

দেশ রূপান্তর
৯ জুলাই ২০২৩, ২৫ আষাঢ় ১৪৩০

রূপগঞ্জে হাসেম ফুড ট্র্যাজেডির দুই বছর

নিহত ৫৪ শ্রমিকের পরিবারকে অনুদান

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কর্ণগোপ এলাকায় অবস্থিত হাসেম ফুড কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ৫৪ জন নিহতের ঘটনার দুই বছর পূর্ণ হয় গতকাল শনিবার।

গতকাল বিকেলে কারখানাটিতে নিহত শ্রমিকদের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে মিল কর্তৃপক্ষ। পরে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করে মালিক পক্ষ।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন হাসেম ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ হাসেম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসিব বিন হাসেম, তারেক ইব্রাহিম, তৌসিম ইব্রাহিম, তানজিম ইব্রাহিম, নারায়ণগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার (বি-সার্কেল) আবির হোসেনসহ কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

হাসেম ফুডের এজিএম ক্যাপ্টেন মামুনুর রশীদ বলেন, আজ ২৪টি পরিবার উপস্থিত হয়ে অনুদান গ্রহণ করে। বাকি পরিবারগুলোকে অনুদানের অর্থ পৌছে দেওয়া হবে।

এছাড়া নিহতদের পরিবারের কয়েকজনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত শ্রমিকদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা প্রতি বছরই শ্রমিকদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করব।

নিহত আমেনা খাতুনের শিশুসন্তান রাকিমকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী রাজিব দোয়া মাহফিলে আসেন এবং অনুদান নিতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, আর কোনো কারখানায় যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।

২০২১ সালের ৮ জুলাই সজীব গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হাসেম ফুড কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫৪ জন শ্রমিক নিহত হয়। এছাড়া প্রায় অর্ধশত শ্রমিক আহত হয়। ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট চেষ্টা চালিয়ে প্রায় ২৯ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ৯ জুলাই দুপুরে পোড়া লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ জুলাই ২০২৩

৯০ কর্মদিবসের মধ্যে গৃহকর্মী তামান্না হত্যার বিচার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গৃহকর্মী তামান্না হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেছে কর্মজীবী নারী ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নের্তৃবৃন্দ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, গৃহকর্মীদের শ্রম আইন ২০০৬-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, আইএলও কনভেনশন ১৮৯-এর অনুস্বাক্ষর ও গৃহকর্মীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। গৃহকর্মীদের প্রতি শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গৃহকর্মী তামান্না হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা এসব দাবি জানায়। ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, খিলগাঁও এলাকায় চারটি স্থানে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মজীবী নারী ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

The Financial Express

NEWS

Friday | July 7, 2023

Child trafficking mostly occurs in country of origin: IOM report

FE REPORT

Most child trafficking incidents occur within the country of origin where friends and family are involved in some way, says a new global report of the International Organization for Migration (IOM).

According to the report, over 56.9 per cent of the identified child victims had been trafficked within their country.

On the other hand, more than 51 per cent of child victims reported involvement of friends and family in their recruitment into trafficking.

Family and friends play an important role in the recruitment of children in countries where either widespread or localised extreme poverty is common.

Child victims trafficked for sexual exploitation were more likely to be trafficked internationally, while child victims trafficked for forced labour were more likely to be trafficked domestically.

Those from countries at higher risk of disaster and climate change vulnerability had 1.12 times the odds of being trafficked as children compared to adults, but when there was a disaster, child victims had a higher chance of being trafficked domestically rather than internationally.

The report titled: From Evidence to Action: Twenty Years of IOM Child Trafficking Data to Inform Policy and Programming found in cases of international trafficking, child victims were mostly trafficked to neighbouring, wealthier countries, with a smaller number being trafficked to distant wealthy regions.

It was produced through collaboration between the IOM and the François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights at Harvard University (FXB), using the IOM Victimsof Trafficking Database (VoTD).

It contains primary data collected from approximately 69,000 victims of human trafficking of 156 nationalities, trafficked in 186 countries, who were registered with IOM in 113 countries where IOM operates.

According to the analysis, false promises were the most common means of control reported by children (58.9 per cent), followed by psychological and physical abuse (56.3 per cent and 50.6 per cent, respectively).

Use of threats against the victims (39.5 per cent) as well as use of excessive working hours to control them (36.5 per cent) were also reported by a sizeable share of child victims.

The analysis confirms that child trafficking victims come from all backgrounds and genders. According to the data set, 57.4 per cent of child victims were female and 42.6 per cent male.

Child victims range from 0 to 17 years old. Based on the age reported at the time of IOM registration, children aged 13-17 formed the largest group of child victims (46.6 per cent).

Child victims reported being exploited in domestic work (14.5 per cent), begging (10.2 per cent), hospitality (3.4 per cent) and agriculture (3.3 per cent).

Males had 1.99 times the odds of being trafficked as children compared to females. Males also had 1.55 times the odds of being exploited for labour as a child rather than as an adult when compared to females.

arafataradhaka@gmail.com

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০২৩

কৃষিতে সবার আগে বাংলাদেশের নারীরা

অন্য খবর

এফএওর প্রতিবেদন বৈশ্বিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বৈশ্বিক গড় হারের চেয়ে বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫ শতাংশ বেশি। তবে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারে এখনো নারীরা পিছিয়ে।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে। বৈশ্বিক গড় হারের চেয়ে এখন বেশি নারী দেশের কৃষি খাতে জড়িত। তবে মোবাইল ফোন সেবা, ইন্টারনেট প্রযুক্তি থেকে শুরু করে জমির মালিকানায় তাঁরা এখনো বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এর মধ্যেও সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাঁরা কৃষিতে বিরাট অবদান রাখছেন।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) আন্তর্জাতিক কৃষিব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা নিয়ে 'স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন অ্যাগ্রিকালচার সিস্টেম-২০২৩' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গত মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কৃষিতে ২০০৫ সালে নারীর ভূমিকা ছিল ৩৬ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়ায়। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বিশ্বে এটিই সর্বোচ্চ। এরপর রয়েছে নেপাল। একই সময়ে সে দেশে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ। আর তৃতীয় স্থানে থাকা মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরে বেড়েছে ৮ দশমিক ১ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিকভাবে কৃষিতে নারীর ভূমিকা প্রায় ৪০ শতাংশ। বাংলাদেশে এই হার বৈশ্বিক গড় হারের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের নারীরা যে কৃষিতে বিপুল অবদান রাখছেন, গবাদিপশু খাতে নজর দিলেই এর প্রমাণ মেলে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, এবার কোরবানিতে গবাদিপশুর বড় অংশ এসেছে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের কাছ থেকে। দেশে এমন প্রায় ১০ লাখ খামার রয়েছে, যার প্রায় ৬০ শতাংশ চালান গ্রামীণ নারীরা। বাংলাদেশ তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৯০ শতাংশ লালন-পালন করেন নারীরা।

এফএওর প্রতিবেদনটি এবার দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ২০১১ সালে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। দুই প্রতিবেদনেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষি খাত ও বৈশ্বিকভাবে সামগ্রিক কৃষি খাতে নারীর ভূমিকাকে আমলে নেওয়া হয়েছে। এই খাতে নারীর ভূমিকা ও তাতে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষিতে সবার আগে বাংলাদেশের নারীরা

নারীর অংশগ্রহণ কেন বাড়ছে

বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ কেন বাড়ছে, কারণ-ই বা কী—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর এফএওর ওই প্রতিবেদনে নেই। তাই কারণ অনুসন্ধানে *প্রথম আলো* দেশের শীর্ষ কয়েকজন কৃষিবিশেষজ্ঞ ও গবেষকের সঙ্গে কথা বলেছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশের নারীরা ঐতিহাসিকভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। ফসল কাটার পর তা মাড়াই, রক্ষণাবেক্ষণসহ বেশির ভাগ কাজ তাঁরাই করে থাকেন। কিন্তু পরিবারের নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা থাকে কমই। গত কয়েক যুগে পরিবারে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশে নারীদের ভূমিকায় যে পরিবর্তন এসেছে, চুয়াডাঙ্গার তরুণী মেরিনা জামান ও তাঁর বান্ধবীদের উদ্যোগ সেটাই বলে দিচ্ছে। মেরিনা ও তাঁর ৯ বান্ধবী মিলে গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিক কৃষি খামার। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ফ্রেন্ডস অ্যাগ্রো প্লানেট। সেখানে ড্রাগন, আগর, কমলা, পেয়ারা, তরমুজ, মরিচ, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি, বেগুন, পেঁপে, চিচিঙ্গা, আলুর চাষ হয়ে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় থেকে তৈরি তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে মেরিনার নাম।

মেরিনা বলেন, 'পেশা হিসেবে কৃষি বেশ চ্যালেঞ্জিং। খামারে উৎপাদন, সংগ্রহ, প্যাকেজিং এবং বাজারে নিয়ে ও অনলাইনে বিক্রির পাশাপাশি নিজেরাও হোম ডেলিভারি করি।' তিনি বলেন, 'আমাদের খামারে অর্গানিক পদ্ধতিতে ফল ও ফসল উৎপাদন করা হয়। জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়।'

নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য

এফএওর প্রতিবেদনে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা সবচেয়ে কম ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করেন। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশের মোট ৬৪ শতাংশ গ্রামীণ নারী মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। পুরুষের ক্ষেত্রে এই হার ৮১ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ১৪ শতাংশ নারী ও ৩০ শতাংশ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারে নারী-পুরুষ বৈষম্য ৫৫ শতাংশ। পাকিস্তানে ১৫ শতাংশ নারী ও ভারতে ২৪ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুটি দেশের অবস্থান বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা ওপরে।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে আছে মেক্সিকো। ওই দেশের ৬৩ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সে দেশে এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য মাত্র ১২ শতাংশ। মূলত ২০২১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারের তথ্য প্রতিবেদনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাদেশের নারীরা বড় কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তবে তাঁরা যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান পরিবারগুলো নিয়ে করা দুটি গবেষণার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব কৃষি পরিবারে নারীরা প্রধান হয়ে উঠেছেন, সেখানে ভিন্ন ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। সেসব পরিবারে মেয়েশিশুরা বেশি পরিমাণে পুষ্টি পাচ্ছে। নারীরা পরিবারের দায়িত্ব পেলে তাঁরা আয়ের একটি অংশ দিয়ে পরিবারের সবার জন্য পুষ্টিকর খাবার বাড়িয়ে দেন।

আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষপ্রধান পরিবারে সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর খাবার পায় ছেলেশিশুরা।

বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, কৃষি খাতে নারীর কাজকে আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। অর্থাৎ তাঁরা পারিবারিক কৃষির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেও বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক পান না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিকাজে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাড়িয়েছেন। যে কারণে অন্যান্য খাতেও তাঁদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শুধু উৎপাদন নয়, কৃষিপণ্য বাজারে পৌঁছানো এবং বিক্রিসহ সব কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে কৃষি খাতে নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা বাড়াতে হবে।

DHAKA SUNDAY JULY 9, 2023
ASHAR 25, 1430 BS
The Daily Star

ESSENTIAL SERVICES BILL 2023

A step back for labour rights

The Essential Services Bill 2023, which is an update to the original Essential Services (Maintenance) Act 1952, is currently awaiting presidential approval. As of April 2023, the bill was tabled for discussion in Parliament, and the standing committee was allowed 30 days to produce a report on it. This law, if passed, will allow the government to declare certain services to be deemed "essential" in public interest. For now, a long list of services (including the passenger or goods transport services by land, rail, water or air; hospitals, clinics, health centres; any services relating to establishments or organisations engaged in the production, transportation, supply or distribution of coal, gas, electricity, steel, and fertilisers) have already been described as "essential services" in the bill.

Once the revised Essential Services (Maintenance) Act (ESMA) is enforced, the rights of anyone who is considered a worker under the law can be affected, because this will give the government the extraordinary political power to declare any service as "essential" in the name of public interest. "Public interest" is an umbrella term that legislatures like to use to circumvent the general process for the welfare of the public, but the inherent ambiguity and expansiveness of this phrase can also be weaponised to justify a political agenda. Without a concrete definition of the circumstances under which the government can declare a service as essential, ESMA can be misused incredibly easily. The Bangladesh government's affinity towards businesses and its hostility towards any form of protests (including workers' legitimate strikes) paint a bleak picture as to how the new law might be used.

When do workers really protest or go on strike? To answer that, I would first describe exactly who a "worker" is under the labour laws of Bangladesh. As per Section 2 of the Labour Act 2006, people who work at industries or establishments to perform skilled, unskilled, manual, technical, clerical work but generally do not have administrative, supervisory, or decision-making power are considered to be workers in Bangladesh. Hence, any employee in a managerial or supervisory position is a non-worker. That is, their rights are dictated by their employment contracts, while employees at the most baseline tier (such as garment workers) are at the behest of government-made labour laws. Labour Act 2006 and Labour Rules 2015 only lay down the minimum rights of workers. Since cheap labour brings more profits, business owners usually do not spend a penny more towards workers' wages or safety than what they are legally required to spend. So, while you and I may be able to go to our bosses to negotiate a better salary, the workers must go to the government with their claims – which generally takes the form of a protest or strike, because unless the wheel of development stops turning, the state does not pay attention to the workers' needs.

In Bangladesh, the current labour laws already make it difficult for workers to unionise. For instance, as per section 179(2) of the Labour Act 2006, a trade union of workers is not entitled to be registered unless it has a minimum membership of 20 percent of the total number of employed workers in that establishment. The right to strike is further encumbered by the requirement of 51 percent union members voting in favour of the strike. By virtue of the Labour Act 2006, the government also retains the right to stop a strike if it is satisfied that the strike may cause "serious hardship to the community" or is "prejudicial to national interest." True to the pattern of creating worker-adverse laws, these terms have not been defined in the Labour Act 2006, either.

A vast majority of the labour force in Bangladesh consists of workers whose minimum employment rights are decided by labour laws. ESMA will very discreetly overpower every worker's critical right to strike, under the thinly veiled perception of "public interest." Considering that ESMA will prevail over the Labour Act 2006 and the Labour Rules 2015, workers' right to strike in Bangladesh may cease to exist.

All strikes and protests are potentially dangerous to the status quo and do threaten power; the chance to control this ubiquitous threat in an economy where workers are the main driving force will be an extremely convenient tool to possess for the government.

The undefined term of "public interest" makes each and every industry vulnerable to be deemed as providing an "essential service", whether or not it is genuinely essential for them to function at a given point in time. For instance, the list of "essential services" provided in the bill currently includes "hospitals, clinics, health centres or similar facilities and dispensaries and any related services" expressly. However, considering that approximately 83.5 percent of Bangladesh's exports are attributable to the readymade garments sector, if there were to be an extensive strike by the RMG workers demanding better wages, by virtue of ESMA, the government would be able to demonstrate the significance of keeping the garment factories running and declare the manufacturing, productions, exportation of RMG and all incidental services as "essential" for 6 to 12 months. Upon this declaration, the workers will be prevented from legally going on strike even if they have a grievance. The minimum wage in the RMG industry was last reviewed in 2018, with Tk 8,000 being set for an entry-level factory worker. In comparison, RMG exports from the country have increased by 14.31 percent to $27.418 billion during the period of July 2022 to January 2023.

While the economy is plagued by alarming inflation, only the desperation of unaffordability and poverty would compel RMG workers to come down with a strike against the current wage structure. But a discreetly notorious law like ESMA will then allow the government to criminalise such a crucial labour strike.

The original ESMA 1952, enacted in the then India, is still being used to criminalise workers' strikes in our neighbouring country. In 2012, 20,000 nurses at hospitals run by Delhi and central governments went on strike for issues regarding salary and allowances during a rising outbreak of dengue and chikungunya. While we must acknowledge that a nurses' strike during a healthcare crisis brings intolerable hardship to the masses, criminalising such labour strikes cannot be justified in a system which is so blatantly in favour of institutions rather than its labour force.

In an ecosystem where there is no tradition of collective bargaining, strikes will be the prevalent measure workers will resort to for protecting their rights. To carry on an economy that stands on the shoulders of its workers, instead of repackaging a stringent law from the 1950s, we need to find more

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

constructive and fairer alternatives that ensure the delivery of essential services in times of need. Workers' rights and the continuation of essential services could coexist in a healthy way, such as by establishing a minimum service requirement, mediation process, enhancing roles of labour unions, etc – if the government had the political will to prioritise workers over businesses.

In effect, ESMA seems to be nothing short of a joint exploitation tactic by the government and businesses to further oppress workers. If a worker's right to strike is not absolute, then at least it has to be negotiable with the authorities. If the intention genuinely is to continue essential services, the state must demonstrate this by setting a reasonable benchmark of fairness for the workers, rather than covert oppressive laws. Workers would not wish to occupy the streets if their needs were being met, and it's impossible to have their needs met when, during the extreme inflation of 2023, a worker's minimum wage is still set at the infinitesimal rate of Tk 8,000.

NEW AGE

SUNDAY, JULY 9, 2023, ASHARH 25, 1430 BS

Workers Party president Rashed Khan Menon addresses a discussion at the National Press Club on Saturday, marking Hashem foods factory fire in 2021 where over 50 workers were killed. – Focus Bangla photo

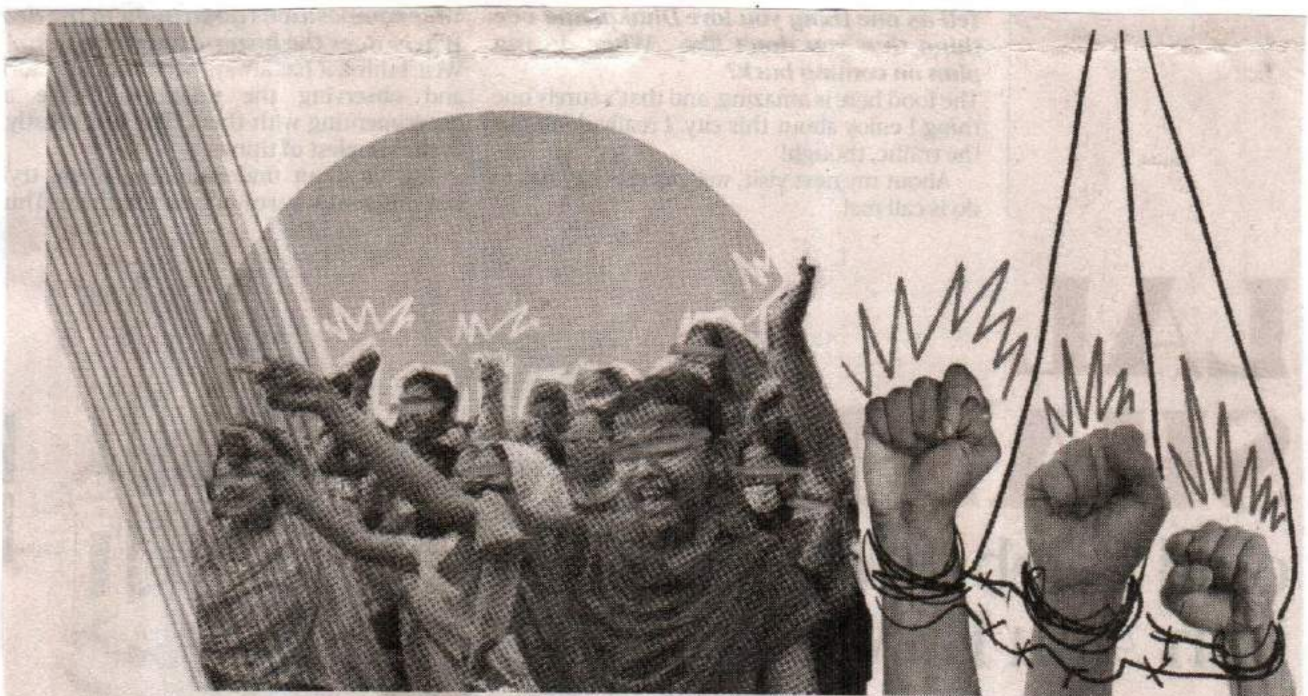

In effect, ESMA seems to be nothing short of a joint exploitation tactic by the government and businesses to further oppress workers.

VISUAL: **REHNUMA PROSHOON**

DHAKA MONDAY JULY 10, 2023
ASHAR 26, 1430 BS
The Daily Star

'What should I do, buy food or pay for chemo?'

Labour leader's murder leaves family in ruins

A CORRESPONDENT, *Gazipur*

Kajli Akhtar, a 32-year-old mother of two, does not know how to manage money required for her next chemotherapy session. Having already undergone two chemotherapy sessions since being diagnosed with uterine cancer in March, she now finds herself unable to afford the life-saving treatment following her husband's murder.

Shahidul Islam, president of Gazipur unit of Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, was beaten to death on June 25, immediately after attending a meeting to negotiate for workers' arrears at Prince Jacquard Sweater Ltd in Tongi Satish area.

Left without her husband, who was the sole breadwinner for the family, Kajli shared her anguish, stating, "We don't know how we will buy food for tomorrow... I don't see any way to arrange money for the rest of my chemotherapy sessions."

"A day after my husband was killed, many people came to our house to console us. And that's all. Neither the administration nor anyone from his community came to see how we are surviving," added Kajili, who married Shahidul 21 years ago.

As she faces an uncertain future, Kajli's elder son, Sadiqul Islam Apu, is preparing for his SSC exams, while her younger son, Ibrahim Khalilullah, is just starting his journey as a first-grader.

Shahidul Islam

A day after my husband was killed, many people came to our house to console us. And that's all. Neither the administration nor anyone from his community came to see how we are surviving.

KAJLI AKHTAR
Wife of Shahidul Islam

A day after the killing, Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation central committee president Kalpana Akhtar filed a murder case with Tongi West Police Station accusing six named (Hanif, Mazharul, 35, Akash, 38, Russell, 32, Ripon, 27, and Sohail, 26) and some five to seven unnamed people.

"Hanif was inside the factory before the time of murder. He is a henchman of a goon named Kamrul, who claims to be in charge of the factory, even though he is not an employee," she told reporters.

Police have so far arrested two accused in this case -- Russel and Mazharul.

Describing the day of murder, Kajli said, "My husband went out of home in the morning. I talked to him around 8:00pm and asked when he would return home."

"My husband replied that he was in some trouble and would be late. Hearing the surrounding noise over the phone, I could sense that he was inside a factory," she said.

"After an hour, one of my husband's colleagues called me over the phone and said he fell sick and was taken to a hospital. Around three hours later, my son went to the Gazipur Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College Hospital and saw my husband's body," she added.

"The factory owner has killed my husband. I want justice," alleged Kajli.

"My future has become uncertain after my father's death. How will I continue my studies?" asked Apu, Shahidul's firstborn.

Contacted, worker leader Kalpana said their federation will financially assist Shahidul's family.

She expressed dissatisfaction over the role of law enforcers alleging that police are not serious about arresting the criminals.

Officer-in-Charge of Tongi West Police Station Shah Alam denied the allegations and said police have already arrested two of the accused and drives are underway to arrest the rest.

Replying to a question, the OC said the factory owner is not an accused in the case.

"Nevertheless, police are investigating whether there was any involvement of the factory owner with the killing," he said.

Gazipur Industrial Police is now investigating the case, added the OC.

DHAKA TUESDAY JULY 11, 2023
ASHAR 27, 1430 BS
The Daily Star

RANA PLAZA TRAGEDY

SC stays Sohel Rana's bail for six months

STAFF CORRESPONDENT

The Supreme Court yesterday stayed for six months a High Court verdict that granted bail to Sohel Rana, owner of Rana Plaza, in a murder case.

At least 1,135 people, mostly garment workers, were killed and over 2,500 others injured as the nine-storey building came crashing down in Savar on April 24, 2013.

The Appellate Division of the SC also kept stand over (waiting for hearing) a petition filed by the state challenging the HC verdict.

A full bench of the Appellate Division headed by Chief Justice Hasan Foez Siddique passed the order after a brief hearing on the petition.

The HC judgement that granted bail to Rana will remain halted following the apex court order, his lawyer Md Quamrul Islam told The Daily Star.

Deputy Attorney General Sarwar Hossain Bappy represented the state.

On April 6, the HC granted bail to Rana.

Wali Ashraf, a sub-inspector of Savar Police Station, had filed the murder case against building owner Sohel Rana, his father and others.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন মঙ্গলবার ॥ ১১ জুলাই ২০২৩

সাভারে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু রোগ

বেশি আক্রান্ত পোশাক শ্রমিকরা

সাভার প্রতিনিধি

সারা দেশের মতো ঢাকার সাভারেও ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু। বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। এদের অনেকেই জানেন না কেন ডেঙ্গু হয় বা এর প্রতিকার কী? সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সাভার ও আশুলিয়ার প্রত্যেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি জরুরি। জানা যায়, গত কয়েকদিনে সাভার-আশুলিয়ার হাসপাতালগুলোতে শতাধিক ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। কয়েকজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। এদের এক তৃতীয়াংশই পোশাক শ্রমিক। গত শনিবার খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন, এনাম মেডিকেলে ৪০, আশুলিয়ায় নারী ও শিশু হাসপাতালে ২৬ এবং সাভারের সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ গণস্বাস্থ্যে ১২ ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। কয়েকজন শ্রমিক বলেন, কেন এ রোগ হয়? এর লক্ষণ বা প্রতিরোধে করণীয় কী তারা জানেন না। সারা দিন কাজের মধ্যে থাকতে হয়। এসব জ্বর নিয়ে ভাবার সময় নেই। সাভার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন পোশাক শ্রমিক মর্জিনা বেগম বলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কাজের মধ্যে কাটে। ডেঙ্গু সম্পর্কে তেমন জানতাম না। হাসপাতালে এসে ডেঙ্গু জ্বরের বিষয়ে জানতে পেরেছি। আক্রান্ত আরেক শ্রমিক রহিমা বলেন, কারখানা মালিকরা এ রোগ সম্পর্কে আমাদের জানালে আমরা সবাই সচেতন হয়ে চলাফেরা করতাম। বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রত্যেক তৈরি পোশাক কারখানায় ডেঙ্গু জ্বর ও এডিস মশা সম্পর্কে শ্রমিকদের জানানো হলে তারা সচেতন হতে পারবে। আমি ইতোমধ্যে কয়েকটি কারখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। এ ছাড়া আমাদের কর্মীরা শ্রমিক কলোনিতে গিয়ে সচেতন করে আসছে। পৌর মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানদের বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। আশুলিয়ায় নারী ও শিশু হাসপাতালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. দবির উদ্দিন আহমেদ বলেন, গত কয়েকদিনে আমাদের এখানে ২৮ ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। বেশির ভাগই পোশাক কারাখানায় কাজ করেন। কেন পোশাক শ্রমিক বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এমন প্রশ্নের জবাবে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সায়েমুল বলেন, অনেক শ্রমিক অল্প টাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। এতে বাসার পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে হয়। এ কারণে সেখানে জন্ম হয় এডিস মশার। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের কারখানা থেকে সচেতন করা গেলে তারা বেশি সচেতন হতো। সায়েমুল বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবা দিতে ইতোমধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিশেষ কর্নার করা হয়েছে। সেখানে শুধু ডেঙ্গু রোগীকে সেবা দেওয়া হচ্ছে। আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউপি চেয়ারম্যান শামীম আহমেদ সুমন বলেন, আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে মশকনিধন ওষুধ কেনা, এই এলাকার ৯টি হটস্পটসহ ৪১টি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে।

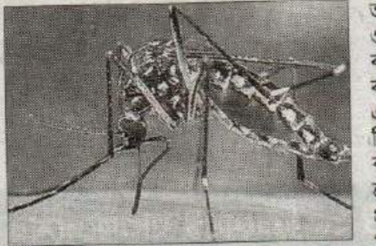

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১১ জুলাই ২০২৩।

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা চান গার্মেন্টস শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। এ ছাড়া ইপিজেডসহ সব কারখানায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দর কষাকষি করার স্বাধীনতা দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের যারা জামিন পেয়েছেন তাদের জামিন বাতিল করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়েছে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ফেডারেশনের আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়। ফেডারেশনের দাবিগুলো হচ্ছে–রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাসহ মামলার সব আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া; শুনানিতে সোহেল রানার জামিন নামঞ্জুর করা; জামিনপ্রাপ্ত অন্য আসামিদের জামিন বাতিল করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া; রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করা; রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করা; সব ক্রেতা ও ব্র্যান্ডকে অ্যাকর্ড চুক্তি স্বাক্ষর করা; এ ছাড়াও সব ক্রেতা ব্র্যান্ড ও মালিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত বীমায় অংশগ্রহণ করা; সব শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত বীমার আওতায় আনা; সব শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা; সব শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব প্রকার সহিংসতা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন ও আইএলও সনদ ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা।

সমাবেশে ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধসে সরকারি হিসাবে ১ হাজার ১৩৮ জন শ্রমিক প্রাণ হারান এবং আড়াই হাজার শ্রমিককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আহত হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন সহস্রাধিক শ্রমিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রমিকদের দুর্ভোগ, দুর্দশা ও মানবেতর জীবনের চিত্র সবার গোচরের আড়ালেই পড়ে যাচ্ছে। যাদের মধ্যে অন্তত ১ হাজার শ্রমিক পঙ্গুত্ব বরণ করে বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, এ মর্মাহত দুর্ঘটনা শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ভবন মালিক সোহেল রানা, পাঁচটি গার্মেন্টস মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হলে সরকার বিভিন্ন আইনে তিনটি মামলা করে, যা গত ১০ বছরেও আলোর মুখ দেখেনি। এর মধ্যে সোহেল রানা ব্যতীত মামলার বাকি সব আসামি জামিনে আছেন। কয়েক দিন আগে সোহেল রানার জামিন মঞ্জুর হলে দেশের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে গত ৮ মে সোহেল রানা জামিন না পেলেও ১০ জুলাই তার জামিন বিষয়ে আপিল বিভাগে জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ সমাবেশ থেকে আমরা সোহেল রানার জামিন নামঞ্জুরসহ ১৪ দফা দাবি জানাই।

বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন–সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খাদিজা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উর্মি আক্তার, প্রচার সম্পাদক ইয়াহিয়া খান প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
১১ জুলাই ২০২৩

গ্রামীণ কল্যাণ

শ্রমিকদের লভ্যাংশ নিয়ে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্রামীণ কল্যাণ থেকে চাকরি হারানো ও চাকরির মেয়াদ শেষে অবসরে যাওয়া ১০৬ শ্রমিক কোম্পানির লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য– শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের এমন রায়ের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রুল নিষ্পত্তির নির্দেশনা এসেছে সর্বোচ্চ আদালত থেকে। আদেশের দুই মাসের মধ্যে রুল নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সঙ্গে ওই রায়ের ওপর হাইকোর্টের দেওয়া স্থিতাবস্থার ওপর চেম্বার আদালতের স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ।

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ গতকাল সোমবার এ আদেশ দেয়। গ্রামীণ কল্যাণের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গ্রামীণ কল্যাণের করা রিট আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে গত ৩০ মে হাইকোর্ট শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দেয়। একই সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের রায়ের ওপর ছয় মাসের স্থিতাবস্থা দেয়। পরে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করে শ্রমিকপক্ষ। গত ২২ জুন চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়টি স্থগিত করে ১০ জুলাই (গতকাল) এ বিষয়ে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠায়। এর ধারাবাহিকতায় বিষয়টি গতকাল আপিল বিভাগে শুনানিতে আসে। আদালতে শ্রমিকদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী গোলাম রব্বানী শরীফ। রিটকারী পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন।

বুধবার, জুলাই ১২, ২০২৩ ■ আষাঢ় ২৮, ১৪৩০ বণিকবার্তা

আউটসোর্সিং

কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে রেলে অস্থিরতা

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

সরকারি নিয়োগ মানে দীর্ঘসূত্রতা। জনবল সংকট সামাল দিতে তাই টেম্পোরারি লেবার রিক্রুটমেন্ট (টিএলআর) পদ্ধতিতে অস্থায়ী কর্মচারী দিয়ে দৈনন্দিন সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ রেলওয়ে। বর্তমানে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে (কাজ নেই, মজুরি নেই বা কানামনা পদ্ধতি) রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ পরিবহনসেবা সংস্থাটির বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন প্রায় সাত হাজার টিএলআর শ্রমিক। তবে এ পদ্ধতি থেকে সরে এসে রেলওয়ে এবার আউটসোর্সিংয়ে লোকবল নিয়োগ দিতে চাইছে, তাতেই তৈরি হয়েছে অস্থিরতা। লোকবল ছাঁটাই করে আউটসোর্সিং পদ্ধতি চালু হলে রেলওয়ের সেবা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের।

টিএলআর কর্মীদের বাদ দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লোকবল নিয়োগে রেলওয়ে ২০১৮ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। যদিও এখন পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি তারা। এর মধ্যে ২০২০ সালের ২২ নভেম্বরের রেলওয়ে নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করে। সে অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পদগুলোয় সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে লোকবল নিয়োগের কথা। আর অন্যান্য টিএলআর পদে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লোক নেয়ার কথা বলা রয়েছে। সর্বশেষ ১ জুলাই থেকে সব টিএলআর কর্মী বাদ দিয়ে আউটসোর্সিং চালুর প্রক্রিয়া শুরু করায় নিয়োগবিধি লঙ্ঘন ছাড়াও রেলের জরুরি সেবা কার্যক্রম ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

রেলওয়ে নিয়োগবিধি অনুযায়ী, পি-ম্যান (পয়েন্টস ম্যান), গেটম্যান বা গেটকিপার, পোর্টার, খালাসি, ওয়েম্যান, ক্যারেজ খালাসি পদগুলো অত্যাবশ্যকীয়। এগুলোয় সরাসরি কিংবা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। আর অ্যাম্বুলেন্স ক্লিনার, হসপিটাল ক্লিনার, স্ট্রেচার বেয়ারার, নিরাপত্তা প্রহরী, কনজার্ভেন্সি ক্লিনার, ডিসপেন্সারি ক্লিনার, প্যাথলজি ক্লিনার, বাগান মালি, মালি, বাবুর্চি, রেস্টহাউজ বেয়ারার, আয়া, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি কাম বেয়ারার (রেস্টহাউজ) নিয়োগের বিধান আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮-এর অনুসারেই রাখা হয়েছে। কিন্তু রেলওয়েতে কর্মরত অত্যাবশ্যকীয়সহ সব টিএলআর কর্মীকেই বাদ দিয়ে তিন মাসের মধ্যে এসব পদে আউটসোর্সিংয়ের লোকবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে।

রেলওয়েতে ৫০০ জনের মতো পি-ম্যান টিএলআর কর্মরত ছিলেন। এরই মধ্যে তাদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়েতে কর্মরত সাড়ে তিন হাজারের অধিক গেটম্যান, এক হাজারের অধিক পোর্টার, প্রায় ৪০০ খালাসি, প্রায় দুই হাজার ক্যারেজ খালাসিকেও সরিয়ে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগের কাজ শুরু করেছে রেলওয়ে

এক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলওয়ের সংস্থাপন শাখা। বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত টিএলআরদেরও অবশ্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগে সুপারিশের আশ্বাস মিলেছে। সেক্ষেত্রে আগামী তিন মাস তাদের কাজ করতে হবে একেবারে বিনাবেতনে! এরই ধারাবাহিকতায় সারা দেশে বিভিন্ন সেকশনে কর্মরত টিএলআর কর্মীদের কাছ থেকে হাজিরা শিট নিয়ে নেয়া হচ্ছে। শ্রমিকরা নিজে ইস্তফা দিলে সেটিকেও স্বাগত জানানো হচ্ছে। রেলওয়ের এমন সিদ্ধান্তে টিএলআর কর্মীদের অনেকেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, রেলওয়েতে ৫০০ জনের মতো পি-ম্যান টিএলআর কর্মরত ছিলেন। এরই মধ্যে তাদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়েতে কর্মরত সাড়ে তিন হাজারের অধিক গেটম্যান, এক হাজারের অধিক পোর্টার, প্রায় ৪০০ খালাসি, পাঁচ শতাধিক ওয়েম্যান, প্রায় দুই হাজার ক্যারেজ খালাসিকেও সরিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের কাজ শুরু করেছে রেলওয়ে। দীর্ঘ সময় কাজ করার পর অনিশ্চিত কর্মজীবনের ভয়ে সেই কর্মীরা এখন কাজ বন্ধ করে দিলে রেলওয়ের পরিচালনসেবায় বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন রেলওয়ে পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তারা।

রেলওয়ে আইন ও শ্রম আইনের নিয়মে এরই মধ্যে ১ হাজার ২০০ জনের বেশি টিএলআর কর্মী উচ্চ আদালতে মামলার মাধ্যমে রেলওয়েতে স্থায়ী চাকরির নির্দেশনা পেয়েছেন। তবে কোনো ধরনের আইনের তোয়াক্কা না করে রেলওয়ে প্রশাসন সেই টিএলআর কর্মীদের স্থায়ী করতে রাজি হচ্ছে না। এক দশকের বেশি সময় কাজ করার পরও স্থায়ী পদে যুক্ত হতে না পেরে আন্দোলন, কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের দিকে এগোচ্ছে টিএলআর শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ রেলওয়ে অস্থায়ী টিএলআর শ্রমিক পরিষদ।

সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ হোসেন *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'টিএলআর কর্মীরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী হওয়ার আশায় অন্যান্য চাকরি বা ভবিষ্যৎ কর্মজীবন বাদ দিয়ে রেলওয়েতে কাজ করেছেন। কিন্তু শ্রমিক আইন, রেলওয়ের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই রেলওয়ে প্রশাসন টিএলআরদের বাদ দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের রায়কেও উপেক্ষা করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।'

এ শ্রমিক নেতা অভিযোগ করেন, 'রেলওয়ের মতো স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকের মতো আউটসোর্সিং কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। আবার নিয়োগবিধিতে অত্যাবশ্যকীয় পদগুলোকে আউটসোর্সিংয়ের আওতার বাইরে রাখার কথা বলা হলেও সেটি অমান্য করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। টিএলআর কর্মীরা রেলের এসব অন্যায় কার্যক্রম প্রতিহত করা ও উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নে বৃহৎ আন্দোলন কর্মসূচিতে যাবেন।'

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের হিসাব বিভাগ ২০২২ সালের ৩০ জুন এক চিঠিতে 'কাজ নেই, মজুরি নেই—কানামনা' ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬-২০তম গ্রেডের ৮৩ জন ও সিজিপিওয়াই শ্রমিক ৩৩ জনকে অব্যাহতি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমাঞ্চলের সৈয়দপুর কারখানায় ৪০০ খালাসি, লালমনিরহাট ডিভিশনের ক্যারেজ খালাসি ১৬ জন, পার্বতীপুরে (পাকশী ডিভিশন) ক্যারেজ খালাসি ১২ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর টিএলআর শ্রমিকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশনায় ছয় মাসের বাজেট বরাদ্দ দেয়া হলে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখে রেলওয়ে। পাশাপাশি টিএলআর শ্রমিকের স্থায়ীকরণের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে রেলের নিম্ন গ্রেডের স্থায়ী কর্মীদের দিয়ে টিএলআরদের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করলেও সেটি রেলের বৃহৎ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করতে পারবে না বলে মনে করছেন খোদ রেলকর্মীরাও।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'রেলওয়ের আইন, নীতিমালা ও বিধিমালা অনুযায়ী অস্থায়ী কর্মীর পরিবর্তে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ পদে কর্মী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে রেলের প্রণীত নতুন বিধিমালা। আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে টিএলআর হিসেবে কর্মরত পুরনো ও দক্ষ কর্মীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আউটসোর্সিং পদ্ধতি চালু হলে টিএলআর কর্মীরাই লাভবান হবেন।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০২৩,

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস আজ

মোট জনসংখ্যা
১৬,৫১,৫৮,৬১৬

পুরুষ
৮,১৭,১২,৮২৪
১৫-৫৯ বছর বয়সী
৪৯.১%
২৫-৫৯ বছর বয়সী
৩৪.৩৫%

নারী
৮,৩৩,৪৭,২০৬
১৫-৫৯ বছর বয়সী
৫৩.৪%
২৫-৫৯ বছর বয়সী
৩৬.৬৫%

শ্রমে নারী-পুরুষ
পুরুষ : ৭৯.৭%
নারী : ৪২.৬%

শহরে শ্রমে অংশগ্রহণ
পুরুষ : ৭৯%
নারী : ২৩.৫%

গ্রামে শ্রমে অংশগ্রহণ
পুরুষ : ৭৯.৯%
নারী : ৫০.৮%

সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২

দেশে সংখ্যায় নারী বেশি হলেও শ্রমে সুযোগ কম

পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। আবার কর্মক্ষমের দিক থেকেও নারী বেশি। তবু শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কম।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

দেশে সর্বশেষ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুসারে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ১৬ লাখ ৩৪ হাজারের বেশি। আবার কর্মক্ষম হিসেবে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বা ২৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর কোনো প্রতিফলন নেই। শ্রমে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম। শহরে অসমতার হার আরও বেড়েছে।

জনসংখ্যাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, কর্মদক্ষ নারীদের যতটা শ্রমশক্তিতে থাকার কথা, ততটা নেই। পড়াশোনার মাঝপথে বিয়ে বা বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের অনেকে শ্রমশক্তির বাইরে থেকে যায়। শহরে অনেক নারী সামাজিক ও পারিবারিক কারণে শ্রম থেকে ঝরে পড়ছেন। অন্যদিকে গ্রামে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজের মজুরি থাকে না। ফলে তাঁদের অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয় না।

শ্রমে অসমতার এই অবস্থায় 'জেন্ডার সমতাই শক্তি : নারী ও কন্যাশিশুর মুক্ত উচ্চারণে হোক পৃথিবীর অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন' প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ ১১ জুলাই মঙ্গলবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।

গত ২০ জুন বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা এখনো প্রায় ২৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বৈষম্য অর্থনীতি ও রাজনীতিতে। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য এখনো ৫৬ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী-পুরুষের বৈষম্য ৪৫ শতাংশ।

অনেকে চাকরি ছেড়েছেন, অনেকে সুযোগ পাননি

২৫ বছরের বেশি সময় বিভিন্ন ব্যাংকে চাকরি করেন শামীম আরা খানম। একটি ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে থাকা অবস্থায় ২০১৮ সালে পারিবারিক কারণে চাকরি ছাড়েন। ৭ জুলাই *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, চাকরি ছাড়ার সময় বেশ মন খারাপ লাগছিল। তবে সন্তানদের ভালোর জন্য চাকরি ছেড়েছেন, সেটা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুসারে, ২০১৬-১৭ প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, শ্রমবাজারে নারী-পুরুষ অসমতা কিছুটা কমলেও এখনো তা ৩৭ শতাংশের বেশি। গ্রামে নারীর শ্রমে অংশগ্রহণ প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। ফলে গ্রামে নারী-পুরুষের অসমতার ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে। আর শহরে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৮ শতাংশ কমে অসমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শারমিন্দ নিলোর্মি *প্রথম আলোকে* বলেন, নারীশিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর অন্যতম লক্ষ্যই ছিল নারীর দক্ষতা বাড়ানো ও কর্মশক্তিতে নিয়োগ। গত সাত বছরে কর্মক্ষেত্রে যে বয়সসীমার নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কথা ছিল, সে অনুযায়ী সংখ্যা বাড়েনি। তাঁদের দক্ষতা নির্মাণে সরকারি ও সামাজিক যে ব্যয় হয়েছে, তার প্রতিদান অর্থনীতিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সহায়ক পরিবেশের অভাব

অর্থনীতিবিদ শারমিন্দ নিলোর্মির মতে, প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমে যুক্ত করে নারীর জন্য কর্মসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

সহায়ক পরিবেশের গুরুত্ব কতটা, তা বোঝা যায় নারী উদ্যোক্তা তাইরিন সুলতানা (২৮) ও মারিয়া আক্তারের (৩০) ঘটনা থেকে।

৭ জুলাই *প্রথম আলোকে* তাইরিন বলেন, করোনার আগে সাজগোজ নামে ত্বক ও চুলের যত্নে হারবাল পণ্যের ব্যবসা শুরু করেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি নারী উদ্যোক্তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উই-এর 'লাখোপতি' উদ্যোক্তা হন। করোনার সময়ে স্বামীর চাকরির প্রয়োজনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানে কাঁচামালের অভাবে ব্যবসাটা আর ধরে রাখতে পারেননি।

মারিয়া বলেন, ২০১৯ সালে পিউর পার্ক বিডি নাম দিয়ে শিশুদের তৈরি খাবার বিপণনের ব্যবসায় নামেন। গত বছরের জুনে স্বামী মাকসুদুল হাসানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি দুই শিশু নিয়ে মায়ের বাড়ি ফরিদপুরে চলে যান। সেখান থেকে পণ্য পৌঁছাতে দ্বিগুণ টাকা দিতে হয় বলে ঢাকার ক্রেতারা আগের মতো নিচ্ছেন না।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইএম) বিভাগের পরিচালক আবদুল লতিফ মোল্লা বলেন, সরকার নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে কাজ করছে। বাল্যবিবাহ ও অস্ত্রোপচারে শিশুজন্ম কমানো এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার দিকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে।

কম মূল্যের শ্রমে নারী বেশি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ইসমত আরা বেগম ২০২০ সালের ডিসেম্বরে 'পুটিং উইমেন ইন দ্য সেন্টার অব অ্যাগ্রিকালচার' শিরোনামে এক গবেষণাপত্রে বলেন, গত ২৫ বছরে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। তবে মাত্র ১৫ শতাংশ নারী মজুরি পান।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের বাংলাদেশ কার্যালয়ের জনসংখ্যাবিষয়ক পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের প্রধান এম শহীদুল ইসলাম বলেন, কৃষিক্ষেত্রে কম মূল্যায়নের কাজে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। অসমতা কমাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে শিল্প ও সেবা খাতে। নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে লিঙ্গভিত্তিক অসমতার দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়া যাবে না।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ১২ জুলাই ২০২৩

শাজাহান খান বললেন

ন্যায্য মজুরি আদায়ে শ্রমিকদের ঐক্য প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালিকপক্ষের কাছ থেকে ন্যায্য মজুরি আদায় করতে হলে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনার আয়োজন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। শাজাহান খান বলেন, 'শ্রমিকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, তাঁরা বিভিন্ন অঙ্কের বেতন পান। মজুরি সমস্যার সমাধান করতে হলে আগে শ্রমিকদের মধ্যে যে বিভক্তি আছে তা দূর করতে হবে। শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড নিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তবে মালিকপক্ষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়।'

শোভন কাজ

Financial Express Wednesday | July 12, 2023

Promising pickup in RMG export to newer markets

Shipments to western markets like Germany, USA on downturn

RMG EXPORTS TO NON-TRADITIONAL MARKETS

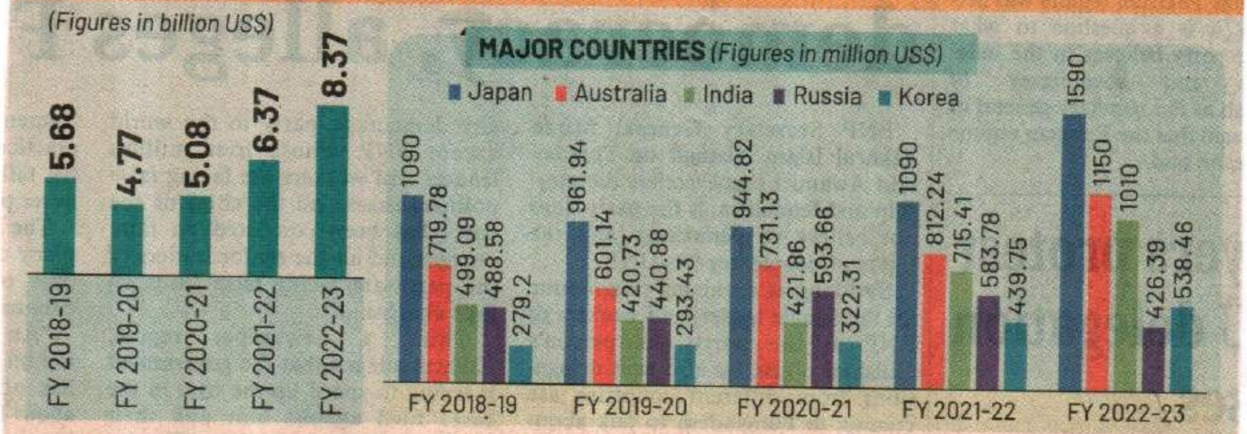

MONIRA MUNNI

Apparel export to newer markets looks on an encouraging pickup yielding to Bangladesh in the last fiscal US$8.37 billion in a 31.38-percent annual growth, amid a downturn in the West.

Official statistics show Australia, Japan and India leading the list of switch to non-traditional export destinations for the country with earnings from each of the three Asia-Pacific economic majors having surpassed a billion-dollar mark.

By a contrast in the economic partnership, the country's export receipts from existing major markets like Germany and the USA showed a fall in the just-past fiscal year (2022-23).

Earnings were US$6.37 billion from the non-traditional markets in the fiscal year of 2021-22, according to Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) data.

The non-traditional market accounted for 17.82 per cent of the total RMG earnings worth US$46.99 billion in the last fiscal year.

In fiscal 2009-10, RMG exports to non-traditional markets were only US$1.08 billion or 8.66 per cent of total earnings, as per the data.

According to industry people, Australia, Brazil, Chile, China, India, Japan, Korea, Mexico, Russia, South Africa, the United Arab Emirates, Malaysia, Saudi Arabia, New Zealand and Turkey are the 15 prospective markets beyond the three traditional export destinations: the United States, the European Union and Canada.

Exports of the country's ready-made garment (RMG) items to the up-and-coming markets have been on the increase over the years, pushed by ongoing efforts for diversifying export markets.

Promising pickup in RMG export to newer

Continued from page 1 col. 5

The drives include visits, participation in trade shows and government support, especially the cash incentives, for shipping goods to non-traditional markets, they said.

Besides, exporters are now focusing more on such markets for sluggish demand in major traditional markets mainly because of economic slowdown, high inflation and interest-rate rises over there for global factors like the Russia-Ukraine war, post- COVID inventory swelling.

Out of these countries, Bangladesh's exports fetched US$1.59 billion from Japan, US$1.15 billion from Australia, US$1.01 billion from India and US$538.46 million from Korea in over 45-percent, 42-percent, 41-percent and 22-percent growth respectively during the July-June period of 2022-23.

On the other hand, the export of Bangladeshi-readymade garments declined about 27 per cent to $426.39 million to Russia and by 11 per cent to $163.10 million to Chile in the last fiscal.

Talking to the FE, BGMEA vice-president Md Shahidullah Azim said they were actively working to raise both export earnings and market share in the non-traditional destinations mainly to diversify market and reduce dependence on the traditional ones where demands are changing due to the economic turmoil, high inflation rates and the Russia-Ukraine war.

"We are now focusing more on new markets and product diversification, especially based on non-cotton or manmade fibre, to sustain the country's export growth amid the uncertain economic situation in major markets, especially in the EU and the USA," he says.

Out of the US$46.99 billion worth of earnings, some 50.07 per cent or US$23.52 billion came from the EU while exports to the USA declined by 5.51 per cent to US$8.51 billion which accounted 18.12 per cent of the total RMG exports.

Apparel earnings stood at US$ 5.02 billion in the UK and US$1.54 billion in Canada, recording 11.78-percent and 16.55-percent growth respectively, according to data.

"Bangladesh's clothing sector is struggling to boost its growth in the USA due to the unstable economic situation there," Mr Azim said, adding that the RMG sector's potential is growing rapidly in non-traditional and new markets.

New markets offer opportunities to access new customer segments that may have different tastes, preferences, and requirements from existing markets, he noted.

Echoing similar views, Mr Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), however, said the country enjoys duty benefits in many of the non-traditional markets like Japan, Australia, Chile, China and India.

He recommends government-level discussions with the countries that offer duty-free market access to local RMG so that "the duty facility continues after Bangladesh graduates from the least-developed country (LDC) status".

Munni_fe@yahoo.com

NEW AGE THURSDAY, JULY 13, 2023,

Free trade union for EPZ workers demanded

Staff Correspondent

LABOUR rights activists at a roundtable on Wednesday called upon the authorities concerned to take steps to reform the Bangladesh EPZ Labour Act, 2019, to realise worker rights to freedom of association and collective bargaining.

During the roundtable on 'Workers' Rights in the EPZ – the Reality', they also voiced concern over the prohibition on Export Processing Zone workers from forming unions, according to a press release.

The Solidarity Centre-Bangladesh office organised the event at a hotel in the capital under USAID's Awareness Raising Training Programme for Garment, Domestic and Migrant Workers in Bangladesh.

The EPZ Labour Act prohibits EPZ workers from enjoying fundamental worker rights and keeps them in a different status from the rest of the country's workers, they said.

As per Bangladesh Export Processing Zone Authority data, at present, around 5,16,588 workers are employed in EPZs, of which 66 per cent are women.

Exports from EPZs increased to eight and a half billion dollars in FY 2021-2022, and 54 per cent of this export income came from the garment sector.

Solidarity Centre deputy country director Monika Hartsel said that under the EPZ Act, workers are still denied the fundamental right to freedom of association.

'Without the ability to form and join unions, workers are not able to engage in effective collective bargaining with their employers over the terms and conditions of their work,' Monika said.

The International Labour Organisation's country director in Bangladesh Tomo Poutiainen said that there were many countries in the world besides those under the EU that had taken up a modern approach to worker rights in their export processing zones and were doing very well.

'If you allow EPZ workers to form an association and collectively bargain, it enhances the quality of the worker-management relationship and opens new possibilities,' he said.

Labour court lawyer Salim Ahsan Khan said that the EPZ Act allowed workers to form a Workers Welfare Association, not a trade union.

Solidarity Centre country programme director AKM Nasim demanded the freedom of association of EPZ workers and their access to the judiciary.

District and session judge MA Awal, Bangladesh Economic Zones Authority joint secretary Md Khairul Hassan and Bangladesh Export Processing Zone Authority additional executive director Md Nazmul Islam, among others, spoke.

সমকাল ● বৃহস্পতিবার । ১৩ জুলাই ২০২৩

নকল কয়েল কারখানায় স্বাস্থ্যঝুঁকি

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে অনুমোদনহীন একটি কয়েল তৈরির কারখানা। বিষাক্ত ধোঁয়ায় পাশের দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিশু শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীও বলছেন, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিধি না মেনে কয়েল তৈরি করলে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

'সানমুন জাম্বো কয়েল' নামের প্রতিষ্ঠানটির কারখানাটি তারাব পৌরসভার মৈকুলী এলাকায় অবস্থিত। এর মালিক খাদুন এলাকার মকবুল হোসেন ভূঁইয়া। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তিনি নিজ এলাকার মাদক কারবারিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন। আর তিনি নিজেই আছেন তারাব পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমা আক্তারের ছত্রছায়ায়। যে কারণে প্রতিবাদের সাহস পান না কেউ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২০ সালের মার্চে ১০ শতাংশ জায়গার ওপর কয়েল কারখানাটি স্থাপিত হয়। এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কলকারখানা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এমনকি বিএসটিআইর অনুমোদনও নেওয়া হয়নি। বর্তমানে সেখানে কর্মরত ৩৬ জন। এর মধ্যে ২৬ জনই শিশু শ্রমিক। কারখানাসংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই সেটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কারখানাটির ভেতরে কোনো রকম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটছে। গত ৬ মে দুপুরে ও ১০ জুলাই রাতেও সেখানে আগুন লাগে। এর পরই সাধারণ মানুষের বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক বলেন, 'ওই কারখানার ধোঁয়ার কারণে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মালিকপক্ষ প্রভাবশালী হওয়ায় এরপরও কিছু

■ রূপগঞ্জের তারাব পৌর এলাকায় কারখানাটি স্থাপিত হয় ২০২০ সালের মার্চে

■ ৩৬ শ্রমিকের ২৬ জন শিশু প্রায়ই ঘটছে অগ্নিকাণ্ড

বলতে পারি না।' তাঁর ভাষ্য, কারখানা মালিক মকবুল ভূঁইয়া মহিলা লীগ নেত্রী ফাতেমার প্রভাবে সেখানে কারখানাটি চালু করেন। তারা প্রশাসনকে হাত করেই সেটি পরিচালনা করছেন। না হলে অবৈধ কারখানা সিলগালা করতে কেউ আসছে না কেন?

কারখানাটির কারণে রোগবালাই বাড়ছে উল্লেখ করে রেজাউল করিম বলেন, ডাক্তাররা বলে থাকেন, একটি কয়েলের ধোঁয়ায় ১০০ সিগারেটের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক উপাদান রয়েছে। অথচ আবাসিক এলাকায় কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা হয় রমজান, মঈন মিয়াসহ কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, পাশেই মৈকুলী ইসলামিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মৈকুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে হাজারখানেক শিশু। অনুমোদনহীন রাসায়নিকের ধোঁয়ায় প্রায়ই শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কারখানাটি এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। তা না হলে এলাকার ৫০ হাজার মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন।

মোবাইল ফোনে কল দিলে কারখানাটির মালিক মকবুল হোসেন ভূঁইয়া দাবি করেন– 'আমার কারখানার সব কাগজপত্র আছে। আপনি সরাসরি এসে দেখা করেন।' তবে মহিলা লীগ নেত্রী ফাতেমা আক্তারের নম্বরে কল দেওয়া হলে ধরেননি।

'সানমুন জাম্বো কয়েল' নামে কোনো কারখানা থেকে ফায়ার লাইসেন্সের আবেদন পাননি বলে জানান রূপগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম। ওই কারখানাকে নারায়ণগঞ্জ কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি জানিয়ে উপমহাপরিদর্শক রাজীব চন্দ্র দাস বলেন, শিগগিরই সেটি পরিদর্শন করে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

নারায়ণগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, ওই কারখানা কোনো অনুমোদন নেয়নি। হয়তো চুরি করে কারখানাটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তারা আইনি ব্যবস্থা নেবেন।

ঢাকা বিএসটিআইর সহকারী পরিচালক জিসান আহমেদ তালুকদার বলেন, চনপাড়ায় অবস্থিত 'সানমুন কয়েল কারখানা'র অনুমোদন তাদের কাছ থেকে নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের মালিক আবু বক্কর সিদ্দিক। গোপন সূত্রে তারা জেনেছেন মৈকুলী এলাকায় 'সানমুন' নামে নকল কয়েল কারখানা গড়ে তুলেছেন মকবুল নামের একজন। শিগগিরই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন।

রূপগঞ্জের ইউএইচএফপিও আইভী ফেরদৌস বলেন, কয়েলের ধোঁয়া বিষাক্ত। নির্দিষ্ট পরিমাপ না মেনে তৈরি কয়েল মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকর। এর ধোঁয়ায় প্রাথমিকভাবে মাথা ঘোরানো ও বমি ভাব দেখা দিতে পারে। পরবর্তী সময়ে ফুসফুসের সমস্যা, ক্যান্সারসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে মানুষ।

ইউএনও ফয়সাল হক বলেন, 'আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব। কাগজপত্র না পাওয়া গেলে অবৈধভাবে উৎপাদনের দায়ে ব্যবস্থা নেব।'

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ২৯ | ১৩ জুলাই ২০২৩

দুর্যোগ অধিদপ্তরের ভুলে বিপদে ১০ হাজার দিনমজুর

৮ কোটির জায়গায় ৮২ কোটি টাকা বিতরণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ভুলে ময়মনসিংহের তিনটি উপজেলার প্রায় সাড়ে ৩ হাজার দিনমজুর চরম বিপাকে পড়েছেন। ডেটা এন্ট্রির বিভ্রাটে তাদের মোবাইল অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য মজুরির চেয়ে প্রায় ১০ গুণ টাকা চলে এসেছে। অনেকে সেই টাকা ক্যাশআউটও করে ফেলেছেন। শ্রমিকদের কাছ থেকে বিতরণ হওয়া বাড়তি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে স্থানীয় প্রশাসন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মজুরদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর এই সবকিছুই ঘটেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ডেটা এন্ট্রির ভুলে।

কেবল ময়মনসিংহে নয়, এ ঘটনা ঘটেছে দেশের ছয়টি জেলার ১০ উপজেলায়। সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় 'অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ১০ উপজেলা শ্রম মজুরি গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি) পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়। এই ১০ উপজেলায় মোট ৯ হাজার ৮৪৬ জন শ্রমিকের বিপরীতে চাহিদা এসেছিল ছিল ৮ কোটি ৫৩ লাখ ১০ হাজার টাকা। সরকারের দিক থেকে প্রতি ১ হাজারে ৭ টাকা ক্যাশআউট চার্জ যোগ করার পর এই অঙ্ক দাঁড়ায় ৮ কোটি ৫৯ লাখ ৭ হাজার ৪৭২ টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ভুলের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৮২ কোটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪২৭ টাকা। যদিও সবার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপচালিক মো. মিজানুর রহমানের স্বাক্ষরে ৯ হাজার ৮৪৬ জন শ্রমিকের জন্য ৮২ কোটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪২৭ টাকার কথা উল্লেখ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, সেটি দৈনিক ইত্তেফাকের হাতে রয়েছে। পরে একই অঙ্ক উল্লেখ করে তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিন সংস্থাগুলোর কাছে টাকা ছাড় করার জন্য চিঠি পায়।

জানতে চাইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান বলেন, 'অটো ডিভাইসে ডেসিমল পয়েন্ট (দশমিক) ভুলে উঠে গেছে। সেজন্য অতিরিক্ত টাকা উপকারভোগীদের কাছে চলে গেছে। অতিরিক্ত টাকার ৮৫ শতাংশই মাঠ পর্যায়ে তোলা হয়ে গেছে। ১০ উপজেলায় এ সমস্যা হয়েছে। এই টাকা সমন্বয় করা হবে। ইউএনওরা এই টাকা তুলে আবার জমা দিয়ে দেবেন। সব টাকা ফেরত পাওয়ার পর শিগ্‌গিরই সবার অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর করা চিঠিতে ৯ হাজার ৮৪৬ জন কর্মীকে শ্রম মজুরি হিসেবে ৮২ কোটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪২৭ টাকা বিতরণের তালিকা চূড়ান্ত করে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. কামরুল হাসানের প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয়। তারও আগে কয়েক ধাপে তৈরি হয় তালিকা। এই তালিকা ও চিঠিই প্রমাণ করে যে, অধিদপ্তর থেকেই ১০ গুণ অর্থ ছাড়ের জন্য বলা হয়েছে।

তবে সূত্র নিশ্চিত করছে, ডেটা এন্ট্রির গড়বড়ের কারণেই সরকারের এত বেশি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের একাধিক উপপরিচালক ও পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, যে এক্সেল ফাইলে যে ডেটা এন্ট্রি দেওয়া হয়, সেখানে দশমিকের পরেও দুই ঘর ছিল। কিন্তু যে এক্সেল ফাইলসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সরকারের অনুমোদনের জন্য তোলে, সেখানে কোনো দশমিকের ঘর ছিল না। ফলে যে শ্রমিকের ২,৮১৯ দশমিক ৬ টাকা পাওয়ার কথা, তিনি পেয়ে গেছেন ২৮ হাজার ১৯৬ টাকা।

নগদের পাবলিক কমিউনিকেশন্স বিভাগের প্রধান জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'এ ধরনের সরকারি বিতরণে কোনো মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানই বিতরণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট থাকে না। ফলে কাকে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা প্রতিষ্ঠানটি আগে জানতে পারে না। বিতরণ সম্পন্ন হলে তারা এসব তথ্য জানতে পারে। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, এই ভুলের কোনো পর্যায়েই আমাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রয়োজনে সরকার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি করে বিষয়টি যাচাই করতে পারে।' নগদ একই সঙ্গেও বলছে যে, অনেক বেশি টাকা বরাদ্দের ফাইলে মহাপরিচালকের স্বাক্ষর রয়েছে ফলে তিনিই বলতে পারবেন কোথায় কীভাবে টাকার অঙ্ক এতো বেশি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ২৯ আষাঢ় | ১৩ জুলাই ২০২৩

ইপিজেড শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দিয়ে আইন সংশোধনের আহ্বান

ইপিজেড শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৯ সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনেরা। গতকাল বুধবার ঢাকায় একটি হোটেলে সলিডারিটি সেন্টার-বাংলাদেশ অফিস আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এই আহ্বান জানানো হয়।

সলিডারিটি সেন্টারের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মনিকা হার্টসেল বলেন, ইউনিয়ন গঠন ক্ষমতা ছাড়া শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার সঙ্গে তাদের কাজের শর্তাবলি নিয়ে কার্যকর যৌথ দরকষাকষি করতে পারে না।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টমো পাউটিয়াইনেন বলেন, ইইউসহ অনেক দেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে শ্রমিক অধিকারের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অ্যাসোসিয়েশন গঠনের অনুমতি দিলে কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের গুণমান বাড়ায়।

সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার লিলি গোমেজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য জেলা ও দায়রা জজ এম এ আওয়াল, অ্যাডভোকেট সেলিম আহসান খান, বেজার যুগ্মসচিব মো. খায়রুল হাসান, বেপজার অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রম আদালতের সহসভাপতি শারমিন সুলতানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সলিডারিটি সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার নজরুল ইসলাম। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার, ২৭ আষাঢ় | ১১ জুলাই ২০২৩

এজলাসে বসলেই হাজার শ্রমিকের মৃত্যু মানসপটে ভেসে ওঠে : আপিল বিভাগ

রানা প্লাজার সোহেল রানা আরো ছয় মাস কারাগারে থাকুক : প্রধান বিচারপতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রানা প্লাজা ধসে নিহত হয়েছিলেন হাজার শ্রমিক। শ্রমিক নিহতের সেই মর্মান্তিক ঘটনা এখনো বিচারপতিদের মানসপটে ভেসে ওঠে। ঐ ভবন ধসের ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি সোহেল রানার জামিন শুনানিতে এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। আসামির আইনজীবীর উদ্দেশে তিনি বলেন, বিচার আসনে বসে আমাদের এটাও ভাবতে হয় যে, সেই দুর্ঘটনায় হাজার শ্রমিক মারা গিয়েছিল। ন্যায়বিচারের জন্য সেসব নিহত শ্রমিকের স্বজনরা আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বেঞ্চে গতকাল সোমবার আসামি সোহেল রানার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি হয়। বেঞ্চের অন্য সদস্যরা হলেন—বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম।

শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. সারওয়ার হোসেন বাপ্পি বলেন, এই হত্যা মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে। দুই জন আসামি মামলার অভিযোগ গঠন বাতিলের আবেদন দিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর সাক্ষ্যগ্রহণ বন্ধ করে রেখেছিল। গত বছর থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং এটা চলমান রয়েছে। এখন জামিন পেলে আসামি সাক্ষীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। রানার পক্ষে আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, আটকের পর থেকে ১০ বছর ধরে কারাগারে আছেন আসামি। ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার জামিন মঞ্জুরের প্রার্থনা করছি।

এ পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা যখন এজলাসে বসি তখন আমাদের এভাবেও ভাবতে হয় যে, ঐ ঘটনায় প্রায় ১ হাজার ১০০ শ্রমিক নিহত হয়েছিল। সে সব নিহতের শ্রমিকের লাশের ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তাদের স্বজনরা আদালতের দিকে তাকিয়ে আছে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য। তাই এত মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় এখনই তাকে জামিন দেব না। আরো ছয় মাস কারাগারে থাকুক। এরপরই আপিল বিভাগ রানার জামিন আবেদনটি ছয় মাসের জন্য স্ট্যান্ডওভার (মুলতুবি) রাখেন। প্রসংগত, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভার বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন রানা প্লাজা (১০ তলা ভবন) ধসে নিহত হয় ১ হাজার ১৩৬ জন মানুষ। আহত হয় কয়েক হাজার মানুষ।

গত এপ্রিল মাসে জামিন প্রশ্নে রুল যথাযথ ঘোষণা করে বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী এবং বিচারপতি শাহেদ নুরুউদ্দিনের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ সোহেল রানাকে জামিন দেয়। এই জামিনের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। পরদিনই সেই জামিন স্থগিত করে দেয় আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। সেই স্থগিতাদেশই বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ।

শোভন কাজ

বণিকবার্তা রোববার, জুলাই ১৬, ২০২৩

জনশক্তি রফতানি : শতাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলেও বাড়েনি দক্ষ কর্মীর হার

শ্রমবাজার বিস্তার ও রক্ষার্থে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ আরো জোরদার জরুরি

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বড় একটা অংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনশক্তি রফতানি তাই অতিগুরুত্বের দাবিদার। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সরকার দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণার্থে বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিল। সম্প্রতি আরো ৪০টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি দক্ষ কর্মীর হার। শ্রমবাজার বিস্তার ও রক্ষার্থে প্রশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টিতে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সফলতার অভাবে প্রতিযোগী দেশগুলোর দক্ষ কর্মীদের অংশীদারত্ব বাড়ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, চার দশক আগে বাংলাদেশ জনশক্তি রফতানি শুরু করে সরকার। আশির দশকে কিছুটা ধীরগতি দেখা গেলেও নব্বইয়ের দশক থেকে আবার তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। কিন্তু এ চার দশকে দক্ষ জনশক্তির তুলনায় অদক্ষ জনশক্তিই বেশি রফতানি করতে হয়েছে সরকারকে। ফলে সংখ্যার দিক থেকে রফতানি বাড়লেও দক্ষ কর্মী পাঠানোর হার বাড়েনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষতা অর্জনে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অনীহা, জাতীয় শিক্ষানীতির দুর্বলতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা, জনসচেতনতা ও প্রবাসী কর্মীদের নিয়ে সরকারের যথাযথ পরিকল্পনার অভাবেই জনশক্তিকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলে বিদেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

বিএমইটির তথ্যানুযায়ী, ১৯৯১ সালে ১ লাখ ৪৭ হাজার ১৫৬ জন জনশক্তি প্রেরণ করে সরকার। তার মধ্যে ৩১ দশমিক ৮৭ শতাংশ দক্ষ, ২২ দশমিক ১৫ আংশিক দক্ষ এবং ৩৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক। কিছুটা ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে কর্মী পাঠানোর সমান্তরাল হার চলে তিন দশক ধরে। ২০২১ সালে সে হারে বড় ধাক্কা খায় দেশ। সে বছর ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন কর্মী বিদেশ প্রেরণ করা হলেও তার বিপরীতে দক্ষ কর্মী যান ২০ দশমিক ৬৬ শতাংশ, আংশিক দক্ষ কর্মী যান ৩ দশমিক ১৪ শতাংশ। সে বছর বিদেশে পাঠানো মোট কর্মীর ৭৩ দশমিক ৫৬ শতাংশই অদক্ষ।

গত ১৩ জুন প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স এসেছে ১৭ হাজার ৬০০ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্যে সপ্তম সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স উপার্জনকারী বাংলাদেশে এসেছে ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার। প্রতিবেশী দেশ ভারতে রেমিট্যান্স এসেছে ১১ হাজার ১০০ কোটি ডলার, যা বছরওয়ারি ২৪ শতাংশ বেড়েছে। এমনকি পাকিস্তান আমাদের চেয়ে বেশি (৩ হাজার কোটি ডলার) রেমিট্যান্স পেয়েছে। তিন কোটি জনসংখ্যার দেশ নেপালও রেমিট্যান্সে নবম স্থানে উঠে এসেছে। আমরা যদি শিগগিরই সুপ্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরিতে মনোযোগ না দিই তাহলে বিশ্ববাজারে নেপাল, ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোর কাছে সুযোগ হারাব।

বিবেচ্য যে প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা ভোগ করছে। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি থাকলে দেশ ডেমোগ্রাফিক বোনাসকালে অবস্থান করে। ইউএনডিপির তথ্যানুসারে, বর্তমানে এ দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ। দেশের কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা ২০৩০ সালে ১২ কোটি ৯৮ লাখে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ১৩ কোটি ৬০ লাখে উন্নীত হবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতের পেশায় দক্ষ করা গেলে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১৯ সালে। বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ও ইকোসিস্টেমের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ প্রতিষ্ঠান। যুবকদের যুবশক্তিতে রূপান্তরই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বিএমইটির প্রশিক্ষণ পরিচালনা শাখার পরিচালক প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দিন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আমাদের যত টিটিসি আছে, সবগুলোয় একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও মাত্র ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব। এর বিপরীতে চাহিদা অনেক। আমাদের সক্ষমতা ৪০ হাজারের, কিন্তু প্রশিক্ষণ দিই ৮০ হাজারকে। আগে কাঁচামালের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ ছিল না, মেশিনারিজের বরাদ্দ স্বল্প ছিল।'

বিএমইটি টিটিসি প্রকল্পটির ওপর সরকারের মনিটরিং প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুগোপযোগী প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের অভাব, ব্যবহারিক বিদ্যার সুযোগ না থাকা, প্রশিক্ষক সংকটসহ নানা জটিলতায় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ এ টিটিসিগুলো।

দক্ষ কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষে অগ্রগামী করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এজন্য ব্যবহারিক শিক্ষায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক সে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ঢেলে সাজাতে হবে। যাতে প্রশিক্ষিত কর্মীরা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী প্রশিক্ষিত হন। স্থানীয় শ্রমবাজারে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্ম উপযোগী করতে হলে দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের চাহিদার নিরিখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষাকে আরো দক্ষ, কার্যকর ও শাণিত করে তুলতে হবে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে গতকাল বিশ্বব্যাপী উদযাপিত বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'skilling teachers, trainers and youth for a transformative future'। অর্থাৎ শুধু যুবসমাজ নয়, একই সঙ্গে তাদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সামষ্টিক উদ্যোগ জরুরি।

একই সঙ্গে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা করতে হবে। চাকরি মেলা আয়োজন করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা চাকরিবাজারের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

The Financial Express Friday, July 14, 2023

RMG forage for fresh pastures

AT a time of declining global demand for readymade garments in the major markets, it is heartening to see a considerable surge in exports to new and non-traditional markets. Interestingly, this pickup, while demonstrating a much desired boost in export to new markets, makes up for a slide in export to the major and traditional markets. It is here that the new markets play a significant role in offsetting excessive reliance on the EU and North American markets-known as traditional markets of Bangladesh's RMG.

A FE report says that export of apparel products to a number of new markets stood at $8.37 billion in the just past fiscal (22-23), registering a commendable annual growth of 31.38 per cent, amid a slump in export to the aforementioned traditional markets. The non-traditional markets accounted for 17.82 per cent of the total RMG earnings worth US$46.99 billion in the fiscal year. The report, quoting official statistics, informs that Australia, Japan and India were the key markets responsible for increased export of apparels from Bangladesh with earnings from each of these countries surpassing a billion-dollar mark. By contrast, the country's export receipts from the existing major markets like Germany and the USA showed a fall in the period. According to industry people, Australia, Brazil, Chile, China, India, Japan, Korea, Mexico, Russia, South Africa, the United Arab Emirates, Malaysia, Saudi Arabia, New Zealand and Turkey are the 15 prospective markets beyond the three traditional export destinations: the United States, the European Union and Canada. Prospect of these and other new destinations has received a sharp focus of the country's exporters as part of their market expansion and product diversification drive following the Covid-induced sluggish demand, high inflation, rise in interest rates and effects of the Russia-Ukraine war on the major markets of the EU and the USA.

> If exploited well, new markets may prove quite robust in the near future provided there is enough thrust on the part of the exporters and the government provides the facilitations they require

What, however, is important to note here is that over the decades Bangladesh's apparel export has been growing mainly eying the EU and the North American markets. Being reliant mostly on buyers' choice of these major markets, exploring other markets simultaneously was not easy as it required product development and product adaptation according to the consumers' choices and preferences of those markets. This seemed to have deterred many exporters to vigorously pursue market expansion, despite the risk of over-reliance on the major markets. The scenario has no doubt changed lately as evidenced from the country's export performance in new markets in the recent years. Obviously a laudable job, exploring fresh pastures for expansion of apparel business would require persistent efforts in getting to know the special consumers choices as well as fulfilling the compliance norms that may largely vary from country to country.

The new markets deemed as potential destinations of Bangladesh's readymade garments look sustaining enough. If exploited well, those markets may prove quite robust in the near future provided there is enough thrust on the part of the exporters and the government provides the facilitations they require.

বণিক বার্তা রোববার, জুলাই ১৬, ২০২৩

গাজীপুরে নিহত শ্রমিক নেতার পরিবার পেল অর্থসহায়তা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলামের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আজমত উল্লা খান ও সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য রুমানা আলী টুসি।

গতকাল দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের মিটালু গ্রামে নিহত শ্রমিক নেতার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তারা এ সহায়তা নিহত শ্রমিক নেতার স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এ সময় নগদ অর্থ ছাড়াও তিনি তাদের খাদ্যসহায়তা ও পোশাক দেন।

এ সময় আজমত উল্লা খান বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য শহিদুল ইসলাম কাজ করেছেন। সবাই জানেন, শ্রমিকদের বেতন মালিক পক্ষ পরিশোধ করেনি, এ নিয়ে শ্রমিকরা যাতে বেতনটা ঠিকমতো পান, এজন্য তিনি টঙ্গীতে কারখানায় গিয়েছিলেন। আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দুষ্কৃতকারীরা তাকে আক্রমণ করে গুরুতর আহত করে। হাসপাতালে আনার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শহিদুলের পরিবারের পাশে আমরা আছি। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নির্দেশে দিয়েছেন এ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তিনি বলেছেন, এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।'

এ সময় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য শামসুন্নাহার বেগম, রুমানা আলী টুসি, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউল্লাহ মণ্ডল, শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শামসুল আলম প্রধান, সাবেক ছাত্রনেতা হীরা সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত শুক্রবার বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান নিহত শহিদুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে ৩ লাখ টাকার চেক দেন।

গত ২৫ জুন টঙ্গীর সাতাইশ বাগানবাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হয়েছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন গাজীপুরের সভাপতি শহিদুল ইসলাম। একই সঙ্গে তিনি গাজীপুরের শ্রীপুরের রাজাবাড়ী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেদিন বেতন, ঈদুল আজহার বোনাস ও চলতি মাসের বেতন নিয়ে টঙ্গীর সাতাইশ বাগানবাড়ী এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার কারখানায় মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা শেষে শহিদুল কারখানা থেকে বের হতেই তার ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে।

শোভন কাজ

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ৩০ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Friday 14 July 2023

শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান

ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা একটি স্বীকৃত বিষয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। যদিও শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর করে সমাজের বহুমাত্রিক ভাবাদর্শের ওপর। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল অর্থ উপার্জন না ব্যক্তির চরিত্রের বিকাশ, তা এখনো অনেকের বিতর্কের বিষয়। এটাই স্বাভাবিক, সমাজে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের মানুষ থাকার কারণে শিক্ষার অর্থ এবং সংজ্ঞায় থাকবে নানা বৈচিত্র্য। চলমান এ বিতর্কের সহজে অবসান না হলেও, এটা নানাভাবে প্রমাণিত যে, শিক্ষা এবং উন্নয়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গী। পৃথিবীর যে সব দেশকে আজ আমরা সভ্য, গণতান্ত্রিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ উদাহরণ হিসেবে গণ্য করি, সেসব দেশের উন্নয়নের ইতিহাস আমরা কতটা জানি। এ দেশগুলো আজকের মতো এমন উন্নত ছিল না; তাদেরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজকের এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধানত যে বিষয়গুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে- মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা । আধুনিক অর্থনীতির উন্নয়নের এ ধারণা ও তত্ত্বকে প্রয়োগ করে বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে উন্নত হয়েছে। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত মানবসম্পদের এ তত্ত্বকে ব্যবহার করে যেসব রাষ্ট্র উন্নত হয়েছে তার মধ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, চীন, মালয়েশিয়া শ্রেণিভুক্ত। এক সময় এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ছিল সীমিত। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদের এ তত্ত্বকে ব্যবহার করে যে সব রাষ্ট্র উন্নত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে সৌদি আরব, ইরান, কাতার, লিবিয়াসহ তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহ। এদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ ছিল সীমিত। তৃতীয়ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে যেসব রাষ্ট্র উন্নত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি; এদের মানবসম্পদ ছিল খুব সীমিত।

উন্নয়ন মডেলের এই ৩টি ধারার প্রথমটি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য; কারণ আমাদের আছে মানবসম্পদের প্রাচুর্য আর তাকে ব্যবহার করেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। আর মানবসম্পদ ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্ক উপযুক্ত শিক্ষার; যে শিক্ষার সঙ্গে দেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর একটি পরিকল্পিত সংযোগ থাকবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে মূলত দক্ষ জনশক্তির ওপর। বিশ্বব্যাংক (২০০০), ইউএনডিপি (২০০০), ইউনেস্কো (১৯৯৯) সালে তাদের সবার রিপোর্টেই বলেছে মানবসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়নের আর কোনো পথ খোলা নেই। সব রিপোর্টেই বলা হয়েছে, দেশের এই অধিক জনগোষ্ঠীকে অতি জরুরিভিত্তিতে শিক্ষার মাধ্যমে বিশাল শ্রমবাজারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা।

বর্তমান বিশ্বে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি, কোনো বিষয় জানা এবং বোঝা। আসলে মানুষ জন্মের পর থেকেই চারপাশের পরিবেশ থেকে নানান কিছু শিখতে থাকে। এজন্যই কবি বলেছেন, 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র'। তবে যাই হোক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই আমরা শিক্ষা হিসেবে বুঝি। শিক্ষাই মানুষকে তার মনুষ্যত্ব অর্জনে সাহায্য করে। তাই বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সম্প্রীতি বাড়ায়, কুসংস্কার দূর করে সমাজকে আলোকিত করে। অধুনা শিক্ষাকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হচ্ছে- সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার অগ্রযাত্রার ফলেই পৃথিবী দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। তাই কর্মমুখী শিক্ষা উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৫ বছর আমরা এক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলাম। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর প্রায় ৫০ বছর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তেমন বড় রকমের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা পরিচালিত ব্যবস্থাতেই ঘুরপাক খেয়েছি। বিভিন্ন নামে যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে সেটা যথার্থ পরিবর্তন বলা যাবে না। পরিবর্তন অর্থে যা বুঝায় তা সেটা বুঝায় না। উদাহরণস্বরূপ, রুপার অলংকারে যদি সোনার পা দিয়ে প্রলেপ দেয় হয় তাহলে কিন্তু সেটা সোনার অলংকার পরিবর্তন হয়ে যায় না। বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ভিতর অবস্থা বোঝার সুযোগ নেই। ভিতরের অবস্থা অনুসন্ধান করে বস্তুর আসল রূপ প্রকাশিত হতে পারে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু গুণগত দিক থেকে কি পরিবর্তন হলো সেটাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৫ বছর মেয়াদি লেখাপড়া শেষে একটি সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে; যা দৃশ্যমান। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি। অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষে একটি জেএসসি পরীক্ষা চালু হয়েছে; যা দৃশ্যমান। অন্যান্য অবস্থায় তথৈবচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্বে কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজি মিডিয়াম ভার্সনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। আজকের এ সময় অলিগলিতে পাড়া-মহল্লায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কোনো কমতি বা ঘাটতি নেই। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এক একটি ছাত্রকে প্রায় ৮ থেকে ১০ বই পড়তে হয়। অধিকন্তু ৫ থেকে ৬ বছরের ছেলে ও মেয়েদের ১৪ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের মানের লেখাপড়া করতে হয়। এতে শিক্ষা বিপাক তথা পরিপাক তন্ত্রের পতন ঘটানো ছাড়া অন্য কিছু কি হচ্ছে?

অভিভাবকরা মনে করেন রাতারাতি তাদের ছেলেমেয়েরা যেন উপরে উঠে চলে আসে। এই পরিস্থিতিতে ছোট ছেলেমেয়েদের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মনস্তাত্ত্বিক চাপ পড়ছে। আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো আজ সময়ের দাবি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে। সেই পরিবর্তন বা সংস্কার নিম্নরূপ হতে পারে: সাধারণ শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি-ও-বিজ্ঞান শিক্ষা, ধর্মীয় নৈতিক বোধের শিক্ষা, ক্রিয়া ও সংস্কৃতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সিভিল ডিফেন্স। উপরিউক্ত বিভাগের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন- সাধারণ শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ধর্মীয় মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থাকে নতুনরূপে ঢেলে সাজানো যেতে পারে।

দেশকে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে নিতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার প্রসার একান্ত জরুরি; কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সরকারগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সময় যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা আধুনিক শিক্ষার অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোথায় যেন আটকে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে দেশের মানসম্মত, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা এখন সময়ে দাবি। এদিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই বলতে হবে, প্রত্যেক সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নে অনেক কথা বলা হলেও শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বা দর্শন এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে জাতীয়ভাবে আমাদের এখনো কোনো শিক্ষার মডেল বা আদর্শ নেই। পশ্চিমা ধাঁচের যে শিক্ষা ধারাটি এখনো প্রধানভাবে চলছে বলে ধরা হয় তাকেও বর্তমান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আধুনিক কোনো ব্যবস্থা বলে বলা যায় না। মূলত বহুদিন আগে ব্রিটিশ প্রবর্তিত এ শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং দেশের প্রয়োজন মেটাতেও সেভাবে সক্ষম নয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সরকার অবশ্য বৈজ্ঞানিক কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। সে কমিশন যথানিয়মে রিপোর্টও দিয়েছিলেন এবং সে রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দরুন ওই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ-কর্ম করার পথেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর শিক্ষা দর্শন ছিল পূর্বতনদের চেয়েও ভিন্নতর। বাংলাদেশকে যারা অধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল এবং এ দেশের জনগণের প্রধান শত্রু সেই পাকিস্তানের দর্শনকে শিক্ষাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে পুনরায় সুদৃঢ় আসন গেড়ে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এ কারণেই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সব চেতনা ও নীতিকে একে একে দেশের বুক থেকে মুছে দেওয়ার সর্বাত্মক এক নীলনকশা শুরু করা হয়। এ অবস্থায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের আশু চেতনার পরিবেশে রচিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাকে আর এগিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকল না। পরিপূর্ণভাবে না হলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও খুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থার ধরন ছিল কম-বেশি ধর্ম নিরপেক্ষ। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তার ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক মহলকে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সেগুলোকে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান করে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের চেতনাবোধ দ্বারা সমস্যার জটিল আবর্ত থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই সীমিত। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে মূলত দক্ষ জনশক্তির ওপর

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃত গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা; কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও শিক্ষার সার্বজনীনতা আসছে না। শিক্ষার দৈন্য কাটছে না। শিক্ষায় আসছে না পরিবর্তনের হাওয়া। কাজেই যুগোপযোগী ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একটি গণমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষানীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে; যার বাস্তবায়ন না হলে বাঙালির কোনোকালেই অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে না। একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও তার সফল বাস্তবায়নে বাঙালি কর্মদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে এবং যথার্থ মানবসম্পদের উন্নয়নও ঘটবে। শিক্ষা ও মানবসম্পদের উন্নয়ন ব্যতিরেকে আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। উন্নয়ন শুধু কাগজের ফিরিস্তি হয়েই ভেসে বেড়াবে। কাজেই প্রকৃত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়নবান্ধব পরিবেশ ও যথাযথ বিনিয়োগ এবং নীতিমালা সংযোজনের বিকল্প অন্য কিছুতে কোনো সমাধান আসবে বলে আমরা মনে করতে পারি না। আসুন একটি সুন্দর শিক্ষা নীতিমালা প্রস্তুত করে এবং দক্ষ মানবসম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের জাতীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করি।

বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ হিসেবে আমাদের দেশে আছে অর্থনৈতিক সংকট ও কর্মসংস্থানের অভাব। তাই আর বিলম্ব না করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিশ্বের জাতিসমূহের উন্নয়ন ও প্রগতির ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তোলার সময় এসেছে। জাতীয় প্রতিভার অপচয় আর অর্থনৈতিক প্রশ্ন বিবেচনায় এনে আমাদের ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এ অপরিহার্য কেবল কারিগরি শিক্ষার জন্যই। বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। সাধারণ সনদপত্র নয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাহলে জাতি অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে। বাঁচবে দেশ। সার্থক হবে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা। আমরা একটি উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

[লেখক : সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি]

৫

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০২৩,

ক্ষমতা ধরে রাখতে শ্রমিকনেতাকে হত্যা

গাজীপুরে শহিদুল হত্যা

শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলামের বাড়ি শ্রীপুরে। তিনি টঙ্গী এলাকায় এসে ক্ষমতা দেখাবেন, সেটা মেনে নিতে পারেননি মাজাহারুল।

> আমরা ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের কারণ ও কারা জড়িত, সেটি শনাক্ত করতে পেরেছি। এরপরও ঘটনার পেছনে কোনো শক্তির ইন্ধন ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **মো. ইমরান আহম্মেদ**, গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

আল-আমিন, *গাজীপুর*

শহিদুল ইসলাম

কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের একাংশের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল মাজাহারুলের। বকেয়া বেতন-ভাতা নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে কারখানায় যান মাজাহারুল ও তাঁর পক্ষের নেতারা। তাঁরা মালিকপক্ষের সঙ্গে বসে বেতন-ভাতা পরিশোধের দিনক্ষণ ঠিক করেন। শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রমিকেরাও সেটা মেনে নেন। কিন্তু এর মধ্যে সেখানে হস্তক্ষেপ করে বসেন শহিদুল ইসলাম। বেতন আদায়ে শ্রমিকদের নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি মাজাহারুল ও তাঁর পক্ষের নেতারা। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে শহিদুলের ওপর তাঁরা হামলা করেন।

গাজীপুরের টঙ্গীতে শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের পেছনে এখন পর্যন্ত এমন কারণই খুঁজে পেয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। শহিদুল বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। গত ২৫ জুন টঙ্গীর প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডে সন্ত্রাসীদের হামলায় তিনি নিহত হন। আর মাজাহারুল বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, মূলত কারখানাটিতে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতেই শহিদুলের ওপর হামলা করা হয়। মাজাহারুল টঙ্গীর পোশাক কারখানাগুলোর সমস্যা নিয়ে কাজ করতেন। অন্যদিকে শহিদুলের বাড়ি ছিল শ্রীপুরে। তা ছাড়া ঘটনায় জড়িত কারখানাটির মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গেও আগে থেকে সম্পর্ক ছিল তাঁর। সেই সূত্রে শহিদুল বা অন্য কেউ তাঁর এলাকায় এসে ক্ষমতা দেখাবেন বা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা শ্রমিকদের হয়ে কাজ করবেন, সেটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এর জেরেই শহিদুলের ওপর হামলা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২৬ জুন ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা পাঁচ থেকে সাতজনের বিরুদ্ধে টঙ্গী পশ্চিম থানায় হত্যা মামলা করেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার। এখন পর্যন্ত ৯ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে মাজাহারুল (৩৫), রাসেল (৩২), আকাশ আহমেদ ওরফে বাবুল (৪৩) একই সংগঠনের নেতা। রাইসুল ইসলাম ওরফে রাতুল (১৯), জুলহাস আলী (২৩), সোহেল হাসান ওরফে সোহাগ (২৩) ও শাহীনুর ইসলাম (২১) টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিক। আর মো. হানিফ (৫০) স্থানীয় বাসিন্দা। এর মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

আর গতকাল সোমবার সকালে গাজীপুর মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৫-এ এসে আত্মসমর্পণ করেছেন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. সোহেল ওরফে রিপন। আত্মসমর্পণের পর সোহেল আদালতের কাছে জামিন আবেদন করেন। কিন্তু বিচারক ইকবাল হোসেন জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ সোহেলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। আদালত আসামির তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে

কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মে ও জুন মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বেতন ও ঈদুল আজহার বোনাসের দাবিতে ১৮ জুন থেকে কারখানাটিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। ২১ জুন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ২৫ জুন সব পাওনা পরিশোধের কথা দেয় মালিকপক্ষ। কিন্তু ওই দিন দুপুর পর্যন্ত বেতন পাননি শ্রমিকেরা। বিষয়টি জানতে পেরে বিকেলে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন মাজাহারুল। মালিকপক্ষ মাজাহারুলকে জানায়, ওই দিন বেতন দিতে পারবে না। পরের দিন দেবে। পরে মাজাহারুল তাঁর অংশের শ্রমিকদের বিষয়টি জানালে তাঁরা মেনে নেন। কিন্তু এর মধ্যে সন্ধ্যায় শহিদুল ও তাঁর পক্ষের তিন শ্রমিকনেতা সেখানে গেলে মাজাহারুল ক্ষিপ্ত হন। এর জেরেই ঘটনার সূত্রপাত।

আদালতে দেওয়া আসামিদের স্বীকারোক্তির বরাত দিয়ে শিল্প পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে ওই কারখানায় যান শহিদুল, মোস্তফা ও শরীফ। পরে তাঁদের সঙ্গে আরেক শ্রমিকনেতা আক্কাস যোগ দেন। কারখানায় যাওয়ার পথে তাঁদের সঙ্গে মাজাহারুল ও তাঁর সহযোগীদের দেখা হয়। তখন মাজাহারুল ও শহিদুলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। শহিদুল কেন টঙ্গীতে ঢুকেছেন, সেটা জানতে চান মাজাহারুল। পাশেই 'তারা টেক্সটাইল' নামে একটি কারখানায় সমস্যা হচ্ছে জানিয়ে শহিদুলকে সেখানে যেতে বলেন মাজাহারুল। তখন শহিদুল উত্তর দেন, 'কোথায় যাব সেটা আমার ব্যাপার। তুই কে? তোকে জিজ্ঞেস করে যেতে হবে?' এরপর মাজাহারুল ক্ষিপ্ত হয়ে শহিদুলকে মারধরের পরিকল্পনা করেন। পরে তাঁর নির্দেশে স্থানীয় লোকজন নিয়ে শহিদুলের ওপর হামলা করেন সোহেল।

শহিদুল হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির সভাপতি ও গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইমরান আহম্মেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের কারণ ও কারা জড়িত, তা শনাক্ত করতে পেরেছি। এরপরও ঘটনার পেছনে কোনো শক্তির ইন্ধন ছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' মালিকপক্ষের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে আমরা অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করছি। প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনে সন্দেহভাজন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩ শ্রাবণ
১৮ জুলাই ২০২৩

'শিশুশ্রম বন্ধ করে মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশুদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। দেশে ৪০ শতাংশ শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রতিনিয়ত মারধরসহ নানা ধরনের নিপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে। শিশুশ্রম বিশ্বের কোথাও গ্রহণযোগ্য নয়। গতকাল সোমবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম অন্তর্ভুক্তকরণের অগ্রগতি ও আইনি বাস্তবতা' শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন তিনি। উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি), শাপলা নীড় ও এডুকো-বাংলাদেশ আয়োজিত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিম। আলোচনায় অংশ নেন মানবাধিকার কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মো. সেলিম রেজা ও রবিউল ইসলাম, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমকো উচিয়ামা, শিশু অধিকার ফোরামের সভাপতি মো. মাহবুবুল হক, কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম সেক্রেটারি নাসিমা আক্তার জলি, ইউনিসেফের চাইল্ড প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট শাবনাজ জাহেরিন, সিনিয়র সাংবাদিক মোহসিনুল করিম, এডুকোর ম্যানেজার আফজাল কবির খান, স্ক্যানের মো. আফতাবুজ্জামান, গৃহকর্ম কাজে নিয়োজিত শিশু তানজিলা ও আফসারা, এএসডির হামিদুর রহমান ও ফিরোজা আক্তার রুপা প্রমুখ। সংলাপে মূল বক্তব্য উত্থাপন করেন শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ সরফুদ্দিন খান।

ড. কামাল উদ্দিন বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে সব ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন করা হবে। এই জন্য শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধর তালিকা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি শিশু নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত অসংগতিগুলো জানালেও কোনো ফল হয়নি। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে শিশুদের অধিকার রক্ষা করা সহজ হবে। মানবাধিকার কমিশন শিশুশ্রম বন্ধে সোচ্চার এবং কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি অনুযায়ী, ২০১৩ সালে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকায় ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সম্প্রতি আরো পাঁচটি কাজ তালিকায় যুক্ত হলেও সেখানে গৃহকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ দেশে কর্মরত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিশেষায়িত শিশু অধিকার সংস্থাসমূহ গৃহকর্মকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছে।

প্রবন্ধে আরো বলা হয়, ইতিমধ্যেই গৃহকর্মী সুরক্ষা আইনের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে আপাতত ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনো শিশুকে যাতে গৃহকর্মে নিয়োগ দিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে প্রবন্ধে। গৃহকর্মে নিয়োজিত লাখ লাখ শিশুর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সংলাপের সভাপতি এম এ করিম।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৮ জুলাই ২০২৩

জুনে ৫৩৩ দুর্ঘটনায় ৫৬৮ জনের মৃত্যু

যাত্রী কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের জুন মাসে ৪৭৫টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫১৩ জন নিহত এবং ৮২৬ জন আহত হয়েছে। একই সময়ে রেলপথে ৪১টি দুর্ঘটনায় ৩৯ জন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছে। নৌপথে ১৭টি দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়েছে এবং নিখোঁজ রয়েছে দুজন। সড়ক, রেল ও নৌপথে মোট ৫৩৩টি দুর্ঘটনায় ৫৬৮ জন নিহত এবং ৮৬৭ জন আহত হয়েছে।

গতকাল সোমবার যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক, রেল ও নৌপথের দুর্ঘটনার সংবাদ পর্যবেক্ষণ করে হতাহতের এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। জুনে ১৬০টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭৬ জন নিহত এবং ১১৭ জন আহত হয়েছে, যা মোট দুর্ঘটনার ৩৩.৬৮ শতাংশ, নিহতের ৩৭.০৫ শতাংশ এবং আহতের ২৪.৬৩ শতাংশ। ওই মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগে ১২৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২৭ জন নিহত এবং ২৬৩ জন আহত হয়েছে। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বরিশাল বিভাগে। এই বিভাগে ২২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত এবং ৫৮ জন আহত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য, ২০৩ জন চালক, ১০৫ জন পথচারী, ৮৪ জন পরিবহন শ্রমিক, ৫২ জন শিক্ষার্থী, ১০ জন শিক্ষক, ৯৮ জন নারী, ৪৭ শিশু, দুজন সাংবাদিক, একজন চিকিৎসক এবং ১২ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর পরিচয় মিলেছে। এদের মধ্যে নিহত হয়েছেন পাঁচজন সেনাবাহিনীর সদস্য, দুজন পুলিশ সদস্য, ১৬১ জন বিভিন্ন পরিবহনের চালক, ৮৭ জন পথচারী, ৫৮ জন নারী, ৪০ শিশু, ৪৫ জন শিক্ষার্থী, ৪৪ জন পরিবহন শ্রমিক, ৯ জন শিক্ষক, একজন চিকিৎসক এবং ৯ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওই মাসে মোট দুর্ঘটনার ৩৩.২৬ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ৩২ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ২৯.৪৭ শতাংশ ফিডার রোডে ঘটেছে। এ ছাড়া সারা দেশে মোট দুর্ঘটনার ৩.৫৭ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে, ০.৬৩ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে এবং ১.০৫ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে ঘটেছে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সমিতি কয়েকটি সুপারিশ করে। এরমধ্যে রয়েছে মোটরসাইকেল ও ইজি বাইকের মতো ছোট যানবাহন আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ করা, দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে যানবাহনের ফিটনেস প্রদান, ধীরগতির যান ও দ্রুতগতির যানের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনিশ্চিত করা, সড়কে রোড সাইন ইত্যাদি।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১০ শ্রাবণ
২৫ জুলাই ২০২৩

চামড়াশিল্পের উন্নয়নে ও ট্যানারি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় চামড়া বোর্ড গঠনের দাবি

■ ইত্তফাক রিপোর্ট

চামড়াশিল্পের উন্নয়নে ও ট্যানারি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অবিলম্বে একটি চামড়া বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছেন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের নেতৃবৃন্দ। গতকাল রাজধানী ঢাকায় এই দুই সংগঠনের পরামর্শ সভায় এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

সলিডারিটি সেন্টার-বাংলাদেশ অফিস আয়োজিত এই সভায় বক্তারা বলেন, চামড়াশিল্পের উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এই শিল্পে আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে ট্যানারি শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন জরুরি। সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর চামড়াশিল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই শিল্পে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন হয়। তার পরও ট্যানারি শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজধানীর হাজারিবাগ থেকে সাভারের হেমায়েতপুরে ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরিত হলেও শ্রমিকদের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। তাই চামড়াশিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য নতুন ওয়েজ বোর্ড গঠন, হেমায়েতপুরে একটি হাসপাতাল অথবা ক্লিনিক স্থাপন, আবাসনের ব্যবস্থা করা ও দক্ষতা উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানানো হয় এই পরামর্শ সভায়।

বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমানের উপস্থাপনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আবুল কালাম আজাদ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আব্দুল হান্নান, সলিডারিটি সেন্টারের প্রোগ্রাম অফিসার নজরুল ইসলাম, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৯ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Monday 24 July 2023

প্রচণ্ড গরমে দেশে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কমছে

▸▸ বিশ্বে উষ্ণ তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রচণ্ড গরমে একটানা কাজ করতে পারছেন না ঢাকায় রিকশাচালক রফিক মিয়া। রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার এ রিকশাচালক জানান, 'গত কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড গরমের কারণে একটানা ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের বেশি কাজ করা যায় না।'

ট্রাকচালক আতিয়ার হোসেনকে ফোন করলে জানায়, গরমের কারণে শ্রমিকরা সেভাবে কাজ করতে পারছেন না। যথাসময় ট্রাকের পণ্য লোড হচ্ছে না। তাই আমাদেরও সময় অপচয় হচ্ছে। বন্দরে বেশি সময় বসে থাকতে হচ্ছে। আর ঢাকায় তো বেশি গরম সেজন্য রংপুর চলে আসছি। এখানে বাড়িতে থাকি আর অটো চালাই।

একটানা কাজ করতে না পারায় আয় কমেছে শ্রমিকদের। রিকশাচালক টুনকু বলেন, অন্যান্য সময় সারাদিন কাজ করে হাজার টাকাও আয় করা যেত এখন ২০০ থেকে ৩০০ টাকার বেশি আয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই অবস্থা শুধু ট্রাকচালক আতিয়ার বা রিকশাচালক রফিক মিয়ার নয়। প্রচণ্ড গরমের কারণে সারাদেশের কৃষক, শ্রমিক সবার। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটি ইনস্টিটিউটের এক গবেষণা বলছে, প্রচণ্ড গরমের কারণে বাংলাদেশে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কমছে। তাদের মধ্যে দুই খাতের শ্রমিক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বিশ্বে যে চরম আবহাওয়া বিরাজ করছে বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। চরম গরম আবহাওয়ার সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও স্বাস্থ্যের ওপরে পড়ছে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত থাকে ভরা শ্রাবণ। আর শ্রাবণ মানে ভরা বর্ষা, ঝুমবৃষ্টি। আকাশজুড়ে দিনভর মেঘ। কিন্তু গরমের পর প্রশান্তির এই ঋতু এবার উল্টো আচরণ করছে।

লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস থেকে গত সপ্তাহে বাংলাদেশে অতিউষ্ণ তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বাংলাদেশে গরমের কারণে দুই খাতের শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক। দ্বিতীয়ত, কৃষিশ্রমিক। গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, গরমের কারণে এই দুই খাতের শ্রমিকেরা আগের চেয়ে কম কাজ করতে পারছেন। তাদের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হচ্ছে। আর সামগ্রিকভাবে জাতীয় উৎপাদন কমে আসছে।

এ বছর জুলাই মাসে ছিল এযাবৎ পৃথিবীতে সবচেয়ে গরম দিনের রেকর্ড। ২০১৬ সালে বিশ্বে গড় সবচেয়ে উষ্ণ তাপমাত্রার যে রেকর্ড ছিল, এবারের তাপমাত্রা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। এবার প্রথমবারের মতো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৭ সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জলবায়ু পর্যবেক্ষক সংস্থা কোপার্নিকাস জানাচ্ছে ৬ জুলাই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক শূন্য ৮। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, উষ্ণতা যে হারে বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৮০ সালের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। আর তাতে এখানকার শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা ৪৬ শতাংশ কমে আসতে পারে। জরুরি পদক্ষেপ না নিলে শিল্প ও কৃষি খাত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে।

লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকসের গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা যদি তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে আর ওই পরিস্থিতির সঙ্গে যদি খাপ খাওয়ার কোন ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির ১ দশমিক ৭ শতাংশ কমে যাবে। আর দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতির পরিমাণ ৭ দশমিক ৭ শতাংশ হবে।

চলতি বছরের জুন মাসে বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদি এবং উষ্ণ তাপপ্রবাহ ছিল বলছে ওই গবেষণা। সে সময় দেশের বেশিরভাগ এলাকাজুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৩৭ শতাংশ কৃষিতে ও ২২ শতাংশ শিল্পকারখানায়। এই শ্রমিকেরা সরাসরি ওই তাপপ্রবাহের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেছে ওই গবেষণা।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু গবেষক বজলুর রশিদ বাংলাদেশের তাপমাত্রার বদল নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, 'ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ভরা বর্ষায় অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসেও বৃষ্টি কমছে। ফলে ওই সময়ে গরম বাড়ছে। আর আবহাওয়ার পরিবর্তন ও প্রকৃতি ধ্বংস করায় গ্রীষ্মকাল আরও উষ্ণ হয়ে উঠছে। গত বছরও জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫৮ শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে। আর এপ্রিল ও মে মাস ছিল দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণতম। ফলে আমাদের এই অতিউষ্ণ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে চলা যায়, সেই উদ্যোগ নিতে হবে।'

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৫ জুলাই ২০২৩
১০ শ্রাবণ ১৪৩০

পোশাক শিল্পে দক্ষ কর্মী গড়তে ভূমিকা রাখছে বিইউএফটি

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এসএম মাহফুজুর রহমান একজন শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং জনতা ব্যাংকের চেয়ারপারসন। আইসিবি'র সাবেক চেয়ারম্যান ড. এসএম মাহফুজুর রহমান রূপালী ব্যাংকের পরিচালকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও সরকারি-বেসরকারিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বিষয়ে পড়াশোনা করে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান এবং দেশের প্রযুক্তি খাতে দক্ষ একজন কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুগান্তরের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন যুগান্তর প্রতিবেদক হুমায়ুন কবির।

যুগান্তর : আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। বর্তমানে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টি অনুষদ ও বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট রয়েছে? বর্তমানে আপনাদের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অনুপাত কত? শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী সুবিধা রয়েছে?

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : বর্তমানে বিইউএফটিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্সে ২২টি প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১২টি স্নাতক, ৩টি স্নাতকোত্তর, ৪টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং ৩টি সার্টিফিকেট কোর্স রয়েছে। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি অনুষদ এবং ১৪ বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ গবেষণা ও বিশেষায়িত শিক্ষা পরিচালনার জন্য ১টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অনুপাত ১:২৬।

যুগান্তর : শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাব এবং সেসবের সরঞ্জামাদি...

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : বর্তমানে বিইউএফটিতে আধুনিক সরঞ্জাম সন্নিবেশিত ৭২টি শ্রেণিকক্ষ এবং ৫২টি ল্যাব রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় এবং উন্নতমানের আরও বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ এবং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর : শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য সুবিধা...

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ও চাকরির জন্য এখানে রয়েছে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ, ইন্টার্নশিপ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তৈরি পোশাকশিল্প ইউনিটের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, যুক্তিভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল কাজ, ক্রীড়া, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকশিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে। সেসবের মধ্যে আছে রোভার স্কাউট দল, সাংস্কৃতিক ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, গেমস ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব, ডান্স ক্লাব, মিউজিক ক্লাব, থিয়েটার ক্লাব, ফিল্ম ক্লাব, পোয়েট্রি ক্লাব, ফ্যাশন ক্লাব, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব, টেক্সটাইল ক্লাব, অ্যাপারেল ক্লাব, নিটওয়্যার ক্লাব ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়াও অত্যাধুনিক জিমন্যাসিয়াম, খেলার মাঠ, সুইমিংপুল প্রভৃতির সুব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধার্থে ৩০টিরও বেশি সুপরিসর বাস

ড. এসএম মাহফুজুর রহমান
ভাইস চ্যান্সেলর, বিইউএফটি

রয়েছে, যেগুলো ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত আনা-নেওয়া করে। এছাড়াও রয়েছে–

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইউজিসির নির্দেশনা মোতাবেক বছরে ২টি সেমিস্টার (স্প্রিং এবং ফল)। প্রতিটি সেমিস্টারে মিড টার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ছাত্রের ক্লাসে উপস্থিতি, ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট ও প্রেজেন্টেশনের মূল্যায়নের নম্বরগুলো চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং তারা যত্ন সহকারে শিক্ষার্থীদের মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

যুগান্তর : বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বেই শিক্ষার্থীরা আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো সহযোগিতা আছে কি না?

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : কোভিড মহামারির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যগত, প্রলম্বিত শিক্ষাসময় সংক্রান্ত এবং আর্থিক ঝুঁকির বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিশেষ ওয়েভার দেওয়া হয়েছে এবং ভর্তি ফির ৫০ শতাংশ ওয়েভার দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ধারা ৯, উপধারা ৪ অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয়ভাগ, তন্মধ্যে শতকরা তিনভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা তিনভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এসব শিক্ষার্থীর টিউশন ফি ও অন্যান্য ফিতে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।

যুগান্তর : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারের বিশেষ সহযোগিতায় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ বিইউএফটি একটি পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অনুমতি লাভ করে। ২০১২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মোট ১১টি প্রোগ্রামের অনুমোদনের মাধ্যমে বিইউএফটি শিক্ষা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমগুলোর সন্তোষজনক অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে ইউজিসি বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় শিক্ষা কার্যক্রম চালুর অনুমতি প্রদান করে। বিগত তিন বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নতুন শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাচেলর অব অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) ইন ফ্যাশন স্টাডিস, বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএসসি ইন এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

যুগান্তর : শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনারা কী কী ভূমিকা পালন করেন?

প্রফেসর এসএম মাহফুজুর রহমান : বিইউএফটি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন সমাপ্তিপূর্ব সেমিস্টারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর আগে ইন্টার্নশিপের বিধান রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের সময় ইন্টার্নশিপ যাতে শিক্ষার্থীর কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, তেমন ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৫ জুলাই ২০২৩
১০ শ্রাবণ ১৪৩০

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী শিক্ষার্থী তৈরি করছি

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য। বর্তমানে তিনি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অন্যতম উপদেষ্টা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব পরিষদ ও স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি। তিনি বাংলা একাডেমির অনারারি ফেলো এবং শিক্ষা, প্রশাসনিক ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক স্বর্ণপদক বিজয়ী।

যুগান্তর : আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। বর্তমানে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টি অনুষদ, বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে আপনাদের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত কত? শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য কী সুবিধা রয়েছে?

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (WUB) যুগোপযোগী, লক্ষ্যাভিমুখী ও মানসম্মত শিক্ষায় নিয়োজিত আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মটো বা দর্শন হচ্ছে—Utilitarian and Quality Education for Economic Emancipation। সেই লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এবং ইউজিসির নীতিমালা অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ গঠিত বিভিন্ন কমিটির পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য নিচের জরুরি বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—

বিশ্ববিদ্যালয়টি অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণের জন্য নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর ও আইপিএস-এর ব্যবস্থা, লিফটের ব্যবস্থা, ক্লাসরুম এবং প্রয়োজনীয় ল্যাবসমূহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন সুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সমৃদ্ধকরণ অব্যাহত রয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি অনুষদে (ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ) ১৩টি বিভাগ ও ২৪টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। তাছাড়া International Center for Collaborative Studies (ICCS) এবং Center of Excellence নামে দুটি ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। Mechatronics Engineering এবং এমবিই বা মাস্টার অব বিজনেস এডুকেশন নামের দুটো কোর্স প্রবর্তনে WUB এ উপমহাদেশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিনিময় ও গবেষণা চুক্তি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for Development, Entreprenurship and Institutional Studies-এর সঙ্গে গবেষণা চুক্তি হয়েছে। প্রকৌশল শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং অভ্যন্তরীণ সমতার লক্ষ্যে পূর্বে অনুমোদিত ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারিকুলাম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক সংখ্যা ১৭১ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৫৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। খণ্ডকালীন শিক্ষক সংখ্যা কম রাখা, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অব্যাহতভাবে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ও অভিজ্ঞ বহিরাগত শিক্ষকদের দিয়ে মাঝে মাঝে ক্লাস নেওয়া ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা, বুলেটিন প্রকাশ, গবেষণা উৎসাহিত করার জন্য সেন্টার অব এক্সিলেন্স সৃষ্টি ও মানসম্মত জার্নাল প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ট্রেনিং, রিসার্চ মেথডলজি কোর্স প্রবর্তনসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিত করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২৫.০২ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১:২৭.৯৭।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার, ব্রাউজিং, নেটওয়ার্কিং, সফটওয়ার, ডিজিটাল, সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, কমিউনিকেশন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স অ্যান্ড মেটেরিয়াল, হাইড্রোলজিসহ প্রয়োজনীয় সব ল্যাব সুবিধা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন, লাইব্রেরির উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, জার্নাল ও অন্যান্য পাঠ্য উপকরণের সমাহার ঘটিয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মননশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সহ-শিক্ষাকার্যক্রম হিসাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বহিঃক্রীড়ার সুবিধা সম্প্রসারণ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন, বার্ষিক বনভোজন, দেশেবিদেশে শিক্ষা সফর, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, বিদ্যমান অ্যাডভেঞ্চার, ডিবেটিং, কালচারাল, ফটোগ্রাফি অ্যান্ড মিডিয়া, স্পোর্টস, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রিপল-ই, সিএসই, ফার্মেসি, রিসার্চ, সাংস্কৃতিক ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবকে আরও গতিশীল করা হয়েছে।

> আমাদের এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়ার পর কেউ যেন বেকার বসে না থাকে তার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই

যুগান্তর : বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বেই শিক্ষার্থীরা আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো সহযোগিতা আছে কিনা?

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাবতীয় পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সর্বনিম্ন ফি ধার্যসহ শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি প্রায় ৮০-৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে কমপক্ষে ২০ ভাগ ও সর্বোচ্চ ১০০ ভাগ ফি মওকুফ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

যুগান্তর : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : সার্বিক অগ্রগতির মধ্যে সংক্ষেপে বলা যায় ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে পাঠদান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্থায়ী সনদ পেয়েছে। পাঁচটি সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রায় ২০ হাজার গ্র্যাজুয়েট সফলতার সঙ্গে কর্মস্থানে কিংবা উদ্যোক্তা হিসাবে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। সর্বোপরি সমাজ, দেশ তথা জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে সামান্য হলেও প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছে।

যুগান্তর : বিশ্ববিদ্যালয়টির অবকাঠামোগত অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : আমরা নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে ২০১৮ সাল থেকে পাঠদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। ঢাকার উত্তরায় ১৭ নম্বর সেক্টরে লেকের পাড়ে নিজস্ব জমিতে আধুনিক স্থাপত্যবিন্যাসে নির্মিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সুবিশাল স্থায়ী ক্যাম্পাস এক সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশে ঘেরা। মনমাতানো বাহারি ফুলের বুকে প্রজাপতি আর মৌমাছি খেলা করার দৃশ্য যে কোনো দর্শনার্থীকে আকৃষ্ট করে। স্টেট অব আর্টস ল্যাব ফ্যাসিলিটি ও প্রযুক্তি সন্নিবেশিত শ্রেণিকক্ষগুলোতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা হয়েছে। ডিজিটাল বোর্ড, প্রোজেক্টরসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সংযুক্ত আছে শ্রেণিকক্ষগুলোতে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস ডিজিটালাইজড। লাইব্রেরিটি সম্পূর্ণ ওয়েবনির্ভর ও অটোমেশন প্রযুক্তিসম্পন্ন।

যুগান্তর : দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী সুবিধা রয়েছে?

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মেধা লালন। তাই মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা বৃত্তি, স্টাইপেন্ড, ফি ওয়েভার, এমনকি খণ্ডকালীন কাজের সুবিধা সৃষ্টি করে দিই। এমনিতে আমাদের ফিসের হার সারা দেশে সর্বনিম্ন। তার পরও বিভিন্ন বৃত্তি বাদ দিলে শিক্ষার্থীরা নামমাত্র ফি দিয়ে পড়াশোনা করে।

যুগান্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনারা কী কী ভূমিকা পালন করেন?

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : আমাদের এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়ার পর কেউ যেন বেকার বসে না থাকে তার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। আমাদের সিলেবাসগুলো প্রায়োগিক ও বাস্তববাদী। পাশাপাশি ক্যারিয়ার কাউন্সিলের মাধ্যমে যাতে চাকরি বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রায় ২০ হাজার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বেকার নেই বললেই চলে।

যুগান্তর : আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী : গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। অর্থাৎ টিকে থাকতে হলে এবং সার্বিক উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে হলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ধারণার সাথে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষার্থীদের এরই ভিত্তিতে প্রস্তুত করতে হবে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে OBE curriculum-এর সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

সমকাল ● মঙ্গলবার ॥ ২৫ জুলাই ২০২৩

'বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● সমকাল

ডিজিটাল ব্যবস্থায় বেতন পেলে নারী গৃহকর্মীর ক্ষমতায়ন হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে নারী গৃহকর্মীরা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত নন। তাই তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক উপায়ে বেতন পান না। তারা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে বেতন পেলে তা নিজে খরচ করে কিছুটা জমা করতে পারেন। এতে গৃহকর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এটি তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ এনে দেয়।

গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকাল সভাকক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ আহ্বান জানান। 'বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ভূমিকা' শীর্ষক এই বৈঠকের আয়োজন করে যৌথভাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও সমকাল।

গোলটেবিলে বিশিষ্টজন দেশের সব নারী গৃহকর্মীর অর্থনৈতিক সর্বোপরি ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগের পাশাপাশি মন-মানসিকতার পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈঠকে জানানো হয়, নারী গৃহকর্মীদের বেতন ডিজিটাল উপায়ে প্রদান এবং গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়োগকর্তা ও গৃহকর্মীর মধ্যকার বেতন লেনদেন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা গ্রহণসহ জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণেও কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও সমকালের গোলটেবিল

- সহজে সঞ্চয়ের সুবিধা থাকে
- টাকা জমিয়ে জীবনযাপন উন্নত করা যায়
- অপ্রয়োজনীয় খরচ কম হয়

সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খানের সঞ্চালনায় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। আলোচক ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোরশেদা আক্তার, এমজেএফের প্রোগ্রাম পরিচালক বনশ্রী মিত্র নিয়োগী, এটুআইর ডিজিটাল ফাইন্যান্স সার্ভিস অ্যান্ড ডিজিটাল সেন্টারের হেড তহুরুল ইসলাম, বিকাশের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রোকসানা আক্তার মিলি, নগদের হেড অব বিজনেস (সেলস) মোহাম্মদ মাহবুব সোবহান, অক্সফামের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তারেক আজিজ, ব্র্যাকের জেন্ডার কর্মসূচি পরিচালক নবনীতা চৌধুরী, ব্যাংক এশিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রুমানা এ তুলি, বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজীদা সুলতানা, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা, হ্যালো টাস্কের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ হাসান লিখন, বেসিস পরিচালক এবং টেকনোগ্রাম লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এ কে এম আহমেদুল ইসলাম বাবু, নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক শাহিন আক্তার ডলি, ভরসা ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তানজুম আরা পল্লি, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার রাইট নেটওয়ার্ক-এর অ্যাকটিং কোঅর্ডিনেটর আবুল হোসেন, নিয়োগ কর্তা সোনিয়া আক্তার ও গৃহকর্মী সাথী আক্তার।

বৈঠকে মূল প্রবন্ধে এমজেএফের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাসরিন আহমেদ বলেন, গৃহকর্মীর জন্য ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রয়োজন। এতে বেতন দিলে তা গৃহকর্মীদের আয়ত্তে থাকার ফলে পরিবারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থান

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিজিটাল ব্যবস্থায় বেতন পেলে নারী গৃহকর্মীর

[শেষ পৃষ্ঠার পর]
তৈরি হয়। এ ব্যবস্থায় সহজে সঞ্চয়ের সুবিধা থাকে। ফলে টাকা জমিয়ে জীবনযাপন উন্নত করা যায়। জমা-খরচের হিসাব রাখা যায় তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ কম হয়। সংসারের অবস্থা পরিবর্তন, সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নিজের ও পরিবারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচের সুযোগ তৈরি হয়। সর্বোপরি, নিজের টাকা নিজের হিসাব থেকে সংসার ও দৈনন্দিন জীবনে খরচ করার অধিকারের মাধ্যমে যে অভ্যাস তৈরি হয় তা একজন গৃহকর্মীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, যা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ এনে দেয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোরশেদা আক্তার বলেন, গৃহকর্মীদের জন্য আইন করতে পারলে ভালো, তবে আইন না থাকলেও ক্ষতি হবে না। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' করা হয়েছে, আইন করারও চিন্তা আছে। এ লক্ষ্যে কাজ চলছে। এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য গৃহকর্মীদের বিদ্যমান শ্রম আইনের আওতায় আনা হবে। অথবা নীতির আলোকে আলাদা একটি আইন করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে শাহীন আনাম বলেন, সম্পদে নারীর ক্ষমতায়ন হোক সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে ও অর্থনৈতিভাবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও নারীর ক্ষমতায়ন হোক। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। নারীর অধিকার বাস্তবায়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আবাসিক বা অনাবাসিক গৃহকর্মী সবার একই কাজ। তাই আবাসিক, অনাবাসিক গৃহকর্মীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদের ডাকা হলেও আমরা আবাসিক গৃহকর্মীদের সাড়া পাই না। তাই গৃহকর্মীর সুরক্ষায় নিয়োগকর্তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। মানুষের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে।

আবু সাঈদ খান বলেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও সমকাল অসংখ্যবার একসঙ্গে কাজ করেছে। আগামীতেও করবে। সমকাল দৈনিক পত্রিকা হলেও সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূলের মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি। তাদের সামনে আনা, তাদের ক্ষমতায়নে সমকাল কাজ করছে। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে ও তাদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাও আমাদের দায়িত্ব। এজন্য প্রথমে মানসিক পরিবর্তন দরকার।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী গৃহকর্মী সাথী আক্তার বলেন, 'আমি আগে বেতন নিতাম হাতে। এখন নেই নগদে। আগে সংসারে অভাব লাইগাই থাকত। এখন অনেকটা সুখে কাটাই। ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন দিতে পারি, ভালো-মন্দ খাবার খাই। এক বছরে অল্প অল্প টাকা জমাইয়া ৫ হাজার টাকা দিয়া একটা সেলাই মেশিনও কিনছি। বিকেলে মেশিনের কাজ কইরা বাড়তি টাকাও আয় করি।'

নিয়োগকর্তা সোনিয়া আক্তার বলেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমার বাসার গৃহকর্মী বিকাশে বেতন দেওয়ার কথা বললেও আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। দুই-তিনবার বলার পর বিকাশেই বেতন দিই। এতে আমার নিজেরও অনেক উপকার হয়েছে। বিকাশ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি। বাসার বাজার ও অন্যান্য কেনাকাটায় ছাড় পাই। সব মিলিয়ে নিজের যেমন উপকার হয়েছে, গৃহকর্মীরও উপকার হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বৈঠকে কয়েক দফা সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বেতন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজ উপায় সৃষ্টি করা, কাস্টমার-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আরও সহজ পদ্ধতি তৈরি করা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কাস্টমার পয়েন্ট তৈরি কর, যাতে স্বল্প আয়ের নারীরা অনায়াসে কম খরচে তাদের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন।

এছাড়া এনালগ ফোনগুলোর ক্ষেত্রে আরও সহজ পদ্ধতি এবং বাংলা ফরম্যাট আরও সহজ করা যেন স্বল্প শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর ব্যক্তিও সহজে এই সেবা নিতে পারেন। ক্যাশ-আউট চার্জ কমানো হলে নারী গৃহকর্মীরা এবং একই সঙ্গে গৃহকর্তাদের আরও আগ্রহ তৈরি হবে, যা বেতন আদান-প্রদানকে টেকসই করবে।

সুপারিশে আরও বলা হয়, এমএফএস অপারেটরদের পক্ষ থেকে লেনদেন-সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিত করে এ বিষয়ে প্রচুর সচেতনতা বাড়ানোর প্রচারণা চালানো দরকার। গৃহকর্মীদের গৃহকর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পেশা হিসেবে গৃহকর্মীদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে বেতন পরিশোধের জন্য উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সময়ের আলো শনিবার ২২ জুলাই ২০২৩

পটুয়াখালীর তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিক্ষোভ

৪০০ শ্রমিককে আসামি করে মামলা, গ্রেফতার ২

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নির্মিতব্য আরপিসিএল ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিক বিক্ষোভ চলাকালে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৪০০ শ্রমিককে আসামি করে কলাপাড়া থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। এরপর শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার ধানখালী ও আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে আরপিসিএল ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রশাসন বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। গ্রেফতার দুজনের নাম শিমুল দাস (২৬) ও মাহিনুর খালাসী (৩৪) বলে জানা গেছে।

মামলার বিবরণে বলা হয়, গত ১৭ জুলাই শ্রমিকরা আরপিসিএল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন স্থাপনা ও গাড়ি ভাঙচুর করাসহ তিনজন চায়নিজ কর্মকর্তা ও চারজন নিরাপত্তা কর্মীকে মারধর করে। শ্রমিকদের হামলায় প্রতিষ্ঠানটির ৭ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কলাপাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ আলী আহম্মেদ জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে অভিযোগ পেয়ে মামলা রেকর্ড করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে দুই শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

প্রসঙ্গত, বেতন-ভাতা নিয়ে অসন্তোষের কারণে গত ১৭ জুলাই সকালে আরপিসিএল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে দফায় দফায় বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা। এ সময় কর্মরত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দিলে শ্রমিকরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং চীনা কর্মকর্তাদের অফিস ভাঙচুর করে। পরে কলাপাড়া থানা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সমকাল মঙ্গলবার । ২৫ জুলাই ২০২৩ ।

গার্মেন্টকর্মীকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে গার্মেন্টকর্মীকে ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করেছেন আদালত। সোমবার দুপুরে মানিকগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক বেগম তানিয়া কামাল আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।

দণ্ডিত আলমগীর হোসেন (৪৫) মানিকগঞ্জের দৌলতপুরের সমেতপুর এলাকার মৃত বাহাদুর শেখের ছেলে। সে পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পিপি এ কে এম নুরুল হুদা রুবেল জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আলমগীর বিয়ের আশ্বাসে এক গার্মেন্টকর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে এবং ভুয়া বিয়ের মাধ্যমে একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করে। এর পর বিয়ের নামে প্রতারণা ও কাগজপত্র ভুয়ার বিষয়টি জানতে পেয়ে ওই নারী ২০১৬ সালের ৩১ মে মানিকগঞ্জ আদালতে মামলা করেন। তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. আবু তালেব ২০১৬ সালের ১৪ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় যুক্তিতর্ক ও আটজনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৬ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করেন। অর্থদণ্ডের ৬ লাখ টাকা ভুক্তভোগীকে দিতে বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে আসামি পক্ষের আইনজীবী আজিজুল হক উচ্চ আদালতে আপিলের কথা জানিয়েছেন।

NEW AGE
SATURDAY, JULY 22, 2023,

Enabling environment for women in workforce a must

SUCCESSIVE governments have encouraged women's participation in the formal economy but failed to provide policy support to enable them to effectively contribute, say researchers and civil society actors at a seminar organised by the International Growth Centre. Government and non-government stakeholders at the seminar have acknowledged the success in opening avenues for women in the labour market but reported how women are still discriminated against in workplaces. A researcher says that there are instances when women are paid less than their male counterparts for the same job. For increased women's participation, the government has introduced a stipend for girls in secondary school, but similar initiatives are not there to eliminate discrimination in employment. Workplace safety has remained an unaddressed issue for decades. Inadequate child care centres and transport facilities, particularly at night shift, often force women to leave their job. It is evident that the government needs to take policy action to end gender discrimination at work.

Women's participation as cheap labour in the apparel sector is a celebrated phenomenon. A BRAC University survey in 2020 reported that of the total 25,62,383 workers in the sector, women accounted for 58.3 per cent. However, women in the sector work in the face of widespread discrimination and insecurity. Studies have reported how sexual harassment is rampant in the sector. Even though a high incidence of sexual harassment is reported, the issue of gender-based violence is not addressed either by the labour ministry or by the factory owners. There are also reported cases of wage discrimination and a tendency to not promote women to managerial positions because of patriarchal prejudices. Women from outlying districts join the labour market in Middle Eastern countries and their remittances significantly contribute to the national economy. They, too, work without any form of employment security or physical safety. An earlier study said that every month, on an average, at least 200 domestic workers return home from Saudi Arabia as victims of sexual violence. Women in white-collar jobs still struggle to break the glass ceiling. In the media sector, only 10 per cent of the workforce is women. In 2016, a report by Manusher Jonno Foundation revealed that 10 per cent of women in the police force suffer sexual harassment in their line of work. In what follows, women's rights activists are not mistaken in their claim that token representation in the bureaucracy and inclusion into the formal labour force cannot ensure gender equality.

Successive governments have preached women's empowerment, turned the question of gender equality into a rhetorical affair and failed to ensure gender equality. In order to prove its commitment to gender equality, the government must abandon its strategy of token inclusion of women in labour force while not addressing the system of discrimination and exploitation. It must, therefore, develop strategies to undo the patriarchal biases in the state and society.

The Financial Express
Tuesday | July 25, 2023

Five to die for killing jute mill worker after rape in Faridpur

FARIDPUR, July 24 (UNB): A Faridpur court on Monday convicted five people and sentenced them to death for killing a jute mill worker after rape in 2019.

The condemned convicts are- Chunnu Shikdar, Nazmul Hossain, Islam Mir, Atier Molla and Nasir Khan Nayon of Madhukhali upazila.

Faridpur Woman and Child Repression Prevention Tribunal Judge Hafizur Rahman handed down the punishment.

The court also fined them Tk 0.1 million each.

According to the prosecution, Chunnu, a human hauler driver, took Kajol Rekha Kajoli, 32, a worker of Rajdharpur Pride Jute Mill in Madhukhali upazila, to a banana orchard at Rajdharpur when she was returning to her home around 11:30 pm after completing overtime duty on October 15, 2019.

The four other convicts saw them and they also violated the woman in turns.

The Financial Express Saturday | July 22, 2023

Tall orders from RMG sector

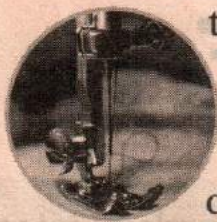

While there have been some reports in the media that the government is mulling over greater coal extraction from existing Dighipara coal field, one wonders if it will ever dawn upon energy planners that the country is out of time? The coal policy should have been finalised long ago, but that didn't happen, argues **Syed Mansur Hashim**

RMG exporters have demanded a few things from the government, some of which are essential for production. First in the line of demands is the uninterrupted supply of natural gas at nearly half the current price. The rationale put forward is that global fossil fuel prices have fallen. The curtailing of Bangladesh Energy Regulatory Commission's (BERC) powers has allowed the State to steeply increase the price of electricity and realign fossil fuel prices as per liking of energy planners. So, when RMG demands gas rate to be revised from Tk30 per unit to Tk16 per unit, in all probability, this will not fly. Certainly, some middle ground will have to be found because obviously the State cannot afford the RMG sector to go kaput. This brings us back to the question of fossil-fuel supply.

Reportedly, the government is in the process of making operational yet another floating storage and regasification unit (FSRU) with a foreign company that will raise Bangladesh's capacity to significantly increase import of liquefied natural gas (LNG). Under normal economic circumstances, perhaps the costs of higher volume of LNG supply could have been defrayed. These are hardly normal times for the economy. The inclination remains import-dependent unfortunately. While there have been some reports in the media that the government is mulling over greater coal extraction from existing Dighipara coal field, one wonders if it will ever dawn upon energy planners that the country is out of time? The coal policy should have been finalised long ago, but that didn't happen. If the country can have an Indemnity Act for the supply of electricity from private sector power plants, surely the State can get a move on extraction of coal from proven domestic reserves with another Act that will expedite coal exploration on a war footing?

The dearth of dollar is not simply because of falling orders or fall in remittances. As reported in the media, the Economics Relations Division (ERD) has come up with worrying news where the government is facing a probable decline of "a $1.5 billion decline in net financing from external sources next fiscal year and $2.0 billion the following year." This is directly correlated to how much the government can spend with enough negative impact to complicate fund allocation. Then there is the question of external debt financing. ERD data estimate that the country will have to pay more than $3.5 billion (principal + interest) in the current fiscal, which will exceed $4.0 billion in the next fiscal. The cumulative effect of all these payments is less money for fossil fuel import.

The government during its first term did what had to be done to provide electricity to an energy-starved economy. That time is upon us again. The economy is tottering due to a lack of fossil fuel supply. The RMG sector's potential output is down 50 per cent because current energy prices have become uneconomic. When one takes into account that the cost of sourcing raw materials has increased significantly due to the rise in value of the US$, it becomes clearer why apparel exporters are asking for the assurances from the government. It is not just RMG that is suffering. About 16 per cent of export comes from other sectors which are also in dire straits due to intermittent supply of both power and gas supply.

The economy imports about $67 billion worth of goods and services annually. Its exports are worth about $54 billion. That gap needs to be narrowed via industries that are able to export more goods. As things stand now, RMG remains the best hope for closing the gap with greater production (leading to greater exports). Again, the government can ill-afford to supply fuel and power only to industry while keeping the rest of the country in the dark, especially after touting 100 per cent electrification in the country. No government in its right mind will do that in election year. Things are bound to get more and more complicated with the authorities' inaction regarding diversification of primary fuel supply and continuing the "go slow" policy on greater domestic exploration of primary fuels.

This is reflected on both coal and natural gas issues, which have seen no serious development in more than a decade. Why? How much more pain can the economy endure before something changes at policy level? What other evidence does the State require to understand that industry needs power and energy supplies at a price that makes economic and business sense? Despite having more than enough studies and surveys at its disposal on coal deposits and probable gas fields, the State keeps promising the sun and the moon to people, to industry that good days are not far away. Those good days will forever be a pipedream for Bangladesh, its people and the industry as a whole if exploration does not start in earnest from today. The country has a number of coal-fired power plants waiting to be commissioned but can't be because there is no money for importing coal. Policymakers need to stop making excuses and start delivering on domestic coal (and start drilling exploratory gas wells onshore) while there is still time to salvage the situation. It is not only domestic industry that is watching, prospective foreign investors also are.

mansur.thefinancialexpress@gmail.com

The Financial Express Saturday | July 22, 2023

Garment Village dev work in full gear

FE REPORT

The BGMEA Garment Village is set to enter its final stage of development as the construction of the required road and drainage linking the industrial zone was inaugurated on Friday.

A two-lane 23-kilometre road as well as 29-kilometre drainage will connect the village with other infrastructure at the visionary Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN).

In consequence of this, investors in the garment village can now begin construction of their factories and prepare for the next course of action.

Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) executive chairman Shaikh Yusuf Harun inaugurated the construction of the road and drainage system as the chief guest, reads a statement.

BEZA executive member Mohammed Erfan Sharif, BSMSN project director Abdullah Al Mahmud Faruk, officials and representatives of local administrations, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and investors were present.

The BGMEA Garment Village is located within the 2A and 2B precincts of the BSMSN at Mirsarai.

Speaking at the programme, Mr Harun said the development of the road and drainage has begun at a cost of Tk 4.5 billion.

"It means the investors in the garment village can now get their land and prepare for work on the construction of their respective industries," he added.

Highlighting BEZA's all-out efforts to facilitate investment, Mr Harun said his office has been providing necessary support and utility services like water, gas and electricity despite having so many challenges.

He said the BEZA has been working with various development partners to ensure international standards in economic zones (EZs) by establishing effluent treatment plants centrally.

According to the statement, the BSMSN is being developed on a contiguous 33,000 acres of land in Mirsarai and Sitakunda upazilas of Chattogram and Sonagazi of Feni.

The industrial city has so far attracted proposed investment of $19 billion as four companies have already begun manufacturing there.

saif.febd@gmail.com

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০২৩,

পোশাক রপ্তানি বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ায় সম্মেলন করল বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অস্ট্রেলিয়ার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে দেশটির মেলবোর্ন শহরে অ্যাপারেল সামিট বা সম্মেলন করেছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। দেশের বাইরে এটি বিজিএমইএর প্রথম অ্যাপারেল সামিট।

এইচএসবিসি ব্যাংক ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহযোগিতায় গত মঙ্গলবার আয়োজিত এই সম্মেলনে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরবরাহকারী, ভোক্তা, উন্নয়ন অংশীদার, অস্ট্রেলিয়া সরকারের নীতিনির্ধারকসহ ১৩০ জন অংশ নেন। বিজিএমইএর পাঠানো বিজ্ঞপ্তি ও সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিজিএমইএর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানা গেছে।

অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো তৈরি পোশাক রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে পৌঁছেছে। অর্থবছর শেষে এই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারের। তার আগের অর্থবছর অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়েছিল ৮১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

মেলবোর্নের সম্মেলনে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সার্বিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যের তৈরি পোশাক উৎপাদনের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। বাংলাদেশের কারখানায় এখন ১০০ ডলার মূল্যের পোশাকও উৎপাদন হচ্ছে।

পোশাকের কেমার্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়ান বেইলি সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের রূপান্তরের প্রশংসা করেন।

বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যান্টনি শ তাঁর বক্তব্যে শিল্প ও অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তার প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম, পরিচালক আসিফ আশরাফ, স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম, শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ, অস্ট্রেলিয়ান ফ্যাশন কাউন্সিলের সিইও লেইলা নাজা হিবরি, অক্সফাম অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী লিন মরগেন, এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

সম্মেলনে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতির ওপর বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের সর্বশেষ কালেকশন প্রদর্শনের ব্যবস্থাও ছিল। অংশগ্রহণকারীদের নৈশভোজে মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় রানারআপ কিশোয়ার চৌধুরীর রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২২ জুলাই ২০২৩।

গ্যাস দুর্ঘটনায় ৩ বছরে অর্ধশতাধিক মৃত্যু

দিলীপ কুমার মণ্ডল, নারায়ণগঞ্জ ▷

নারায়ণগঞ্জ

■ এ বছরের প্রথম ছয় মাসে গ্যাস বিস্ফোরণসহ অন্যান্য অগ্নিদুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৩৭টি

নারায়ণগঞ্জে একের পর এক ঘটছে গ্যাস দুর্ঘটনা। এসব দুর্ঘটনার সংখ্যা ও হতাহতের হিসাব পাওয়া যায়নি কোনো প্রতিষ্ঠানেই। তবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জে গ্যাস ও অগ্নিদুর্ঘটনা মিলিয়ে একটা হিসাব পাওয়া যায়।

এ বছরের প্রথম ছয় মাসেই গ্যাস বিস্ফোরণসহ অন্যান্য অগ্নিদুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৩৭টি। এই ঘটনাগুলোতে নিহতের সংখ্যা ১৫ এবং আহত হয়েছে ১১৫ জন। তবে ২০২০ সাল থেকে হিসাব করলে শুধু গ্যাস দুর্ঘটনায়ই মৃত্যুর সংখ্যা হবে অর্ধশতাধিক।

সর্বশেষ গত শনিবার (১৫ জুলাই) রাতে রূপগঞ্জে লিকেজ হওয়া তিতাস গ্যাস থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ হয়েছে চারজন। শনিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে উপজেলার তারাব পৌরসভার বিশ্বরোড এলাকায় ঘটে এ দুর্ঘটনা। তাদের ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বছরের ১২ মার্চ ফতুল্লার মাসদাইরে একটি ভবনে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ হন কুলসুম ও ছেলে খালিদ (৩)। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ফতুল্লার রামারবাগ এলাকায় গ্যাস বিস্ফোরণে প্রাণ হারান পোশাক শ্রমিক সুখী আক্তার (২৫) ও তাঁর স্বামী আল আমিন (৩০)।

সবচেয়ে ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ২০২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম তল্লার বায়তুস সালাত জামে মসজিদে। সেই দুর্ঘটনায় মারা যান ৩৪ জন মুসল্লি।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের নভেম্বরে ফতুল্লার লালখাঁ বাজারের একটি ভবনে গ্যাস বিস্ফোরণে চারজন মারা যান। একই মাসে সিদ্ধিরগঞ্জে মারা যান আরো দুজন পোশাককর্মী। ডিসেম্বরে আড়াইহাজারের দুপ্তারা ইউনিয়নে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হলে গৃহকর্তার মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রায় ৮০ লাখ বাসিন্দার বেশির ভাগই শ্রমিক। এখানে ভাড়া থেকে তাঁরা অল্প আয়ের চাকরি করেন। এসব বাড়ির বেশির ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে তৈরি করা হয়নি। তাই অসাবধানতার কারণে ঘটছে গ্যাস বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড।

ফতুল্লার বাসিন্দা আইনজীবী আব্দুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় আমরা বর্ষাকালে হাঁটতে গিয়ে দেখি রাস্তা ফুঁড়ে গ্যাসের বুদবুদ বের হচ্ছে।'

শোভন কাজ

The Financial Express Monday | July 24, 2023

Women spend one-fourth time on unpaid jobs

TIME SPENDING BY BANGLADESHI PEOPLE

(DAILY AVERAGE HOURS)

ON EMPLOYMENT

6.1 hours

1.2 hours

ON SELF-CARE AND MAINTENANCE

11.3 hours

10.9 hours

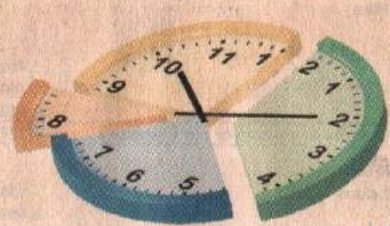

ON UNPAID DOMESTIC & CAREGIVING SERVICES

0.8 hours

5.8 hours

ON CULTURE, LEISURE, MASS-MEDIA & SPORTS PRACTICES

2.7 hours

2.6 hours

DIVISION-WISE TIME SPENDING OF WOMEN

(figures in hours of a day)

Division	Household activities	Caregiving
Dhaka	4.48	1.36
Barishal	5.01	1.32
Chattogram	4.86	1.38
Khulna	4.40	1.18
Mymensingh	4.39	1.55
Rajshahi	4.25	0.91
Rangpur	4.81	1.12
Sylhet	5.52	1.17

Source: *Time Use Survey Bangladesh 2021, BBS, Dhaka*

FE REPORT

Women in Bangladesh spend nearly one-fourth time of a day on unpaid domestic and caregiving services, according to a national survey.

They spend on average 4.6 hours and 1.2 hours, totaling 5.8 hours a day on unpaid domestic services and caregiving services a day respectively, according to the survey styled "Time Use Survey 2021" released on Sunday.

By contrast, men do the same jobs for 0.6 hours and 0.2 hours respectively, revealed the survey conducted by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

The TUS is the first of its kind in the country carried out to visualise the invisible works of women in society.

The main objective of the TUS was to increase the visibility of women's unpaid domestic and caregiving work in their everyday lives through providing better gender statistics.

The survey covered both urban and rural areas of all eight divisions of Bangladesh. Using a two-stage stratified sampling design, 8,000 households were randomly selected for the survey.

It ensured almost equal representation of respondents, with 49.7 percent of men and 50.3 percent of women in the sample design.

It shows that in domestic work activities, women spend the most time on food and meal management and preparation than men.

Similar goes for other domestic work activities (cleaning and maintaining of own dwelling and surrounding, household management for own final use, and as such).

Women aged 25-44 are the most active in domestic work activities like food and meal management and preparation (237.64 minutes), cleaning and maintaining of their own dwellings and surroundings (43.61 minutes), and so on, except for shopping and traveling.

They spend 1.15 hours in childcare and 0.03 hours caring for dependent and non-dependent adults, whereas men do the same for 0.16 hours and 0.01 hours respectively.

Women are mostly busy with their unpaid domestic and caregiving services in the households.

jasimharoon@yahoo.com

বণিক বার্তা রোববার, জুলাই ২৩, ২০২৩

চার দশকে ১ শতাংশেরও কম জনশক্তি রফতানি বোয়েসেলের

জনশক্তি রফতানি জোরদার করতে বোয়েসেলের জনবল ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি করুন

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বা রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অতি বড় একটা অংশ আসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২ সালের তথ্যানুসারে, প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় অর্ধেকের সমান এবং আর্থিক মূল্যে তা মোট দেশজ উৎপাদনের ৫ শতাংশের কাছাকাছি। তাই জনশক্তি রফতানি সরকারের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত বলে গণ্য।

জনশক্তি রফতানি জোরদারের লক্ষ্যে সরকার জনশক্তি রফতানিকারক কোম্পানি হিসেবে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠা করে সেই ১৯৮৪ সালে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে জনশক্তি রফতানিতে এখন পর্যন্ত আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেনি বোয়েসেল।

বণিক বার্তায় গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর গত চার দশকে দেশের মোট রফতানীকৃত জনশক্তির মাত্র শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে বোয়েসেল। ১৯৮৪ সাল থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ১ কোটি ৫১ লাখ ১০ হাজার ৬৫২ জন কর্মী বিদেশ পাঠিয়েছে সরকার। এ সময়কালে বোয়েসেলের অধীনে জনশক্তি রফতানি হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৪৪ হাজার ৩১২ জন, শতকরা হিসাবে যার পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং বোয়েসেলের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র দেখা যায়।

সাফল্যহীনতার এ পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ করে নিঃসন্দেহে। অথচ বোয়েসেলের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্যই ছিল জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি তথা সে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য বহির্বিশ্বে শ্রমবাজার বিস্তার ও তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বোয়েসেলের অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য ছিল দক্ষ জনশক্তি রফতানিতে বেসরকারি এজেন্সিগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ পরিচর্যা করা। সেক্ষেত্রেও সফল হতে পারেনি বোয়েসেল, বলছে বিশেষজ্ঞদের বরাতে বণিক বার্তার প্রতিবেদন।

তাই প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস তথা কর্মতৎপরতার পরিধি বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠেছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির পরামর্শও দিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। বোয়েসেলের দুই কর্মকর্তার বরাতে বণিক বার্তা বলছে, বোয়েসেল সবসময়ই দক্ষ ও যোগ্য কর্মী প্রেরণে অগ্রাধিকার দেয় এবং পর্যাপ্ত দক্ষ কর্মীর অভাবে প্রতিষ্ঠানটির জনবল রফতানি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এজেন্সির চেয়ে কম।

তাদের আরো দাবি যে বোয়েসেলের নিজস্ব জনবল সংকটের কারণেও জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি সহজসাধ্য নয়। জেলায় জেলায় বোয়েসেলের শাখা অফিস খোলার কথা থাকলেও সরকার এত বছরেও তা খোলেনি কেন তা বোধগম্য নয়। বলা হচ্ছে, কর্মসংস্থান ও নতুন বাজার খোঁজার জন্য একটি টিমকে বিদেশে রাখা উচিত, কিন্তু সেটি করতে না পারার কারণে কোম্পানিটি আশানুরূপ সফল হতে পারছে না। এ অবস্থায় প্রশ্ন জাগে, যে প্রতিষ্ঠানের কাজই জনশক্তি রফতানি, শ্রমবাজারের বিস্তারের লক্ষ্যে সে প্রতিষ্ঠানটির কোনো প্রতিনিধিত্বকারী দল কেন বহির্বিশ্বে সদাতৎপর নেই? অথচ প্রায়ই সংবাদপত্রের পাতা এ ধরনের খবরে সয়লাব হয় যে সরকারের নানা বিভাগ তথা স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে অহরহ প্রতিনিধি দল প্রায় বিনা কারণে বিদেশ ভ্রমণে যায়।

এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে প্রদান করা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সভাপতি মোহাম্মদ আবুল বাশারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'বোয়েসেল কর্মী প্রেরণে ভালো করবে কীভাবে? কর্মী প্রেরণের জন্য বাজার খুঁজতে হয়, বিদেশ যেতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তারা তা করতে পারে না। তারা শুধু সরকারিভাবে বা বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে যেসব নতুন চাকরি আসে সেখানেই রিক্রুট করে।'

তিনি আরো বলেছেন, 'বোয়েসেল একটি কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসা করতে গেলে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, মার্কেটিং করতে হয়। তারা কোনো প্রতিযোগিতায় নেই, মার্কেটিংয়ে নেই। বিভিন্ন দূতাবাস, সরকারিভাবে যেসব নিয়োগ হয়, আর কিছু কোম্পানি আছে যারা বোয়েসেলকে পছন্দ করে, তাদের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এটি না হলে চার দশকে ৫০ হাজারও বিদেশে নিতে পারত কিনা সন্দেহ আছে।'

আমরা আশা করি, বোয়েসেল একটি কোম্পানি হিসেবে অন্যান্য বেসরকারি এজেন্সির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সংহতি বজায় রেখে দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি রফতানি আরো জোরদার করবে।

রফতানিকারক এ কোম্পানির পিছিয়ে পড়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটির পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকেও দায়ী করেছেন রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারপারসন তাসনিম সিদ্দিকী। বলা হচ্ছে, বাইরে গিয়ে ভিসা খোঁজা, ভালো ভিসা আনার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ পায় না বোয়েসেল। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি এখন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কেবল 'গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট' (জিটুজি) পদ্ধতিতে শ্রমিক রফতানি করছে।

বোয়েসেলের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তাই কার্যপরিধি বাড়ানোর জন্য অবকাঠামোগত সক্ষমতা তথা লোকবল বৃদ্ধি জরুরি। তবে সব সত্ত্বেও জনশক্তি রফতানিতে বোয়েসেলের সুনামও আছে যে বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রেরিত কর্মীরা হয়রানি বা হেনস্তার শিকার কম হয়। ইউরোপের শ্রমবাজারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্র কিছুটা হলেও বোয়েসেল প্রসারিত করেছে এবং গুণগত অভিবাসন নিশ্চিত করছে।

যেহেতু জনশক্তি রফতানিকারক অন্যান্য এজেন্সির সঙ্গে বোয়েসেলের পার্থক্য হচ্ছে—এটি সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, সেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের সব নিয়ম বা বিধি পালন করে কর্মী পাঠানোর সংখ্যা বাড়ালে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। তাই আমরা চাই, বোয়েসেল এগিয়ে যাক। সে লক্ষ্যে সক্ষমতা বাড়াতে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঢেলে সাজানো হোক, কর্মদক্ষতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগপূর্বক বরাদ্দ বাড়ানো হোক।

DHAKA SUNDAY JULY 23, 2023
SRABAN 8, 1430 BS
The Daily Star

Jon Haat: a place for hiring farm workers

The market gets lively amid jute harvesting season

SUZIT KUMAR DAS, *Faridpur*

The demand for day labourers is considerably high in Faridpur as farms in the major crop producing region require the assistance of seasonal workers whenever the harvest period comes around.

As such, people from all over Bangladesh regularly visit Jon Haat, a market in Faridpur city where day labourers gather in search of work throughout the year.

However, the market becomes most lively during the jute harvesting season, which is ongoing with farmers now busy reaping and retting the crop.

The market, located along the Dhaka-Barishal highway, is situated on 30 decimals of land on the south side of Haji Shariatullah Bazar in the Golchamot area of Faridpur city.

Faridpur and its adjoining districts, namely Rajbari, Madaripur, Gopalganj and Shariatpur, have long been pioneers in producing crops, according to locals and officials of Jon Haat.

This led to the establishment of Jon Haat more than 50 years ago to facilitate the supply of day labourers in the region, they said.

During a visit to the market, this correspondent saw that it was full of day labourers searching for agricultural work.

The people who come to hire these labourers discuss the different types of work involved before reaching a price for their services.

After striking an agreement, employers have to pay Tk 10 for each worker to the market authority.

The authority then takes down the full name, address and contact information of the employer and hired labourers before approving their contract, which specifies the daily rate and duration for work.

Sabur Ali, a native of Pirpurkella village in Damuda upazila of Chuadanga, said he first came to the market seven days ago and was hired by a farm in the Gopalpur area of Faridpur sadar upazila.

"I and two others who came with me worked at that farm for the past week, earning Tk 700 per day as well as three meals daily," he added.

Asked why they would travel so far for work, Ali said there is less work available in Chuadanga.

"Besides, I would get just Tk 300 per day for work in my hometown. So, the money I earn in a week in Faridpur cannot be eclipsed by even a month of work back home," he added.

Momen Molla, one of the others who came with Ali, said he was able to send home Tk 4,000 after working for just one week.

Md Zahangir Hossain, who hails from Billmalni village in Bagmara upazila of Rajshahi, said he has been regularly visiting Jon Haat for the past two years.

"In Faridpur, I can earn up to Tk 20,000 per month after meeting expenses while it is not possible to get more than Tk 5,000 back home," he added.

Shabbir Ahmed, an SSC examinee who lives in the Baghabari Ghat area in Shahjadpur upazila of Sirajganj, said he came to the market in search of work to help sustain his family.

"We have six members in our family. So, it is difficult for my father to run it alone. I came to Jon Haat four days ago and have worked at a farm in Bhanga upazila ever since," he said.

"But as that contract has expired, I came looking for work again today," Ahmed added.

Shafikul Mridha, an employer based in Maligram village of Bhanga upazila, said he hires workers from the market with a daily rate of Tk 800 to Tk 1,000 per person for every jute harvesting season.

Abu Sikdar, an employer from Muksudpur upazila of Gopalganj, said he comes to Jon Haat in search of labourers as there is a manpower shortage in his area.

"I have to cut about five bighas of jute. So, I am taking five people and it will take up to 12 days to complete the work," he added.

The market has also created a source of earning for others as at least 50 shops have been set up nearby.

Other than food and drink items, a number of these shops sell agricultural equipment, such as sickles.

Obaidur Sheikh, a local who sells agricultural equipment, said he can earn about Tk 600 to Tk 700 daily.

Abul Kalam Sheikh, in-charge of the market, said people from Faridpur, Gopalganj, Madaripur, Rajbari and other districts come daily to hire workers or sell their services.

"But sometimes it is seen that workers are mistreated and do not get money. In such cases, we talk to the employers and collect the money," he added.

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Friday 21 July 2023

পোশাক রপ্তানি বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ায় সম্মেলন করল বিজিএমইএ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

অস্ট্রেলিয়ার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে দেশটির মেলবোর্ন শহরে অ্যাপারেল সামিট বা সম্মেলন করেছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। দেশের বাইরে এটি বিজিএমইএ-এর প্রথম অ্যাপারেল সামিট।

এইচএসবিসি ব্যাংক ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহযোগিতায় গত মঙ্গলবার আয়োজিত এই সম্মেলনে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরবরাহকারী, ভোক্তা, উন্নয়ন অংশীদার, অস্ট্রেলিয়া সরকারের নীতিনির্ধারকসহ ১৩০ জন অংশ নেন। বিজিএমইএ-এর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে।

অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো তৈরি পোশাক রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে পৌঁছেছে। অর্থবছর শেষে এই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারের। তার আগের অর্থবছরে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়েছিল ৮১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। মেলবোর্নের সম্মেলনে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সার্বিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন বিজিএমইএ-এর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যের তৈরি পোশাক উৎপাদনের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। বাংলাদেশের কারখানায় এখন ১০০ ডলার মূল্যের পোশাকও উৎপাদন হচ্ছে।'

পোশাকের কেমার্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়ান বেইলি সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের রূপান্তরের প্রশংসা করেন।

বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যান্টনি শ তার বক্তব্যে শিল্প ও অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তার প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিজিএমইএ-এর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম, পরিচালক আসিফ আশরাফ, স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম, শাশা ডেনিমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস মাহমুদ, অস্ট্রেলিয়ান ফ্যাশন কাউন্সিলের সিইও লেইলা নাজা হিবরি, অক্সফাম অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী লিন মরগেন, এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

সম্মেলনে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতির ওপর বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের সর্বশেষ কালেকশন প্রদর্শনের ব্যবস্থাও ছিল। অংশগ্রহণকারীদের নৈশভোজে মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় রানারআপ কিশোয়ার চৌধুরীর রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩০
১৯ জুলাই ২০২৩

অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন জারি

সরকারি চাকরিজীবীদের ৫ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা চলতি মাস থেকেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি বছরের জুলাই থেকে ৫ শতাংশ হারে 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত সরকারি চাকরিজীবীরা। চাকরিরতদের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা ন্যূনতম ১ হাজার টাকা এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ টাকা হবে। গতকাল মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় বেতন স্কেলসমূহের আওতাভুক্ত সরকারি-বেসামরিক, স্ব- শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত কর্মচারী এবং পেনশনভোগী ব্যক্তিদের ১ জুলাই থেকে ৫ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হলো। এ বিশেষ সুবিধা চাকরিরতদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ হাজার টাকা এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ টাকা হারে প্রদেয় হবে।

বিশেষ সুবিধা যেভাবে কার্যকর হবে : চাকরিরত কর্মচারীরা ১ জুলাই থেকে প্রতি বছর ১ জুলাই তারিখে প্রাপ্য মূল বেতনের ওপর ৫ শতাংশ হারে, তবে ১ হাজার টাকার কম নয়, 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন। অবসর-উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) থাকা কর্মচারীরা পিআরএলে যাওয়ার পূর্বকালীন সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের ভিত্তিতে উপরিউক্ত হারে 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন। পুনঃস্থাপন করা পেনশনাররাসহ সরকার হতে পেনশন গ্রহণকারীরা প্রতি বছর ১ জুলাই প্রাপ্য নিট পেনশনের ওপর ৫ শতাংশ হারে, তবে ৫০০ টাকার কম নয়, 'বিশেষ সুবিধা' পাবেন।

যেসব অবসর নেওয়া কর্মচারী তাদের গ্রস পেনশনের ১০০ শতাংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ সমর্পণ করে এককালীন আনুতোষিক উত্তোলন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এ 'বিশেষ সুবিধা' প্রযোজ্য হবে না।

জাতীয় বেতন স্কেলে নির্ধারিত কোনো গ্রেডে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল বেতনের ভিত্তিতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তি পেনশনভোগী হলে নিট পেনশন অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত পদের মূল বেতনের ভিত্তিতে যে কোনো এক ক্ষেত্রে এ সুবিধা পাবেন।

সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মচারীরা সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পূর্বের মূল বেতনের ৫০ শতাংশের ওপর ৫ শতাংশ হারে এ বিশেষ সুবিধা পাবেন। বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কর্মচারীরা এ বিশেষ সুবিধা পাবেন না। সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে প্রদত্ত অনুদানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্ব-শাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের এ বিশেষ সুবিধা বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট হতে মেটাতে হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা

সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরাও চলতি জুলাই থেকে মূল বেতনের ৫ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন। মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ বিষয়ে আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ১ জুলাই ২০২৩ থেকে প্রতি বছর ১ জুলাইয়ে প্রাপ্য বেতনের ৫ শতাংশ হারে, তবে ১ হাজার টাকার কম নয়, 'বিশেষ সুবিধা' প্রাপ্য হবেন।

বণিকবার্তা শুক্রবার, জুলাই ২১, ২০২৩

বিবিএসের শিশুশ্রম জরিপ : দেশে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যুক্ত সাড়ে ১০ লাখ শিশু

শিশুদের নিরাপদ শৈশব ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীর বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে আজকের শিশুর মাঝে। শিশুদের যদি আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়া যায়, তাহলে শিশুরা যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে এটি সম্ভব হয় না। যে কারণে স্কুলে যাওয়ার বয়সে অনেক শিশুকেই পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। এভাবে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে শিশুদের আনন্দময় শৈশব হারিয়ে যায়। বেড়ে যায় স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্রনিক রোগের ঝুঁকি। এমন বৈষম্যের মাঝেই আমাদের দেশের শিশুরা বেড়ে উঠছে।

বণিক বার্তায় প্রকাশ, দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ১০ লাখ ৬৮ হাজার শিশু। এর মধ্যে ৬ লাখ ৫২ হাজার বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কাজ করছে। সেবামূলক কাজে যুক্ত আছে ৩ লাখ ৭৯ হাজার শিশু। এছাড়া কৃষি খাতে নিয়োজিত আছে ৩৫ হাজার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২-এ এসব তথ্য উঠে এসেছে। বিবিএসের জরিপে দেখা গেছে, দেশে মোট শিশু শ্রমিকের ২ দশমিক ৭ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় জড়িত। এর মধ্যে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ ছেলে এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ মেয়ে। ২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যুক্ত ছিল ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু। বিবিএসের তথ্যমতে, ২০১৩ সালে ঝুঁকিহীন পেশায় যুক্ত ছিল ৪ লাখ ১৮ হাজার শিশু। তবে ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৭ হাজারে। অর্থাৎ এক দশকে বৃদ্ধির হার ৬৯ শতাংশ। দেশে এখন মোট শিশু শ্রমিক রয়েছে ১৭ লাখ ৮০ হাজার, যা ২০১৩ সালে ছিল ১৭ লাখ। অর্থাৎ এক দশকে শিশু শ্রমিক বেড়েছে ৮০ হাজার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সংজ্ঞায় ৫-১৭ বছর বয়সীদের শিশু ধরা হয়। এর মধ্যে ৫-১১ বছরের শিশুরা সপ্তাহে ১ ঘণ্টা, ১১-১৩ বছর বয়সী শিশু সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা এবং ১৪-১৭ বছর বয়সী শিশুদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করালে তাকে শিশুশ্রম বলা হয়।

মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের কারণেই শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। খোদ পরিকল্পনামন্ত্রী এ বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছেন। এজন্য স্কুলগুলোয় মিড ডে মিল চালু করলে শিশুদের কাজ থেকে স্কুলে ফেরানো যাবে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে খাবার জোগাড় করতে অর্থ উপার্জনের জন্য শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজের সংখ্যা কমতে পারে। না হলে শুধু বিনা বেতনে স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা খুব একটা কাজে আসে না, এমনটি অতীতে দেখা গেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩ বছরে ১ লাখ ৯০ হাজার শিশুকে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। এজন্য আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প নেয়া হয়, যার মাধ্যমে ১২ লাখ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। সূত্রমতে, এরই মধ্যে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে। শিগগিরই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পাঠানো হবে।

৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে গেজেট প্রকাশ করে। গত বছর আরো পাঁচটি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে (যদিও গেজেট হয়নি)। এ ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করলে শিশুদের নিউমোনিয়া, কাশি, আঙুলে দাদ, দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক ক্ষত, ফুসফুসে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, হাঁপানি, যকৃতের দুরারোগ্য ব্যাধি, মূত্রাশয় ক্যান্সারের মতো রোগ হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থাগুলোর মতে, শিশুদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের পাশাপাশি তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তাও করতে হয়। না হলে অভিভাবকরা দ্রুত শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। দরিদ্র পরিবারগুলো মনে করে যে স্কুলে যাওয়া লাভজনক নয় এবং আগে থেকে কাজ শুরু করলে উপার্জনের অভিজ্ঞতা দ্রুত হয়ে যায়। যা পরে বেশি উপার্জনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। এজন্য নিম্ন আয়ের পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তৎপরতা বাড়াতে হবে। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, এসব শিশুকে দরিদ্র বলে অবহেলা করলে ভবিষ্যতে এর পরিণতি মোটেও মঙ্গলজনক হবে না। মূলধারায় বিকশিত না হলে এদের বিপথে যাওয়ারও সমূহ আশঙ্কা থাকে। তাই নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই শিশুরা যেন স্কুলে যায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমানোর পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। আমরা এ সদিচ্ছাকে স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে প্রত্যাশা করি, স্কুল হবে ধনী-গরিব সবার। ধনী পরিবারের শিশুরা যেভাবে স্কুলে যেতে পারে, দরিদ্র পরিবারের শিশুর জন্যও যেন স্কুলে পড়ার সুযোগ থাকে, আমরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যাশা করি। আজকের শিশু আগামী দিনে তার মেধা-মনন দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করবে। দারিদ্র্যের কারণে স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমবে। রাষ্ট্রের সব সুনাগরিক ভবিষ্যতে এমন সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেন। তাই শিশুদের বেড়ে ওঠার নির্মল পরিবেশ ও শিক্ষার সুযোগ একান্তভাবে কাম্য।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার
২১ জুলাই ২০২৩, ৬ শ্রাবণ ১৪৩০

শিশুশ্রমিকের গোলমেলে অঙ্ক

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জানাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী ১৫২ মিলিয়ন শিশুশ্রমে যুক্ত। এদের মধ্যে আবার ৭২ মিলিয়ন শিশু যুক্ত রয়েছে বিপজ্জনক কাজে। তবে আশার কথা, ২০০০ সাল থেকে শিশুশ্রম কমতে শুরু করেছে। আইএলওর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে লাখ লাখ মেয়ে এবং ছেলেশিশু এমন কাজে জড়িত যা তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর এবং মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করছে। এই শিশুদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিশুশ্রমের নিকৃষ্ট রূপের মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ, দাসত্ব বা অন্য ধরনের জোরপূর্বক শ্রম, মাদক পাচার, পতিতাবৃত্তি এবং অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াও রয়েছে। শিশুদের সম্পর্কে সচেতনতা ও সক্রিয়তা তৈরিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১২ জুনকে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে বিশ্বদিবস পালন করছে। যাতে বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা বলে উল্টো।

পৃথিবীর শিশুরা যেমন তেমন, বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১০ বছরে ৮০ হাজার বেড়েছে। প্রকাশিত সংবাদ জানাচ্ছে– ২০১৩ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শ্রমজীবী শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা বেড়েছে। তবে, এক অদ্ভুত তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, অন্যদিকে দারিদ্র্য কমছে অথচ শিশুশ্রম বাড়ছে– এটি সাংঘর্ষিক কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক বলেন– না, এটি কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শিশুশ্রম কমেছে। এই কথার তাৎপর্য কী? এর মানে, জনসংখ্যা যে হারে বাড়বে, একই হারে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়াটাও স্বাভাবিক! কিন্তু এটা হয়নি।

এমন কথা বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বোধগম্য নয়। তাহলে কি হওয়া উচিত ছিল, জনসংখ্যা যে হারে বাড়বে সেই একই হারে শিশুশ্রমিকের সংখ্যাও বাড়বে? যে ১০ বছরে ৮০ হাজার শিশুশ্রমিক বৃদ্ধি পেল, এটা কী? বিশ্বে প্রতি ৪ মিনিটে জন্ম নিচ্ছে হাজার শিশু। আর বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে ২১ জন।

জন্মহারে বাংলাদেশ রয়েছে বিশ্বের দশম স্থানে। বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন সমাজবিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ একমত হয়েছেন যে–"নারীশিক্ষা কমে যাওয়ার সঙ্গে উচ্চ জন্মহারের একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সুমীক্ষা জানাচ্ছে, বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বাড়ছে। যদি তাই-ই হয়, তাহলে দেশে ঘণ্টায় ১২৬ শিশু কীভাবে জন্ম নিচ্ছে? ১০ বছর আগে জন্ম নেওয়া শিশু এবং তারও আগে জন্ম নেওয়া শিশুর সমষ্টির কাছে গত ১০ বছরে ৮০ হাজার শিশুশ্রমিকের বৃদ্ধি পাওয়া কোনো বিষয় না!

এইভাবে শিশুশ্রমকে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করতে গেলে, সমস্যা হতে পারে। শিশুশ্রম কমাতে সুষ্ঠুভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বা গবেষণা করতে গেলে এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতে পারে জটিলতা। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতা এবং কল্যাণ চিন্তা না করলে– কোনোভাবেই আমাদের দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কমবে না। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ হবে আরও অনিশ্চিত– যেভাবেই বিষয়টা দেখা হোক না কেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে– 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' নামে। সেই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সময়ের দাবি। যদি তা না নেওয়া হয়, তাহলে কোনোভাবেই ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে শিশুশ্রমকে শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে না। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, একজন শিশু হবে সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের উন্নয়ন শক্তি এবং আগামীর ভবিষ্যৎ।

বণিক বার্তা বুধবার, জুলাই ১৯, ২০২৩

ডলার সংকটের প্রভাব এখন পোশাক খাতেও দৃশ্যমান

স্থানীয় ব্যাংকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে সমস্যায় পড়ছেন অনেক রফতানিকারক

বদরুল আলম ■

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ এখন ২৪ বিলিয়ন ডলারের নিচে। রিজার্ভের নিম্নমুখিতায় গত অর্থবছর আমদানিতে লাগাম টেনে ধরা হয়, যার প্রভাব পড়ে শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে। তবে এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প। কাঁচামাল আমদানির ব্যাক টু ব্যাক এলসি (ঋণপত্র) খুলতে এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের এতদিন তেমন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়নি। তবে ডলার সংকট প্রকট হওয়ায় এখন এ সংকট দৃশ্যমান হচ্ছে পোশাক খাতেও।

পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, পোশাক খাতের বেশির ভাগ কাঁচামালই আমদানি করতে হয়। কিন্তু এখন ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার বিষয়ে বেশকিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আগের ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের আগে নতুন ঋণপত্র খোলায় নিরুৎসাহিত করছেন ব্যাংকাররা। তারা জানিয়েছেন, ডলার রিজার্ভের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঋণপত্র খোলার শর্তগুলোও আগের তুলনায় অনেক বেশি যাচাই-বাছাই করছে ব্যাংকগুলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, পোশাক রফতানিকারকদের ক্রেতা বা বায়াররা পণ্য আমদানি করলেও সময়মতো অর্থ পরিশোধ করছে না। চুক্তিতে শর্ত দেয়া হয় রফতানি নথি গ্রহণের পর অবিলম্বে (অ্যাট সাইট পেমেন্ট) অর্থ পরিশোধের। যদিও ক্রেতারা পরিশোধ করছে ১২০ কিংবা ১৮০ দিন পর। কভিড প্রাদুর্ভাবের সময় থেকেই এ চর্চা শুরু হলেও গত এক বছরে সমস্যাটি আরো বেশি হচ্ছে। ক্রেতারা পণ্য নেয়ার পর বলছেন, ছয় মাস বা এক বছরের আগে অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন না। এদিকে রফতানির মূল ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাকের দায় মেটানোর সময় থাকে ১২০ দিনের। কিন্তু ততদিনে পণ্য রফতানির অর্থ আসছে না। এ বিলম্বের ফলে ব্যাক টু ব্যাকের অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না ব্যাংক। এতে করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশ বোর্ডে তা রেড মার্কে প্রদর্শন হচ্ছে। তাই এ পরিস্থিতিতে ব্যাংক নতুন ঋণপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র করছে না। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা আছে, নির্ধারিত সময়ের একদিন পরও কেউ ব্যাক টু ব্যাকের দায় পরিশোধ করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের তফসিলি বা অথরাইজড ডিলারের লাইসেন্স বাতিলসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসব কারণেই মূলত ব্যাংকগুলো ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব বাস্তবায়ন করছে।

এ প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'পোশাক খাতে ডলার সংকটের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়ার মতো কিছু সমস্যা এখন ঘটছে। দেখা যাচ্ছে পণ্যের অর্থ পরিশোধে ক্রেতাদের বিলম্ব হচ্ছে। ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধে অনেক ফোর্সড লোন সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের মান ধরে রাখতে এমনটা করতে হচ্ছে। একটা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নতুন ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হচ্ছে না। তবে অর্থ পরিশোধে বিলম্বের একটা ঘটনা ঘটলে আমরা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা বন্ধ করে দিচ্ছি, তা কিন্তু নয়। কেস টু কেস ভিত্তিতে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। এভাবে পোশাক খাতে ডলার সংকটের প্রভাব দৃশ্যমান হতে শুরু হয়েছে। তবে এর ব্যাপ্তি এখন পর্যন্ত সীমিত। সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের বিলম্ব বিষয়টি প্রযোজ্য এমনটাও নয়, ব্যাংকভেদে রয়েছে সমস্যার ভিন্নতা। এ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাংকগুলোর উদ্বেগ রয়েছে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এখন শুধু গার্মেন্ট প্রস্তুতকারক না, এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেক শিল্প আছে। যেমন পোশাকের অ্যাকসেসরিজের (সুতা, কাপড়, বোতাম ইত্যাদি) ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র করতে হয়। যেগুলো সাধারণত অ্যাট সাইট বা ইউপাস হয়। অ্যাট সাইট এলসি হচ্ছে নথি পাওয়ামাত্র ব্যাংক অর্থ পরিশোধ করে দেবে। ইউপাস হচ্ছে রফতানিকারকের ব্যাংক অ্যাকসেসরিজ

পোশাক খাতের বেশির ভাগ কাঁচামালই আমদানি করতে হয়। কিন্তু এখন ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার বিষয়ে বেশকিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আগের ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের আগে নতুন ঋণপত্র খোলায় নিরুৎসাহিত করছেন ব্যাংকাররা। তারা জানিয়েছেন, ডলার রিজার্ভের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঋণপত্র খোলার শর্তগুলোও আগের তুলনায় অনেক বেশি যাচাই-বাছাই করছে ব্যাংকগুলো

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ডলার সংকটের প্রভাব

১ম পৃষ্ঠার পর

সরবরাহকারীকে অফশোর তহবিল থেকে অর্থ পরিশোধ করে দেয়। পণ্য রফতানির অর্থ এলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রফতানিকারক তার ব্যাংককে তা পরিশোধ করে।

দেশের অন্যতম বৃহৎ পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের এক কর্ণধার নাম প্রকাশ না করার শর্তে *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বর্তমান ডলার সংকটে ইউপাস এলসি করতে ব্যাংক নিরুৎসাহিত করছে। কারণ এ ধরনের ক্ষেত্রে ডলারের জোগানটা নিশ্চিত করতে হয়। এখন যেহেতু ডলার সংকট, তাই ব্যাংকগুলো ইউপাস ঋণপত্র করতে নিরুৎসাহিত করছে। তাদের কথা হচ্ছে, যদি তহবিল সংগ্রহ করা না যায়, সে ক্ষেত্রে পেমেন্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষা না-ও হতে পারে। পর্যাপ্ত ডলার রিজার্ভ থাকলে এ ধরনের কোনো সমস্যা প্রকট হয় না। কিন্তু যেহেতু ডলার সংকট, সেহেতু ব্যাংকগুলোকে রক্ষণশীল হতে হচ্ছে।

ব্যাক টু ব্যাকের সমস্যার কথা জানিয়ে ওয়েল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও সৈয়দ নুরুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'ডলার সংকটের শুরু থেকে পোশাক খাতে প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এখন প্রভাবটা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এতদিন আমাদের রিজার্ভকে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করতাম। কিন্তু এখন আইএমএফের ফর্মুলা অনুযায়ী রিজার্ভ দেখাতে হচ্ছে। এটা প্যানিক তৈরি করছে। সাপ্লাইয়াররা ভাবছে বাংলাদেশের রফতানিকারকদের ঋণপত্র গ্রহণ করার পর যদি অর্থ পরিশোধ না হয় তাহলে বিপাকে পড়তে হবে। এ প্রেক্ষাপটে সাময়িক হলেও সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। আশা করছি ডিসেম্বর নাগাদ এ সমস্যা কেটে যাবে, যদি রফতানি বাড়ে।'

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, নানাবিধ কারণে পোশাক রফতানিকারকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যার মূলে রয়েছে ডলার সংকট। রিজার্ভ পরিস্থিতি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে রফতানি কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু যেহেতু ডলার সংকট, সেজন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সব ব্যাংকের সঙ্গেই রফতানিকারকদের এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এদিকে রফতানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকেও অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। ইডিএফ থেকে ঋণ পাওয়া গেলে ২৭০ বা ৩০০ দিন ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রেতারা অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করলে সমস্যা হতো না।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'অর্থ পরিশোধে বিলম্বসহ নানা কারণে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা নিয়ে ব্যাংকে সমস্যার মুখে পড়ছেন রফতানিকারকরা। পরোক্ষ হলেও এসব সমস্যার মূলে রয়েছে ডলার সংকট। নীতিনির্ধারকদের বিষয়গুলো অবগত করা হয়েছে। সমস্যার সমাধান কতটা হবে তা সময়ই বলে দেবে।'

পোশাক রফতানিকারকরা জানিয়েছেন, প্রচলিত স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো জাহাজীকরণের পর রফতানিকারকের পণ্য যাবে। পেমেন্ট আসবে ডলারে। সে ডলারেই রফতানিকারকের ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় পরিশোধ হবে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সময়মতো ক্রেতার কাছ থেকে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। পণ্য রফতানির পর যখন নথিপত্র জমা দেয়া হয়, ব্যাংক সেটা পারচেজ করে বা কিনে নেয়। এ ক্ষেত্রে আগে ডলার রেট ছিল ৯৯ টাকা। এখন কিছুটা বেড়েছে। তবে ব্যাক টু ব্যাকের দায় পরিশোধ করতে গিয়ে ডলার কিনতে হচ্ছে ১০৯ টাকা করে। তাতে ৬ থেকে ৮ টাকার একটা গ্যাপ তৈরি হয়। এ গ্যাপের কারণে ব্যাংকে প্রত্যেক রফতানিকারকেরই একটা শর্টফল (ঘাটতি) তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ কোনো রফতানিকারকের ১৫ লাখ ডলারের ব্যাক টু ব্যাকের দায় পরিশোধ করতে গিয়ে যদি ৭ টাকা পার্থক্য হয় তাহলে ১ কোটি টাকা প্রতি মাসে শর্টফল বা লস হয়। বছরে সেটা ১২ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। গত এক বছরে এভাবে শর্টফল তৈরি হওয়ায় ব্যাংক ফ্যাসিলিটি কমে যাচ্ছে। ব্যাংক তাই এখন ব্যাক টু ব্যাক এলসি করছে না।

পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, ডলার সংকটের প্রভাব দৃশ্যমান হওয়ার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সীমা। ধরে নেয়া যাক কোনো রফতানিকারকের ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সীমা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা। এ পরিমাণ অর্থের ব্যাক টু ব্যাক করতে গেলে ৮৫ টাকা দরে ডলার হতো প্রায় ৫৯ লাখ। এখন বিনিময় হার ১০৮ থেকে ১০৯ টাকা। এতে করে ব্যাক টু ব্যাকের সীমা ৫৯ লাখ থেকে ৪৫ লাখ ডলারে নেমে এসেছে । এভাবে ব্যাক টু ব্যাকের সীমা ১৪ লাখ ডলার কমে গেছে। ব্যাংকে যখন ব্যাক টু ব্যাক করতে যাওয়ার পর রফতানিকারককে বলা হচ্ছে, তার সীমা শেষ। আগে রফতানি করে পুরনো ব্যাক টু ব্যাক সীমার অর্থ পরিশোধ করে তারপর নতুন ঋণপত্র খুলতে হবে।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'ক্রেতাদের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব যেমন হচ্ছে তেমনি পণ্য জাহাজীকরণও ক্ষেত্রবিশেষে বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে ব্যাংকগুলোকে ব্যাক টু ব্যাকের দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে সময়মতো। এখন ব্যাক টু ব্যাকের অর্থ পরিশোধ না হলে নতুন ব্যাক টু ব্যাক খোলা হচ্ছে না। এখন ইডিএফ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে পোশাক রফতানিকারকদের এত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো না।

জানা গেছে, রফতানিমুখী কারখানার সংগঠনগুলো টেক্সটাইল, ক্লদিং ও তৈরি পোশাক শিল্পের বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও যোগাযোগ করেছেন। সমস্যা ও সমাধান চেয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বরাবর চিঠি পাঠিয়েছে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ। যদিও ১৩ জুলাইয়ের ওই চিঠিতে শিল্পে গ্যাসের দামের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে পোশাকের ক্রয়াদেশ সংকটসহ ইডিএফ ও ঋণসংক্রান্ত সমস্যা।

চিঠিতে সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করে তিন সংগঠন বলেছে, গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে বিবেচনায় নিয়ে গ্যাস ট্যারিফ সমন্বয়পূর্বক আগের মতো প্রতি কিউবিক মিটার ১৬ টাকা নির্ধারণসহ বর্ধিত গ্যাস ট্যারিফের কারণে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত আদায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা চেয়েছেন সংগঠন সভাপতিরা। একই সঙ্গে যে মিল থেকে অতিরিক্ত জামানত আদায় করা হয়েছে, তা পরবর্তী গ্যাস বিলের সঙ্গে সমন্বয়করণের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান, বিকেএমইএ নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, টেক্সটাইল, ক্লথিং ও তৈরি পোশাক খাতের মৌলিক শিল্প স্পিনিং এবং তাদের ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা না থাকায় স্পিনিং মিলের জন্য ইডিএফের লিমিট ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার নির্ধারণসহ তা পরিশোধের মেয়াদ ১৮০ দিনের পরিবর্তে কভিডকালের অনুরূপ ৩৬০ দিন নির্ধারণ এবং যৌক্তিক কারণে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান ওই তহবিলের ঋণ সময়মতো পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার ইডিএফ সুবিধা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়া মিলগুলোতে তৈরি সুতা ও কাপড় অবিক্রীত থাকার কারণে সৃষ্ট তারল্য সংকট মোকাবেলায় মেয়াদি ঋণসহ অন্যান্য ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিন সংগঠনের নেতারা।

NEWAGE

WEDNESDAY, JULY 19, 2023,

61 labour families get financial support

Bangladesh Sangbad Sangstha · Rajshahi

A TOTAL of 61 occupational labourers and family members were given financial support worth Taka 24.45 lakh aimed at facilitating them to overcome their financial hardship. The support was provided on behalf of the Bangladesh Labourers Welfare Foundation under the Ministry of Labour and Employment. Rajshahi District Administration at its conference hall distributed the bank cheques among the enlisted persons of Rajshahi and Chapainawabganj districts on Tuesday. Joint secretary to the Ministry of Labour and Employment Mahidur Rahman distributed the bank cheques with deputy commissioner Shamim Ahmed in the chair.

শোভন কাজ

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০২৩,

সেই কারখানায় নেই কর্মচাঞ্চল্য, আতঙ্ক

শ্রমিকনেতা শহিদুল হত্যাকাণ্ড

কারখানাটির শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায় করতে গিয়ে গত ২৫ জুন সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলাম।

আল-আমিন, *গাজীপুর*

শহিদুল ইসলাম

ঈদুল আজহার ছুটি শেষে তিন দিনের মধ্যে কারখানার সব শ্রমিকের কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটি হত্যাকাণ্ড বদলে দিয়েছে সব হিসাব-নিকাশ। ছুটি শেষে কারখানা চালুর ১৭ দিন পরও কাজে যোগ দেননি সব শ্রমিক। উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চলছে নতুন শ্রমিক নিয়োগের কার্যক্রম।

এই চিত্র গাজীপুরের টঙ্গীর প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেডের। এই কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায় করতে গিয়ে গত ২৫ জুন সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন শ্রমিকনেতা শহিদুল ইসলাম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি।

কারখানার কয়েকজন শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কারখানাটিতে বেতন-ভাতার সমস্যা অনেক আগে থেকেই। গত ছয়-সাত মাসে কখনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে শহিদুল হত্যার ঘটনায় অনেকের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। তাই ছুটি শেষ হলেও অনেক শ্রমিক কাজে আসছেন না। অনেকে অন্য জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬৫০। গতকাল বুধবার পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন ৪৯১ শ্রমিক। এর মধ্যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক ২০ জন। কারখানায় ঈদুল আজহার ছুটি হয় ২৮ জুন। ছুটি শেষে কারখানা চালু হয় ২ জুলাই। এর মধ্যে প্রথম সপ্তাহে শ্রমিক উপস্থিতি ছিল ২৭০ জনের মতো। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নানাভাবে বুঝিয়ে কাজে এনেছে।

কারখানাটি টঙ্গীর সাতাইশ বাগানবাড়ি এলাকায়। গতকাল সরেজমিনে দেখা যায়, মূল ফটকেও কড়াকাড়ি আরোপ করা হয়েছে। পাল্টে গেছেন নিরাপত্তাকর্মী। অপরিচিত কেউ এলেই জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কিছু শ্রমিক জানান, কারাখানায় বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় গত এপ্রিল থেকে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আগের মাসের বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও দেওয়া হতো ২০-২৫ তারিখে। কখনো এক মাস পর। এসব নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এর মধ্যে শহিদুলকে হত্যার ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঝামেলা এড়াতে অনেকেই কারখানায় আসছেন না।

এখনো কারখানার কাজে যোগ না দেওয়া এক নারী শ্রমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। চাকরি করি কয়ড্যা ট্যাক্যার লাইগ্যা। কিন্তু এই কারখানায় হেইডাও ঠিকমতো পাইতাম না। প্রতি মাসেই ঘরভাড়া, সন্তানগোর লেখাপড়ার খরচ নিয়া কষ্ট করতে হইতো। এর মধ্যে আমাগোর লাইগ্যা কাজ করতে আইসা এক ভাইও (শহিদুল) মইরা গেল। এসব ঝামেলা ভালো লাগে না। হেরলাইগ্যা আর কাজে যাই নাই।'

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা হলে কারখানার প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক আবু সালেহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের কারখানায় বেতন-ভাতার একটা সমস্যা ছিল। আমরা সেটা ওভারকাম (অতিক্রম) করার চেষ্টা করছি। তবে শ্রমিকদের ভয় পাওয়ার বিষয়টা সত্য নয়। এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পাইনি।' তাহলে সব শ্রমিক কাজে আসছেন না কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঈদের পর তো, তাই হয়তো শ্রমিকেরা একটু সময় নিচ্ছেন। তবে সবাই এসে যাবেন।

শহিদুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৯

শহিদুল হত্যার ঘটনায় ২৬ জুন টঙ্গী পশ্চিম থানায় ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৭ জনের নামে মামলা করেন বাংলাদেশ গার্মেন্টিস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কল্পনা আক্তার। এ ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত ৯ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এখনো চলছে তদন্ত কার্যক্রম।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মামলা তদন্ত তদারক কমিটির সভাপতি ইমরান আহম্মেদ বলেন, ঘটনাটি কেন ঘটল এবং কারা জড়িত, তা শনাক্ত করতে পেরেছি।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই ২০২৩,

ঝুঁকিহীন কাজে শিশুশ্রম বেড়েছে ৬৯ শতাংশ

বিবিএসের জরিপ

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ অনুসারে, শিশুদের আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না।

শিশুশ্রমে নিয়োজিত	৩৫,৩৬,৯২৭ জন
অনুমোদনযোগ্য শিশুশ্রম	১৭,৬০,৮৩০ জন
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম	১০,৬৮,২১২ জন
ঝুঁকি নেই কাজে শিশুশ্রম	৭,০৭,৮৮৫ জন

সূত্র : জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে এখন শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭। এর আগে সর্বশেষ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩-এর সঙ্গে তুলনা করলে শিশুশ্রমের নিয়োজিত শিশুর হার বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ। তবে ৯ বছর আগের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম প্রায় ১৭ শতাংশ কমলেও অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে ঝুঁকি নেই এমন কাজে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংখ্যা। এ ক্ষেত্রে শিশুশ্রম বেড়েছে ৬৯ শতাংশ। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত 'জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২' প্রতিবেদনে শিশুশ্রমের এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সাময়িক জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস কার্যালয়ের মিলনায়তনে। জরিপ অনুসারে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ১৭ লাখ ৭৬ হাজারের বেশি শিশুশ্রমের আওতায় পড়েছে। এ ক্ষেত্রে ৯ বছর আগের তুলনায় শিশুশ্রম বেড়েছে প্রায় ৫ শতাংশ। বাকি শিশুদের কাজ অনুমোদনযোগ্য।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে, 'কিশোর' অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেছে ও ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেনি এমন ব্যক্তি। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ অনুসারে, শিশুদের আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না। কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অবিচার, ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্বলের ওপর শক্তিশালী পক্ষের আক্রমণ প্রবণতা শিশুশ্রমের জন্য দায়ী। শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, লৈঙ্গিক অসমতা কমিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে দর্শকসারিতে থাকা অতিথি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু এখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিড ডে মিল (দুপুরের খাবার) আবারও চালু করা প্রয়োজন। আর প্রতিবেদনে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য বাদ পড়ে গেছে।

ঝুঁকি নেই কাজে এত শিশু বাড়ল কেন

নতুন জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, ঝুঁকি নেই কাজে শিশুশ্রমের সংখ্যা ৭ লাখের বেশি। ২০১৩ সালের জরিপে যা ছিল ৪ লাখের বেশি; অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শিশুশ্রম বেড়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার বা ৬৯ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করা বিবিএসের মহাপরিচালক মো. মতিয়ার রহমান সংখ্যায় হিসাব না করে গত ৯ বছরে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির অনুপাতের সঙ্গে তুলনা করতে বলেন। তাঁর মতে, গত ৯ বছরে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, তাতে শিশুশ্রম খুব বেশি বাড়েনি। কারণ, মধ্যে তিন বছর কোভিড গেছে, যেটার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে।

বিবিএসের মহাপরিচালক এ বিষয়ে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার থাকার প্রসঙ্গ টানেননি। ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য রয়েছে। এ অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়লেও শিশুশ্রম নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ থাকলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার কথা নয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী বলেন, সমালোচনা না করে কীভাবে সবাই মিলে শিশুশ্রম নিরসন করা যায়, তা নিয়ে ভাবা উচিত।

গ্রামে শিশুশ্রম বেশি

জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ শিশু শ্রমে নিয়োজিত। শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ছেলেশিশুর হার ১৩ শতাংশের বেশি এবং মেয়েশিশুর হার ৪ শতাংশের বেশি। আবার গ্রামে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমের হার প্রায় ৩ শতাংশ এবং শহরে তা শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ।

অর্থনৈতিক খাতগুলো বিবেচনা করে দেখা যায়, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী ১০ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি শিশু কৃষিতে, ১১ লাখ ৯০ হাজারের বেশি শিশু শিল্পে এবং ১২ লাখ ৬৬ হাজারের বেশি শিশু চাকরিতে নিয়োজিত আছে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার ও উন্নয়ন পরিচালক ম্যাট ক্যানেল বলেন, বিশ্বে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ১ জন শ্রমে নিয়োজিত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তাই বাংলাদেশকে শিশুশ্রমও নিরসন করতে হবে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর তুওমো পাউটিয়াইনেন বলেন, শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। কোভিডে অনেক শিশু শিক্ষা থেকে ঝরে গেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব শাহনাজ আরেফিন, জরিপ প্রতিবেদন তুলে ধরেন জরিপ প্রতিবেদন তৈরি প্রকল্পের ফোকাল পারসন মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন বিবিএসের উপমহাপরিচালক পরিমল চন্দ্র বসু।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৬ শ্রাব
৩১ জুলাই ২০২৩

তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) : হাওয়ায় ফুলানো গাড়ির টিউবে সংগ্রহ করে আনা পাথর পাড়ে তুলছেন শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

নুড়ি পাথর তুলে জীবিকা চলে তাদের

■ তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) সংবাদদাতা

দেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্তের বুক চিরে প্রবাহিত মহানন্দা নদী। এ নদীতে জীবিকার তাগিদে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডুবে ডুবে পাথর তুলছেন হাজার হাজার শ্রমিক। দিনভর পাথর তুলে সন্ধ্যায় মহাজনের কাছে বিক্রি করে মৌলিক চাহিদা মিটে পরিবার-পরিজনদের।

তেঁতুলিয়ার জনসংখ্যা দেড় লাখ। তাদের মধ্যে ৫০ হাজারই পাথর শ্রমের সঙ্গে জড়িত। মহানন্দা যেন হাজার হাজার মানুষের জীবিকার বিশাল ভান্ডার। ভাগ্যদেবতাও মনে করেন অনেকে। প্রতিদিন লাখ লাখ সিএফটি নুড়ি পাথর উঠে নদী থেকে। ভোরে শ্রমিকরা দল বেঁধে হাওয়ায় ফুলানো গাড়ির টিউব, লোহার জাকলা, চালুনি ও লোহার রড নিয়ে নেমে পড়ছে নদীতে। দিনভর চলে পাথর উত্তোলন। নদীর কিনারে এনে স্তূপ করা হয় সে পাথর। দিনশেষে মহাজনের কাছে বিক্রি করে মজুরি হিসেবে মিলে ৫০০-৭০০ টাকা।

সম্প্রতি কথা হয় শফিউর রহমান, নুর ইসলাম ও আব্দুল করিমের সঙ্গে। তারা জানান, কদিন ধরে পাথর তুলতে নদীতে নামতে দিচ্ছে না। তাই খুব কষ্টে আছি। বাইরে কাজও নেই। পাথরশ্রমিক আসির উদ্দিন জানান, এই মহানন্দা নদীই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। এ পাথর তুলেই সবকিছু।

অপর পাথরশ্রমিক কামরুল ইসলাম জানান, ঘরে স্ত্রীসহ চার ছেলেমেয়ে। সন্তানের ভরণ-পোষণ চলে এই পাথর জীবিকার ওপর। দিনভর দলের

> **তেঁতুলিয়ার মহানন্দা পাড়ের জীবন**
>
> উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদুর রহমান ডাবলু জানান, তেতুলিয়ার সিংহভাগ মানুষ পাথরশ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হাজার হাজার শ্রমিক মহানন্দা নদীতে পাথর তুলে জীবিকা নির্বাহ করছেন

সঙ্গে পাথর তুলে সন্ধ্যায় পারিশ্রমিক নিয়ে পরিবারের অন্ন বস্ত্র শিক্ষাসহ যাবতীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা চলে। তারা আরো জানান, অনেক সময় সীমান্তে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায় পাথর উত্তোলনের কাজ। কদিন ধরে পাথর তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। নদীতে নামতে দিচ্ছে না। এতে কমেছে রুজি-রোজগার।

মহানন্দার পাথর ঘিরে শত শত নারীশ্রমিকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। তারা নদীর তীরে পাথর নেটিং, শোটিং ও ক্রাশিংয়ের কাজ করছে। খুব ভোরে ঘরের গৃহস্থালি কাজ সেরে হিম-কুয়াশার ভিতরেই ঘর থেকে ঐ নারীরা বের হন কাজের উদ্দেশ্যে। পেটের কাছে ঝড়-বৃষ্টি আর শীতের প্রচণ্ড ঠান্ডাও হার মানে এসব কর্মজীবী মানুষদের কাছে। অটোভ্যান, অটোরিকশা ও কেউ সাইকেল চালিয়ে যোগ দেয় কাজে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা পানির মধ্যে জীবিকার সন্ধান চলে।

ক্রাশিং মেশিনে পাথর ভাঙা কাজে নিয়োজিত জরিনা খাতুন জানান, ফজরের আজান শুনে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপর তাড়াহুড়ো করে নিজের ও দুই সন্তানের জন্য রান্না করতে হয়। সন্তানদের কোনো দিন খাইয়ে, কোনো দিন না খাইয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। দেরি করে কাজে পৌছালে মহাজনের বকাঝকা শুনতে হয়। কোনো কোনো দিন দেরি করার কারণে কাজেই নেওয়া হয় না। চোখের পানি ফেলে মাগুরা গ্রামের শেফালি আক্তার জানান, বছর ছয়েক আগে স্বামী ছেড়ে আরেকটি বিয়ে করেছে। ঘরে দুই মেয়ে। ওদের তো বড় করতে হবে, লেখাপড়া ও বিয়ে দিতে হবে। তাই পাথর ভাঙা মেশিনে কাজ করে সংসার চালাচ্ছি। এরকম গল্প আমেনা, রহিমা, জরিনার মতো শত শত নারীশ্রমিকের।

উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদুর রহমান ডাবলু জানান, তেঁতুলিয়ার সিংহভাগ মানুষ পাথরশ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হাজার হাজার শ্রমিক মহানন্দা নদীতে পাথর তুলে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আমরা সব সময় চেষ্টা করি, যাতে পাথর তুলে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে ভালো থাকে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০২৩,

পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির মতবিনিময় সভা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে। ছবি : প্রথম আলো

শ্রমিক ও মজুরি

গণতন্ত্র না থাকলে ভয়ে থাকেন শ্রমিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকলে তার প্রধান শিকার হন শ্রমিকেরা। কোনো দেশে সে রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য দাবির কথা তুলতে পারেন না, নানা ধরনের বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ভয়ভীতির মধ্যে তাঁদের থাকতে হয়। এমনকি প্রাপ্য মজুরির কথা বলতে গেলেও হামলা-মামলার শিকার হতে হয়। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সংকট হয় বহুমুখী। নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতাসহ শারীরিক-মানসিক নানা রকম সমস্যায় পড়েন নারী শ্রমিকেরা।

'নারী, মজুরি প্রশ্ন ও শ্রমিক আন্দোলন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব বিষয় উঠে এসেছে। সভায় অর্থনীতিবিদ, গবেষক, শ্রমিকনেতা ও নারীনেত্রীরা অংশ নেন। গতকাল বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এই সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। এই সভা থেকে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করা, ৬০ ভাগ মহার্ঘভাতা দেওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ সাত দফা দাবি তোলা হয়।

সভায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, একটি দেশে যদি গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকে, তাহলে এর প্রধান শিকার হন শ্রমিকেরা। কারণ, তাঁরা সংগঠিত হতে পারেন না, দাবির কথা তুলতে পারেন না, মজুরির কথা বলতে পারেন না। নারী শ্রমিকেরা এর শিকার বেশি হন।

আনু মুহাম্মদ বলেন, শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যে গণতন্ত্রের কথা থাকতে হবে, তেমনি নির্বাচনের বা গণতন্ত্রের অধিকারের কথার মধ্যে শ্রমিকের অধিকারের বিষয় জোরালোভাবে থাকতে হবে। এই পারস্পরিক বিষয়টি নিশ্চিত না করতে পারলে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। তিনি বলেন, নারী শ্রমিকেরা অন্তঃসত্ত্বা হলে তাঁদের চাকরি চলে যায়। আবার যাদের শিশুসন্তান আছে, তাঁরাও চাকরি করতে গিয়ে নানা জটিলতার মুখে পড়েন।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়কাঠামোয় গত কয়েক দশকে পরিবর্তন এসেছে বলে জানান গবেষণা সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

মিথ্যা মামলার কারণে শ্রমিকদের অধিকারের দাবি তোলাও এখন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন আইনজীবী সারা হোসেন।

সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ওপর হুমকি আসছে বলে মনে করেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জ্যেষ্ঠ ফেলো মাহীন সুলতান।

অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন গবেষক রেহনুমা আহমেদ, মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদা রেহানা বেগম, আইনজীবী আইনুন্নাহার, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ প্রমুখ।

DHAKA THURSDAY JULY 27, 2023
SRABAN 12, 1430 BS
The Daily Star

Set Tk 25,000 as minimum wage for RMG workers

Speakers tell event

STAFF CORRESPONDENT

The government must fix a minimum wage of Tk 25,000 for garment workers considering the increased cost of living, said noted economists and rights leaders at a discussion yesterday.

The discussion was organised by Bangladesh Garment Sramik Sanghati at Jatiya Press Club.

The speakers also called for an end to abrupt termination of workers, filing of fake cases, and suppression of rights. They also urged the government to scrap the Essential Services Bill 2023.

Speaking at the programme, garment worker Shahida Akter expressed concern over inadequate wages, which leads to financial instability among the workers' families.

"The minimum wage should be immediately increased to Tk 25,000 per month. Otherwise, the workers will be unable to sustain themselves," she said.

Noting the inflation, Taslima Akhtar, organisation president, said, "Even though prices of essentials as well as RMG products are increasing, the workers' wages are not."

She blamed low wages for the decreasing number of female employees in the sector.

"We cannot call these working women self-dependent as it is nearly impossible to survive with this salary," she added.

Khondaker Golam Moazzem, research director of Centre for Policy Dialogue, stressed the need for revising the wage structure of RMG workers.

Sabina Yasmin of Naripokkho said those who protests in this regard are often silenced.

We have to ensure that existing policies on preventing sexual harassment are implemented properly. Besides, facilities like daycare centres should be made available for female workers.

PROF ANU MUHAMMAD

Author and anthropologist Rahnuma Ahmed said, "We have been making these demands for a long time, but to no avail. A stronger fight is required to press home the issue."

Barrister Sara Hossain said, "Incidents of workers being sued under false cases has to be stopped."

Masuda Rehana of Bangladesh Mahila Parishad said, "Alongside ensuring proper wages, we also need to ensure that women have the right to take decisions to achieve equal rights in the sector."

Economist Prof Anu Muhammad said women have to combat various challenges while commuting to work from home. "We have to ensure that existing policies on preventing sexual harassment are implemented properly. Besides, facilities like daycare centres should be made available for female workers," he said.

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৭, ২০২৩ ■ শ্রাবণ ১২, ১৪৩০

৭৯ বিসিক শিল্পনগরীর ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থান মাত্র তিনটিতে

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দেশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) শিল্পনগরী ৭৯টি। এসব শিল্পনগরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। দেশব্যাপী আঞ্চলিকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পণ্য উৎপাদন ও রফতানি কার্যক্রম বাড়াতে স্থাপিত এসব শিল্পনগরীর মধ্যে কার্যকর মাত্র কয়েকটি। মোট কর্মসংস্থানের ৬০ শতাংশই তিনটি বিসিক নগরীতে। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে শিল্পনগরীগুলো কর্মসংস্থান ও উৎপাদন কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। মূলত ১৯৬০ সালেই বিসিকের কার্যক্রম শুরু হয় দেশব্যাপী। প্রথম কার্যক্রম শুরু হওয়া বিসিকের মধ্যে রয়েছে বরিশাল শিল্পনগরী। এরপর ১৯৬১ সালে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, পিরোজপুর (স্বরূপকাঠি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে চালু হয় যশোর, দিনাজপুর, পাবনা, ফেনী বিসিক শিল্পনগরী। ১৯৬৩ সালে কুষ্টিয়া, ১৯৬৪ সালে রাজবাড়ী, বগুড়া ও টঙ্গী, ১৯৬৭ সালে রংপুর এবং ১৯৬৮ সালে ময়মনসিংহ বিসিকের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম দিককার টঙ্গী ছাড়া বাকি বিসিক শিল্পনগরীগুলো প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বিসিকের এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ৭৯টি বিসিক শিল্পনগরীতে মোট কর্মসংস্থান হয়েছে ৬ লাখ ২৯ হাজার ৭০৬ জনের। এর মধ্যে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় হোসিয়ারি বিসিকে কর্মসংস্থান হয়েছে সর্বোচ্চ ২ লাখ ২৯ জনের। এছাড়া দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্পনগরীতে কর্মসংস্থান ৯৫ হাজার এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৫৪ হাজার। অর্থাৎ ৮০টি বিসিক শিল্পনগরীর মধ্যে তিনটিতে মোট কর্মসংস্থান দাঁড়াচ্ছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার জন, যা মোট কর্মসংস্থানের ৬০ শতাংশ।

নারায়ণগঞ্জের হোসিয়ারি শিল্পনগরীর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ৫৮ দশমিক ৫২ একর জমির এ শিল্পনগরীতে শিল্প প্লটের সংখ্যা ৭৪১। বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৪০টি। বরাদ্দকৃত প্লটে ৪২৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৪২০টি উৎপাদনরত, তিনটি বাস্তবায়নাধীন ও ছয়টি শিল্প ইউনিট রুগ্‌ণ অবস্থায় রয়েছে। এ শিল্পনগরীতে সর্বোচ্চ ২ লাখ ২৯ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। ১ লাখ ১৩ হাজার পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি কাজ করেন ১ লাখ ১৬ হাজার নারী শ্রমিক।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের কালুরঘাট বিসিক শিল্পনগরীতে ৭১টি শিল্প প্লটের মধ্যে ৩২টি শিল্প ইউনিট থাকলেও রুগ্‌ণ রয়েছে ছয়টি। কাজ করেন ১৫ হাজার শ্রমিক (৬ হাজার ৫০০ পুরুষ ও ৮ হাজার ৫০০ নারী শ্রমিক)। ১৯৯০ সালে একই স্থানে কালুরঘাট শিল্পনগরী সম্প্রসারণ করে ২৫৫ প্লটে ১২৭টি শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হয়। ১৪টি শিল্প ইউনিট রুগ্‌ণ অবস্থায় থাকলেও ১১৩টি উৎপাদন রয়েছে। এখানে কাজ করেন ৮০ হাজার শ্রমিক, যার মধ্যে ৩০ হাজার ৯০০ পুরুষ ও ৪৯ হাজার ১০০ নারী শ্রমিক। টঙ্গীতে ২১৪ প্লটে ১৬৫টি শিল্প ইউনিট রয়েছে, যার মধ্যে ১৩৬টি উৎপাদন থাকলেও রুগ্‌ণ রয়েছে ২৫টি এবং বাস্তবায়নাধীন চারটি ইউনিট। এখানে ৫৪ হাজার শ্রমিকের মধ্যে নারী ৩৩ হাজার ও পুরুষ শ্রমিক ২১ হাজার।

বিসিকের মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) ড. মো. ফরহাদ আহম্মেদ *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'বিসিক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশব্যাপী শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে। ষাটের দশকের আগে স্থাপন হওয়া বেশকিছু শিল্পনগরী সম্ভাবনাময় হলেও সেগুলো সফল না হওয়ার বিষয়টি সত্য। ওই সময় শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। তাছাড়া রুগ্‌ণ ও পিছিয়ে থাকা শিল্পনগরীগুলোকে কার্যকর পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিসিক একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। বিসিকের বর্তমান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বিসিক দেশের শিল্প খাতের বিকাশে হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।'

বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ বলছে, যন্ত্রপাতির সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থতা, আর্থিক সংকট, কাঁচামালের সংকট, দক্ষ শ্রমিকের সংকট, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে পণ্য বিপণনে পিছিয়ে পড়া, অবকাঠামোগত সংকট, উৎপাদনরত শিল্প প্লটের ভূমিস্বল্পতা, পানি ও ইউটিলিটি সমস্যা, নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় ঝুঁকি, ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর ঋণপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার কারণে শিল্পনগরীগুলো পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া পুরনো শিল্পোদ্যোক্তাদের মৃত্যুর পর অংশীদারি সমস্যা, মামলা জটিলতা, মূলধন হারিয়ে ঋণখেলাপি হওয়ার কারণেও শিল্পনগরীগুলো সংকটের মধ্যে রয়েছে। এসব সংকট উত্তরণে বিসিকের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নতুন প্রস্তাবিত শিল্পনগরীগুলোকে সঠিক পন্থায় স্থাপনের দিকেই মনোযোগ বাড়াচ্ছে বিসিক।

বিসিকের পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) মো. হুমায়ুন কবীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিসিক দেশের শিল্প খাতের বিকাশে দশকের পর দশক ধরে অবদান রেখে যাচ্ছে। বিসিকের বিদ্যমান সমস্যাগুলো উত্তরণের জন্য এরই মধ্যে একাধিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' সম্প্রতি বিসিকে যোগদান করায় এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

বিসিক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশব্যাপী সড়ক, সেতুসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণকাজ হওয়ায় পুরনো ও রুগ্‌ণ শিল্পনগরীগুলোও নতুন করে সাজানো হচ্ছে। যার কারণে ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামমুখী দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের কর্মমুখী মানুষ এসব শিল্পনগরীর মাধ্যমে দেশের শিল্প খাতের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীগুলোয় মোট প্লটের সংখ্যা ১০ হাজার ৮৮৮। বরাদ্দ দেয়া ১০ হাজার ২৫৯টি প্লটে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৫ হাজার ৮৯৯। যদিও উৎপাদনে রয়েছে ৪ হাজার ৫৭০টি কারখানা। এর মধ্যে ৯০১টি কারখানা রফতানিমুখী। প্রতি বছর শিল্পনগরীর কারখানাগুলো ১ হাজার ৩০০ থেকে দেড় হাজার কোটি টাকার শুল্ককর পরিশোধ করে।

শোভন কাজ

বণিকবার্তা বুধবার, জুলাই ২৬, ২০২৩ ■ শ্রাবণ ১১, ১৪৩০

জাতীয় রফতানি ট্রফি ২০২০-২১

সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হা-মীম গ্রুপের রিফাত গার্মেন্টস

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রফতানিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রফতানি ট্রফি পাচ্ছে হা-মীম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পর তৈরি পোশাক (ওভেন) খাতের এ প্রতিষ্ঠান রফতানির জন্য আবারো বঙ্গবন্ধু রফতানি ট্রফি পাচ্ছে।

সরকারি এক গেজেটে ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রফতানি ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা ওই গেজেটে বলা হয়েছে, দেশের সেরা রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু রফতানি ট্রফি পাচ্ছে রিফাত গার্মেন্টস।

গেজেটে বিভিন্ন পণ্য ও খাতভিত্তিক জাতীয় রফতানি ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে ৭০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রফতানি ট্রফি পাচ্ছে।

এ কে আজাদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হা-মীম গ্রুপ

তৈরি পোশাক (ওভেন) পণ্য খাতে স্বর্ণ ট্রফি পাচ্ছে স্নোটেক্স আউটওয়্যার লিমিটেড। রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির নির্বাচিত দুই প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে একেএম নিটওয়্যার লিমিটেড ও তারাশিমা অ্যাপারেলস লিমিটেড।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার) পণ্য খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং লিবার্টি নিটওয়্যার লিমিটেড।

সব ধরনের সুতা পণ্য খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে বাদশা টেক্সটাইলস লিমিটেড, স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড এবং এনজেড টেক্সটাইল লিমিটেড।

টেক্সটাইল ফ্যাব্রিক্স পণ্য খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে হা-মীম ডেনিম লিমিটেড, এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড এবং আকিজ টেক্সটাইলস মিলস লিমিটেড।

হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য খাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিক্স লিমিটেড ও মমটেক্স এক্সপো লিমিটেড।

টেরিটাওয়েল পণ্য খাতে স্বর্ণ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো নোমান টেরিটাওয়েলস মিলস লিমিটেড।

কাঁচাপাট পণ্য খাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স ও মেসার্স সারতাজ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।

পাটজাত দ্রব্য পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড, জনতা জুট মিলস লিমিটেড এবং জোবাইদা করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড।

চামড়াজাত পণ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড ও এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

ফুটওয়্যার পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, সনিভার্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এবং অ্যালায়েন্স লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার লিমিটেড।

তামাক ব্যতীত কৃষিজ পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে ইনডিগো করপোরেশন, মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড এবং হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ।

তামাকজাত পণ্য ব্যতীত অ্যাগ্রোপ্রসেসিং পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে প্রাণ ডেইরি লিমিটেড, হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড এবং এলিন ফুড প্রডাক্টস লিমিটেড।

ফুল-ফলিয়েজ পণ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ ও এলিন ফুডস ট্রেড।

হস্তশিল্পজাত পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, বিডি ক্রিয়েশন ও ক্ল্যাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টস বিডি।

মেলামাইন পণ্যে স্বর্ণ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড।

প্লাস্টিক পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড (ইউনিট-৩), অলপ্লাস্ট বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বেঙ্গল পলি অ্যান্ড পেপার স্যাক লিমিটেড (ইউনিট-২)।

সিরামিক সামগ্রী পণ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড ও আর্টিসান সিরামিকস লিমিটেড।

লাইট ইঞ্জিরিয়ারিং পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে মেসার্স মেঘনা বাংলাদেশ লিমিটেড, রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ইউনিট-২) এবং মেসার্স ইউনিগ্লোরি সাইকেল কম্পোনেন্টস লিমিটেড।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডা. লিমিটেড এবং বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে মেরিন সেফটি সিস্টেম, এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস লিমিটেড ও বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

কম্পিউটার সফটওয়্যার পণ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড ও গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেড।

রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডভুক্ত শতভাগ বাংলাদেশী মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্পের নিট ও ওভেন পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড এবং এনএইচটি ফ্যাশন লিমিটেড।

ইপিজেডভুক্ত শতভাগ বাংলাদেশী মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে পদ্মা স্পিনিং অ্যান্ড কম্পোজিট লিমিটেড, আরএম ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড এবং স্টার প্যাকেজিং অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড।

প্যাকেজিং ও অ্যাকসেসরিজ পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে মনট্রিমস লিমিটেড, এমঅ্যান্ডইউ প্যাকেজিং লিমিটেড এবং মেসার্স ইউনিগ্লোরি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে মেসার্স এনআর ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, হেয়ার স্টাইল ফ্যাক্টরি এবং গাজী'স ফ্রেশ সী-ফুড।

অন্যান্য পণ্য সেবা খাতে স্বর্ণ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো মীর টেলিকম লিমিটেড।

নারী উদ্যোক্তা/রফতানিকারকদের (প্রকৃত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকতে হবে) জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা) পণ্য খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফির জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হলো যথাক্রমে পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড, বী-কন নিটওয়্যার লিমিটেড এবং ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রা.) লিমিটেড।

NEW AGE
WEDNESDAY, JULY 26, 2023,

Unacceptable delay in wage review in industrial sectors

THE reported delay, in some cases of over a decade, in reviewing the minimum wage for many sectors proves the policy-level class bias of successive governments. In the monthly coordination meeting, the labour ministry reported that the review of wages for workers in at least nine industrial sectors, including pharmaceuticals, tea packaging and shop breaking, is overdue. The other sectors on the list are the privately owned industrial sector's adult unskilled and young workers, hotels and restaurants, the tailoring industry and the cotton textile industry. The record of the Department of Labour shows that the wage for the privately-owned industrial sector were last reviewed in 2012, and in all other cases, it has been more than five years. However, according to the national labour law, the minimum wage in a sector must be reviewed every five years. Clearly, the department concerned has failed to play its mandated role. The failure is particularly costly amidst the ongoing economic crisis and the record food inflation, which was at an all-time high of 9.94 per cent in August 2022. However delayed it is, the government's decision to initiate the review of wages for workers in the nine industrial sectors is, therefore, a welcome move, and it needs to be completed expeditiously.

Such delays are rather customary for the government. Recent workers' struggles in the apparel and tea industries prove this point. Even when the wage is reviewed and increased, it is a rather token increase and does not reflect the adjustment of inflation in real terms. In the tea plantations, a contract between the tea garden owners and workers has been used to review and decide the minimum wage. The recent increase in their daily wage from Tk 120 to Tk 170 is not even a survival wage. Similar situations prevail in the apparel industry. The minimum wage board for the sector was formed in April, but due to the strong opposition of the apparel factory owners, as alleged by many labour leaders, the board is dilly-dallying with the process. Earlier, a report of the Bangladesh Institute of Labour Studies said that the calculations of the minimum wage have been more a matter of negotiation between different stakeholders than sincere economic analysis. What is often proposed in the name of the minimum wage, as labour rights organisations suggest, is the poverty wage. When there is barely any support for the struggling workers, let alone a timely review of the wage, the government has continued supporting the industry owners through different low-interest loan programmes. Meanwhile, workers are harassed and slapped with fabricated cases for raising their legitimate demand for an increase in their minimum wage.

It is now public knowledge that the prevailing lack of political commitment on the part of the government to ensure a living wage and workplace safety remained the main factor behind the sustained worker unrest in various industrial sectors. The labour ministry must, therefore, ensure that wage reviews for industrial sectors are completed expeditiously and with workers interests at heart.

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১১ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Wednesday 26 July 2023
সম্পাদকী
editorial.sangbad@gmail.com

উষ্ণ আবহাওয়ায় কমছে মানুষের কর্মক্ষমতা

উষ্ণ আবহাওয়া বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গরমের কারণে দেশের মানুষের বিশেষ করে কৃষি ও শিল্পকারখানার শ্রমিকদের কাজ করবার সক্ষমতাই যে দ্রুত কমছে তা নয়। মানুষের শরীর-মনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের করা এক গবেষণা থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, গরমের কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকরা আগের চেয়ে কম কাজ করতে পারছেন। তাদের স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাবে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উৎপাদন কমে আসছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের তাপমাত্রা যদি তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে যদি খাপ খাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির ১ দশমিক ৭ শতাংশ কমে যাবে। আর দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতির পরিমাণ হবে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ।

গরমের কারণে দেশের মানুষের কর্মক্ষমতা কমার খবরটি উদ্বেগজনক। এর আগেও এ ধরনের খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটের 'কাউন্টডাউন-২০২২'-এর প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই গবেষণা থেকে জানা গেছে, তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাতে ২০২১ সালে ১৫৯ কোটি ৭০ লাখ কর্মঘণ্টার অপচয় হয়েছে। পাশাপাশি নির্মাণ খাতে ৩৩ কোটি কর্মঘণ্টা এবং উৎপাদন খাতে ২৪ কোটি কর্মঘণ্টা অপচয় হয়েছে। এর আগে এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটার্স জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে- গরমের প্রভাবে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩ হাজার ২শ কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে।

মানুষের শরীর-মনের ওপর আবহাওয়ার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, তাপমাত্রার সঙ্গে স্বাস্থ্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। যে স্থানের আবহাওয়া উষ্ণ সেখানে মানুষের পক্ষে গরম মোকাবিলা করে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে যেসব মানুষ খোলা স্থানে কায়িক শ্রম দেন তাদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাজ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে গরমের কারণে কৃষি বা নির্মাণ শ্রমিকদের এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়।

এটা স্বাভাবিক যে, কর্মক্ষম মানুষ ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে উৎপাদনশীলতা কমবে। সেটা হলে জিডিপিও কমবে। কাজেই উষ্ণতা বৃদ্ধির খবর দেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সমস্যা হচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধির মতো প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সহজ কোনো কাজ নয়। যারা খেতখামার বা উন্মুক্ত স্থানে কাজ করেন তাদের গরম থেকে রক্ষা করা কঠিন।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ-প্রকৃতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। করতে হবে সবুজায়ন। নদ-নদী, জলাশয় রক্ষা করতে হবে। শিল্প-কলকারখানা, ইটের ভাটা হতে হবে পরিবেশবান্ধব। তবে স্বল্পমেয়াদে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সেটা একটা প্রশ্ন। যারা উন্মুক্ত স্থানে কাজ করেন তাদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরি করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। সাধারণ মানুষকে গরম মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

DHAKA THURSDAY JULY 27, 2023
SRABAN 12, 1430 BS
The Daily Star

EU special envoy sits with labour unions, rights activists

Minimum wage of Tk 23,000 in RMG sector discussed

STAFF CORRESPONDENT

Labour unions and rights activists yesterday held a meeting with European Union's Special Representative for Human Rights Eamon Gilmore in the capital and raised their demand for a minimum wage of Tk 23,000 in the ready-made garments sector.

The RMG minimum wage has been Tk 8,000 since 2018.

Currently, negotiations are going on as a board formed by the government is reviewing the current minimum wage.

Meeting sources said the labour representatives told Gilmore to pressurise buyers into giving fair prices to factories so that workers are not paid poverty wages.

They also mentioned the murder of Shahidul Islam, a union organiser from the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation in Gazipur.

On June 25, Shahidul was attacked by cadres outside the compound of Prince Jacquard Sweater Limited's owner in Gazipur's Sataish Baganbari area, when he was negotiating the factory workers' demands.

কালের কণ্ঠ । বৃহস্পতিবার । ২৭ জুলাই ২০২৩

শ্রম অধিকারের খোঁজ নিলেন ইইউয়ের বিশেষ প্রতিনিধি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▷

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমোন গিলমোর গতকাল বুধবার ঢাকায় শ্রম অধিকার পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। তিনি শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি ও শ্রম অধিকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ইইউয়ের বিশেষ প্রতিনিধি ইইউয়ের বাণিজ্য অগ্রাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে মজুরি, কাজের অবস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, শ্রমিক, শ্রমিক আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সাপ্লাই চেইন, শ্রমিকদের অধিকার কিভাবে সুরক্ষিত হয়, আরো ভালো করে কিভাবে কাজ করা যায়—এসব বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে।

গার্মেন্টি ওয়ার্কার ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আমিরুল হক বলেন, 'আমাদের শ্রম পরিস্থিতি কী অবস্থায় আছে, সেটি সম্পর্কে তাঁরা আমাদের কাছ থেকে অবহিত হয়েছেন।'

সফর

- ইইউয়ের বিশেষ প্রতিনিধি ইমোন গিলমোর আজ যাচ্ছেন কক্সবাজার
- সেখানে দুই দিন অবস্থান করে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করবেন

ইমোন গিলমোর গতকাল ঢাকায় লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে আলোচনার জন্য নারী ও 'লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইর ও ইন্টারসেক্স (এলজিবিটিকিউআই)' অধিকারকর্মীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এ ছাড়া তিনি ইইউয়ের অর্থায়নে জাতীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত নয়নতারা শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব পরিদর্শন করেন।

নয়নতারা পরিদর্শন শেষে ইমোন গিলমোর বলেন, 'এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরিচালিত একটি মনোমুগ্ধকর প্রকল্প। শিশু এবং তাদের মা-বাবাদের সহযোগিতার জন্য এটি পরিচালিত হয়। এটি শিশু ও তাদের মা-বাবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এখানে আমি শিশুদের উৎসাহ দেখেছি। তাদের মা-বাবারা তাদের ভালো পরিবর্তন সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন।'

ইইউয়ের বিশেষ প্রতিনিধি ইমোন গিলমোর ছয় দিনের সফরে গত সোমবার ঢাকায় এসেছেন। সফরের দ্বিতীয় দিন গত মঙ্গলবার তিনি ঢাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে উদ্বেগ জানান। আগামী নির্বাচনের আগে ও পরে বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে ইইউ দৃষ্টি রাখবে বলেও তিনি জানান।

ইইউয়ের বিশেষ প্রতিনিধি আজ বৃহস্পতিবার কক্সবাজারে যাবেন। সেখানে দুই দিন অবস্থান করে তিনি রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

সমকাল ২৯ জুলাই ২০২৩ । ১৪ শ্রাবণ ১৪৩০

যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য

পাঁচ বছরে সড়কে প্রাণহানি ৩৯,৫২২

- আহত হয়েছেন ৫৮ হাজার ৭৯১ জন
- হতাহতদের মধ্যে ৩ হাজার ৯৪১ জনই শিক্ষার্থী

সমকাল প্রতিবেদক

নিরাপদ সড়কের দাবিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। গতকাল শুক্রবার সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী এ বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়েছে, এই পাঁচ বছরে দেশের সড়ক-মহাসড়কে ২৮ হাজার ২৯৯ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ গেছে ৩৯ হাজার ৫২২ জনের। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ৫৮ হাজার ৭৯১ জন। হতাহতদের মধ্যে ৩ হাজার ৯৪১ জনই শিক্ষার্থী।

মোজাম্মেল হক বলেন, ২০১৮ সালের ২৯ জুলাই নিরাপদ সড়কের দাবিতে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আন্দোলন করেছিল তরুণ শিক্ষার্থীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নিরাপদ সড়কের অঙ্গীকার করেছিল। তারা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। তখন আন্দোলনকারীদের সব দাবি-দাওয়াকে যৌক্তিক বললেও এর কোনোটি গত পাঁচ বছরে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সড়কে প্রতিদিন অসংখ্য তাজা প্রাণ ঝরছে। যানজটে আটকে নষ্ট হচ্ছে মানুষের হাজার হাজার কর্মঘণ্টা।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকারের পরিকল্পনার গলদে ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও ছোট যানবাহন বিশেষ করে মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, ব্যাটারিচালিত রিকশা, অটোরিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যানজট ও সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি বাড়লেও সরকার নানা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমছে বলে জাহির করে জনগণের সঙ্গে তামাশা করছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে তড়িঘড়ি নতুন সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ পাস করা হলেও পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতাদের নানা বাধা ও পুরোনো পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগের কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না। তরুণ শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়কের আন্দোলন আমাদের নীতিনির্ধারকদের চোখ খুলে দিয়েছে বলে যারা জানিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে তারা আবারও ঘুমিয়ে পড়েছেন। যা সড়কে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, ভাড়া নৈরাজ্য ও যাত্রী হয়রানি বেপরোয়াভাবে বাড়তে ইন্ধন দিচ্ছে।

সঠিক নেতৃত্ব ও গবেষণার অভাবে সরকার সড়ক নিরাপত্তা ও সড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বারবার ব্যর্থ হচ্ছে উল্লেখ করে অনতিবিলম্বে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নামে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

NEW AGE
SATURDAY, JULY 29, 2023.

Tea workers on strike must be paid their due wages

THIS is deeply disappointing that workers of tea gardens in Habiganj have been denied their legally entitled wage for two financial years. Workers at Imam Tea Garden and Bhabani Tea Garden have been on strike since July 23 demanding their dues in arrears. On several occasions earlier, they took to the streets with their five-point demands that included the payment of their due wages and festival allowances, the reimbursement of the provident fund and house rent and medical allowances but were unable to realise it. The workers alleged that the authorities of the tea gardens made no efforts to pay their due wages of Tk 81.59 lakh and festival allowances of Tk 14.47 lakh that remained unpaid since the 2019 financial year. In 2022, 35 workers retired from the two tea gardens, but none received the payment from their provident fund. There are 324 permanent and 335 temporary workers who live an inhuman life and find it extremely difficult to economically survive when food inflation is at an unprecedented high. Earlier, they approached the deputy commissioner and the upazila nirbahi officer, but the local government has not been successful in recovering their dues. The sufferings of the workers on strike are yet another case of the failure of the government agencies responsible for worker rights protection.

On July 26, the owners of the two tea gardens reportedly agreed to pay a part of the dues, but the workers continued with their strike as many such promises had been made before that had never been executed. The tendency to deny workers their severance payment and service benefits is a common practice among tea garden owners. Rights activists term this benefit system an owner's ploy to exploit workers. For instance, workers are provided with rations at a concessional rate, but it is only for the worker's wife and children up to the age of 12. If a tea picker is female, which is mostly the case with tea pickers, the husband is not provided a rice ration as he is not considered a dependent. However, the main factor that determines tea worker's economic situation is the agreement that the Bangladesh Tea Association and Bangladesh Tea Workers' Union sign every two years. In reality, this biannual agreement is never signed on time. The agreement, effective from January 1, 2019 to December 31, 2020, was signed on February 25, 2021. The tea workers got their additional pay for 26 months in arrears in four instalments. Not all tea garden owners cleared the dues. Such delays and non-payment of dues have become part of the tea garden culture.

The government must, therefore, heed the demands of tea workers and ensure that their dues are paid without delay. The labour ministry must also take steps for the timely signing of the biannual agreement between the Bangladesh Tea Association and Bangladesh Tea Workers' Union so that the issue of unpaid wages no longer remains a systemic concern.

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার । ২৭ জুলাই ২০২৩

পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে বিজয় নিশ্চিত করতে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারাসহ বিশিষ্টজনরা। তাঁরা বলেছেন, বিশ্বে গার্মেন্টি খাত সুনাম কুড়ালেও গার্মেন্টি শ্রমিকরা দুনিয়ার 'সস্তা' শ্রমিকের পরিচয় ঘোচাতে পারেননি। এই পরিচয় ঘোচাতে মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে সব নারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক-নারী স্বার্থে কাজ করছেন, এমন ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতি কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত 'নারী, মজুরি প্রশ্ন ও শ্রমিক আন্দোলন' শীর্ষক মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন তাঁরা। সংগঠনের সভাপতি তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য দেন অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ, মানবাধিকারকর্মী ব্যারিস্টার সারা হোসেন, আইনজীবী আইনুন্নাহার লিপি, নারী নেত্রী সীমা দত্ত, শ্রমিক নেতা মাহীন সুলতান, খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, মাহবুবুর রহমান ইসমাইল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, রপ্তানি আয়ের শীর্ষ খাত পোশাকশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। এই খাতের ৬০ শতাংশই নারী। অথচ গত ১০ বছরে এই খাতে শ্রমিকের পাশাপাশি নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে।

সংবাদ
শুক্রবার ১৩ শ্রাবণ ১৪৩০
Friday 28 July 2023

গৃহকর্মীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে সংলাপ

প্রতিনিধি, জামালপুর

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গৃহকর্মীদের উন্নত জীবন ব্যবস্থা তৈরি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে জামালপুরে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে উন্নয়ন সংঘের পাওয়ার প্রকল্পের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অক্সফামের সহায়তায় উন্নয়ন সংঘ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রমোশন অব উইম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড রাইটস (পাওয়ার) প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন উন্নয়ন সংঘের মানবসম্পদ পরিচালক জাহাঙ্গীর সেলিম। এতে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোৎস্না আক্তার। সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সংঘের জেন্ডার প্রকল্পের সমন্বয়কারী অপূর্ব চক্রবর্ত্তী, পাওয়ার পকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন গৃহকর্মী নাছিমা বেগম প্রমুখ। সংলাপে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ার প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করছে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন। সভায় সরকারি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, উপকা উন্নয়ন সংঘ ও সাংবাদিকসহ ৩৫ জন অংশ নেন।

DHAKA FRIDAY JULY 28, 2023
SRABAN 13, 1430 BS
The Daily Star

LAW ANALYSIS

Workplace safety for construction workers

All in all, the current state of the rights of construction workers can be deemed to be a violation of the constitutional aim of an egalitarian society as enshrined in the preamble of the constitution of Bangladesh. It is imperative that rights are not only iterated in laws but also enforced.

RAFID AZAD SAUMIK

On 24 June 2023, four construction site workers met gruesome death due to lack of safety standards at the construction sites. According to Bangladesh Workplace Death Report 2020 published by the Safety and Rights Society, 118 construction site workers died in 2020 alone. The reasons for such preventable deaths include electrocution, falling from a height, getting hit by objects, suffocation, etc. This article tries to highlight the rights of construction workers and discuss how these rights are often infringed upon.

In Bangladesh, no specific law exclusively deals with safety of construction workers. However, attention may be given to the following laws- Bangladesh Labour Act, 2006 (BLA), Bangladesh National Building Code, 2006 (BNBC), and Bangladesh Labour Rules, 2015 (BLR). These laws provide guidance for establishing and maintaining a safe work environment, enunciates rules for compensation for death or injury, sets a minimum standard for construction work and design, etc.

Since accidents often happen from construction-related machinery, chapter 6 of BLA prohibits use of defective machinery and mandates their regular monitoring and maintenance. Rule 57 of the BLR further requires employers to pay extra fees for use of dangerous machinery and requires that they provide workers' sufficient safety equipment needed to operate such machineries. Employers cannot make the workers work without providing them with sufficient safety equipment and proper training (section 78A of BLA). Section 75 and rule 64 further highlight the need for eye goggles to prevent eye-related hazards and measures to tackle harmful smoke, respectively.

As basic safety kits are crucial in such hazardous work, section 89 of the BLA mandates that every workplace must have sufficient basic medical aid for its workers. This ensures that certain injuries are swiftly treated, and further injuries are prevented. Rule 76 details exactly which ingredients must be present in such medical aid kits.

Section 19 of the BLA ensures compensation for workers who die or sustain injury at the workplace. The amount will be equivalent to the salary or gratuity of 45 days, whichever is higher, and will be paid to the respective nominee or representative according to the definition given in section 2(30).

Section 34 of BLA prohibits children or teenagers from being employed except in special circumstances. Further, Section 100 specifies that a worker cannot be made to do work for more than 8 hours and 10 hours in special circumstances. Section 74 states that workers cannot be made to lift excessively heavy objects. Despite all these, if workers suffer an injury, chapter 12 of the Act clarifies that the owners must pay compensation unless special circumstances exist, such as when the worker sustains injury either on account of purposely ignoring the safety rules or due to deliberate drunkenness. Section 151 and rule 134 further fix the amount of compensation.

Despite such legal safeguards, the reality is quite grim. According to a survey by Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation, around 228 people suffered work-place related injuries in 2022 alone. The first reason for this high number of accidents is that employers often ignore applicable legal standards and compel workers to work in unsafe conditions. For instance, owners often ignore the standard procedure enunciated in rule 58 of BLR regarding preventing electrocution, which is a primary reason behind deaths of workers at the construction sites. Due to the hardship of getting actual remedies and power disparity with the owners, the workers often stay quiet or settle for lower compensation than what is required by law. Ignorance regarding such rights and economic hardships further means that workers are less likely to bring actions against the owners.

All in all, the current state of the rights of construction workers can be deemed to be a violation of the constitutional aim of an egalitarian society enshrined under the preamble of the constitution of Bangladesh. It is imperative that such rights are not only iterated in laws but also enforced. The government must undertake stricter policies to ensure greater enforceability and compliance with laws in order to overcome this continuous gross violation of labor rights.

The writer is an Intern, Law Desk, The Daily Star.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৩ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Friday 28 July 2023

দেশের অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে হুন্ডি

রেজাউল করিম খোকন

> হুন্ডিচক্র বিদেশে ডলার বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা রেখে দেয় এবং তাদের এজেন্টরা দেশে সুবিধাভোগীদের হাতে টাকা পৌঁছে দেয়। ফলে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ

প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে হুন্ডি তৎপরতা বেড়ে গেছে। আর এর ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলের রেমিট্যান্সে বড় পতন হচ্ছে। ব্যাংকের চেয়ে ভালো রেট পাওয়া এবং খরচ কম হওয়ায় প্রবাসীদের একটি অংশ অবৈধ পন্থা জেনেও হুন্ডির দিকে ঝুঁকছে। হুন্ডিচক্রে বন্দী হয়ে পড়েছে বৈধপথের রেমিট্যান্স। এর ফলে অর্থ পাচারও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতির উন্নয়নে জানুয়ারি থেকে রেমিট্যান্সে প্রণোদনার হার ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করেছে সরকার। হুন্ডিচক্র বিদেশে ডলার বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা রেখে দেয় এবং তাদের এজেন্টরা দেশে সুবিধাভোগীদের হাতে টাকা পৌঁছে দেয়। ফলে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের সরবরাহ কমে যাচ্ছে, যা অর্থনীতির জন্য ক্ষতি বয়ে আনছে। প্রবাসীদের দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে হুন্ডি তৎপরতা অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

সাধারণত বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়। মূলত শুল্ক ফাঁকি ও অর্থ পাচারের জন্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কম মূল্য বা বেশি মূল্য দেখানো হয়। অর্থ পাচারের জন্য দেশের বাইরে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে, তা হুন্ডিচক্র মেটায়। ব্যাংকিং চ্যানেলে কেউ পাঠালেও প্রবাসীর সুবিধাভোগীরা দেশে টাকা পান। বিদেশি হুন্ডি এজেন্ট প্রবাসীর বৈদেশিক মুদ্রা কিনে এখানে টাকা পরিশোধ করে। ব্যবসার পাশাপাশি যারা বিদেশে বাড়ি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন, তারা নানাভাবে হুন্ডি চক্রের দ্বারস্থ হন।

মাঝখানে করোনার কারণে হুন্ডি বন্ধ ছিল। এখন আবার শুরু হয়েছে। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ব্যাপক কমে গেলে হুন্ডি প্রবণতা কমানোর উদ্যোগ নিতে বিভিন্ন দূতাবাসে চিঠি লেখে সরকার। পাশাপাশি রেমিট্যান্স কমার কারণ অনুসন্ধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৭ সালের শুরুর দিকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে দুটি টিম পাঠায়। ওই প্রতিনিধি দল শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে বাইরে বেশি অর্থ পাওয়াকে রেমিট্যান্স কমার সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে তুলে ধরেছিল। তখন রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমানো ও অর্থ পাচার ঠেকাতে আন্ডার ইনভয়েসিং এবং ওভার ইনভয়েসিং বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। তবে সরকার রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ না কমিয়ে প্রণোদনা দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

হুন্ডি হলো প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির বাইরের অর্থ লেনদেনের একটি উপায়। একে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও লেনদেনের অনানুষ্ঠানিক দলিলও বলা যেতে পারে। যার মাধ্যমে দুই পক্ষ বা ব্যক্তির মধ্যে টাকা লেনদেন হয়। বিশ্বের প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির অনুসরণ হয় না বলে হুন্ডির লেনদেনে দেশের সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। মধ্যযুগে ভারতে সম্পদ লেনদেনের জন্য প্রথম এই পদ্ধতির সূচনা হয়। বর্তমানে বৈধ পদ্ধতি এড়িয়ে বিদেশে টাকা পাচার এবং বিদেশ থেকে দেশে টাকা আনার কাজে হুন্ডি পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপমহাদেশে হুন্ডির উদ্ভব মোগল আমলে। রাজধানী দিল্লি থেকে প্রদেশগুলোর দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া পথঘাটও ছিল অনেক দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। প্রদেশগুলো থেকে আদায় করা রাজস্ব দিল্লিতে প্রেরণের জন্য স্থানীয় মহাজনদের সাহায্য গ্রহণ করতেন বিভিন্ন প্রদেশের মোগল প্রশাসকরা। এই স্থানীয় মহাজনদের ছিল ভারতজুড়ে নিজস্ব নেটওয়ার্ক। তারা নিজেদের মধ্যে অর্থ বিনিময় করতেন এক ধরনের স্বীকৃতিপত্র বা দলিলের মাধ্যমে, যাকে তুলনা করা যায় আধুনিক ব্যাংকিংয়ের চেকের সঙ্গে। এই দলিলকেই বলা হতো হুন্ডি। মোগল প্রশাসকরা দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানোর জন্য এই মহাজনদের ওপর নির্ভর করতেন। এই মহাজনরাই তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পৌঁছে দিতেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। মোগল আমলের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ আমলেও জনপ্রিয়তা পায় হুন্ডি। ১৭৫৭ সালের পলাশী ট্রাজেডির অন্যতম কুশীলব জগৎ শেঠও ছিলেন একজন হুন্ডির মহাজন। পুরো ভারতজুড়ে ছিল তার হুন্ডির কারবার।

কঠোর নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে হুন্ডির চাহিদা বন্ধ না করা গেলে অবৈধপথে অর্থ আনা ঠেকানো যাবে না। পাশাপাশি শুধু প্রণোদনা না দিয়ে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমাতে হবে। হুন্ডি একটি বৈশ্বিক চক্র। যেখানে চাহিদা থাকে, সেখান থেকেই সব সময় অর্থ সংগ্রহ করা হয় না। হয়তো কেউ যুক্তরাষ্ট্রে ডলার কিনতে চাচ্ছেন। দুবাই বা সৌদি আরবের প্রবাসীদের থেকে অর্থ নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেন। ফলে সারাবিশ্ব থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমানোর উপায় বের করতে হবে।

হুন্ডি কারবারিরা প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইলেও অনেক সময় ব্যাংকে যেতে পারেন না। আবার প্রবাসের সব শ্রমিকের বৈধ কাগজও নেই। যে কারণে চাইলেও অনেকে ব্যাংকে অর্থ পাঠাতে পারেন না। সামগ্রিকভাবে প্রবাসীরা বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানোর প্রতি উৎসাহী। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের দুটি প্রধান উপায় হলো পণ্য রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমাদের আমদানি খরচ বেশি। ফলে এই উৎস থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়ানোর সুযোগ কম। সেক্ষেত্রে প্রবাসী আয়ের ওপরই নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, প্রবাসী আয়ের একটা বড় অংশ আসে অবৈধ চ্যানেল বা হুন্ডির মাধ্যমে।

সম্প্রতি রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, মালদ্বীপ থেকে ৬৬ শতাংশ শ্রমিক হুন্ডিতে টাকা পাঠান। তাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশের ব্যাংক হিসাবই নেই। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশ মালদ্বীপে বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিক আছেন দুই লাখের মতো। বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি। সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে কী পরিমাণ প্রবাসী আয় হুন্ডির মাধ্যমে আসে, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। আরব আমিরাতের দুবাই, শারজা ও আবুধাবিতে কর্মরত শ্রমিকরা দেশে টাকা পাঠাতে আলাদা কোনো ছুটি পান না। এজন্য তারা এক্সচেঞ্জ হাউসে গিয়ে দেশে রেমিট্যান্সের অর্থ পাঠাতে পারেন না। বাসার পাশেই হুন্ডি করার সুযোগ আছে, এটাই সহজ পথ। আবার এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে পাঠালে যেখানে প্রতি দিরহামে পাওয়া যায় বেশি টাকা। দুই টাকা বেশি পেতে তারা হুন্ডিতে টাকা পাঠান।

দুবাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক শ্রমিক থাকেন। প্রতিটি জায়গাতেই রয়েছে হুন্ডি করার ব্যবস্থা। অবৈধ পথে মানে হুন্ডিতে প্রবাসী আয় আসা বন্ধ হলে দেশে ডলারের সরবরাহ বাড়বে এবং অর্থ পাচার কমবে। এজন্য মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈধ পথে প্রবাসী আয় আনার সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশে এখন বেশ কিছু এমএফএস প্রতিষ্ঠান বৈধ পথে প্রবাসী আয় আনছে। বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে ৮০টির বেশি মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানো যায়। ২০২২ সালে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা আয় এসেছে বিকাশের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাপস ব্যবহার করে নিজের একাউন্ট প্রবাসে থেকেই পরিচালনা করতে পারেন। তবে প্রবাসী শ্রমিকরা অ্যাপস ব্যবহারে এখনও অনেক পিছিয়ে আছেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ভয়ও কাজ করে। সরকারের বেঁধে দেয়া হারের চেয়ে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম বেশি। এই অবস্থায় প্রবাসী শ্রমিকেরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাতে বেশি উৎসাহী হন।

সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়েও তাদের ব্যাংকমুখী করতে পারেনি। হুন্ডি ব্যবসা প্রসারের আরেকটি কারণ দেশ থেকে ব্যাপক হারে অর্থ পাচার হওয়া। পাচারকারীরাই মূলত হুন্ডি ব্যবসায়ীদের অর্থের জোগানদাতা। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা প্রবাসীদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে পাচারকারীদের ব্যাংক হিসাবে জমা দেন। সরকার যতই প্রণোদনা দিক না কেন, বাইরের বাজারে তার চেয়ে বেশি দাম পেলে সেখানেই ঝুঁকবেন। বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে হলে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধের বিকল্প নেই।

হুন্ডি ব্যবসার লাগাম টেনে ধরতে অর্থ পাচার যেমন বন্ধ করতে হবে, তেমনি বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হারও বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়া এখন সময়ের দাবি। সরকারের কোনো পদক্ষেপেই থামছে না হুন্ডির দৌরাত্ম্য, বরং প্রযুক্তির সহায়তা এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ফাঁকফোকরে দিন দিন আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে হুন্ডির কারবার। কঠোর নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে হুন্ডির চাহিদা বন্ধ না করা গেলে অবৈধপথে অর্থ আনা ঠেকানো যাবে না। পাশাপাশি শুধু প্রণোদনা না দিয়ে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমাতে হবে।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

The Financial Express Wednesday | July 26, 2023

Streamlining plastic sector

A plastic hub with modern recycling plant, waste management facility, trained workers and necessary infrastructure will be able to manufacture products at competitive prices for exports even after a reasonable raise in the present wage structure, writes Wasi Ahmed

MOST manufacturing units in the country have primarily grown in the absence of any planned scheme without a clear vision of the future growth prospect as well as problems to be encountered. This is clearly because of the lack of foresight on the part of entrepreneurs, mostly small, to envision the challenges that they may face once the infancy of the manufacturing phase is over with market demand growing for the product/s they produce.

Plastic no doubt is one such product. Thousands of plastic units scattered all over the country with little or no safety measures for those involved in the production process and the well known threats to the environment make it extremely important for urgent action to discipline the sector.

The country's export of plastic goods is growing. However, the figures are not big enough to inspire great optimism. The fact remains that in Bangladesh, plastic plants have only recently opted for modern technology in producing various food and non-food grade products. With more technology back up, and accompanying diversification, the industry---though scattered and largely disorganised---has the potential to grow manifold if provided with the required facilities. This may open up a new vista for exporting.

It may be noted that export was far from the targeted goal of the industry even a decade back, though there were few enterprises which were exporting in small volumes. Mainly it is the local demand that motivated factories-medium, small and very small-to produce plastic products.

Annual sales of plastic products in Bangladesh are currently estimated at around Tk 150 billion in the local market, in which household items account for nearly Tk 20 billion. Increase in domestic supplies reportedly grew at 15 per cent a year over the last ten years. Industry insiders, quoted in recent newspaper reports, say the sector is experiencing fresh investment to the tune of Tk 1-1.5 billion each year. The sector is said to employ around 1.2 million people directly and indirectly well over 4,500 small, medium and relatively big manufacturing units. Value addition in manufacturing is also commendably high, ranging between 50 and 70 per cent. At present, around 3,000 factories are reportedly producing plastic products in more than a dozen categories.

Use of plastic products in the country has grown manifold thanks to the improvements in recycling technology--- a key stimulus in increased production on the one hand and growing consumer preference on the other. However, a lack of desired improvement in quality and diversification in product range is commonly attributed as the main impediment to the sector's growth to a far higher level. This holds true in respect of domestic consumption but more so, when it comes to exporting.

Global market of plastic is essentially demand-driven. Price structure of plastic products is of a wide range, able to absorb immensely diversified products by the low, middle and up-end market segments.

Despite the progress of the sector reported in the media recently, concerned quarters consider this far from what it actually should be given the surge in global demand. Major improvements in infrastructure, waste management, recycling and skill development are some of the critical areas in need of urgent attention to push the growth momentum to the desired level. In addition to these basics, product development and product adaptation should be attended to as a matter of priority. This, unfortunately, is an area many of the manufacturers miss out resulting in less than expected success in accessing overseas markets.

Now, the potential and prospects of growth can only be expected to be realised once the industry is shifted to a suitable location --- a plastic hub, preferably in the outskirts of the capital. This newspaper, not long ago, had pointed out the need for a plastic hub in the country so that attempts for improvement of the sector could be made in a planned manner besides providing opportunities for the factories to operate hazard-free and attract overseas investment. Industry leaders have also been demanding a dedicated location which besides providing hazard-free production process will also help meet various compliance needs of overseas buyers. Concerned quarters feel that a plastic hub with modern recycling plant, waste management facility, trained workers and necessary infrastructure will be able to manufacture products at competitive prices for exports even after a reasonable raise in the present wage structure.

In this context, it may be noted that the government's plastic and packaging policy has recommended establishment of a plastic industrial park to ensure proper infrastructure, nurture small and medium enterprises, provide uninterrupted utility services, and take steps to avoid environmental hazards and ensure compliance. It is not known if there is any move to that direction. Mere recommendation serves no purpose as setting up a plastic hub/ park with the required infrastructure and facilities will call for, in the first place, a comprehensive workplan in consultation with the stakeholders. This can address unresolved issues. Once this is done, the authorities can plan to go ahead in phases. The relevant industry association should express its keen interest in pursuing its dream and try to make the authorities convinced of the project's merit.

wasiahmed.bd@gmail.com

NEW AGE
WEDNESDAY, JULY 26, 2023,

Women's right to property stressed to eliminate discrimination

Legal reforms related to property ownership, inheritance stressed

Staff Correspondent

SPEAKERS, including rights activists and academics, at a seminar on Tuesday said that eliminating discrimination against women required establishing their rights to land and property ownership.

At the seminar titled 'Women and Transgender people's land and property rights: constitution, laws, policies and international treaties' held in the capital, they recommended reforming inheritance law to ensure women's access and rights to inheritance based on equality, not on religion and gender.

The speakers emphasised the inclusion of gender-diversified communities, ethnic minority groups, and marginalised communities while reforming the law.

In the keynote speech, Association for Land Reform and Development deputy executive director Rowshan Jahan Moni said that less than 13 per cent of rural women owned land legally and only four to five per cent of them had control over their land.

For this situation, she blamed the lack of implementation of existing laws and policies, the lack of compliance with the constitution, existing laws and international treaties.

In the National Women Development Policy, Rowshan recommended including men's and women's equal access to property ownership and inheritance to ensure women's land right.

Addressing the seminar as a special guest, Jatiya Samajtantrik Dal's general secretary Shirin Akhter emphasised creating awareness among women about their rights to land and property.

Bangladesh Mahila Parishad president Fauzia Moslem said that lack of property ownership was the root of all inequality.

The existing laws are mostly based on religion, which creates layers of divisions in society rather than giving protection, she said, adding that to provide women with equal social and legal status, formulation of a uniform family code and removing discriminatory laws are crucial.

She also has called on the government to withdraw reservations about articles 2 and 16 of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, also known as CEDAW as it is contradictory to Bangladesh's constitution that guarantee equal rights for all citizens including women.

Article 2 calls on states to make laws and regulations, implement policies and change practices to eliminate discrimination against women while article 16 addresses equal rights of women in marriage, family planning, property ownership and occupations.

Chakma queen Yan Yan, however, said that provisions of the universal family code must be determined after consulting ethnic minority groups, or else, the state may undermine the right to self-governance of ethnic minority groups by manipulating the law.

The ALRD organised the seminar, conducted by Nijera Kori coordinator Khushi Kabir, where ALRD executive director Shamsul Huda, Dhaka University's Law department dean Shima Zaman also spoke, among others.

কালের কণ্ঠ | শনিবার। ২৯ জুলাই ২০২৩

ভূমধ্যসাগরে প্রতিবছর ৫০০ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্ব মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস কাল

- অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তৃতীয়
- ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৭৭৮ জন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়
- তিন থেকে ১৫ লাখ টাকা নিয়ে থাকে মানবপাচারকারীরা
- বাংলাদেশ থেকে ১৮টি রুটে ইউরোপে মানবপাচারের চেষ্টা চলে

তৌফিক হাসান ▷

দালালের মাধ্যমে ইউরোপ যাচ্ছিলেন আব্দুল নবি (৩০)। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের বড়চর গ্রামে তাঁর বাড়ি। পরিবারের কাছে সর্বশেষ তথ্য ছিল, গত মার্চ মাসে তিনি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। এরপর আর কোনো খোঁজ নেই। সে সময় নবির সঙ্গে আরো ৯ জন যুবক নিখোঁজ হন। দুই মাস পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নবির পরিবারকে জানানো হয়, গত জুনে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে তিনি মারা গেছেন।

নবির বড় ভাই মাহাআলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দালাল তাকে ইতালি নেওয়ার কথা বলে লিবিয়া নিয়ে যায়। সেখান থেকে ইতালি পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশে নবি নৌকায় ওঠে। সেটাই তার শেষ যাত্রা।'

আরেক ভুক্তভোগী সিরাজুল ইসলামের (৩৩) বাড়ি মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার বনগ্রামে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দালাল তাঁকে ইতালিতে নেওয়ার কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে যায়। আট মাস পর অক্টোবরে দুই শতাধিক যাত্রীর সঙ্গে একটি নৌযানে লিবিয়া থেকে ইতালির উদ্দেশে রওনা হন সিরাজুল। তিউনিশিয়ার উপকূলে গিয়ে এটি ডুবে যায়। সাঁতরে তীরে উঠে প্রাণে রক্ষা পান সিরাজুল। তিউনিশিয়ায় দুই মাস থাকার পর এক বাংলাদেশির সহযোগিতায় ডিসেম্বরে দেশে ফেরেন তিনি।

এ ধরনের নৌযানডুবির খবর প্রায়ই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আসছে। এর পরও ইউরোপে নেওয়ার নামে ঝুঁকিপূর্ণ এই অবৈধ মানবপাচার বন্ধ হচ্ছে না। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির তথ্য মতে, অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন তৃতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে তিউনিশিয়া, দ্বিতীয় মিসর। প্রতিবছর অবৈধভাবে এই সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে গড়ে নৌকাডুবিতে ৫০০ বাংলাদেশির মৃত্যু ঘটে। অনিশ্চিত এই যাত্রার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে তারা।

এমন পরিস্থিতিতে আগামীকাল ৩০ জুলাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব মানবপাচার প্রতিরোধ দিবস পালন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য, 'রিচ এভরি ভিক্টিম অব ট্রাফিকিং, লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড'।

ব্র্যাকের তথ্য মতে, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৭৭৮ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ওই সাগর পাড়ি দিয়েছে ২৬ লাখ ১৪ হাজার ৯৪ জন বাংলাদেশি।

অভিবাসন কর্মসূচি থেকে জানানো হয়, গত কয়েক বছরে ইউরোপ ও লিবিয়া থেকে ফেরত আসা দুই হাজার ২৮৪ জনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, ঢাকা, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি লোক ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে তিন লাখ থেকে ১৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন একেকজন।

১৮ পথে ইউরোপযাত্রা

ব্র্যাক জানায়, বাংলাদেশ থেকে ১৮টি পথ ব্যবহার করে মানবপাচারের চেষ্টা চলে ইউরোপে। বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে ভূমধ্যসাগর, যা সেন্ট্রাল মেডিটেরানিয়ান রুট হিসেবে পরিচিত। এই যাত্রা শুরু হয় মূলত লিবিয়া থেকে। গত বছরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইতালিতে অনুপ্রবেশকারীদের ৬৫ শতাংশই লিবিয়া থেকে এসেছে। সেখান থেকে ইতালি ও মাল্টায় অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বাংলাদেশি।

পাচারের প্রচার হয় সামাজিক মাধ্যমে

ইউরোপের দেশে যেতে আগ্রহীদের আকৃষ্ট করতে অন্যতম প্রচারমাধ্যম হলো 'ফেসবুক, টিকটক, লাইকি ও হোয়াটসঅ্যাপ। বড় জাহাজের কথা বলা হলেও ওঠানো হয় সাধারণ নৌকা বা রাবারের তৈরি উদ্ধারকারী বোটে। শুরু হয় অনিশ্চিত যাত্রা।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা দেখছি যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়তে চলে আসছে। যেখানে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে অবস্থান করছি, সেখানে এটা কোনোভাবেই সম্মানজনক নয়। ফলে এটা বন্ধ করতে হবে। এ জন্য সরকারকেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, যারা এভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে, তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে তারা মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে।'

সরকার সব ধরনের অবৈধ অভিবাসনকে নিরুৎসাহ করছে বলে জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'আমরা সব সময় চেষ্টা করি, কেউ যাতে অবৈধ পথে সাগর পাড়ি না দেয়। এ ব্যাপারে সরকার সব সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সব ধরনের অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনকে সব সময় নিরুৎসাহ করে আসছে সরকার। পাশাপাশি আমাদের শ্রমকল্যাণ শাখার মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতেও কাজ করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়।'

প্রথম আলো • সোমবার, ৩ জুলাই ২০২৩,

গত অর্থবছরে প্রবাসী আয় বেড়েছে ৩%

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সদ্য বিদায় নেওয়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে এসেছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। সে হিসাবে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসী আয়ে ছিল ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি—১৫ দশমিক ১২ শতাংশ।

এর মধ্যে গত জুন মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সাম্প্রতিক সময়ে এত আয় একক কোনো মাসে আসেনি। এর আগে ২০২০ সালের জুলাইয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার। তখন করোনার প্রকোপে চলাচল বন্ধের কারণে হুন্ডি বন্ধ ছিল। ফলে বৈধ পথে আয় আসা বেড়েছিল।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষিত দামের চেয়ে বেশি দামে প্রবাসী আয় কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে সংকটের কারণে ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর দেনা শোধের চাপের কারণে বিদায়ী মাসে তদারকি প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে কিছু ব্যাংক বেশি দাম দিয়ে ডলার কিনে প্রবাসী আয় এনেছে। এতে প্রবাসী আয় বেড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেও ডলার বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কিছু ব্যাংক।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'প্রবাসী আয় বাড়ায় ডলারের সরবরাহ বেড়েছে, এটা অর্থনীতির জন্য খুবই ভালো খবর। এই ধারা অব্যাহত থাকলে খুবই ভালো হয়। আগামী দু-তিন মাস এই ধারা অব্যাহত থাকলে বোঝা যাবে ডলারের পরিস্থিতি কী হয়। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি চাহিদা কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানোর জন্য। যাতে ডলার পরিস্থিতির উন্নতি হয়।'

আয় বাড়ল কত

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুন মাসে আয় এসেছিল ১৮৩ কোটি ৭২ লাখ ডলার। গত মাসে এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। সে হিসাবে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। ২০২১ সালের জুনে এসেছিল ১৯৪ কোটি ডলার। ২০১৯ ও ২০২০ সালের জুনে এসেছিল যথাক্রমে ১৩৬ কোটি ও ১৮৩ কোটি ডলার।

তথ্য অনুযায়ী, ১ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত প্রবাসীরা প্রায় ২০২ কোটি মার্কিন ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। এর পরের কয়েক দিনে তা বেড়ে হয় ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। আর গত মে মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৬৯ কোটি ১৬ লাখ ডলার।

প্রবাসী আয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সাধারণত ঈদের আগে দেশে প্রবাসী আয় আসা বাড়ে। ঈদুল আজহা সামনে রেখেই মূলত প্রবাসীরা বাড়তি অর্থ দেশে থাকা তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে পাঠিয়েছেন। তবে গত এপ্রিলে উদ্‌যাপিত ঈদুল ফিতরে এবার প্রবাসী আয় খুব বেশি বাড়েনি। সেই তুলনায় ঈদুল আজহা সামনে রেখে প্রবাসী আয় বেশি এসেছে। কারণ, প্রবাসী অনেকেই দেশে কোরবানি দিয়ে থাকেন। আবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বিভিন্ন সংস্থা কোরবানির জন্য দেশে অর্থ পাঠায়।

প্রবাসী আয় দেশে আনার দিক থেকে বরাবরের মতো এবারও শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে। এরপর প্রবাসী আয় বেশি এনেছে বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ট্রাস্ট ব্যাংক।

ডলারের দাম কত

ব্যাংকগুলো এখন প্রবাসী আয়ে সর্বোচ্চ প্রতি ডলার ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা দাম দিচ্ছে। এর সঙ্গে সরকার আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিচ্ছে। তবে হুন্ডিতে এখনো প্রবাসী আয় ১১২ টাকার বেশি। এ কারণে অনেক প্রবাসী আয় হুন্ডিতে চলে যাচ্ছে। গত জুন মাসে অনেক ব্যাংক ঘোষণার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে প্রবাসী আয় কিনেছে। ফলে প্রবাসী আয় সংগ্রহের তালিকায় নতুন কয়েকটি ব্যাংক শীর্ষে চলে এসেছে।

ব্যাংকগুলো এখন রপ্তানি আয়ে ডলারে দাম দিচ্ছে ১০৭ টাকা ৫০ পয়সা। এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করছে ১০৯ টাকায়। আর বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে ১০৬ টাকায়। আমদানিতে ডলারের দাম পড়ছে প্রায় ১০৯ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র সরোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ডলারের সংকট কমে আসছে। প্রবাসী আয় ভালো পরিমাণ আসছে। ব্যাংকগুলোতে ডলারের মজুতও বাড়ছে।

সংকট কতটা কাটল

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরের মাস মার্চ থেকেই ডলার-সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। এ সংকট মোকাবিলায় শুরুতে ডলারের দাম বেঁধে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে সংকট আরও বেড়ে যায়। কয়েক মাস পর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম নির্ধারণের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ায়। এ দায়িত্ব দেওয়া হয় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশকে (এবিবি)। এর পর থেকে দুই সংগঠন মিলে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় এবং আমদানি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করে আসছে। ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে ডলারের দাম। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে সংগঠন দুটি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ২০২৩।

রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হলেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সদ্যোবিদায়ি অর্থবছরে (২০২২-২৩) রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হলেও অর্জিত হয়নি লক্ষ্যমাত্রা। এর পরও একক পণ্য পোশাক খাতের ওপর ভর করে পার করল পুরো অর্থবছর। এর ফলে বৈদেশিক আয়ের বড় খাত দেশের রপ্তানি আয় যেকোনো সময় ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণে রপ্তানি বহুমুখীকরণসহ সরকারকে এখনই ক্রাশ প্রগ্রাম বা একটি দ্রুত এবং নিবিড় শিল্পোৎপাদনের জন্য কর্মসূচি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়া স্থানীয় বড় বড় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছর

- গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫,৫৫৬ কোটি ডলারের
- রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫,৮০০ কোটি ডলার
- লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি আয় কম হয়েছে ৪.২১ শতাংশ
- শীর্ষ খাত তৈরি পোশাকে ৪,৬৯৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি

গতকাল সোমবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) যে রপ্তানি পরিসংখ্যান দিয়েছে এতে দেখা যায়, গত অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় হয়েছে পাঁচ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। যদিও বিদায়ি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল পাঁচ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। সেই লক্ষ্যের চেয়ে রপ্তানি কম হয়েছে ৪.২১ শতাংশ বা ২৪৪ কোটি ডলার।

এতে দেখা যায়, শুধু গত জুনে ৫০৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের জুনের তুলনায় এই রপ্তানি ২.৫১ শতাংশ বেশি। এ সময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯.৬১ শতাংশ কম।

এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও পিআরআই বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সার্বিকভাবে টেকসই রপ্তানির জন্য একসঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া পণ্যের বহুমুখীকরণসহ প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় ও পরিপালনীয় মানদণ্ড বা কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিত করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'রপ্তানিতে একক খাত নির্ভরতার কারণে যেকোনো সময় ঝুঁকিতে পড়বে দেশের রপ্তানি আয়। এ জন্য সরকারকে এখনই ক্রাশ প্রগ্রাম বা একটি দ্রুত এবং উৎপাদনের জন্য একটি নিবিড় কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।'

ইপিবির তথ্য মতে, সদ্যোবিদায়ি অর্থবছরে শীর্ষ খাত তৈরি পোশাকে চার হাজার ৬৯৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ১০.২৭ শতাংশ বেশি। এ সময় নিট পোশাক থেকে আয় হয়েছে দুই হাজার ৫৭৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই হাজার ৫৬০ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৮৭ শতাংশ। ওভেন পোশাক থেকে আয় এসেছে দুই হাজার ১২৫ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৫৬ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই হাজার ১২০ কোটি ডলার।

বিজিএমইএ সভাপতি মো. ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বৈশ্বিক মন্দায় দেশের রপ্তানি আয়ে পোশাকখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মোট রপ্তানি আয়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলেও পোশাক খাতে ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটা লক্ষ্যণীয়। তবে সংকটকালীন এই সময় সরকারের অব্যাহত নীতি সহায়তার পাশাপাশি এনবিআর ও কাস্টমস নীতি সহজ করা না গেলে এই মন্দায় টিকে থাকা কঠিন হবে। কারণ রপ্তানি আয়ের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে ছয় মাস ধরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে পোশাক খাতের।'

তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পোশাক খাতের রপ্তানি ক্রয়াদেশ কমেছে ৩০ শতাংশ। যদিও পোশাকের একক মূল্য বেড়েছে ১০-১৫ শতাংশ। এ ছাড়া প্রচলিত বাজারের বাইরে নতুন বাজারগুলোতে ৩৪ শতাংশ আয় বেড়েছে।'

প্রথম আলো • সোমবার, ৩ জুলাই ২০২৩,

পোশাকপল্লিতে কারখানা স্থাপন করছে না কেউ

বেজা-বিজিএমইএ দুই মেরুতে

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে পোশাকপল্লি স্থাপনে ২০২১ সালে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ জন্য বেজার কাছে ৩০০ কোটি টাকা জমা দিয়েছে বিজিএমইএ।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে একটি গার্মেন্টি ভিলেজ তথা পোশাকপল্লি প্রতিষ্ঠার জন্য ২০২১ সালের মার্চে জমি বরাদ্দ পায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ জন্য তারা কয়েক ধাপে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা জমা দেয়। কিন্তু জমি বরাদ্দ চুক্তির দুই বছরেও কেউ সেখানে কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু করেননি।

বেজার কর্মকর্তারা বলছেন, পোশাকপল্লির জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রাথমিক অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ-পানিসহ বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব সুবিধা নিয়ে কাছাকাছি এলাকায় অন্য খাতের বেশ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এখন উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে। ফলে বিজিএমইএর সদস্যরাও শিল্প স্থাপন শুরু করতে পারেন।

অন্যদিকে বিজিএমইএ নেতাদের দাবি, পোশাকপল্লি স্থাপনের জন্য বেজা তাদের যে জমি দিয়েছে, সেখানে কোনো কাজই এখনো শেষ হয়নি। সব ধরনের পরিষেবাসহ পুরো জমি একসঙ্গে না পেলে ব্যবসায়ীরা শিল্প স্থাপনে রাজি নন।

এ বিষয়ে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন বলেন, প্রস্তাবিত পোশাকপল্লিতে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের অনেকেরই আগ্রহের অভাব রয়েছে। সেখানে অবশিষ্ট অবকাঠামো ও পরিষেবার কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। এরপর যদি কেউ নির্মাণকাজ শুরু না করে, তাহলে বরাদ্দ বাতিলসহ প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পোশাকপল্লি স্থাপনের জন্য বেজার কাছে প্রথমে ৫০০ একর জমি চেয়েছিল বিজিএমইএ। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ২১ মার্চ বেজা ও বিজিএমইএ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু পরে অনেক প্রতিষ্ঠানই জমি নিতে আগ্রহ দেখায়নি। কয়েক দফা আলোচনা শেষে প্রায় তিন বছর পর ২০২১ সালের ১৫ মার্চ বিজিএমইএর ৪১টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জমি বরাদ্দের চুক্তি করে বেজা। এরপর একটি প্রতিষ্ঠান চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। তবে পরবর্তী সময়ে আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠান সেখানে নতুন করে জমি চেয়েছে।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে পোশাকপল্লির জন্য জমি বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ২৭৭ একর। সেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৬ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার। কর্মসংস্থান হওয়ার কথা প্রায় এক লাখ।

বেজা জানায়, চুক্তির সময় প্রতিষ্ঠানগুলো ২৫ শতাংশ করে টাকা জমা দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান অর্ধেক কিংবা তার কিছু বেশি টাকা জমা দিয়েছে। জমি বুঝে নেওয়ার জন্য পুরো টাকা এখনো কেউই জমা দেয়নি।

অগ্রগতি কত দূর

দেশের অর্থনীতিতে গতি বাড়াতে ২০৩০ সাল নাগাদ সরকারের ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান ও অন্যান্য সুবিধার দিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশ পছন্দের। এ জন্য দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো বিজিএমইএ সেখানে গার্মেন্টি ভিলেজ বা পোশাকপল্লি স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়েছিল।

> **“প্রস্তাবিত পোশাকপল্লিতে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের অনেকেরই আগ্রহের অভাব রয়েছে। সেখানে অবশিষ্ট অবকাঠামো ও পরিষেবার কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। এরপর যদি কেউ নির্মাণকাজ শুরু না করেন, তাহলে বরাদ্দ বাতিলসহ প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **শেখ ইউসুফ হারুন**, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে এখন পর্যন্ত ১৪৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৫ হাজার ২৪৮ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। এ ছাড়া আরও ১৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

বেজার কর্মকর্তারা জানান, পোশাকপল্লির জন্য নির্ধারিত স্থানের বেশির ভাগ অংশের ভূমি উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ-সংযোগ ও প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থাও রয়েছে। এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে গ্যাস-সংযোগের ব্যবস্থা। ফলে কেউ কারখানা নির্মাণ শুরু করলে দ্রুততম সময়ে তাদের জন্য গ্যাস-সংযোগের ব্যবস্থা করবে বেজা। এ ছাড়া সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম প্রথম আলোকে বলেন, পোশাকপল্লির জন্য নির্ধারিত স্থানে মাটি ভরাট এবং বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থাসহ কোনো কাজই শেষ হয়নি। নির্ধারিত জমিটি এখনো মূল সড়কের চেয়ে পাঁচ-ছয় ফুট নিচে রয়েছে। এ ছাড়া তিন-চার বছর বিলম্বের কারণে নির্মাণ খরচ ইতিমধ্যে কয়েক গুণ বেড়েছে। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীরা এখন হতাশ।

শহীদুল্লাহ আজিম আরও বলেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত বেজাকে ২৯৫ কোটি টাকা দিয়েছি। এই টাকা দিয়েই তো অনেক কিছু করে দিতে পারত। এভাবে দীর্ঘদিন অর্থ ফেলে না রেখে অনেক ব্যবসায়ী এখন টাকা ফেরত নিতে চাচ্ছেন।'

আইনি ব্যবস্থা নেবে বেজা

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্তমান অবস্থায় মূল সড়কের পাশে যাঁরা জমি বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁরা কাজ শুরু করতে পারেন। আগামী পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে আমরা বাকি সব কাজ শেষ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এরপর যদি কেউ কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু না করেন, তাহলে বরাদ্দ বাতিলসহ তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শেখ ইউসুফ হারুন আরও বলেন, 'বরাদ্দ বাতিল করা বেজার মূল কাজ না। আমরা চাই পোশাকপল্লিতে দ্রুত শিল্প নির্মাণ সম্পন্ন হোক। বিজিএমইএ যে উদ্দেশ্যে জমি নিয়েছে, তা দ্রুত বাস্তবায়ন করুক।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২১ আষাঢ়
৫ জুলাই ২০২৩

মানিকগঞ্জে কর্মসংস্থানের অভাবে বাড়ছে বেকারত্ব

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জে শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় দিন দিন বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। জেলায় জনসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষাধিক, যার মধ্যে ৫২ দশমিক ০২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ মহিলা। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১ হাজার ২১২ জন। ১৭ লক্ষাধিক জনসংখ্যার মধ্যে লাখ লাখ তরুণ-তরুণী বেকার। মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, হরিরামপুর, সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর ও সিংগাইরসহ সাত উপজেলায় সরকারি অথবা বেসরকারি শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থানের নতুন কোনো সুয়োগ তৈরি হচ্ছে না। অনেকে চাকরির আশায় ভুয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের খপ্পরে পড়ে অর্থ খোয়াচ্ছেন। অনেক যুবক বিদেশে যাওয়ার জন্য পৈতৃক জমি বিক্রি করে আদম বেপারির প্রতারণায় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। ফলে বেকার যুবক ও যুব মহিলারা পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বেকারত্বের কারণে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা অপরাধ। চোরাচালান, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাইয়ের মতো সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছেন বেকার যুবকরা।

এ বেকারত্বের সুয়োগ নিচ্ছে অসাধু সমাজপতি ও রাজনীতিকরা। তাদের দিয়ে করাচ্ছেন অপরাধমূলক কাজ। নেশাগ্রস্তরা মাদকের টাকার জন্য কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছেন নানা অপরাধে। উপজেলার সাভার বাজারের মুদি ব্যবসায়ী মো. আমিনুর রহমানের ছেলে মো. ফরহাদ হোসেন তিন বছর আগে স্নাতক পাশ করেছেন। পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরির জন্য বহু দরখাস্ত দিয়েও তিনি বেকার। তার ভাষায়, 'আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বড় সরকারি কর্মকর্তা ও মোটা অঙ্কের উৎকোচের টাকা নেই বিধায় চাকরির আশা ছেড়েই দিয়েছি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুরাঘুরি করেও চাকরি পাইনি। বাধ্য হয়ে বাজারে কম্পিউটার শিখছি ভবিষ্যতে সেখানেই চাকরি পাবার আশায়।' লেখাপড়া না জানা বেকার যুবক আব্দুল মজিদ দুঃখ করে বলেন, 'স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের চাকরির ব্যবস্থা না থাকায় আমরা পড়েছি বিপাকে। বাবার এমন কোনো পয়সাও নেই যা দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে পারি। এখন বিকল্প ব্যবস্থায় রোজগারের চিন্তা করছি।'

প্রথম আলো, সোমবার, ৩ জুলাই ২০২৩,

বাংলাদেশের চামড়াশিল্প

চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজার

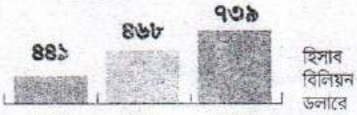

বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়া পণ্যের রপ্তানি

হিসাব কোটি ডলারে

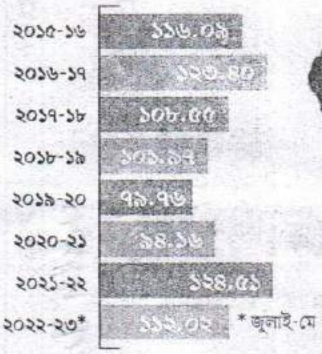

২১ বছরেও হয়নি পরিবেশবান্ধব চামড়াশিল্প নগরী

প্রকল্প শুরু	২০০৩
জমির আকার	২০০ একর
প্রকল্প ব্যয়	৳১,০১৫ কোটি
সিইটিপি নির্মাণের কার্যাদেশ	২০১২
হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে ট্যানারি স্থানান্তর	২০১৭

বিশ্বে এলডব্লিউজি সনদপ্রাপ্ত ট্যানারি

মোট ৭৩৩ টি

এলডব্লিউজি সনদপ্রাপ্ত ট্যানারিতে বছরে উৎপাদিত চামড়া ৫৩৯ কোটি বর্গফুট

চীন	১৮৪
ভারত	১৭৭
ইতালি	১৩১
তাইওয়ান	১৮
ভিয়েতনাম	১৫
বাংলাদেশ	২

হেমায়েতপুরের বর্তমান পরিস্থিতি

সচল ট্যানারি ১৪২টি

সিইটিপি পুরোপুরি কার্যকর নয়। দিনে তরল বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা দৈনিক ২৫ হাজার ঘনমিটার। যদিও ট্যানারিগুলো কোরবানির ঈদের পরদিন বর্জ্য উৎপাদন করে ৩০-৩৫ হাজার ঘনমিটার।

দেশের চামড়া খাতে সুদিন কি আসবে

প্র-বাণিজ্য প্রতিবেদক

চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় অবস্থিত টি কে গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রিফ লেদার লিমিটেড নামের ট্যানারিটি বছর চারেক আগেও ক্রয়াদেশ সংকটে ভুগছিল। চামড়ার দামও ভালো পাচ্ছিল না। ২০২০ সালের শুরুর দিকে চামড়া খাতের বৈশ্বিক সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ পায় প্রতিষ্ঠানটি। তারপর থেকেই তাদের ব্যবসা ঘুরে দাঁড়ায়।

বর্তমানে রিফ লেদার মাসে ৪ লাখ থেকে সাড়ে ৪ লাখ বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করে। তাদের ৯-১০টি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টিই ইউরোপের। ভারতের দুটি জুতার কারখানায়ও তারা চামড়া সরবরাহ করে। এমনকি ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের জুতা উৎপাদন করে এমন বাংলাদেশি কারখানায়ও চামড়া সরবরাহ করছে এই পরিবেশবান্ধব ট্যানারি।

রিফ লেদারের পরিচালক মো. মোকলেসুর রহমান গতকাল রোববার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরিবেশবান্ধব ট্যানারি গড়ে তোলার পর আমাদের বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের অপচয় কমেছে। অন্যদিকে চামড়ার দামও ভালো মিলছে। বর্তমানে ক্রয়াদেশের কোনো কমতি নেই আমাদের।'

রিফ লেদার নিজেরা পারলেও সাভারের হেমায়েতপুরের চামড়াশিল্প নগরকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি সরকার। ২০০ একর জমিতে একটি চামড়াশিল্প নগর করতে ২১ বছর পার করেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। ২০০৩ সালে নেওয়া হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে বর্তমানে সচল ট্যানারির সংখ্যা ১৪২। তবে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এখনো পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। কঠিন বর্জ্য ফেলার জায়গা বা ডাম্পিং ইয়ার্ডের স্থায়ী ব্যবস্থাও হয়নি। পরিবেশদূষণের কারণে এই শিল্পনগরের কোনো ট্যানারি এলডব্লিউজি সনদের জন্য আবেদন করতে পারছে না।

চামড়া খাতের এই ব্যর্থতার কারণে কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান নিতে পারছে না বাংলাদেশ। কারণ, বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলোর কাছে ভালো দামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিক্রি করতে হলে এলডব্লিউজি সনদ থাকতে হয়। বাংলাদেশে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানের এই সনদ আছে। ফলে দেশের রপ্তানিকারকেরা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইউরোপসহ অনেক দেশে জুতাসহ বিভিন্ন চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এলডব্লিউজি সনদ পাওয়া কারখানার চামড়া ব্যবহারের শর্ত রয়েছে। এ কারণে দেশের বেশ কয়েকটি জুতা ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বছরে প্রায় ১৫ কোটি ডলারের চামড়া আমদানি করতে হচ্ছে।

ফরচুন বিজনেস ইনসাইটসের তথ্যানুযায়ী, গত বছর চামড়া পণ্যের বৈশ্বিক বাজার ছিল ৪৪১ বিলিয়ন বা ৪৪ হাজার ১০০ কোটি ডলারের। চলতি বছর সেটি বেড়ে ৪৬ হাজার ৮০০ কোটি ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপের বাজারই ১৬ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের।

চামড়া পণ্যের এত বিশাল বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা খুবই সামান্য। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২৪ কোটি ৫২ লাখ মার্কিন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

অন্যান্য দেশ এগিয়ে যাচ্ছে

২০০৫ সালে নাইকি, অ্যাডিডাস ও টিম্বারল্যান্ডের মতো কয়েকটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ও জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিলে এলডব্লিউজি গঠন করে। পরিবেশ সুরক্ষায় জোর দিয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করাই সংস্থাটির লক্ষ্য। বর্তমানে বিশ্বে এক হাজারের বেশি ব্র্যান্ড ও সরবরাহ খাতের প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজির সদস্য।

এলডব্লিউজির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সংস্থাটি কারখানা নিরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ মান কাঠামো তৈরি করেছে। সে আলোকে নিরীক্ষা করে কারখানাগুলোকে গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ ও সাধারণ কারখানা—এভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। কারখানা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তারা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অন্যান্য উপাদানের ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, কাঁচামালের উৎস; জ্বালানি ও পানির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে।

সংস্থাটির ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৭৩৩টি ট্যানারি এলডব্লিউজির সনদ পেয়েছে। এসব ট্যানারি বছরে ৫৩৯ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদন করে। বর্তমানে এই সংস্থার সনদ পাওয়া সবচেয়ে বেশি ট্যানারি রয়েছে চীনে, যা সংখ্যায় ১৮৪। ভারতে এই সনদ পেয়েছে ১৭৭টি ট্যানারি। তাদের বেশ কয়েকটি নতুন ট্যানারি এই সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ ছাড়া ইতালিতে এলডব্লিউজির সনদ পাওয়া ট্যানারি আছে ১৩১টি।

বাংলাদেশে মাত্র দুটি ট্যানারির এলডব্লিউজি সনদ রয়েছে। এর মধ্যে দেশে প্রথম এলডব্লিউজি সনদ পায় অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ট্যানারি ইউনিট, ২০১৫ সালে। তারা নিরীক্ষায় সেরা মান, অর্থাৎ গোল্ড কারখানার মর্যাদা পেয়েছে। অ্যাপেক্স ওয়েট ব্লু নয়, চামড়া প্রক্রিয়াকরণের দ্বিতীয় ধাপ 'ক্রাস্ট' ও তৃতীয় ধাপ 'ফিনিশড' পর্যায়ে কাজ করে। আর ২০২০ সালের শুরুর দিকে ওয়েট ব্লু পর্যায়ে এলডব্লিউজি সনদ পায় চট্টগ্রামের রিফ লেদার। এ ছাড়া এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে এলডব্লিউজি সনদ দেওয়ার বিষয়ে নিরীক্ষা চলছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, চামড়াশিল্প নগরে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় ট্যানারির মালিকেরা এলডব্লিউজি সনদের জন্য আবেদন করতে পারছেন না। যদিও এখন প্রায় ২০টি ট্যানারি এই সনদ পাওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ট্যানারিগুলো প্রক্রিয়াজাত প্রতি বর্গফুট চামড়া ৮৫-৯০ সেন্টে রপ্তানি করছে। অথচ এলডব্লিউজি সনদ থাকলে এর দ্বিগুণ দামে চামড়া ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা যেত।

সাভারের চামড়াশিল্প নগরে পরিবেশদূষণ বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগারের (সিইটিপি) বাইরে নিজস্ব বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) তৈরি করতে দুটি ট্যানারিকে অনুমতি দেয় শিল্প মন্ত্রণালয়। ট্যানারি দুটি হচ্ছে অ্যাপেক্স ও বে। পরিকল্পনা ছিল, ইটিপি স্থাপন শেষে ট্যানারি দুটি এলডব্লিউজি সনদের জন্য আবেদন করবে। বে ট্যানারি ইটিপি স্থাপনের কাজ করলেও অ্যাপেক্স করছে না। কারণ জানতে চাইলে অ্যাপেক্সের এক কর্মকর্তা জানান, ইটিপি স্থাপনের পর পরিশোধন করা বর্তমান পাইপলাইনে ছাড়া যাবে না। এ জন্য নতুন লাইন করতে হবে। সেই লাইন আরেকটি কারখানার নিচ দিয়ে নির্মাণ করতে হবে। বিসিকের এমন বিধিনিষেধের মীমাংসা না হওয়ায় তাঁরা নির্মাণকাজে হাত দেননি।

বিশেষজ্ঞ অভিমত

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডির) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, চামড়াজাত পণ্যের বিশ্ববাজারে পরিবেশের মানদণ্ড পরিপালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের ব্যবসায়ীদের প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দেশের অভ্যন্তরীণ নাকি বিদেশের বাজারকেও তাঁরা প্রাধান্য দেবেন। রপ্তানি বাজারকে অগ্রাধিকার দিলে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি তাঁদের বিনিয়োগে মনোযোগ দিতে হবে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ চারটি ধাপে এগোতে পারে। প্রথমত, হেমায়েতপুরসহ অন্যান্য এলাকার ট্যানারিগুলোর মধ্যে যাদের সক্ষমতা আছে, তাদের ইটিপি স্থাপনসহ এলডব্লিউজি সনদের জন্য অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেওয়া। দ্বিতীয়ত, হেমায়েতপুরের শিল্পনগরের সিইটিপিকে এলডব্লিউজি মানদণ্ডে উন্নীত করতে নতুন প্রকল্প নেওয়া। এ জন্য সংস্থাটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজটি করা যেতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মালিকদের মতামত আগে নিতে হবে। তৃতীয়ত, রপ্তানিমুখী বাজারের জন্য জামালপুরে প্রস্তাবিত চামড়াশিল্প নগরটি শুরু থেকেই এলডব্লিউজির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। চতুর্থত, পরিবেশবান্ধব চামড়াশিল্প নগর গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে অনীহাও একটি বাধা। জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রম বাজার
Financial Express Sunday, July 9, 2023

'Industry-academia linkage' needed for skill dev

Industry-academia platform soon

FE REPORT

Speakers at a discussion on Saturday stressed the need for an industry-academia linkage to reduce skill mismatch.

They also recommended better collaboration, coordination and synchronisation between the industry and academia to secure the country's future economic development as well as to reduce the existing skill mismatch.

The discussion titled "Industry-Academia Linkage: Employability of Graduates in the changing global context" was organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at the trade body's office.

DCCI President Barrister Sameer Sattar chaired the event.

He said the industry-academia linkage was instrumental in creating a skilled and industry-oriented workforce.

"It ensures a workforce -- ready with a specialised skills set for the relevant industries but the linkage has still not been fully developed due to our conventional educational system. The absence of an academia-industry harmony results in an increasing skills gap in the workforce," he said.

"So, it is very important to focus on industry-academia linkage in order to take full advantage of Bangladesh's demographic dividend," he said.

He called for conducting joint research and development activities, developing educational infrastructure, creating a national employment database, arranging need-based curriculum and skills trainings as well as strengthening the technical and vocational education system (TVET).

He said every year US $ 8-10 billion is remitted from Bangladesh as salary paid to foreign workers.

He stressed the need for creating skilled manpower in the country so that "We can save this valuable outward remittance".

Education Minister Dr Dipu Moni speaking as the chief guest said the government was stressing commercialisation of research and development initiatives.

She said a transformation in "Our national curriculum system is already visible".

She reiterated the need for bringing in soft skills, re-skilling and up-skilling, team-work development, technology adaptation, changing mindset, demand mapping and expediting TVET education.

By 2027 analytical thinking, creative thinking AI and big data would have more demand. In future technology would create more jobs

DCCI President Barrister Sameer Sattar speaking at a discussion titled "Industry-Academia Linkage: Employability of Graduates in the changing global context" at the DCCI office in the city on Saturday with Education Minister Dr Dipu Moni attending it as the chief guest

She said at present enrolment rate in the TVET is 17 per cent.

Diversification of education is more important, it will not be the right decision to attract students only to medical or engineering education, she said.

Nasreen Afroz, Executive Chairman (Secretary), National Skills Development Authority (NSDA), said the NSDA was keen to create skilled manpower for export.

She also said a 'Skills Qualification Framework' was formed under the chairmanship of the education minister.

Fourteen skills development councils have already been formed.

She expressed her hope that in future the relation between industry and academia would be more expedited.

She also requested industry leaders to arrange such workshops and seminars involving relevant stakeholders.

She further said the NSDA has been arranging funding from the Human Resource Development Fund of the Ministry of Finance for those who were involved in conducting skills development training.

Dr. Sayema Haque Bidisha, Professor of Economics, University of Dhaka and Research Director, SANEM, while presenting the keynote paper has highlighted that one of the challenges of the labour market of Bangladesh is absence of strong linkage between the supply and demand sides- primarily between the academia and the industry.

She said that to address the skills mismatch, strong Industry-Academia linkage was needed.

She further said that by the year 2027 analytical thinking, creative thinking, artificial intelligence (AI) and big data would have more demand. In future technology would create more jobs, she added.

In the panel discussion session, Professor of Institute of Business Administration (IBA) Mohammad Abdul Momen stressed need-based curriculum development, development of IT infrastructure, skills training and adopting industry-specific programmes.

Women's participation in "Our industry is very low", he added.

Moreover, he urged the authorities to reduce dependence on foreign workers working in different companies in Bangladesh.

Managing Director of Apex Footwear Limited Syed Nasim Manzur requested for private sector representation in the development process of curriculum to ensure quality education.

Vice Chancellor of BUET Prof. Satya Prasad Majumder underscored the importance of having joint collaboration and cooperation between industry and academia.

Industries should come forward with more research and development with their own investment, he said.

He suggested developing a fourth industrial revolution (4IR) policy.

Member of University Grants Commission (Commission) Prof. Dr. Md. Sazzad Hossain said that UGC was going to establish an industry-academia platform soon.

Former CFO of Snapchat Inc. Imran Khan said that ICT, innovation, digital marketing and IT outsourcing would create a big job opportunity for the graduates.

Country Director of ILO Tuomo Poutiainen and Shafquat Haider, member, governing board, NSDA, also spoke on the occasion.

DCCI Senior Vice President SM Golam Faruk Alamgir (Arman), members of the board of directors, among others, were also present during the seminar.

talhabinhabib@yahoo.com

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৬ জুলাই ২০২৩

প্রবাসী আয় ও রফতানির কল্যাণে অর্থনীতিতে স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত মাসটি ছিল কুরবানির ঈদের মাস। এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি প্রচুর রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন দেশে। সদ্য সমাপ্ত জুন মাসে ২২০ কোটি (২ দশমিক ২০ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা ছিল তিন বছর পর একক মাসের হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সের পর বছর শেষে রফতানি আয়েও বেশ ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুন মাসে ৫৩১ কোটি ডলার বা ৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয় এসেছে দেশে। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরের পুরো সময়ে রফতানি আয় এসেছে ৫৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থনীতির এই দুটি খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। বিশেষ করে চলমান ডলার সংকট দূর করতে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর সময়ের আলোকে বলেন, 'দেশের বর্তমান অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দুটি সংকটের একটি হচ্ছে ডলারের বাজারে অস্থিরতা বা ডলার সংকট। আরেকটি হচ্ছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এই সংকটময় অবস্থায় একই সঙ্গে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি অবশ্যই অর্থনীতির জন্য স্বস্তির খবর। তবে রেমিট্যান্স ও রফতানির এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাটাই হবে চ্যালেঞ্জের। যদি এই হারে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তা হলে দেশের অর্থনীতিও দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি রেমিট্যান্সের হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, জুন মাসে ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত তিন বছরে সর্বোচ্চ। তিন বছর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ (২ দশমিক ৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল, যা একক মাসের হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ওই অর্থবছরের মে মাসে, ২১৭ কোটি ১০ লাখ (২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন) ডলার। সদ্য সমাপ্ত জুন মাসে এর চেয়েও বেশি অর্থ ২২০ কোটি (২ দশমিক ২০ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। সে হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তিন বছর পর এক মাসের হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে জুনে।

সব মিলিয়ে বিদায়ি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি (২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের চেয়ে ২ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার।

রেমিট্যান্স ও রফতানিতে এই হারে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দেশের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে

ড. আহসান এইচ মনসুর

সদ্য সমাপ্ত জুন মাসে ২২০ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা

জুন মাসে ৫৩১ কোটি ডলার বা ৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয় এসেছে দেশে

দুই খাতে আয় বাড়ায় রিজার্ভেও কিছুটা স্বস্তি ফিরবে

রেমিট্যান্সের পর পণ্য রফতানিতেও ইতিবাচকভাবে বছর শেষ করেছে বাংলাদেশ। সদ্য বিদায়ি ২০২২-২৩ অর্থবছরে রফতানি হয়েছে ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। আর এই রফতানি আয়ের ৮৪ দশমিক ৫৮ শতাংশই এসেছে পোশাক খাত থেকে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

মে মাসের ধারাবাহিকতায় জুন মাসেও রফতানিতে ইতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। আগের বছরের একই মাসের তুলনায় গত জুনে বাংলাদেশের রফতানি আয় ২ দশমিক ৫১ শতাংশ বেড়েছে। জুন মাসে ৫৩১ কোটি ডলার বা ৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। জুনে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ কম অর্জিত হলেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে আড়াই শতাংশ। গত বছরের এ সময়ে ৪ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছিল।

ডলার সংকট, আমদানিতে বাধা ও কলকারখানায় নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির অভাবে বিগত কয়েক মাস ধরে রফতানি খাত প্রবৃদ্ধির মুখ দেখছিল না। মার্চে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৪৯ শতাংশ, এপ্রিলে ১৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। তবে মে মাস থেকে রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। সেই মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৬ শতাংশের বেশি। জুন মাসে তা অব্যাহত থেকেছে। এ প্রবৃদ্ধির ফলে বিদায়ি অর্থবছরে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ৫৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার।

২০২১-২২ অর্থবছরে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এক অর্থবছরে ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। যদিও বিদায়ি অর্থবছরের রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। সেই লক্ষ্যের চেয়ে রফতানি কম হয়েছে ৪ দশমিক ২১ শতাংশ বা ২৪৪ কোটি ডলার।

ডলার সংকট নিয়ে বছরখানেক ধরেই দেশের অর্থনীতি চাপের মধ্যে রয়েছে। আর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মূল দুই উৎস হচ্ছে প্রবাসী আয় ও পণ্য রফতানি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দুটি উৎস থেকেই গত বছরের শেষ দিকে বৈদেশিক মুদ্রা আসা কিছুটা কমে যায়। অবশ্য পরে তা ঘুরে দাঁড়ায়।

ইপিবির প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, বিদায়ি অর্থবছরে তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতার রফতানি বেড়েছে। অন্যদিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল ও প্রকৌশল পণ্যের রফতানি কমেছে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সূচক হচ্ছে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ। আর এই রিজার্ভের প্রধান দুই উৎস হচ্ছে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স। এই দুই খাতে আয় বাড়ায় রিজার্ভেও কিছুটা স্বস্তি ফিরবে বলে মত অর্থনীতিবিদদের।

প্রথম আলো • বুধবার, ৫ জুলাই ২০২৩,

পোশাক ছাড়া বড় পাঁচ খাতে বড় দুশ্চিন্তা

রপ্তানি খাত

সদ্য বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে সাড়ে ৮৪ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকের কল্যাণে সদ্য বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছর সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় থাকলেও বড় কয়েকটি খাতের রপ্তানির তথ্য দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। কারণ, পোশাকের পর বড় পাঁচ খাতের রপ্তানি কমে গেছে। এর ফলে এক বছরের ব্যবধানে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার রপ্তানির ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেছে দুটি খাত। খাত দুটি হলো পাট ও পাটজাত পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। অন্যদিকে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি পৌনে এক বিলিয়ন থেকে অর্ধ বিলিয়নে নেমেছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক ছাড়া কেবলমাত্র চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং হোম টেক্সটাইলের রপ্তানির পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের বেশি।

রপ্তানিকারকেরা বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় সেসব দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাইরে অন্যান্য পণ্যের বিক্রি কমে গেছে। সে জন্য ক্রয়াদেশ কমে রপ্তানি কমেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, সদ্য বিদায়ী অর্থবছর ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে সাড়ে ৮৪ শতাংশ বা ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলার এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে ভালো প্রবৃদ্ধি হলেও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি কমে গেছে।

এদিকে বিদায়ী অর্থবছর তৈরি পোশাক ছাড়া অন্য বড় পাঁচ খাত ভালো করতে না পারায় সামগ্রিকভাবে দেশের পণ্য রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বিদায়ী অর্থবছরে ৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল সরকার। তবে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৪৪ কোটি ডলার কম হয়েছে রপ্তানি।

চামড়া ও হোম টেক্সটাইলে ক্রয়াদেশ কম

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছর চামড়া খাতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি ডলারের। তার আগের বছর রপ্তানি হয়েছিল ১২৫ কোটি ডলারের পণ্য। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি কমেছে পৌনে ২ শতাংশ।

চামড়া খাতের রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোমেন ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিক্রি কমায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউতে ব্র্যান্ডগুলোর অবিক্রীত জুতার মজুত বেড়েছে। সে কারণে ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়েছে। আমাদের ব্লু ওশান ফুটওয়্যার গত ২০২১-২২ অর্থবছর ৪২ লাখ জোড়া জুতা রপ্তানি করে, যা ত অর্থবছর তা কমে ২৫ লাখ জোড়ায় নেমেছে।'

এদিকে গত ২০২১-২২ অর্থবছর ১৬২ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়। ওই বছর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪৩ শতাংশ। সদ্য বিদায়ী অর্থবছর এ রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে ১১০ কোটি ডলারে।

বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিটিএলএমইএ) চেয়ারম্যান এম শাহাদাৎ হোসেন বলেন, 'সার্বিকভাবে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ার কারণেই রপ্তানি কমেছে। আবার কিছু ক্রয়াদেশ হাতছাড়াও হচ্ছে। কারণ, আমাদের প্রতিযোগী দেশ পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা ১২-১৩ শতাংশ কম দামে পণ্য বিক্রি করছেন।'

২০২২-২৩ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানি

মোট রপ্তানি	৫,৫৫৬ কোটি ডলার
তৈরি পোশাক	৪,৬৯৯ কোটি ডলার

পোশাকের পর শীর্ষ ৫ খাত

(কোটি ডলারে)

খাত	২০২১-২২	২০২২-২৩	প্রবৃদ্ধি
চামড়া ও চামড়া পণ্য	১২৫	১২২	-১.৭৪%
হোম টেক্সটাইল	১৬২	১১০	-৩২.৭৪%
পাট ও পাটজাত পণ্য	১১৩	৯১	-১৯.১%
কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য	১১৬	৮৪	-২৭.৪৭%
প্রকৌশল পণ্য	৮০	৫৬	-৬.৩৭%

প্রতিযোগিতায় পারছে না কৃষিপণ্য

টানা দুই বছর কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার পর বিদায়ী অর্থবছর ধস নেমেছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছর ৮৪ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ২৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ কম।

জানতে চাইলে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, কাঁচামালের খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছেন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানিকারকেরা। সম্ভাবনাময় এ খাতের রপ্তানি বাড়াতে কাঁচামালের দাম সহনীয় রাখতে সরকারের সহযোগিতা দরকার।

প্রকৌশল পণ্যেও দুর্দিন

গত ২০২১-২২ অর্থবছর এ খাতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ডলারের বেশি। সদ্য বিদায়ী অর্থবছর তা কমে ৫৯ কোটি ডলারে নেমেছে। প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, কপার তার, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক পণ্য ও বাইসাইকেল।

বাইসাইকেল রপ্তানি কমে যাওয়ার বিষয়ে মেঘনা করপোরেশনের পরিচালক মো. লুৎফুল বারী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাইকেল রপ্তানিতে আমাদের মূল বাজার ইইউ। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এই বাজারে সাইকেলের বিক্রি কমেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি ক্রয়াদেশ কমেছে। আবার যেটুকু ক্রয়াদেশ ছিল, তার সবটুকুও গ্যাস-বিদ্যুতের কারণে করা যায়নি। সে কারণেও রপ্তানি কমেছে।'

পাটের চাহিদা কমছে ধারাবাহিকভাবে

দুই বছর ধরে এ খাতের রপ্তানি কমছে। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছর ৯১ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১৯ শতাংশ কম। বিদায়ী অর্থবছর পাট খাতের ৯১ কোটি ডলারের রপ্তানির মধ্যে কাঁচা পাটের ২০ কোটি, পাটের সুতার ৫০ কোটি এবং পাটের ব্যাগ ও বস্তার ১১ কোটি ডলার রয়েছে। এই তিন উপখাতের রপ্তানি কমেছে ৮ থেকে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান জাহিদ মিয়া বলেন, পাটপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বের ক্রেতারাই বিকল্প পণ্যে ঝুঁকছেন। এতে রপ্তানি কমছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৯ জুলাই ২০২৩

দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি মেটাতে শিল্প-শিক্ষা খাতের সমন্বয় অপরিহার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

'দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি মেটাতে শিল্প-শিক্ষা খাতের সমন্বয় অপরিহার্য। এর অভাবে প্রতি বছর দক্ষ জনশক্তির অভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়।' গতকাল ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে 'শিল্প-শিক্ষা খাতের সমন্বয় : পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধান অতিথি এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং সানেম-এর গবেষণা পরিচালক ড. সায়েমা হক বিদিশা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি টমো পুটিনেন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বডির সদস্য সাফকাত হায়দার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, শিক্ষা ও শিল্প খাতের সমন্বয় নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত আলোচনা হচ্ছে, এখন সময় এসেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার এবং এ জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ অতীব জরুরি। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ও শিল্প খাতের মধ্যে কিছুটা আস্থার ঘাটতি আমরা পরিলক্ষিত করছি, যার নিরসন একান্ত আবশ্যক। তিনি জানান, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি 'রূপান্তর পরিবর্তন' আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে 'একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান' তৈরির আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে জনবল তৈরির লক্ষ্যে একটি ইকো-সিস্টেম প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ৯ জুলাই ২০২৩,

এক দশকে প্রবাসী আয়ে বড় বাঁকবদল

৬৫% হিস্যাই পাঁচ দেশের

এক দশক আগে প্রবাসী আয়ের বড় অংশ ছিল সৌদি আরবের। এখন বড় অংশ আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

সুজয় মহাজন, *ঢাকা*

গত এক দশকে দেশে রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয়ের প্রবাহে বড় ধরনের বাঁকবদল হয়েছে। সবচেয়ে বেশি জনশক্তি যে দেশে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রবাসী আয় আসা কমছে। আর যেখানে জনশক্তি রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই, সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রবাসী আয় বাড়ছে। ফলে অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও বিশ্লেষকদের মধ্যে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

কেউ বলছেন, প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে হুন্ডি। আবার কেউ বলছেন, দেশ থেকে অর্থ পাচার হওয়ার সঙ্গে এই পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ পাচার হওয়া অর্থ প্রবাসী আয় হিসেবে দেশে ফিরে আসছে। আর প্রবাসী আয় হিসেবে দেশে অর্থ আনলে আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনাও পাওয়া যায়।

দেশের জন্য এখন প্রবাসী আয়ের দ্বিতীয় শীর্ষ উৎস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। আর শীর্ষে রয়েছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসছে সৌদি আরব থেকে। সরকারের বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় এ চিত্র পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, দেশে প্রবাসী আয়ের শীর্ষ পাঁচ উৎস হচ্ছে সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, যুক্তরাজ্য ও কুয়েত। সদ্যসমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই পাঁচ দেশ থেকেই এসেছে প্রায় ৬৫ শতাংশ রেমিট্যান্স। তবে বিদায়ী অর্থবছরে সৌদি আরব ও কুয়েত থেকে আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবাসী আয় কমেছে। অন্যদিকে বাকি তিন শীর্ষস্থানীয় উৎস যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও যুক্তরাজ্য থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের মোট প্রবাসী আয়ের সাড়ে ২৬ শতাংশ এসেছিল শুধু সৌদি আরব থেকে। সদ্যবিদায়ী অর্থবছরে সৌদি আরবের অংশ বা হিস্যা কমে সাড়ে ১৭ শতাংশে নেমেছে। আর ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের মোট প্রবাসী আয়ের প্রায় ১৩ শতাংশ এসেছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যা ১০ বছরের ব্যবধানে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বেড়ে প্রায় ১৬ দশমিক ৩০ শতাংশে উঠেছে। গত ১০ বছরে প্রবাসী আয়ে শতাংশের হিসাবে সৌদি আরব, ইউএই, ওমান, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের হিস্যা কমেছে। এর বিপরীতে কাতার, বাহরাইন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বেড়েছে।

সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী ২০২২ সালে দেশের মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৫৪ শতাংশই হয়েছে সৌদি আরবে। দেশ থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হয় ওমানে। তৃতীয় স্থানে থাকা ইউএইতে রপ্তানি হয় ৯ শতাংশ জনশক্তি। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে ৬ শতাংশ ও মালয়েশিয়ায় সাড়ে ৪ শতাংশের মতো জনশক্তি রপ্তানি হয়।

বিদেশ থেকে আসা প্রবাসী আয়ের মতো গত ১০ বছরে দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ২০১২ সালের মোট জনশক্তি রপ্তানির সর্বোচ্চ সাড়ে ৩৫ শতাংশই গিয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। তখন দ্বিতীয় স্থানে ছিল ওমান। এই আরব দেশটিতে মোট জনশক্তি রপ্তানির ২৮ শতাংশ গিয়েছিল। আর সৌদি আরবে গিয়েছিল মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ জনশক্তি। ১০ বছরের ব্যবধানে এখন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয় সৌদি আরবে। অথচ ২০১২ সালে দেশটি প্রথম পাঁচেই ছিল না।

> **সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়ে গেছে। এর একটি বড় কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েন। দেশ থেকে সেখানে যাওয়া অর্থের একটি বড় অংশ এখন ফেরত আসছে।**
>
> **তাসনিম সিদ্দিকী**, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ও জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাঁকবদলের বিষয়ে সম্প্রতি রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় আসা বেড়ে গেছে। এর একটি বড় কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক টানাপড়েন। এ দেশ থেকে সেখানে যাওয়া অর্থের একটি বড় অংশ হয়তো এখন ফেরত আসছে। এ ক্ষেত্রে প্রণোদনা ও ডলারের বাড়তি দামের সুবিধাও মিলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩৫২ কোটি ডলার এসেছে। একই সময়ে সৌদি আরব থেকে এসেছে প্রায় ৩৭৭ কোটি ডলার। এই দুই দেশ থেকেই এসেছে মোট প্রবাসী আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে দেশে মোট ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরের ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলারের তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি। আগের বছরের তুলনায় সদ্যবিদায়ী অর্থবছরে ইউএই থেকে প্রবাসী আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪৬ শতাংশ। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় আড়াই শতাংশ ও যুক্তরাজ্য থেকে প্রায় ২ শতাংশ বেড়েছে।

> **নব্বইয়ের দশকের পর যাঁরা যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন, তাঁদের অনেকেই এখন সেখানে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের একটি অংশ এখন দেশে বাড়ি, ফ্ল্যাট ও সম্পত্তি কিনতে বড় অঙ্কের অর্থ পাঠাচ্ছেন।**
>
> **আনিস এ খান**, সাবেক চেয়ারম্যান, এবিবি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রবাসী আয় বাড়ছে কেন

প্রবাসী আয়সংক্রান্ত লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকাররা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বৈধভাবে দুই পন্থায় দেশে প্রবাসী আয় আসে। একটি সরাসরি ব্যাংক থেকে ব্যাংকে। অন্যটি মুদ্রা লেনদেনকারী বিদেশি বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানো তুলনামূলক সহজ। এ কারণে আউটসোর্সিংয়ের বেশির ভাগ অর্থ এ দেশে আসে এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে, যা একেবারে শেষ ধাপে ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। তাতে ব্যাংক থেকে প্রবাসী আয়ের বিপরীতে আড়াই শতাংশ প্রণোদনাও মেলে।

ব্যাংকারদের আরেকটি অংশ বলছেন, দেশে ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় এবং প্রবাসী আয়ের বিপরীতে সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ায় এই সুবিধা নিতে পাচার হওয়া অর্থের একটি অংশ দেশে আনা হচ্ছে। পরে তা হয়তো আবার ঘুরেফিরে বিদেশ চলে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন এবিবির সাবেক চেয়ারম্যান আনিস এ খান বলেন, নব্বইয়ের দশকের পর যাঁরা যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন, তাঁদের অনেকেই সেখানে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের একটি অংশ এখন দেশে বাড়ি, ফ্ল্যাট ও সম্পত্তি কিনতে বড় অঙ্কের অর্থ পাঠাচ্ছেন। পাচার হওয়া অর্থেরও একটি অংশ হয়তো বাড়তি লাভের আশায় দেশে ফেরত আনা হচ্ছে। তাঁরা যে পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠান, তা মধ্যপ্রাচ্যে থাকা কয়েক হাজার লোক মিলেও পাঠাতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা পেশায় শ্রমিক, যাঁদের আয়ও কম।

ডলারের বেশি দামে ভালো লাভ

উদাহরণ দিয়ে বলা যাক, কোনো এক ব্যক্তি পাচার হওয়া এক লাখ ডলার দেশে ফেরত আনবেন। তাতে তিনি প্রতি ডলারের ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা হিসাবে ১ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাবেন। সেই সঙ্গে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা বাবদ বাড়তি পাবেন প্রায় ২ লাখ ৭১ হাজার টাকার। দুটি মিলিয়ে এক লাখ ডলার দেশে আনলে প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ ২১ হাজার টাকারও বেশি মিলবে। অথচ এক বছর আগে যখন ডলারের দাম ছিল ৮৬ টাকা, তখন কেউ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ লাখ ডলার আনলে পেতেন ৮৬ লাখ টাকা। তার সঙ্গে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা বাবদ বাড়তি পেতেন আরও ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে পাওয়া যেত ৮৮ লাখ ১৫ হাজার টাকা। তার মানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেউ এখন ১ লাখ ডলার দেশে পাঠালে তাতে এক বছর আগের তুলনায় ২৩ লাখ টাকার বেশি মিলছে। তাই বাড়তি লাভের সুবিধা নিতে কেউ কেউ পাচারের অর্থ দেশে আনছেন।

কারা পান প্রণোদনার অর্থ

সরকার গত কয়েক বছর ধরে প্রবাসী আয়ের বিপরীতে আড়াই শতাংশ বাড়তি প্রণোদনা দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের অর্জিত অর্থের বিপরীতেও আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া দেশে বসে আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে যে অর্থ আয় হয়, সেটির বিপরীতেও প্রণোদনা সুবিধা দেওয়া হয়। তবে প্রণোদনা পেলেও এসব অর্থ চূড়ান্ত হিসাবে প্রবাসী আয়ের হিসাবে যুক্ত হচ্ছে না।

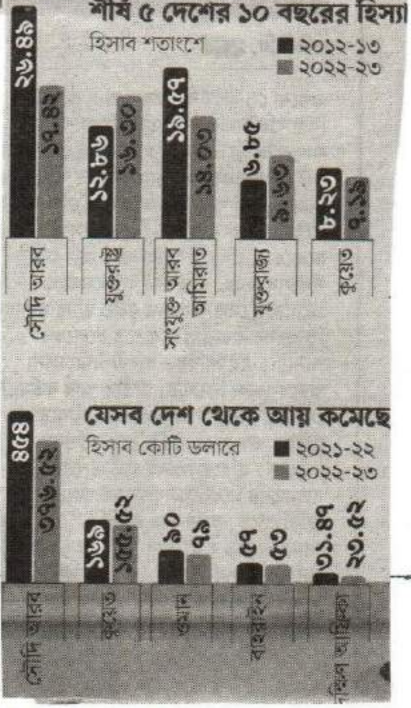

বণিকবার্তা বুধবার, জুলাই ১২, ২০২৩

দেশের খাদ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পের প্রবৃদ্ধির চিত্র

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন পরিস্থিতি নিয়ে ধারাবাহিক
পর্ব ১

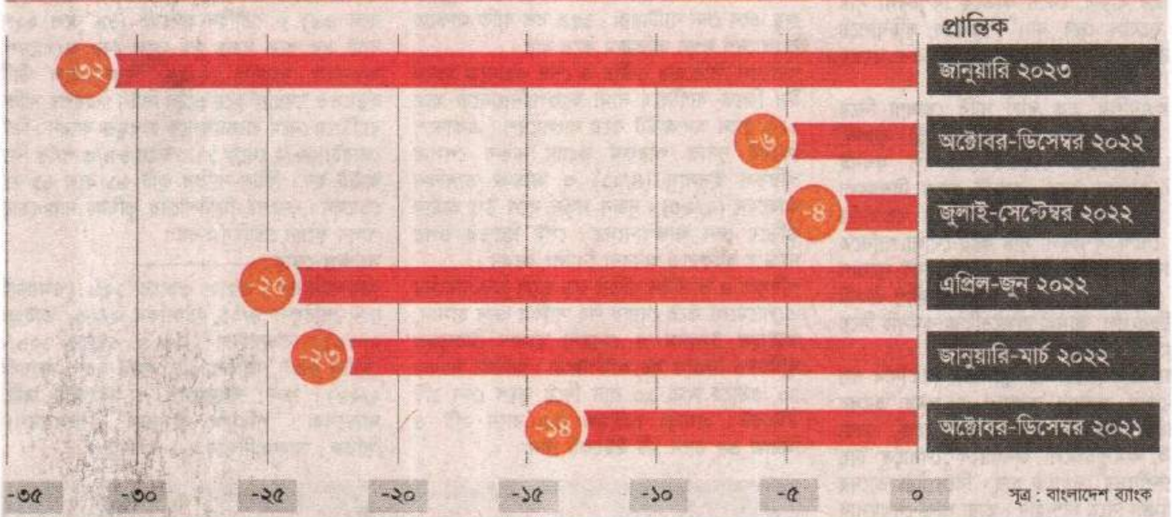

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

মূল্যস্ফীতির চাপ ও ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি

১৬ মাস ধরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে খাদ্য শিল্পের উৎপাদন

মেহেদী হাসান রাহাত ও শাহাদাত বিপ্লব ■

মূল্যস্ফীতিতে সংকুচিত ক্রেতার ক্রয়সক্ষমতা। কমেছে ভোগ। অন্যদিকে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও ডলার সংকটে আমদানি ব্যাহত হওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি। একদিকে চাহিদা ও ভোগের নিম্নমুখিতা, অন্যদিকে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি ও কাঁচামালের সরবরাহ সংকট; সব মিলিয়ে উৎপাদন কমছে দেশের বৃহৎ ও মাঝারি খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর। টানা ১৬ মাস ধরে এ শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন কমে আসছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।

দেশের উৎপাদন খাতের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিয়ে নিয়মিতভাবেই হিট ম্যাপ উপস্থাপন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) থেকেই খাদ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। ওই প্রান্তিকে খাতটির উৎপাদন কমেছে (ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি) ১৪ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের তৃতীয় (জানুয়ারি-মার্চ) ও চতুর্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) উৎপাদন হ্রাসের ধারা বজায় ছিল। এ সময় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক ২৩ ও ২৫ শতাংশ।

সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরেও দেখা গেছে একই চিত্র। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশের খাদ্য শিল্পে উৎপাদন কমেছে ৪ শতাংশ। এর পরের প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক ৬ শতাংশ। সর্বশেষ গত জানুয়ারি শেষে এর হার আরো বেড়ে ঋণাত্মক ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে ১৬ মাস ধরেই দেশের খাদ্য শিল্প উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন প্রবৃদ্ধি রয়েছে নেতিবাচক অবস্থানে। যদিও এ সময়ে সার্বিকভাবে উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ইতিবাচক। উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রভাবে এ খাতের ভার ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বিবিএসের তথ্যানুসারে, দেশের খাদ্য শিল্পের উপখাত আটটি। এগুলো হলো মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, মাছ, ঝিনুক-শামুক প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, ফল-সবজি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তেল-চর্বি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, মিলে তৈরি খাদ্যশস্য, শ্বেতসার ও শ্বেতসার পণ্য উৎপাদন, অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং প্রস্তুতকৃত পশুখাদ্য উৎপাদন শিল্প।

মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্পের মধ্যে রয়েছে গরু, ছাগল, পোলট্রি ও শূকরের মাংস প্রস্তুত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ক্যানজাত করা, প্রাণিজ মাংসের ভক্ষণযোগ্য উপজাত উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য মাংস ও মাংসজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ।

এর মধ্যে মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এখন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছেন। এজন্য তারা পশু বা পোলট্রি খাতে ফিডের মূল্যবৃদ্ধি ও বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর একাধিপত্যকেই দায়ী করছেন সবচেয়ে বেশি। আবার প্রান্তিক খামারিদের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তার অপর্যাপ্ততার অভিযোগও তুলেছেন অনেকে।

বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সুমন হাওলাদার বলেন, 'করোনার পর থেকে পোলট্রি খাতে প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদন কমেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই খামার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ফলে ৩০-৪০ শতাংশ প্রান্তিক খামার বন্ধ হয়ে গেছে। তবে করপোরেট কোম্পানিগুলোর উৎপাদন এ সময়ে বেড়েছে। কারণ তারা একই সঙ্গে খাদ্য, বাচ্চা, ডিম

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

১৬ মাস ধরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে

১ম পৃষ্ঠার পর

ও মাংস উৎপাদন করে। ফলে তারা বিভিন্ন ধাপে দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। হঠাৎ বাচ্চার দাম বাড়িয়ে দেয় আবার হঠাৎ মাংসের দাম বাড়িয়ে দেয়। এতে প্রান্তিক খামারিরা টিকতে পারে না। সরকারি সহায়তাও করপোরেটরা পায়। প্রান্তিকরা সেভাবে পায় না।'

মাছ, ঝিনুক ও শামুক প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শুঁটকি, কৃত্রিমভাবে শুকানো মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, ঝিনুক ও এ-জাতীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, মাছ প্রক্রিয়াজাত ও ক্যানজাত, ব্যাঙের পা প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ, ফিশমিল উৎপাদন এবং অন্যান্য মাছজাতীয় পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ।

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্পের মধ্যে রোদে ও কৃত্রিমভাবে শুকানো ফল ও সবজি, রেডিয়েশনের মাধ্যমে ফল ও সবজি সংরক্ষণ, ফল কিংবা সবজির জুস ও কনসেনট্রেটস, স্কোয়াশ ও পাউডার উৎপাদন, সস, জ্যাম, জেলি, চাটনি ও আচার উৎপাদন, ফল ও সবজি ক্যানজাত করা, পটেটো ফ্লাওয়ার ও মিল উৎপাদন এবং ভেজিটেবল মিলস উৎপাদন শিল্প রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ শিল্পে এমন কিছু খাদ্যপণ্য রয়েছে, যেগুলো অত্যাবশ্যকীয় না হলেও দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তারা নিয়মিতভাবেই ভোগ করে থাকেন। মূলত এ শ্রেণীর ভোক্তাদের উত্থানের কারণেই দেশের ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাজার সম্প্রসারণ করেছে। যদিও মূল্যস্ফীতির অভিঘাতে সংকুচিত হয়েছে এ শ্রেণীর ভোক্তাদের ক্রয়সক্ষমতা। ফলে তাদের অত্যাবশ্যকীয়ের বাইরে অন্যান্য খাদ্যপণ্যের ভোগ কাটছাঁট করতে হচ্ছে। তাছাড়া ডলার সংকটের কারণে আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিদেশ থেকে ফলসহ ১৩০ ক্যাটাগরির পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রক শুল্ক আরোপ করেছে সরকার। বাদাম ও বাদামজাত পণ্যসহ প্রক্রিয়াজাত ও ক্যানজাত বিভিন্ন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ডলারের প্রাপ্যতা আরো কঠিন হয়েছে পড়েছে। আবার প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও চাহিদামাফিক ডলার পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। খাদ্য শিল্পের পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমে এখন এসবেরই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তেল-চর্বি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেনেটেড তেল ও বনস্পতি ঘি উৎপাদন, উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বি, প্রাণিজ ভোজ্যতেল ও চর্বি, মাছের তেল, অভোজ্য প্রাণিজ তেল ও চর্বি, অয়েল কেকস ও মিলস, অয়েল সিডস, অয়েল নাটস এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তেল ও চর্বি উৎপাদন।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বণিক বার্তাকে বলেন, 'কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পণ্য উৎপাদনে অনেকের খরচ বেড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে ক্রেতার ওপর। ফলে স্বাভাবিকভাবে পণ্যের ভোগ কমে গেছে। পণ্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। একটি হচ্ছে ভলিউম, অন্যটি ভ্যালু। দামে বাড়ার কারণে ভ্যালুতে প্রবৃদ্ধি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভলিউমে কোনো প্রবৃদ্ধি আসেনি। ভলিউমের ভিত্তিতে হিসাব করলে প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হতে পারে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে তার প্রভাব বিক্রিতেও পড়ে। ডলার সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক মন্দা, রফতানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন শিল্পে উৎপাদন করা হচ্ছে মিল্ক পাউডার, আইসক্রিম পাউডার, কনডেন্সড মিল্ক, বেবি মিল্ক ফুড, ক্রিম, বাটার, চিজ, দই, ঘি, আইসক্রিম, কুলফিসহ অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য। মিলে তৈরি খাদ্যশস্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে চাল, আটা, ময়দা, ডাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্য থেকে তৈরি খাবার ও রেডিমেড মিক্সড পাউডার উৎপাদন। শ্বেতসার ও শ্বেতসার পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আলু থেকে স্টার্চ তৈরি, ভুট্টা, সাগু ও সাগুপণ্য, গ্লুকোজ, গ্লুকোজ সিরাপ ও মলটোজ, কর্ন অয়েল এবং অন্যান্য স্টার্চ উৎপাদন। এছাড়া এ শিল্পের অন্যান্য ক্যাটাগরিতে রয়েছে রুটি, বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি ও অন্যান্য বেকারি পণ্য উৎপাদন, আখ থেকে পরিশোধিত চিনি, মোলাসেস, অন্যান্য উৎস থেকে চিনি তৈরি, কোকো, চকলেট ও চকলেট জাতীয় পণ্য উৎপাদন, মিষ্টি উৎপাদন, চুইংগাম, ম্যাকারনি, নুডলস এবং এ-জাতীয় ময়দা উৎপাদনকারী পণ্য, চা, কফি ও কফি জাতীয় পণ্য, পরিশোধিত লবণ এবং প্রক্রিয়াজাত বাদাম উৎপাদন। এছাড়া গরু, ছাগল, মহিষ, পোলট্রি, পোষা প্রাণী এবং অন্যান্য পশুর খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে প্রস্তুতকৃত পশুখাদ্য উৎপাদন শিল্পের আওতায়।

বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিডিএফএ) মহাসচিব শাহ ইমরান বলেন, 'পশুখাদ্যের দাম অনেক বেড়েছে। সে কারণে খামারিদের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। প্রায় ১২-১৫ শতাংশ খামার বন্ধ হয়ে গেছে। যে হারে পশুখাদ্যের দাম বাড়ছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সামনে উৎপাদন আরো কমে যাবে এবং সার্বিকভাবে এ খাতের ক্ষতিগ্রস্ততা বাড়বে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশে চলতি বছরের মার্চে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ। যদিও ওই সময়ে আটা, ডিম ও মাংসের মতো নিত্যপণ্যের দাম ছিল গড় মূল্যস্ফীতির প্রায় তিন গুণ। অত্যাবশ্যকীয় এসব খাদ্যপণ্যের উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয়সক্ষমতাকে সংকুচিত করেছে। যার প্রভাব পড়েছে অন্যান্য খাদ্যজাত পণ্যের ভোগের ওপর। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি এবং ডলার সংকট দেশের খাদ্যপণ্য উৎপাদকদের নেতিবাচক উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু বণিক বার্তাকে বলেন, 'কভিড-পরবর্তী সময়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর যে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে তার প্রভাব পড়েছে আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলোয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের বড় গ্রাহক হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষজন। মানুষের আয় কমে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় মৌলিক খাদ্যগুলোর ব্যয় নির্বাহ করতে কষ্ট হচ্ছে। আবার আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অনেক কিছুই উত্তর-পূর্ব ভারতে রফতানি হতো। আমাদের মতো মন্দার কারণে হয়তো সেখানে রফতানি কমে গেছে। দেশের সবকিছুর প্রতি মানুষের চাহিদা কমে গেছে। ফলে উৎপাদন কমবে। তাছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ছে। পরিবহন ব্যয় বাড়ছে। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ছে। এর সার্বিক প্রভাব পড়েছে উৎপাদনের ওপর।'

Financial Express Monday, July 10, 2023

40 global garment groups push to close actual-living wages gap

FE REPORT

They urge European trade unions to introduce a time-bound action

Some 40 global garment groups have sought support from the European trade unions for introducing a time-bound action to close the gap between actual and living wages.

The right groups in a joint letter called on the European trade unions to support the European citizens' initiative on living wages-- 'Good Clothes, Fair Pay Campaign'.

The initiative called on European Commission to implement specific legislation that would require garment brands and retailers importing into the EU market to put in place, implement, monitor, and publicly disclose a time-bound and target-bound plan to close the gap between actual and living wages.

The Asian right groups from nine countries including India, Cambodia, Pakistan, Indonesia and Sri Lanka also have 10 unions from Bangladesh.

When asked, KM Mintu, legal secretary at Bangladesh Garment Workers Trade Union Centre, one of the unions among the groups, said they made the call through Asia Floor Wage Alliance (AFWA) as European citizens can sign the petition to show support for the initiative.

One million signatures would bring garment makers in Asia, Europe, Africa and the Americas one step closer to a living wage, he said citing the letter and added that for decades, their trade unions have been fighting for higher wages in the garment sector.

"But while garment brands and retailers have seen their revenues and profits grow over the past decade - most even remained profitable during the Covid-19 pandemic - workers in garment production countries have not experienced a similar growth in their purchasing power," the letter said.

"In fact, quite the opposite! The gap between, what workers are earning and what constitutes a living wage, has grown or at best stayed the same."

The group explained that they are supporting the initiative because it calls for a binding mechanism for change.

For last 20 years, there was an 'explosive' growth in the amount of voluntary initiatives supposedly addressing the poverty wages in the sector.

"After all those years, we must conclude that voluntary initiatives will not merit any real change for workers: workers are still trapped in poverty."

They raised question as how many more generations of workers would face the same fate if they continue to invest their energy in voluntary initiatives, how many more years would this sector test workers' resilience only for the financial benefit of the already super rich.

It is high time they put this to an end and force brands to do better and pay the workers who build their profits a living wage, they noted.

"Legislation at EU level is a huge opportunity to change the lives of millions of workers and their dependents across the globe," they said in the letter.

munni_fe@yahoo.com

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৩, ২০২৩

পোশাকের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী, রফতানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য দুই অংকের

বদরুল আলম ■

কভিড-১৯ মহামারীর অভিঘাত কাটিয়ে ক্রমেই বাড়ছিল বাংলাদেশের পোশাক রফতানি। এর মধ্যে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তার প্রভাব পড়ে পুরো বিশ্বে। ফলে সব দেশকেই গত বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। কমে যায় পোশাকের ক্রয়াদেশ। বর্তমানে বড় বাজারগুলোর মূল্যস্ফীতির চিত্র বদলাতে শুরু করলেও ভোক্তাদের ক্রয়াভ্যাস ও ক্রেতাদের ক্রয়াদেশে তেমন কোনো পরিবর্তনের আভাস মিলছে না। এ পরিস্থিতির প্রতিফলন হিসেবে পোশাকের নিম্নমুখী উৎপাদন প্রবৃদ্ধির চিত্র উঠে এসেছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদনবিষয়ক সরকারি পরিসংখ্যানে। যদিও পোশাকপণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণে নেই বাস্তবতার প্রতিফলন। এমন পরিস্থিতিতেও চলমান অর্থবছর শেষে রফতানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে দুই অংকের।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নিয়মিতভাবে শিল্প উৎপাদনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়েছে প্রথম তিন মাসের পরিসংখ্যান। এতে দেখা যাচ্ছে, দেশের বৃহৎ এ শিল্প খাতের কারখানাগুলোয় জানুয়ারিতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ছিল দুই অংকের ঘরে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় পোশাক উৎপাদন বেড়েছে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ, অর্থমূল্যে যার পরিমাণ ৪২ হাজার ৮৩০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তবে ফেব্রুয়ারিতে প্রবৃদ্ধির হার এক লাফে নেমে আসে তার অর্ধেকে। ২০২২ সালের একই মাসের চেয়ে কেবল ৪ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে গত ফেব্রুয়ারিতে উৎপাদন হয়েছে ৩৫ হাজার ৫১৪ কোটি ২০ লাখ টাকার পোশাক। মার্চে এসে পোশাক উৎপাদন কমেছে। প্রবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ। বছরের এ তৃতীয় মাসে মোট পণ্য উৎপাদনের অর্থমূল্য ছিল ৩৪ হাজার ৯১৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।

পোশাক উৎপাদনকারী শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, বিশ্ববাজারের চলমান পরিস্থিতিতে পণ্য রফতানি নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক—দুদিকেই বাংলাদেশকে বিদ্যমান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হচ্ছে, যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে পোশাক উৎপাদনের অর্থমূল্যে। এখন দেশের অনেক বড় পোশাক কারখানাও উৎপাদন সক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করতে পারছে না। সব মিলিয়ে চলতি বছরের শুরুতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি হলেও মার্চে তা কমে গিয়ে ঋণাত্মক হয়েছে।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'পোশাকের প্রধান বাজারে রফতানির নেতিবাচক ধারা রয়েছে। কারণ প্রধান দুই বাজারে ভোক্তাদের ক্রয়চর্চায় বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না, যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কম দিচ্ছেন। আমাদের অপ্রচলিত বাজারগুলোয় রফতানি বাড়ছে। কিন্তু মোট রফতানিতে এসব বাজারের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য না। আর যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করলেও ক্রয়াদেশে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চলমান অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্য নির্ধারণের সভা বসে গতকাল। আলোচনা শেষে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ খাতের প্রধান পণ্য পোশাক রফতানির লক্ষ্য ৫ হাজার ২১০ কোটি ডলারের। পোশাকপণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

ইতিবাচক ধারায় ফেরার প্রত্যাশা করলেও পোশাকের বড় বাজারগুলোয় রফতানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় থাকায় দুশ্চিন্তা কাটছে না রফতানিকারকদের। পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে এখনো নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি। সমাপ্ত অর্থবছরে দেশ দুটিতে রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ঋণাত্মক ৫ দশমিক ৫১ ও ৬ দশমিক ৮১ শতাংশ। এ পরিস্থিতির মধ্যেও চলমান অর্থবছর শেষে পোশাক রফতানিতে দুই অংকের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবসম্মত মনে করছেন না সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকরা।

> রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তার প্রভাব পড়ে পুরো বিশ্বে। ফলে সব দেশকেই গত বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। কমে যায় পোশাকের ক্রয়াদেশ। বর্তমানে বড় বাজারগুলোর মূল্যস্ফীতির চিত্র বদলাতে শুরু করলেও ভোক্তাদের ক্রয়াভ্যাস ও ক্রেতাদের ক্রয়াদেশে তেমন কোনো পরিবর্তনের আভাস মিলছে না। এ পরিস্থিতির প্রতিফলন হিসেবে পোশাকের নিম্নমুখী উৎপাদন প্রবৃদ্ধির চিত্র উঠে এসেছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদনবিষয়ক সরকারি পরিসংখ্যানে। যদিও পোশাকপণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণে নেই বাস্তবতার প্রতিফলন। এমন পরিস্থিতিতেও চলমান অর্থবছর শেষে রফতানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে দুই অংকের

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'যে পরিস্থিতি তাতে নতুন অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব কম। দুই অংকের প্রবৃদ্ধি খুব জটিল হবে। রফতানিতে আমাদের প্রধান পণ্য নানামুখী প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুদিকেই আমাদের বিদ্যমান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করাটা অনেক কঠিন হবে। শুধু আমরা না, সারা বিশ্বেই প্রবৃদ্ধি যে হবে সে রকম পরিস্থিতি আমরা দেখছি না। বরং আমাদের চেয়ে আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর রফতানিও অনেক কম হবে। সব মিলিয়ে নতুন অর্থবছরে দুই অংকের প্রবৃদ্ধি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এখনো নেই। তবে আমাদের প্রবৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে, যদি অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধান করা যায়। এসব সংকটের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ব্যাংকিং ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবিষয়ক।'

পোশাক খাতের আরেক সংগঠন বিজিএমইএর প্রতিনিধিরা বলছেন, বাস্তবসম্মত না হওয়ায় চলমান অর্থবছরের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে না। সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ যে অর্থমূল্যের রফতানি করেছে, চলমান অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দূরের কথা, বরং রফতানি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলমান পরিস্থিতি নিয়ে তাই মারাত্মক দুশ্চিন্তায় এ খাতের উদ্যোক্তারা। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের নীতিসহায়তা নিশ্চিত করা গেলে অন্তত টিকে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দায় পোশাকপণ্যের ক্রয়াদেশ আমাদের কমে গেছে। এ পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না, বরং গত অর্থবছরে যে রফতানি হয়েছে তার চেয়ে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্যাস, বিদ্যুতের দামের পাশাপাশি চলতি বছরের শেষ নাগাদ শ্রম মজুরিও বাড়বে। এর সঙ্গে রয়েছে কাস্টমস, বন্ড, ভ্যাটের হয়রানি। এগুলোর যদি সমাধান হয় তাহলে রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এগুলো আমাদের দাবি বা চাহিদা নয়, বরং প্রয়োজন। ফলে এগুলো ছাড়া প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না।'

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৩, ২০২৩।

মালদ্বীপে শ্রম রফতানির তথ্যে ঘাটতি, প্রবাসীদের বেশির ভাগ অর্থ আসছে হুন্ডি-হাওলায়

আরফিন শরিয়ত ■

বড় হচ্ছে মালদ্বীপে বাংলাদেশী শ্রমবাজারের আকার। যদিও দেশটিতে শ্রমিক রফতানিসংক্রান্ত তথ্যে এখনো রয়ে গেছে বড় ধরনের ঘাটতি। সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থার পরিসংখ্যানেই দেশটিতে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। জনশক্তি রফতানি খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দেশটিতে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের বেশির ভাগকেই এখনো নথিভুক্ত করা যায়নি। নথিভুক্তি না হওয়ায় এসব অভিবাসীর দেশে পাঠানো অর্থও বৈধ চ্যানেলে আনা সম্ভব হচ্ছে না। বরং দেশটি থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে এখন হুন্ডি-হাওলার আধিপত্যই দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অনথিভুক্ত প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারের দায়ভার নেয়ার সুযোগ কম। আবার এ ধরনের প্রবাসীদেরও গন্তব্য দেশে নানা নিগ্রহের শিকার হতে হয়। নানা ধরনের আইনি ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়। কাজ করতে হয় ন্যূনতম মজুরিতে। অনেক সময় শ্রমদাসও বানিয়ে রাখা হয়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরও সম্মুখীন হতে হয়। নথিভুক্ত না হলে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানো কঠিন হয়ে পড়ে।

নথিভুক্ত না হওয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকাংশই মালদ্বীপে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না বলে দেশটি থেকে ফিরে আসা প্রবাসীরা জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্যমতে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারায় তাদের হয় হুন্ডি-হাওলায় অর্থ পাঠাতে হয়, নয়তো অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হয়। হুন্ডিতে পাঠালে বেশি টাকা পাওয়া যায়। সেজন্য অন্য কারো অ্যাকাউন্টে না পাঠিয়ে এখানকার শ্রমিকরা হুন্ডি-হাওলার ওপরই ভরসা করেন বেশি।

মালদ্বীপফেরত অভিবাসী মোহাম্মদ রাজীব বলেন, 'মালদ্বীপে শ্রমিকরা নথিভুক্ত না হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয় কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। কোনো কর্মীর মৃত্যু হলেও তাকে দেশে আনা কঠিন হয়ে যায়। কোম্পানিগুলো মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব নিতে চায় না। কারণ মৃতদেহ পাঠাতে অনেক অর্থ খরচ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারেরও সাহায্য পাওয়া যায় না। আমরা যারা ছিলাম তারা চাঁদা তুলে মৃতদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করতাম।'

নথিবহির্ভূত অভিবাসনকে বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের বঞ্চনার বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী বলেন, 'মালদ্বীপ আনডকুমেন্টেড শ্রম রফতানিকে উৎসাহ করে। এটা তাদের রাষ্ট্রীয় পলিসি। আনডকুমেন্টেড থাকলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের তারা কম মূল্যে কিনতে পারে, যার কারণে এ ধরনের রাষ্ট্রীয় নীতির কারণেই অবৈধভাবে শ্রমিক আমদানি করতে চায় তারা। এক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার হয়।'

> নথিভুক্ত না হওয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকাংশই মালদ্বীপে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারায় তাদের হয় হুন্ডি-হাওলায় অর্থ পাঠাতে হয়, নয়তো অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হয়। হুন্ডিতে পাঠালে বেশি টাকা পাওয়া যায়। সেজন্য অন্য কারো অ্যাকাউন্টে না পাঠিয়ে এখানকার শ্রমিকরা হুন্ডি-হাওলার ওপরই ভরসা করেন বেশি

মালদ্বীপে শ্রমিকদের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। যদিও ২০২১ সালে দেশটিতে নিযুক্ত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত এক লাখের বেশি অভিবাসী আছেন বলে জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশী এখন অনিয়মিত অবস্থায় মালদ্বীপে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বর্তমানে তাদের নিবন্ধনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, '২০১৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মালদ্বীপের জনসংখ্যা ৩ লাখ ৪১ হাজার ৩৫৬ জন। আর সেখানে বাংলাদেশী অভিবাসী আছে দেড় লাখেরও বেশি। এখানে অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশীই সবচেয়ে বেশি। এ কারণে মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানি বন্ধ করেছে। ২০১৯ সাল থেকে মালদ্বীপের ভিসা বন্ধ। গত কয়েক বছরে মালদ্বীপে ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে সেখানে কাজ করছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কেউ ট্যুরিস্ট ভিসায় ঘুরতে গিয়ে সেখানে থেকে গেলে তার হিসাব তো সরকার করতে পারবে না।'

মালদ্বীপের অভিবাসীদের নিয়ে 'মাইগ্রেশন ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য মালদ্বীপ করিডোর' শিরোনামে সম্প্রতি রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) এক গবেষণা চালায়। ওই গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রত্যেক অভিবাসী গড়ে রেমিট্যান্স পাঠায় ২ লাখ ৯৭ হাজার ৬৬৭ টাকা। সে হিসাবে বছরে মোট ২ হাজার ৯৭৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকার সমপরিমাণ রেমিট্যান্স মালদ্বীপ থেকে আসার কথা। তবে এ অর্থের ৬৬ শতাংশ আসে হুন্ডির মাধ্যমে। ব্যাংকিং চ্যানেলে আসে ৪১ শতাংশ।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) নির্বাহী পরিচালক সিআর আবরার বলেন, '৭৬ সালের পর থেকে ফরমাল চ্যানেলে বিভিন্ন দেশে আমাদের কতজন অভিবাসী গেছেন তার তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইনফরমাল চ্যানেলে কতজন অভিবাসী গেছেন তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কূটনৈতিক কারণে ইনফরমাল চ্যানেল সম্পর্কে মন্তব্য করা সরকারের জন্য কঠিন হলেও এদের একটা হিসাব রাখা দরকার। ইনফরমাল চ্যানেলে কতজন যাচ্ছেন, তাদের মাত্রা কত, তারা কোন ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত তার হিসাব সরকারের রাখা দরকার।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বণিক বার্তাকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের তথা বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স কার্ড নিয়ে যারা মালদ্বীপ গেছেন তাদের হিসাব সংরক্ষিত আছে। ট্যুরিস্ট ভিসায় যারা মালদ্বীপ গিয়ে কর্মে যুক্ত হয়েছেন, তারাই মূলত অনিয়মিত হচ্ছেন। এছাড়া বৈধভাবে গিয়ে যারা বিভিন্নভাবে জেনে বা না জেনে বেআইনি কাজে যুক্ত হন, যেমন যারা বিনা অনুমতিতে চাকরি পরিবর্তন বা কর্মস্থল থেকে পালিয়ে অন্যত্র কাজ করছেন, তারাও অনিয়মিত হয়ে পড়েন। এ ধরনের সমস্যা গন্তব্য দেশে বাংলাদেশের কর্মীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয় এবং তার প্রভাব পড়ে গন্তব্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ওপর। আর যেকোনো গন্তব্য দেশে অবৈধ বা অনিয়মিত কর্মীদের তাদের কষ্টার্জিত উপার্জন বৈধপথে দেশে পাঠানো বেশি চ্যালেঞ্জিং। আমরা বিদেশ যাওয়ার আগে কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশনে এসব বিষয়ে সচেতন করি। কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির অধিকতর দায়িত্বশীল আচরণ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে আমাদের কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি করবে। কর্মীরা নিজেরাও উপকৃত হবেন।'

The Financial Express Wednesday | July 12, 2023

Tannery workers are busy processing rawhide of sacrificial animals, collected during Eid-ul-Azha, at a factory at the BSCIC Tannery Industrial Estate at Savar in Dhaka. The photo was taken on Tuesday. — FE photo by KAZ Sumon

Tanners collect 4.11m pieces of salted rawhide

FE REPORT

Country's tanners collected more than 4.11-million pieces of salted rawhide and skins until July 05, according to commerce ministry data.

An estimated 14.1-million sacrificial animals, including cow, buffalo, sheep and goat, were slaughtered during Eid-ul-Azha on July 29, disclosed fisheries and livestock ministry.

Sector insiders are expecting to collect more than 9.5-million pieces of salted hides nationwide this year.

They said the traders concerned were buying different types of rawhide and skins at the rates set by the government.

The government fixed the prices of salt-applied rawhide of sacrificial animals with a 6.0-per cent hike in cowhide price compared to last year's.

The rawhide prices of sacrificial cattle have been fixed at Tk 50-55 per square foot (sq ft) in Dhaka city and Tk 45-48 per sq ft outside Dhaka.

rezamumu@gmail.com

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন শনিবার ॥ ১৫ জুলাই ২০২৩

অপ্রচলিত শ্রমবাজারে যাচ্ছেন নারী শ্রমিক

জিন্নাতুন নূর

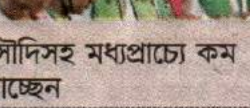

সৌদিসহ মধ্যপ্রাচ্যে কম যাচ্ছেন

যাচ্ছেন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, সাইপ্রাস, জাপান, হংকংয়ে

দেশের নারী শ্রমিকদের অপ্রচলিত শ্রমবাজারে যাওয়ার হার বাড়ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, চলতি বছর জুন পর্যন্ত অপ্রচলিত শ্রমবাজার অর্থাৎ যেসব দেশে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা সংখ্যায় কম যেতেন, সেখানে তাদের যাওয়ার হার বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, ইউএই, কুয়েত, ওমান ও জর্ডানে গত বছর যাওয়া শ্রমিকের অর্ধেকও যাননি চলতি বছরের অর্ধেক সময় পর্যন্ত। অন্যদিকে ইউকে, ইতালি, জাপান, সাইপ্রাস ও হংকংয়ে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে গত বছরের চেয়ে নারী শ্রমিকের যাওয়ার হার বেশি। এ তালিকায় আরও আছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের নাম। নারী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলো বলছে, অপ্রচলিত বাজারগুলোতে নারীদের কাজ করার পরিবেশ যেমন ভালো, তাদের মজুরিও ভালো।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যে, নব্বই দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বাইরে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউকে, ইতালি, হংকং, মরিশাসে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকরা কাজের জন্য যাচ্ছেন। ২০২১ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ২০২২ থেকে জাপানে নারী শ্রমিকরা যেতে শুরু করেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ সালে মালয়েশিয়ায় ৩, সিঙ্গাপুরে ২৫, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩, ইউকেতে ৮, ইতালিতে ৭, হংকংয়ে ২৪, সাইপ্রাসে ১৪, মরিশাসে ৮ নারী শ্রমিক কাজ করতে যান। এর পরের বছর জাপানে যান ৪৩ নারী শ্রমিক। এ বছর মালয়েশিয়ায় ২৫, সিঙ্গাপুরে ৭৪, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৮, ইউকেতে ২[illegible]

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অপ্রচলিত শ্রমবাজারে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ইতালিতে ৬১, হংকংয়ে ৩৬, সাইপ্রাসে ২১ এবং মরিশাসে ৮৯৪ নারী শ্রমিক গেছেন। এসব দেশে ২০২২ সালে নারী শ্রমিক যাওয়ার হার কয়েকগুণ বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে এসব অপ্রচলিত শ্রমবাজারে নারী শ্রমিক যাওয়ার হার অনেক বেশি। এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় ১৯, সিঙ্গাপুরে ৪৩, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬, ইউকেতে ১২৯১, ইতালিতে ৬২, জাপানে ৫৬, হংকংয়ে ৬৯, সাইপ্রাসে ২৭ এবং মরিশাসে ৩৫৮ নারী শ্রমিক কাজ করতে গেছেন। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে চলতি বছরে ছয় মাসে গেছেন ৩০,১৮১ জন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৭০,২৭৯ জন। ইউএইতে গত বছর গিয়েছিলেন ১,৭৬১ জন, চলতি বছর গেছেন ৮৮৩ জন। ওমানে গত বছর গিয়েছিলেন ১৬,৫৪৪ জন, চলতি বছর গেছেন ৩,৬৫২ জন। জর্ডানে গত বছর গিয়েছিলেন ১১,৮৭৯ জন, চলতি বছর গেছেন ৩,৮৫৮ জন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অপ্রচলিত শ্রমবাজারগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় কৃষি ও মৎস্য খাতে মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে ১০০ বাংলাদেশি (চট্টগ্রামের ১১ জেলার ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীভুক্ত) নারী শ্রমিক নেওয়ার কথা। 'বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস'র (বোয়েসেল) মাধ্যমে এই শ্রমিক নেওয়া হবে। সম্প্রতি কোরিয়ার গিয়াংগি প্রদেশের একটি কারখানায় কাজ করার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছেন নারী শ্রমিক চম্পা। তিনি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, কোম্পানি থেকে তাকে এবং তার মেয়েকে খাবার ও থাকার জায়গা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সৌদি আরবগামী নারী শ্রমিকদের বহির্গমন ছাড়পত্র নেওয়ার আগে ট্রেনিং সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক হওয়া, অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কর্মীদের অতিরিক্ত অভিবাসন খরচ আদায় এবং বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের সময় কর্মকর্তাদের 'অতিরিক্ত চাহিদা'র কারণে ওই দেশে সাম্প্রতিক সময়ে নারী শ্রমিক যাওয়ার হার কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সৌদি আরবে নারী কর্মী পাঠানো শুরু করায় বাংলাদেশ থেকে নারী কর্মীর চাহিদা কিছুটা কমেছে। ইতালি স্পনসর ভিসায় বিভিন্ন দেশ থেকে সাড়ে ৪ লাখ শ্রমিক নেবে ২০২৫ সালের মধ্যে। সমান সুযোগ দেওয়া হবে বাংলাদেশিদেরও। বিদেশি শ্রমিকদের নিতে নতুন করে কৃষি ও পর্যটন খাতের পাশাপাশি নার্স ও বৃদ্ধদের দেখাশোনার জন্য কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব খাতে বাংলাদেশি নারীদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া হংকংয়ে এখন কয়েক শ বাংলাদেশি নারী শ্রমিক কাজ করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, কেয়ার গিভিং খাতে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, গত পাঁচ বছরের নারী শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, নারী শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য এসেছে। এটি খুবই ইতিবাচক বিষয়। আমরা সরকারের কাছেও নারী শ্রমিকদের নতুন শ্রমবাজারে পাঠানোর জন্য বলে এসেছি। সৌদি আরবে নারী শ্রমিকরা অনেকটা নিরুপায় হয়ে যাচ্ছেন। সৌদিতে যাওয়া নারী শ্রমিকদের দক্ষতা তুলনামূলক কম। হংকং, সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়া যাওয়া নারী শ্রমিকরা শিক্ষিত এবং ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি বলেন, ইউরোপের বাজার খুলছে। নারী শ্রমিকদের জন্য এটি ভালো দিক। আমরা সরকারকে নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন শ্রমবাজারে পাঠানোর জন্য বলেছি।

The Financial Express
Friday | July 14, 2023

BD workers' jobs in Jordan's RMG sector halve

Global demand squeeze for apparel items amid Russia-Ukraine war blamed

ARAFAT ARA

Outbound apparel workers from Bangladesh to Jordan more than halved in the last fiscal year (FY) than the previous FY, as demand for foreign workers in the readymade garment industry (RMG) of the Middle Eastern country fell sharply amid lower supply orders.

In FY 2022-23, Bangladesh could send only 7,014 garment workers to Jordan, more than 55-per cent lower than 15,735 workers who went there in FY 2021-2022, according to figures from Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL).

"The demand for the workers from Jordan dropped as apparel industries impacted following the Russia-Ukraine conflict," said Dr Mallick Anwar Hossain, managing director of BOESL.

"Because of the economic impact of the Russia-Ukraine war, the export order from the United States of America and the European Union declined to the Jordanian apparel sector. So, the employers reduced workers' recruitment for their factories," he said.

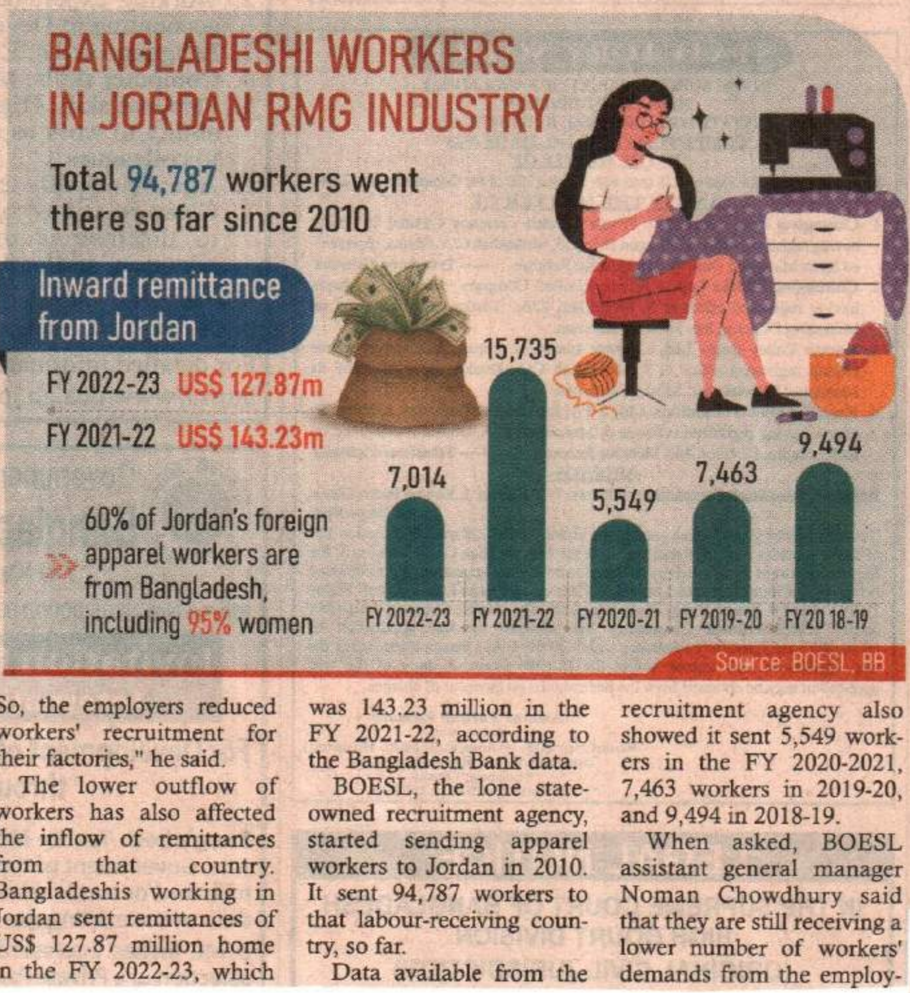

The lower outflow of workers has also affected the inflow of remittances from that country. Bangladeshis working in Jordan sent remittances of US$ 127.87 million home in the FY 2022-23, which was 143.23 million in the FY 2021-22, according to the Bangladesh Bank data.

BOESL, the lone state-owned recruitment agency, started sending apparel workers to Jordan in 2010. It sent 94,787 workers to that labour-receiving country, so far.

Data available from the recruitment agency also showed it sent 5,549 workers in the FY 2020-2021, 7,463 workers in 2019-20, and 9,494 in 2018-19.

When asked, BOESL assistant general manager Noman Chowdhury said that they are still receiving a lower number of workers' demands from the employers of Jordan than that of earlier.

"Employers are often telling us that they are not getting orders for clothing at the desired level from the buyers," he said.

Especially small companies reduced production following this crisis, he added.

Bangladesh mostly sends operators to the Jordanian apparel units and a few highly skilled and professionals such as supervisors, head of the operator, head of the merchandiser, and cook. Of the total count, women are 95 per cent for the job as operators.

Jordan hired Bangladeshi workers for the garment sector without migration cost. The basic monthly wage for an operator is Tk 18,000, but total earnings including overtime is from Tk 25,000 to Tk 30,000. Professionals can earn approximately Tk 150,000 to Tk 200,000 each month.

About 60 per cent of foreign garment workers in Jordan are Bangladeshis.

Apart from Bangladesh, Jordan hires workers from India, Sri Lanka, Myanmar and Nepal for this sector.

Although India and Sri Lanka send fewer workers than Bangladesh to Jordan, they send highly skilled manpower and professionals. So, they receive higher remittances despite sending less manpower, officials said.

www.thefinancialexpress.com.bd
-bd.com /feb
Tuesday, July 18, 2023

Home textile suffers 32pc drop in exports

MONIRA MUNNI

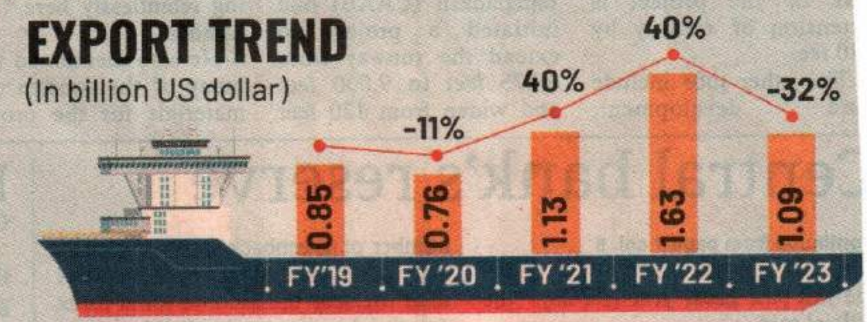

*Hardly any signs of recovery before January next

FACTORS AFFECTING EXPORTS

- Huge post-Covid inventory
- War-led sluggish global demand
- **150%** hike in domestic gas price
- **7.0%** rise in production cost
- Competitor India offering lower rates

MAJOR PRODUCTS

Bed-sheets, bedcovers, pillow covers, cushion covers, curtains, rugs, quilt, kitchen aprons, gloves, napkins and tablecloths

MAJOR MARKETS

European Union countries, USA and Canada

A combination of factors, including the ongoing Russia-Ukraine war-led sluggish demand, excess post-Covid inventory and a local gas-price hike, has significantly impacted the home textile sector in the country, industry insiders said.

The sector, which raked in $1.63 billion in the fiscal year 2021-22, experienced a staggering 32-percent decline in exports in the just-concluded fiscal year of 2022-23, according to official data.

The country's earnings from home textile exports stood at $1.09 billion in the last fiscal year, showed Export Promotion Bureau data.

Pessimism looms among many home textile exporters who foresee no signs of improvement until next January.

This decline in exports follows two consecutive fiscal years of over 40 per cent growth, with fiscal year 2021 being heavily impacted by the Covid-19 pandemic.

Exporters attribute the export nosedive to a substantial inventory of buyers resulting from extensive sourcing during and after the Covid-19 period.

In addition, the Russia-Ukraine war has contributed to the slowdown of demand in major markets, including the European Union. The suspension of business operations in Russia by global fashion giants such as H&M and IKEA has further compounded the challenges faced by the sector.

Home textile is the country's third-largest foreign currency earner after ready-made garments (knit and woven) and leather goods. It bagged $1.13 billion in fiscal year 2021 (FY21).

Export earnings from the sector showed a declining trend, dropping 10.90 per cent to $758.91 million in fiscal year 2020, down from $851.72 million in FY19, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB).

While talking to the FE, Md Rashed Mosharrof, executive director of Sales, Marketing and Operations at Zaber and Zubair (Home), said people stayed at home longer during the pandemic, leading to a surge in demand for home textiles, particularly bed items.

Then buyers placed huge orders. However, as economic activity resumed and people started venturing outside, demand declined, resulting in an excess stock for buyers, he explained.

Mosharrof said that the ongoing war-led uncertainties have contributed to higher oil and food prices, prompting consumers to prioritise essential items like food.

Besides, the recent 150 per cent increase in gas prices has negatively affected the sector, leading to a production cost rise of up to 7 per cent, Mr Mosharrof added.

"We now lagging behind in competition especially with India that can now offer a lower rate," he said.

Z&Z Fabrics Ltd, a subsidiary of Noman Group, alone exports an estimated $200 million worth of home textile products annually. It is one of the largest home textile producers in South Asia, with a daily production capacity of 0.3 million metres of fabric and employing nearly 8,500 workers.

Industry insiders said that some factories, originally set up for export business, have shifted their production focus to the local market due to insufficient work orders.

Shahadat Hossain Sohel, chairman of the Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association (BTTLMEA), said that global home textile buyers have slowed down their orders for several reasons, including high inflation and interest rates in major markets.

"We have sufficient work orders until November last but now the situation is getting worse mostly due to gas price hike," he said.

He, however, mentioned that most of the sourcing comes from federal purchases or government authorities in export destinations.

The BTTLMEA leader said some 40 home-textile factories are currently in operation.

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ২১, ২০২৩

ডলারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা রফতানিমুখী উৎপাদন শিল্পে

বদরুল আলম ■

দেশে ক্রমাগতভাবে কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ডলার সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে উৎপাদনমুখী শিল্পগুলো। ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন কার্যক্রম। আবার বিদেশী ঋণ নিয়ে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন পরিকল্পনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নতুন আয়কর আইনের কারণে।

কেননা এ ঋণের সুদের ওপর অনধিক ৩০ শতাংশ হারে করারোপের বিধান রাখা হয়েছে আইনটির ১১৯ নম্বর ধারায়। এ পরিস্থিতিতে দেশের রফতানিমুখী উৎপাদন শিল্পের জন্য ডলারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন স্কিম অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধার (বিবি-এলটিএফএফ) আওতায় একক ঋণগ্রহীতা একটি ব্যাংক থেকে ৫০ লাখ এবং একাধিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ১ কোটি ডলার। আর এ ঋণ পরিশোধের সময় পাওয়া যাবে ১০ বছর পর্যন্ত। তবে এ তহবিলের বিপরীতে গ্রাহক পর্যায়ে সুদহার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত হারের সঙ্গে ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ-খরচ, পরিচালনা ব্যয় বিবেচনা করে নিজস্ব ঋণের সুদহার নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে একটি যুক্তিসংগত ঝুঁকি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্প্রেড ও লাভের মার্জিন রাখবে, যা হবে ১-২ শতাংশের মধ্যে।

জানতে চাইলে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য সৈয়দ মাহবুবুর রহমান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'এটা বেশ ভালো একটা উদ্যোগ। বিশেষ করে বর্তমান সময় বিবেচনায় নিয়ে রফতানিমুখী উদ্যোক্তাদের জন্য স্কিমটি বেশ উপকারে আসবে। বিদ্যমান ও নতুন রফতানিকারক স্বল্প সুদে এ স্কিম থেকে ঋণ নিতে পারবেন বলে আশা করছি।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকসংশ্লিষ্টদের দাবি, বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় আগের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্টের (এফএসএসপি) আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেসব প্রকল্পে ঋণ ছাড় করা হয়েছিল, সেগুলোর প্রায় সবই পরিশোধ হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আগের তহবিল থেকেই এখন বেসরকারি খাতে প্রধানত রফতানিমুখী উৎপাদন শিল্পগুলোকে এলটিএফএফ চলমান রাখতেই নতুন এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে ১৬ জুলাই দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বরাবর প্রজ্ঞাপন আকারে চিঠিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

> দেশের রফতানিমুখী উৎপাদন শিল্পের জন্য ডলারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর

চিঠিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, দেশে ফরেন এক্সচেঞ্জের অনুমোদিত ডিলারদের (এডি) পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবি-এলটিএফএফ দেয়া হবে ডলারে। ব্যাংকের এডি শাখার মাধ্যমে রফতানিকারক ও বেসরকারি খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা পাবে।

বি বি - এ ল টি এ ফ এ ফ পরিচালন নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের ঋণ দিয়েছে, সে ঋণগুলোও পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবি-এলটিএফএফ পাওয়ার যোগ্য হবে। এ অর্থায়ন সুবিধায় অংশ নেয়ার জন্য আগ্রহী ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক খাত সহায়তা ও কৌশলগত পরিকল্পনা বিভাগে (এফএসএসএসপিডি) আবেদন করতে হবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'রফতানিমুখী শিল্পকে আমরা উৎসাহিত করতে চাচ্ছি। এসব শিল্পের আয় হয় ডলারে। আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নটাও ডলারে করতে পারি তাহলে মুদ্রা বিনিময় হারের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই এ ধরনের একটা তহবিল সুবিধা সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোকে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।'

দেশে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা নেই জানিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র বলেন, 'বর্তমানে যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলোর মেয়াদ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের, যেগুলোর অর্থ পরিশোধে আট-দশ বছর লেগে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একটা উদ্যোগ ছিল, যার আওতায় এরই মধ্যে সফল বেশকিছু প্রকল্প গড়ে উঠেছে। সেই সাফল্যের ভিত্তিতে এখন নতুনভাবে অর্থায়ন সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ ঋণের ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত উৎপাদনকে উৎসাহিত করে রফতানিমুখী শিল্প খাতের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।'

জানা গেছে, এফএসএসপির আওতায় বিশ্বব্যাংক থেকে ২৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার পেয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই প্রকল্প থেকে নেয়া ঋণ এরই মধ্যে পরিশোধ হচ্ছে। অনেক প্রকল্পের অর্থ পুরোপুরি পরিশোধও হয়েছে। ডলারে ঋণ নিয়ে গড়ে ওঠা সফল প্রকল্পের একটি সোনারগাঁয় এসিআই হেলথ। প্রকল্পটিতে উৎপাদিত ওষুধপণ্য রফতানিও হচ্ছে। এ ধরনের সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রেখে রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাড়াতেই চালু করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের নতুন স্কিম বিবি-এলটিএফএফ।

দেশের বিদ্যমান রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগকে বেশ ইতিবাচক হিসেবে দেখছে। তারা মনে করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগটি প্রকৃত অর্থেই রফতানিকারকদের উপকারে আসবে। পাশাপাশি রফতানিমুখী শিল্পে নতুন উদ্যোগকেও ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে।

জানতে চাইলে রফতানিকারকদের সংগঠন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইএবি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ১০ বছর মেয়াদি অর্থায়ন ডলারে দেয় তা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা ভালো উদ্যোগ। পাশাপাশি বিদ্যমান রফতানিমুখী শিল্পগুলো যদি সক্ষমতা বাড়াতে চায় তাদের জন্যও বেশ উপকারে আসবে এ স্কিম।' বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনেরও নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। বিবি-এলটিএফএফ স্কিমকে সাধুবাদ জানিয়ে এ ব্যবসায়ী নেতা আরো বলেন, 'বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটা সংকট চলছে। আর এমন একটা সময়ে বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন স্কিমটি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছে পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। এরই মধ্যে সংগঠনটি তাদের সদস্যদের এ সুবিধা নেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছে। বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান স্বাক্ষরিত ১৬ জুলাইয়ের ওই চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলারের মাধ্যমে উৎপাদন খাতে, বিশেষত রফতানিমুখী শিল্পের জন্য ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। ওই তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির সুযোগ রয়েছে। আমরা আশা করি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকটকালীন ওই তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে তৈরি পোশাক রফতানিকারকরা উপকৃত হবেন।

দৈনিক
রবিবার, ৮ শ্রাবণ
২৩ জুলাই ২০২৩

নদীপথে মালয়েশিয়াগামী আরো ৯ যুবক নিখোঁজ

আড়াইহাজারের কয়েক পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি পাচারকারী চক্রের

■ মাসুম বিল্লাহ, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজার থেকে নদীপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা বলে গত দুই দিনে ৯ যুবক নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাদের প্রত্যেক পরিবারের কাছে ৪ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে আসছে মানব পাচারকারী চক্র। প্রশাসন এ চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করতে পারছে না। ফলে একের পর এক মানবপাচার ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটছে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো। গতকাল শনিবার অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ) কর্মকর্তারা সরেজমিনে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ভুক্তভোগীদের কয়েক জনের পরিচয় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ওকাপ কর্মকর্তারা জানান, নিখোঁজদের মধ্যে ইতিমধ্যে ছয় জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। বাকিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। নিখোঁজ ছয় জন হলেন—কল্যাণদী শেখবাড়ী এলাকার ইকবালের ছেলে নাজমুল হোসেন, সামছুদা মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া, আ. হান্নান মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ মিয়া, রিপন মিয়ার ছেলে হালিম মিয়া, মজিবুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লাহ মিয়া ও মিছির আলীর শাহীন আলী। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের কল্যান্দী, বিলপাড়, শেখবাড়ি, রঘুনাথপুর, খোজ পাড়া ও জোকারদিয়া গ্রামের ৯ জন পুরুষ নৌ পথে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়ে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছু না বলেই তারা বাড়ি থেকে চলে গেছে। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর ফোনের মাধ্যমে একটি চক্র তাদের পরিবারের কাছে জনপ্রতি ৪ লাখ টাকা করে দাবি করে আসছে।

নিখোঁজ হৃদয়ের বাবা সামছুদা বলেন, 'গত দুই দিন ধরে আমার ছেলের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। এক লোক নাম পরিচয় গোপন রেখে ফোন করে বলে ৪ লাখ টাকা দিলে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে। টাকা না দিলে আমার ছেলেকে মেরে ফেলবে। আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।'

অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন পোগ্রাম (ওকাপ) কর্মকর্তা আমিনুল হক বলেন, 'আমরা নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। নিখোঁজদের তালিকা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে জানানোর কথা বলেছি। সেই সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবগত করে থানায় জিডি করার কথা বলেছি। তাদের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমাদের যা যা করণীয় সবই করব।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইশতিয়াক আহাম্মেদ বলেন, 'আমরা অনেক দিন ধরেই মানবপাচারের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছি। সম্প্রতিক সময়ে ৯ জন নিখোঁজের কথা শুনেছি। আমরা এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' এর আগে মালয়েশিয়া নেওয়ার কথা বলে আড়াইহাজারের ১২ যুবককে মিয়ানমারে আটকে মুক্তিপণ দাবি করে পাচারকারী চক্র। ১২ যুবককে ফিরিয়ে আনার দাবিতে গত ১১ জুলাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেন পরিবারের সদস্যরা।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Friday 21 July 2023

বিদেশিরা ৩৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন গত বছর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা ২০২২ সালে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার নিজ নিজ দেশে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। যদিও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অনুমতি ছাড়া অনেক বিদেশি এ দেশে কর্মরত থাকায় এই পরিমাণ আরও বেশি হবে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক এই সংস্থাটির উদ্যোগ গ্লোবাল নলেজ পার্টনারশিপ অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (কেএনওএমএডি) নতুন হিসাবে দেখা গেছে, এর আগের বছরের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স যাওয়া ৩৭ শতাংশ বেড়েছে।

বৈধ পথে পাঠানো রেমিট্যান্সের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে রেমিট্যান্স গিয়েছে ১০ কোটি ডলার।

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে দেশের বাইরে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি। অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে দেশের বাইরে রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ কেএনওএমএডির প্রকাশিত তথ্যের তুলনায় অন্তত ২০ গুণ বেশি হতে পারে। অনেক ভারতীয়, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান ও কিছু চীনা অনুমতি ছাড়াই বাংলাদেশে কাজ করছেন। বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে না পারায় তারা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠান।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের সঠিক সংখ্যা জানা কঠিন। কারণ, পরিসংখ্যান সমন্বিতভাবে প্রকাশ করা হয় না।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়ার্ক পারমিটের ১৫ হাজার ১২৮ আবেদন অনুমোদন দেয়। এটি আগের বছরের তুলনায় ৮৭ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি।

আবেদনকারীরা এসেছেন ১০৬টি দেশ থেকে। বিডা নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্প, বাণিজ্যিক কার্যালয় ও অন্যান্য সংস্থায় নিযুক্ত বিদেশিদের জন্য এই অনুমতি দেয়া হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২০ সালে দেশে কর্মরত বিদেশিরা প্রতি বছর আনুমানিক ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার পাচার করেন। 'বাংলাদেশ থেকে অর্থ দেশের বাইরে যাওয়ার প্রকৃত চিত্রের তুলনায় কেএনওএমএডির তথ্য খুবই নগণ্য। বিশেষ করে, যদি অর্থ পাচারের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়।'

টিআইবির গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, বেসরকারি খাতে অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রায় আড়াই লাখ বিদেশির অধিকাংশই বাধ্যতামূলক ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই কাজ করছেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে চীনে ৯৯ কোটি ২০ লাখ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার, মালয়েশিয়ায় ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার ও ভারতে ১২ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাঠানো হয়েছে।

অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে ছিল ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, থাইল্যান্ড, জাপান, নরওয়ে, মিয়ানমার, যুক্তরাজ্য ও ব্রাজিল।

বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের কারণে দেশের অর্থনীতিকে চরম মূল্য দিতে হয়। আয়কর আকারে সরকার যে রাজস্ব পেত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশ জানে না প্রকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ কত। কী পরিমাণ অর্থ দেশে আসছে এবং কী পরিমাণ অর্থ বিদেশে যাচ্ছে।

কেএনওএমএডির তথ্য অনুসারে, গত বছর বাংলাদেশ ২ হাজার ১৫০ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে। এটি আগের বছরের ২ হাজার ২২১ কোটি ডলারের তুলনায় তা ৩ শতাংশ কম।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Friday 21 July 2023

চামড়া শিল্পের সোনালি দিন ফিরবে কবে

জিল্লুর রহমান

চামড়ার দর শুধু কমছেই। এর ফলে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষেরা ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হলেও লাভবান হয়েছেন আড়তদার, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী আর ট্যানারি মালিকরা। আন্তর্জাতিক বাজারেও চামড়ার দাম পড়ে গেছে। বিশেষ করে হেমায়েতপুরের চামড়াশিল্প নগরীতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে দূষণ বন্ধ না হওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার বড় ব্র্যান্ডগুলো আমাদের দেশ থেকে চামড়া কিনছে না। তাছাড়া ট্যানারির মালিকেরা আড়তদারের বকেয়া টাকা না দেয়ায় অনেক আড়তদার ও চামড়া ব্যবসায়ী এ ব্যবসা থেকে সরে গেছেন। সব মিলিয়ে চামড়ার ব্যবসায় চরম মন্দাভাব চলছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চামড়ার ব্যবসায় লোকসান গুনতে গুনতে এক-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ীই ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। শুধু মৌসুমে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী অনন্যোপায় হয়ে চামড়ার ব্যবসায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

তবে দেশের চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও পণ্য উৎপাদনে পরিবেশসম্মত কমপ্লায়েন্স না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা কখনো আশানুরূপ হয়নি। ২০১৭ সালের পর থেকে চামড়া খাতের চলমান অগ্রযাত্রায় ভাটা পড়তে থাকে। কাঁচা চামড়ার দামে বিপর্যয় শুরু হয় মূলত ২০১৫ সালে।

জানা যায়, দেশের চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানিকারকরা সীমিত স্কেলে রপ্তানি চালিয়ে গেলেও এলডব্লিউজি সনদের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ক্রেতারা ক্রমাগত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। দেশে উন্নতমানের চামড়া থাকা সত্ত্বেও কমপ্লায়েন্সের শর্ত পূরণের জন্য বড় উদ্যোক্তারা বিদেশ থেকে চামড়া আমদানি করে চামড়ার জুতা, ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি করে রপ্তানি করে থাকে। কিছু বড় উদ্যোক্তা দেশে তৈরি উন্নতমানের জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি আমদানি করলেও 'মেইড ইন বাংলাদেশ' না লিখে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' গোপন রাখে।

সাধারণত যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'লেবার ওয়ার্কিং গ্রুপ' (এলডব্লিউজি) চামড়াজাত দ্রব্য পরিবেশসম্মত উপায়ে উৎপাদিত হয় কিনা– এ ব্যাপারে সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে নানা জটিলতায় বাংলাদেশের ট্যানারি ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ করে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করে না। অন্যদিকে হাজারীবাগ থেকে উচ্ছেদকৃত ছোট ছোট ট্যানারির মালিকরা সাভারের নিজস্ব প্লটে এখনো অর্থাভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারেননি। এ খাতের অনেক উদ্যোক্তাই আগে থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণখেলাপি এবং সেই কারণে তারা নতুন ঋণ সংগ্রহ করতে পারেননি।

আশার কথা হচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, কর্মসংস্থান এবং মূল্য সংযোজনের নিরিখে এটি একটি অপার সম্ভাবনাময় খাত। একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণসহ পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) মাধ্যমে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে; কিন্তু নানা জটিলতায় সেটি এখনো পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি।

সরকারের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, আয়ের দিক থেকে দেশে তৈরি পোশাক খাতের পরে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হলো চামড়া। ২০২০-২১ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে ৯৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১৩ কোটি ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১৬ কোটি ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার বাংলাদেশ আয় করেছিল। মূলত এরপর থেকেই এ খাতের রফতানিতে বিপর্যয় নামে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা ১০৮ কোটি ৫৪ লাখ ডলার এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা আরও কমে ১০২ কোটি ডলারে নামে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা আরও কমে ৭৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলারে নেমে আসে।

তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ১২৪ কোটি ৫২ লাখ মার্কিন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে শুধু চামড়া রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি ১৪ লাখ ডলারের এবং দেশে তৈরি চামড়ার জুতা বা পাদুকা রপ্তানি হয়েছে ৭৫ কোটি ৬২ লাখ ডলারের। আর অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৩৩ কোটি ৭৬ লাখ ডলারের। অন্যদিকে সরকার গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ১৪৪ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও গত মে মাস পর্যন্ত ১১২ কোটি ডলারের চামড়া ও পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

পশু চামড়ার ক্রেতা বা চাহিদার দিকটি সুবিস্তৃত। এখানে পশু চামড়া অনেক শিল্প পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতি প্রয়োজনীয় জুতা থেকে শুরু করে বিলাসী জুতা, জ্যাকেট, ব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্য দেশ-বিদেশের বাজারে খুবই আকর্ষণীয়। অনেক চামড়াজাত পণ্য অতি প্রয়োজনীয় বিধায় এগুলোর চাহিদা তেমন কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বাড়লে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। অনেকে বলছেন- কাঁচা চামড়ার দাম নিয়ে চলছে এক ধরনের প্রহসন। সব কিছুর দাম বাড়ে, চামড়াজাত পণ্যের দামও আকাশচুম্বী কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু কাঁচা চামড়ার দাম কমে! একজোড়া জুতা কিংবা মানিব্যাগের দামেও একটি চামড়া বিক্রি হয় না, যা শুধু হাস্যকর ঘটনা নয়, অবিশ্বাস্য ঘটনাও বটে!

বোদ্ধামহলের প্রশ্ন– চামড়ার সুদিন আবার কবে ফিরে আসবে। বাংলাদেশের চামড়ার গুণগতমান অনেক ভালো, এখানে শ্রমও তুলনামূলক সস্তা। ফলে দেশে কোনো ধরনের কাঁচামাল আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ছাড়াই চামড়া শিল্পের বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু সরকারের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতা এবং চামড়া শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের পরিবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে স্বল্প মেয়াদে অতি মুনাফার প্রবণতার কারণে এ শিল্পের বিকাশ আটকে আছে। তবে এ কথা সত্য আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার চাহিদা কমেছে এবং সাভারে চামড়া শিল্পপল্লী স্থাপিত হলেও আজও ব্যবসায়ীরা ওখানে পুরোপুরি কাজ শুরু করতে পারেননি। ফলে ঠিকমতো চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়ার আশানুরূপ দাম পাচ্ছেন না। যেখানে সব পণ্যের দাম সবসময় উর্ধ্বগতি সেখানে প্রতি বছর চামড়ার দাম কমলে এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হবে। সরকারের সম্ভাবনাময় এ খাতে সুনজর দেয়া খুবই জরুরি।

[লেখক : ব্যাংকার]

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৯ জুলাই ২০২৩

শত কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে ১৪ দিনে

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী বাংলাদেশিরা চলতি জুলাই মাসের প্রথম ১৪ দিনে দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৯৯ কোটি ৫৫ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৮০১ কোটি ১৭ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা ধরে)। এ সময় দৈনিক গড়ে দেশে এসেছে ৭ কোটি ১১ লাখ মার্কিন ডলার। সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চলতি জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ বা ১৪ দিনে ৯৯ কোটি ৫৫ লাখ ৬০ হাজার (৯৯৫.৫৬ মিলিয়ন ডলার) মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। একই সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১২ কোটি ৭২ লাখ ৪০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (কৃষি ব্যাংক) মাধ্যমে এসেছে ৩ কোটি ৯৪ লাখ ৭০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৮২ কোটি ৫১ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার। এই ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে রেমিট্যান্স দুই বিলিয়ন ডলার বা ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত জুন মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। এর আগে করোনাকালীন ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার এসেছিল।

বণিকবার্তা রোববার, জুলাই ২৩, ২০২৩

উচ্চমূল্যের গ্যাস দিয়ে উত্তরবঙ্গে কি শিল্পায়ন সম্ভব

স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে এরই মধ্যে শিল্প খাতে সরবরাহকৃত গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে কয়েক দফায়। আবার বিদ্যমান কারখানাগুলোয়ও চাহিদা মাফিক সরবরাহ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে নতুন করে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করা গেলেও তা পূরণ করা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও শিল্প মালিকরা

সূত্র : জিটিসিএল ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বদরুল আলম ও আবু তাহের ■

দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ দিতে প্রায় পাঁচ বছর আগে পাইপলাইন নির্মাণের একটি প্রকল্প নেয় সরকার। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা। প্রকল্পটি এখন শেষের পর্যায়ে। যদিও প্রাকৃতিক গ্যাসের স্থানীয় সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এর মূল লক্ষ্য পূরণ হওয়া নিয়েই বড় ধরনের আশঙ্কা জেগেছে। এরই মধ্যে শিল্প খাতে সরবরাহকৃত গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে কয়েক দফায়। আবার বিদ্যমান কারখানাগুলোয়ও চাহিদামাফিক সরবরাহ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে নির্মীয়মাণ পাইপলাইনটি স্থাপন শেষে উত্তরবঙ্গে গ্যাসের নতুন করে বাড়তি চাহিদা তৈরি হলেও তা পূরণ করা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও শিল্প মালিকরা।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বক্তব্য হলো সরবরাহ সংকটে গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ও জোগানে এরই মধ্যে বড় ফারাক দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে শিল্প-আবাসিকে প্রয়োজনমতো গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না পেট্রোবাংলা। উত্তরবঙ্গে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়তি চাহিদা তৈরি সম্ভব হলেও বাড়তি সরবরাহের মতো বাস্তবতা এ মুহূর্তে গ্যাস খাতে নেই। ফলে অর্থনৈতিকভাবে প্রকল্পটি চ্যালেঞ্জে পড়তে পারে। স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করা সম্ভব না হলে বিকল্প হলো এলএনজি আমদানি করে গ্যাস সরবরাহ করা। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যয় যুক্ত হলে শিল্প-কারখানাগুলোর পক্ষে এ খরচ পোষানো সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও রয়েছে বড় ধরনের সংশয়।

দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে রাষ্ট্রায়ত্ত সঞ্চালন খাতের প্রতিষ্ঠান গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ছিল চলতি বছরের জুন পর্যন্ত। যদিও চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে জিটিসিএলের প্রকল্প পরিচালক খন্দকার আরিফুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বগুড়া থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ। এখন এ পাইপলাইনে মিটারিং স্টেশনের কাজ চলছে। বিদেশে এ মিটারিং প্রস্তুতকাজ হচ্ছে। পরে তা পাইপলাইনে স্থাপন করা হবে। বর্তমানে পাইপলাইনটি গ্যাস সঞ্চালনের উপযোগী হয়েছে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে প্রকল্পের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

উচ্চমূল্যের গ্যাস দিয়ে উত্তরবঙ্গে

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় ২০১৮ সালের অক্টোবরে। সে সময় শিল্প খাতে সরবরাহের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ছিল ক্যাপটিভে ১৩ টাকা ৮৫ পয়সা ও বয়লারে ১০ টাকা ৭০ পয়সা। কিন্তু কয়েক দফা বৃদ্ধির পর বর্তমানে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প এবং ক্যাপটিভে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে গড়ে ৩০ টাকা মূল্যে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে দাম দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা এরই মধ্যে বেশ বিপাকে পড়ে গেছেন।

দেশে বর্তমানে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ৪২০ কোটি ঘনফুটের মতো। এর মধ্যে আমদানীকৃত এলএনজিসহ স্থানীয় গ্যাসের সরবরাহ প্রায় ৩০০ কোটি ঘনফুট। দৈনিক চাহিদা ও সরবরাহে ঘাটতি প্রায় ১২০ কোটি ঘনফুট। এ ঘাটতির কারণে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ কোম্পানিগুলোকে প্রায়ই গ্যাস রেশনিং করতে হচ্ছে। এজন্য সময় সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে শিল্প, আবাসিক ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসে (সিএনজি) সরবরাহ বাড়াতে-কমাতে হচ্ছে বিতরণ কোম্পানিগুলোকে।

উত্তরবঙ্গে পাইপলাইনে সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কিনা জানতে চাইলে পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারেননি। নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে সংস্থাটির উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'বগুড়া থেকে নীলফামারী পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ শেষ হলে সেখানে সরবরাহ করা হবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি (পিজিসিএল) থেকে। এরপর বিদ্যমান স্থানীয় ও আমদানীকৃতের পাশাপাশি ভোলার গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হলে তা ওই পাইপলাইনে সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।'

জ্বালানি বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে জাতীয় গ্রিডে ৬১ কোটি ঘনফুট গ্যাস নতুন যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ২৬টি কূপ খনন কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে কাতার ও ওমানের সঙ্গে নতুন দুটি এলএনজি আমদানি চুক্তি সই হয়েছে। এছাড়া ভোলার গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার লক্ষ্যে পাইপলাইনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তবে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে যে গ্যাস গ্রিডে যুক্ত করার কথা বলছে, তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সময়ের মধ্যে স্থানীয় কূপগুলোর অনেকগুলো থেকেই সরবরাহ কমে আসবে। ফলে বাড়তি গ্যাস যুক্ত হলেও তা খুব বেশি কাজে আসবে না। এছাড়া কাতার ও ওমান থেকে নতুন এলএনজি আমদানি চুক্তি সই হয়েছে। কিন্তু এ গ্যাসও ২০২৬ সালের আগে দেশে আসবে না। যখন ওই এলএনজি দেশে আনা হবে, তখন এর মূল্য নির্ধারণ হবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের ওই সময়ের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে। তখন কোনো কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাংলাদেশকে এলএনজি আনতে হবে বেশি দামে। সেক্ষেত্রে ওই সময় শিল্প খাতে সরবরাহকৃত গ্যাসের দাম আরো বাড়বে।

যদিও বর্তমান মূল্যেই শিল্প সচল রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শিল্পমালিকরা। ১৩ জুলাই সবচেয়ে বড় শ্রমঘন শিল্প খাত বস্ত্র ও তৈরি পোশাকের উদ্যোক্তারা গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক চিঠি দিয়েছেন। মুখ্য সচিব বরাবর দেয়া ওই চিঠিতে তারা বলেছেন, চলতি বছর ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত যখন গ্যাসের ট্যারিফ ১৬ টাকা ছিল, তখন তা কম-বেশি সহনীয় পর্যায়ে ছিল। এরপর তা বৃদ্ধি করে ৩০ টাকা নির্ধারণ হয়। সে সময় আশ্বস্ত করা হয়েছিল, গ্যাসের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে ও ট্যারিফ বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কোনো নিরাপত্তা জামানত দিতে হবে না।

শিল্পমালিকদের ভাষ্যমতে, বর্তমানে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় থাকা দূরের কথা, গ্যাসের অভাবে মিলগুলোর উৎপাদন কার্যত বন্ধ। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্যের সর্বনিম্ন পর্যায় বিবেচনায় নিয়ে গ্যাস ট্যারিফ সমন্বয় করে আগের মতো প্রতি ঘনমিটার ১৬ টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নের চিত্র এখন পর্যন্ত সমৃদ্ধ নয়। তবে বেশকিছু বড় শিল্প গ্রুপ এখানে তাদের কিছু শিল্প প্রকল্প স্থাপন করেছে। ১৯৮১ সালে দেশের অন্যতম বড় শিল্প গ্রুপ প্রাণ-আরএফএল রংপুর বিসিকে আরএফএল ফাউন্ড্রি নামে কারখানা নির্মাণ করে। এর দুই দশক পর ২০০১ সালে বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর পর প্রাণ-আরএফএল নাটোরে প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড নামে কারখানা স্থাপন হয়। এরপর একে একে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনায় আরো আটটি কারখানা গড়ে তোলে প্রাণ-আরএফএল। এর সবগুলোই কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-কারখানা। উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন এখনো মূলত কৃষি প্রক্রিয়াকরণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সেটিও সংখ্যায় খুব সীমিত। বিশেষ করে রংপুর বিভাগের জেলাগুলোয় শিল্প খাতে সেভাবে বিনিয়োগ হয়নি। এজন্য অন্যান্য সংকটের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত না হওয়াকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা।

সরকারের পরিকল্পিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কয়েকটি আছে উত্তরবঙ্গে। তবে প্রাপ্যতার বিষয়টি মাথায় রেখে এ অঞ্চলগুলোয় যাতে কোনো গ্যাসভিত্তিক শিল্প গড়ে না ওঠে, সে বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সতর্ক রয়েছে বলে জানালেন সংস্থাটির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন।

বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'গ্যাসের সরবরাহ ও দামের বিষয়টি আমাদের ভাবনায় আছে, যা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাদের আমরা বলছি যে ওখানকার শিল্প প্রকল্পগুলো গ্যাসভিত্তিক হবে না। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর বাইরে কী হবে, সে বিষয় আমাদের কোনো কিছু বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় যেসব বিনিয়োগ প্রকল্প স্থাপন হবে, সেগুলো গ্যাসভিত্তিক হবে না। উদ্যোক্তারা গ্যাসভিত্তিক শিল্পের পরিকল্পনা করছেন না, সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই জমি দেয়া হবে। মূলত কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং গ্যাসভিত্তিক না, এমন শিল্পকেই এখানে উৎসাহ দেয়া হবে।'

সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস পেলেই পাইপলাইনটির উদ্দেশ্য পূরণ হবে বলে জানালেন উত্তরবঙ্গের স্থানীয় উদ্যোক্তারা। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো প্রতিযোগিতামূলক শিল্প গড়ে তুলতে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিতে জোর দেয়া প্রয়োজন। আর শিল্প খাতে জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম বড় অনুষঙ্গ হলো জ্বালানির দাম। এর পাশাপাশি পাইপলাইনটির লক্ষ্যপূরণে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে পৃথক শিল্পনীতি প্রণয়নেরও প্রয়োজন আছে।

রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু বণিক বার্তাকে বলেন, 'উত্তরবঙ্গ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল। এখানকার কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলোয় সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। সে আলোকে এ অঞ্চলের শিল্পগুলোয় গ্যাসের দাম যদি কম রাখা হয়, তাহলে বিপণন ব্যয় থেকে শুরু করে ব্যবসার সামগ্রিক ব্যয় কিছুটা সাশ্রয়ী হয়। অনেক টাকা খরচ করে এখন গ্যাসলাইন বসানো হচ্ছে। এ কার্যক্রমে সফলতা দেখা সম্ভব হবে, যদি সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাস পাওয়া যায়। আর যদি ঢাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকার মতো একই মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়, তাহলে কোনোভাবেই এখানকার শিল্পগুলো প্রতিযোগিতামূলক হতে পারবে না। আর শিল্পমালিকরা এখন যে মূল্যে গ্যাস পাচ্ছেন, তাতে কোনোভাবেই উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে না। আমরা সরকারকে নানা সময়ে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা একটা শিল্পনীতি ঘোষণার অনুরোধ করেছি। এটি হলে এখানে শিল্পায়নের সম্ভাবনা তৈরি হবে। অন্যথায় তা কোনোভাবেই সম্ভব না।'

গ্যাসের মূল্য বেশি হলে উদ্যোক্তারা উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নে আগ্রহী হবেন না বলে মনে করছেন দেশের ব্যবসায়ী নেতারাও। তাদের বক্তব্য হলো গ্যাসের দাম বেশি রাখা হলে কেউ যদি শিল্প স্থাপন করেনও উৎপাদন খরচের কারণে তা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সেজন্য সাশ্রয়ী মূল্যে গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি।

এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু বণিক বার্তাকে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে উচ্চমূল্যে গ্যাস সরবরাহ করে শিল্পায়ন হবে কিনা এ প্রশ্নের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রশ্ন এসে যায়, তা হলো উত্তরবঙ্গে সরবরাহ করা গ্যাসের উৎস কী হবে? পাইপলাইন বসিয়ে উত্তরবঙ্গে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা সরকার করছে সেটা প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঘিরেই হচ্ছে বলে জানি। ঢাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোয় যে দামে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তার চেয়ে বেশি দামের গ্যাস হলে কোনোভাবেই ওই এলাকায় শিল্পায়ন হলেও তা টিকিয়ে রাখা যাবে না। দেশের যেকোনো অঞ্চলে গ্যাসের দাম একই হতে হবে। তা না হলে ওই এলাকায় শিল্পায়ন হবে না। রংপুর বা দিনাজপুরে যে শিল্পপণ্যটি হবে, তার জন্য গ্যাসের মূল্য যদি বেশি হয় তার উৎপাদন খরচও বেশি হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষাপটে কোনো উদ্যোক্তা উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবেন না। আমি মনে করি, এ বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে সাশ্রয়ী ও অভিন্ন দামে উত্তরবঙ্গে গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।'

উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে জ্বালানি সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকারের সঙ্গে বণিক বার্তার পক্ষ থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

JULY 26, 2023
SRABAN 11, 1430 BS
The Daily Star

Italian PM for legal migration of workers

UNB, *Rome*

Italian Prime Minister Giorgia Meloni yesterday stressed the need for migration of Bangladeshi workers in legal ways.

She said this at a bilateral meeting with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina.

"Bangladeshi workers are doing very well here. They have enough credibility. I don't want illegal workers," she was quoted as saying by Foreign Minister AK Abdul Momen.

On her arrival at Palazzo Chigi, the Italian PM's office, Hasina was received by Meloni.

Issues including undocumented Bangladeshi expatriates, bilateral trade and business came up during the discussion.

The Italian side said they don't want illegal Bangladeshis to stay there as locals don't want it. "They opened the door for Bangladesh to send manpower in legal ways," said Momen.

Hasina said both documented and undocumented Bangladeshis are working for the welfare of the two countries. But, she said, Bangladesh discourages illegal migration.

Noting that her government is developing 100 economic zones and 39 hi-tech parks in Bangladesh, Hasina asked Italy to invest there.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩০
২৪ জুলাই ২০২৩

বস্ত্র খাতে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পেতে নতুন শর্ত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত বস্ত্র খাতে রপ্তানিতে সিএমটি মূল্যের ওপর নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। তবে জাহাজ ভাড়া বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য কমিশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বাদ দিয়ে এ সহায়তা দেওয়া হবে বলে নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গতকাল রবিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে জারি করা এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বস্ত্রখাতে সিএমটি (কাট, মেক অ্যান্ড ট্রিম) পদ্ধতিতে রপ্তানিতে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে সার্কুলারে বলা হয়, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে অন-নো-কস্ট ভিত্তিতে উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে তৈরি পোশাক বা বস্ত্রখাত সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে. সিএমটি মূল্যের ওপর প্রযোজ্য রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা হিসাবায়নের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে :

(ক) বিদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত সিএমটি মূল্যের ওপর জাহাজ ভাড়া (রপ্তানিকারক কর্তৃক নির্বাহ করা হলে), বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য কমিশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি বাদ দিয়ে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

(খ) অন-নো-কস্ট ভিত্তিতে আমদানিকৃত উপকরণের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যায়িত মূল্য, রপ্তানিতে ব্যবহৃত ব্যাক-টু-ব্যাক পদ্ধতির আওতায় সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণের (যদি থাকে) মূল্যের সঙ্গে প্রত্যাবাসিত সিএমটি মূল্য (উপরোল্লিখিত 'ক' অনুসারে) যোগ করে রপ্তানি পণ্যের নিট এফওবি মূল্য নির্ণয় করতে হবে।

(গ) রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা প্রাপ্যতার জন্য স্থানীয় মূল্য সংযোজনের প্রযোজ্য হার বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার নিম্নরূপ হবে :

(রপ্তানিতে ব্যবহৃত ব্যাক-টু-ব্যাক পদ্ধতির আওতায় সংগৃহীত স্থানীয় অন্যান্য উপকরণের (যদি থাকে) সঙ্গে যোগ করতে হবে সিএমটি মূল্য (জাহাজ ভাড়া রপ্তানিককারক বহন করলে, বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য কমিশন, ইন্স্যুরেন্স বাদে) এবং রপ্তানি পণ্যের নির্ণিত নীট এফওবি মূল্য দিয়ে ভাগ করতে হবে। এর সঙ্গে ১০০ পুরণ করে মূল্য সংযোজনের হার বের করতে হবে।)

বস্ত্রখাতে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা সংশ্লিষ্ট সার্কুলারের অন্যান্য প্রযোজ্য নির্দেশনা যথারীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

The Financial Express Monday, July 24, 2023

Japan wants to invest in mega projects: Tipu

Commerce Minister Tipu Munshi has said that Japan wants to make investment in the mega projects of Bangladesh, reports BSS.

He also said that Japan has expressed its keen interest in staying besides Bangladesh through enhancing trade and investment to materialise the dream of building a developed, prosperous and 'Smart Bangladesh' by 2041.

The commerce minister said this while briefing reporters after holding a meeting with Yasutoshi Nishimura, Economy, Trade and Industry Minister of Japan, at a city hotel on Sunday.

Mentioning that Japan had long been a development partner of Bangladesh, Tipu said that Japan has already made investments in mega projects in Bangladesh and would continue to do so in the future also.

During the meeting, they also stressed exploring potential sectors of investment through increasing communication between the businesses of the two countries.

The commerce minister informed that work on signing an Economic Partnership Agreement (EPA) between the two countries is going on to take the Japan-Bangladesh trade relations to a new height.

He said the first round of negotiations had already been held in Japan while the second round would be held in Dhaka on July 25-26. "Both countries have agreed to sign this agreement very soon," he added.

Tipu said through signing of the EPA, it would be possible to resolve the barriers and problems of investments by Japanese firms while the business environment would be improved further, resulting in increased industrial production as well as the attraction of investment.

He said that they also discussed the continuation of duty-free and quota-free access to Bangladeshi products in the market in Japan beyond the LDC graduation in 2026.

The commerce minister said they discussed how to work together on various fronts over the next 50 years alongside boosting bilateral trade and commerce.

Answering a question, Tipu said that the prices of those essential commodities witness an uptrend and downtrend in the local market which is very much related to the international market price. "This has impacted the price of edible oil, but the government has already reduced its price twice."

Replying to another question, he said that the government always takes action against unholy businesses while the Directorate of National Consumer Rights Protection (DNCRP) has been continuing its drives across the country to monitor the market. Besides, the government has also enacted necessary laws to bring to book the hoarders of the consumers and essential items, he added.

Senior Secretary of Commerce Ministry Tapan Kanti Ghosh and other high officials were present.

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ জুলাই ২০২৩,

পোশাকের রপ্তানি আসলে কত

পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রপ্তানির হিসাবে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে ৮৪৭ কোটি ডলারের গরমিল।

শুভংকর কর্মকার ও সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক রপ্তানির চিত্র

	২০২১-২২	২০২২-২৩	প্রবৃদ্ধি
ইপিবির হিসাব	৪,২৬১	৪,৬৯৯	১০.২৭%
এনবিআরের হিসাব	৪,০১৬	৩,৮৫২	-৪.০৮%

ইউডি কমেছে

বিকেএমইএর পরিসংখ্যান

	পরিমাণ (কোটি পিস)	পোশাকের মূল্য (কোটি ডলারে)
২০২১-২২	৮২৯	১,৭৩৩
২০২২-২৩	৬৩৯	১,৩৯০

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান

	ইউডি
২০২১-২২	২৪,৭৯৪টি
২০২২-২৩	২২,৩৫২টি

* ইউডি : রপ্তানির আদেশের বিপরীতে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর ঘোষণাপত্র

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পূর্ণাঙ্গ একটি অর্থবছর শেষ হলো গত জুনে। সরকারি হিসাবে, এই সময়ে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১০ শতাংশ। অথচ ক্রয়াদেশ কমেছে, অধিকাংশ কারখানার ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদন সক্ষমতা অব্যবহৃত। ফলে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাস্তবতার মিল খুঁজে পাচ্ছেন না তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

তৈরি পোশাকশিল্পের বেশ কিছু বড়-মাঝারি প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) গ্রাহক। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এই ব্যাংকের মাধ্যমে ৩৫৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। সদ্য বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে তাদের রপ্তানি আয় প্রায় ১১ দশমিক ২০ শতাংশ কমে ৩১৭ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

পোশাক ও বস্ত্র খাতে চারটি কারখানা রয়েছে উর্মি গ্রুপের। গ্রুপটি গত বছরের জানুয়ারি-জুন সময়ে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি কমে হয়েছে সাড়ে ৮ কোটি ডলার। ফলে অর্থের হিসাবে প্রায় ১ কোটি ডলার বা প্রায় ১০০ কোটি টাকার বেশি রপ্তানি হারিয়েছে গ্রুপটি।

এই যখন অবস্থা, তখন অর্থাৎ চলতি মাসের গোড়ার দিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) জানিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে ৮৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ অথবা ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলার এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। সামগ্রিকভাবে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৪ শতাংশ। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরে শীর্ষ ছয় খাতের মধ্যে শুধু তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে।

কয়েক মাস ধরেই পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাদের কেউ প্রকাশ্যে, কেউবা ব্যক্তিগতভাবে তৈরি পোশাকের রপ্তানির পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন। তাঁদের যুক্তি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়, ফলে ক্রেতারা প্রয়োজনীয় নয় এমন পণ্য কেনা কমিয়ে দেন। তাতে কমে যায় পোশাকের বিক্রিও। আবার গত বছরের শেষ দিকে অধিকাংশ কারখানা ২০-৩০ শতাংশ কম উৎপাদন সক্ষমতায় চলছে। গ্যাস-বিদ্যুতের কারণেও উৎপাদন কম-বেশি ব্যাহত হয়েছে।

বিদায়ী অর্থবছরের তৈরি পোশাকের রপ্তানির প্রকৃত চিত্র বুঝতে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে ৭টি ব্যাংক এবং অন্তত ১০টি বড়-মাঝারি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা হয়।

ব্যাংকগুলো জানায়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ সময় থেকে তাদের গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের পোশাক রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। জুনে কারও কারও একটু বেড়েছে। অন্যদিকে ১০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটির উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪ শতাংশ। দুজন বলেছেন, রপ্তানি কমেনি, আবার বাড়েওনি। অর্থাৎ সমান সমান ছিল। বাকি সাতজন উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের রপ্তানি কমেছে ১০-২০ শতাংশ।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ইপিবির পোশাক রপ্তানির পরিসংখ্যানের সঙ্গে আমরা বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। গত অর্থবছরে আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে। নারায়ণগঞ্জ বিসিকে আমার প্রতিষ্ঠানের আশপাশে যতগুলো কারখানা রয়েছে, সব কটিরই রপ্তানি কমেছে।'

ব্যাংকের তথ্য যা বলছে

সাউথইস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হতো, এখন যা কমে ১৫-২০ কোটি ডলারে নেমেছে। ফলে ব্যাংকে আমদানি দায় পরিশোধ কমে গেছে। ব্যাংকটি ইতিমধ্যে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আমদানি দায় ফোর্সড ঋণে রূপান্তর করেছে।

সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে জানুয়ারিতে রপ্তানি ছিল ২৪ কোটি ডলার। এরপর প্রতি মাসে তা কমে এপ্রিলে এসে দাঁড়ায় ১৮ কোটি ডলারে ও মে মাসে ২০ কোটি ডলারে। একই অবস্থা বিদেশি ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকেরও।

ঢাকা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১৪-১৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হতো, গত এপ্রিলে থেকে তা ১০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমরানুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ৩০ শতাংশের বেশি রপ্তানি কমে গেছে। ক্রেতারা আগে যেসব পণ্য নিয়েছিল, তা বিক্রি করতে পারেনি। এ জন্য আদেশ দিলেও এখনই পণ্য নিতে চাইছে না।

রপ্তানি কমেছে, বলছেন রপ্তানিকারকেরা

তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ পাওয়ার পর শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির জন্য ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনের (ইউডি) সনদের জন্য তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর কাছে আবেদন করে তাদের সদস্যপ্রতিষ্ঠানগুলো। সেই সনদের বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানি করে কারখানা। ফলে ইউডির সংখ্যা দিয়ে পোশাকের ক্রয়াদেশের পরিস্থিতি বোঝা যায়।

বিকেএমইএ জানায়, তাদের সদস্যরা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৩০ কোটি পিস পোশাকের জন্য ইউডি নিয়েছিল, যার রপ্তানিমূল্য ১ হাজার ৩৯০ কোটি ডলার। আগের অর্থবছর ইউডি নেওয়া হয়েছিল ৮২৯ কোটি পিস পোশাকের জন্য, যার রপ্তানিমূল্য ছিল ১ হাজার ৭৩৩ কোটি ডলার। ফলে বিদায়ী অর্থবছরে নিট পোশাক রপ্তানি পরিমাণের দিক থেকে ২৩ শতাংশ এবং অর্থের হিসাবে ২০ শতাংশ কমেছে।

অন্যদিকে বিজিএমইএ জানায়, তারা গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২ হাজার ৩৫২টি ইউডি দিয়েছিল। এর আগের অর্থবছরে ২৪ হাজার ৭৯৪টি ইউডি দিয়েছিল। তার মানে বিদায়ী অর্থবছরে ইউডি কমেছে ১০ শতাংশ।

নারায়ণগঞ্জের নিট কারখানা প্লামি ফ্যাশনস বিদায়ী অর্থবছরে আড়াই কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। আগের বছরের তুলনায় যা ১০-১২ শতাংশ কম। পরিমাণের দিক থেকেও তাদের রপ্তানি কমেছে ১২-১৫ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান কিছুটা দামি পোশাক উৎপাদন করে। ফলে আমাদের অবস্থা অতটা খারাপ না। অনেক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আরও বেশি কমেছে। ক্রয়াদেশ কমেছে। অন্যদিকে সুতার দামও বেশ কমেছে। ফলে পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

আশুলিয়ার জিরাবোতে আল্পস অ্যাপারেলস গ্রুপের দুটি কারখানা রয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এই শিল্পগোষ্ঠীর তৈরি পোশাক রপ্তানি ছিল ৩ কোটি ডলারের। বিদায়ী অর্থবছর তাদের রপ্তানি ৩০ শতাংশ কমে ২ কোটি ১০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আল্পস অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খান মনিরুল আলম বলেন, 'ডিসেম্বরের শেষে আমাদের দুই কারখানায় ২ হাজার ৭০০ শ্রমিক ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রতি মাসে কিছু শ্রমিক চাকরি ছেড়ে চলে যায়। ক্রয়াদেশ কম থাকায় জানুয়ারি থেকে নতুন নিয়োগ বন্ধ। ওভারটাইমও অনেক দিন ধরে দিতে হচ্ছে না। বর্তমানে আমাদের শ্রমিক ২ হাজার ২০০ জনের কিছু বেশি।'

দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ২৮ কোটি ৫৭ লাখ ডলার মূল্যের ৩ কোটি ৬২ লাখ পিস তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি ছিল ৩৭ কোটি ৩৯ লাখ ডলার মূল্যের ৪ কোটি ৯১ লাখ পিস পোশাক। অর্থাৎ অর্থের হিসাবে এই সময়ে রপ্তানি কমেছে সাড়ে ২৩ শতাংশ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, বিদায়ী অর্থবছরে তাঁদের রপ্তানি কমেছে ২০ শতাংশের কাছাকাছি।

পরিসংখ্যানে গরমিল

তৈরি পোশাক রপ্তানির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছ থেকে নিয়ে প্রকাশ করে ইপিবি। তবে এনবিআর থেকে পাওয়া তথ্য ইপিবির সঙ্গে মিলছে না। এনবিআরের হিসাব অনুযায়ী, গত অর্থবছরে টাকার হিসাবে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৬৯ শতাংশ। যদিও ডলারের হিসাবে রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ। ইপিবি ও এনবিআরের হিসাব অনুযায়ী, পোশাক রপ্তানিতে গরমিল ৮৪৭ কোটি ডলারের।

এনবিআর থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরে পোশাকের রপ্তানি আয় ছিল ৩ লাখ ৮৩ হাজার কোটি টাকা। ইপিবির তথ্যে, গত অর্থবছরে ডলারের গড় বিনিময় মূল্য ছিল ৯৯ টাকা ৪৫ পয়সা। তাতে এনবিআরের হিসাবে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩ হাজার ৮৫২ কোটি ডলারের। অথচ ইপিবি বলেছে, পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ৬৯৯ কোটি ডলারের।

এনবিআরের তথ্যানুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে পোশাকের রপ্তানি থেকে আয় ছিল ৩ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ওই বছর ডলারের গড় বিনিময় মূল্য ৮৬ টাকা ৩০ পয়সা হিসাবে রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ১৬ কোটি ডলারের পোশাক। ওই বছরে ইপিবি বলেছিল, পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ২৬১ কোটি ডলারের।

The Financial Express Wednesday | July 26, 2023

Migrant workers receive Tk 372m against ins claims until June

FE REPORT

Beneficiaries under the mandatory insurance coverage for outbound migrant workers received Tk 372 million against their claims until June this year, official data shows.

The government introduced insurance for outbound workers in 2019 though Jiban Bima Corporation (JBC).

The state-owned JBC settled insurance claims made by 1,047 beneficiaries, a vast majority of them are from dead migrants' families.

The Wage Earners' Welfare Board (WEWB) introduced mandatory insurance coverage to ensure the financial protection of migrant workers with benefits in case of their death or disability.

More than 2.5 million outbound workers have come under the insurance support, so far. Of them, over 2.3 million are male and 251969 are female workers.

The WEWB has recently doubled the benefit of insurance policy to Tk1.0 million from Tk400, 000 earlier. And it renewed the deal with JBC on December 07, 2022 again for two years.

The fresh agreement came into effect from December 11. The duration of a policy is five years while the premium is Tk1, 000 for one time.

- A vast majority of the 1,047 beneficiaries are from dead migrants' families
- More than 2.5m outbound workers have come under the insurance support so far
- Insurance policy benefit has recently been doubled to Tk 1.0m from Tk400,000

As per the new deal, each of the workers who will return within six months of their migration will get Tk50,000.

The workers who will go abroad with zero migration cost, meaning the cost is borne by the employers, they will not be entitled for the coverage.

The nominee will get 100-per cent benefit in case of the death of a policyholder during the coverage period.

In case of accidental death during the policy term or within 90 days after the expiry of the policy period, the policyholder's family will be eligible to get 100 per cent benefit.

Besides, the workers will also get 100-per cent benefit if their eyesight, hands and legs get fully damaged.

In case of partial damage, the policyholders will be eligible for 10 per cent to 100-per cent benefit depending on the degree of their injuries.

According to the Bureau of Manpower Employment and Training, on average 0.8 million workers go abroad from Bangladesh annually.

On the other hand, the WEWB data shows that the country receives 3,000-4,000 dead bodies of migrant workers every year.

arafataradhaka@gmail.com

The Financial Express Wednesday, July 26, 2023

Jute millers seek unpaid dues

FE REPORT

Jute millers have urged the government to settle the unpaid dues of duty drawback on exported jute items urgently as the mills are in a tight spot, according to sources.

The term 'drawback' is used exclusively for the refund of duties and taxes against exports, according to bangladeshcustoms.gov.bd.

The Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) has requested commerce ministry to ask the Duty Exemption and Drawback Office (DEDO) for refunding unpaid dues to BJMA-affiliated millers.

According to industry insiders, the country's jute mills are currently going through a sticky patch.

They are passing hard times due to non-payment of duty drawback claims.

Complexity arose because of selecting the DEDO instead of banks for the payment of such funds, they claimed.

Duty drawback

Banks used to pay duty drawback facility before 2013.

A good number of mills under the BJMA have not received any duty refund despite submitting applications and export documents for fiscal years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 to the DEDO.

In the circumstances, a meeting was held at the National Board of Revenue under the chairmanship of customs member (policy and ICT) to review and finalise draft rules under the Customs Act 1969. But no progress has been made regarding the decisions taken in the meeting held in September 2020.

For the sake of expanding the export of jute products, necessary steps should be taken to refund duties and taxes in flat rates as per provisions.

rezamumu@gmail.com

শ্রম বাজার

সমকাল বুধবার। ২৬ জুলাই ২০২৩।

শেখ হাসিনা-জর্জিয়া মেলোনি বৈঠক

বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধ অভিবাসনে গুরুত্ব ইতালির

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বৈধ উপায়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অভিবাসনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মঙ্গলবার রোমে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পালাজ্জো চিগিতে এ বৈঠক হয়। অনথিভুক্ত বাংলাদেশি প্রবাসী, দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে এতে আলোচনা হয়েছে। খবর বাসসের।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি জানান, ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের কর্মীরা এখানে ভালো কাজ করছেন। তবে তিনি অবৈধ শ্রমিক চান না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত উভয় ধরনের বাংলাদেশি দুই দেশের কল্যাণে কাজ করছেন। তবে বাংলাদেশও অবৈধ অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করে। বাংলাদেশের পক্ষে অন্য দেশ থেকে অবৈধ পথে ইতালিতে আসা অভিবাসী বাংলাদেশিদের আটকাতে ইতালীয় কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ৩৯টি হাই-টেক পার্কের উন্নয়ন করছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা ইতালিকে বিশেষ অঞ্চল ও পার্কে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইতালি চাইলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ব্যবস্থা করা হবে। জর্জিয়া মেলোনি বলেন, ইতালি ও বাংলাদেশ যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার করতে পারে।

দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং ইতালির উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্তোনিও তাজানি জ্বালানি সহযোগিতা সমঝোতা স্মারক এবং পাঁচ বছরের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেন।

পায়রা বন্দর ব্যবহারে নেপালকে প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহালের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। এ সময় শেখ হাসিনা নেপালকে পায়রা বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন। সোমবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদরদপ্তরে সদ্য খোলা 'বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষে' এই বৈঠক হয়েছে।

বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নেপালের জন্য চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর খুলে দিয়েছে। নেপাল নবনির্মিত পায়রা বন্দরও ব্যবহার করতে পারে।

আরও জনশক্তি নিতে আগ্রহী ইতালি

ইতালি কৃষি ও সেবা খাতে বাংলাদেশ থেকে আরও জনশক্তি নিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। জাতিসংঘ খাদ্য ব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ইতালির তিন মন্ত্রী সাক্ষাৎকালে এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখান।

এফএও সদরদপ্তরে সোমবার বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ইতালির কৃষিমন্ত্রী ফ্রান্সেসকো ললোব্রিগিদা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেডোসি এবং বিচারমন্ত্রী কার্লো নর্দিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ডব্লিউএফপির সঙ্গে চুক্তি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নত করার জন্য ডব্লিউএফপির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

THURSDAY JULY 27, 2023
SRABAN 12, 1430 BS
The Daily Star

Unlocking the diaspora potential

Expatriates' welfare ministry, IOM hold validation workshop on national policy

STAFF CORRESPONDENT

The government is going to formulate a policy with the broad objective to include Bangladeshi diaspora community in the country's "march towards development" and ensure their wellbeing.

As per the draft "Bangladesh National Diaspora Policy-2023", Bangladeshi diaspora are those "Bangladeshi individuals who obtain citizenship of another country or their citizenship status is under process or are permanently living in another country or were born as Bangladeshi-origin or grew up in another country".

The draft policy categorises Bangladeshi diaspora in two groups -- "Non-Resident Bangladeshi" and "people of Bangladeshi origin", representing two generations -- the "first-generation diaspora" and "next-generation diaspora".

The draft policy was discussed yesterday during a validation workshop organised by the expatriates' welfare ministry at a city hotel.

According to a 2021 study of the International Organisation for Migration (IOM), there could be an estimated 2.4 million Bangladeshi diaspora with the United Kingdom and the United States of America -- two key host countries.

Expatriates' Welfare Minister Imran Ahmad said the aim behind the policy is "very high" and that is to get the Bangladeshis living abroad involved in the country's development.

To attract the diaspora community for investing in Bangladesh, strategic partnership will be developed through establishing a tripartite network among relevant government bodies, private sector and diaspora trade organisations.

"This is the big scene," he said, addressing the workshop as chief guest.

He said the draft policy will go through changes and it will be discussed with the relevant ministries, NRBs, NGOs, media and other stakeholders.

As per the draft policy, a diaspora engagement board will be formed under the ministry.

The board will coordinate with diaspora engagement groups "Amra Bangladesh", which will be established at the Bangladesh missions in countries hosting the Bangladeshi diaspora community, reports UNB.

For international trade and investment, conferences will be organised under public-private partnership that will include diaspora investors and entrepreneurs, reads the draft policy.

For the diaspora investors and entrepreneurs, multilingual web portals will be developed and those will be linked with the websites of Bangladesh missions, it says.

To attract the diaspora community for investing in Bangladesh, strategic partnerships will be developed through establishing a tripartite network among relevant government bodies, private sector and diaspora trade organisations, it adds.

Once formulated, the policy will be a tool to encourage Bangladeshi diaspora to send remittance through authorised channels.

The draft policy includes three chapters with the third chapter incorporating 61 policy statements under four broad categories.

The broad categories are enhancing diaspora diplomacy and capacity building, mobilising diaspora socio-cultural capital, promoting diaspora human capital, and facilitating diaspora economic capital.

The draft policy says the process to issue "dual citizen certificate" and "dual nationality certificate" to interested and eligible diaspora individuals and their successors will be sped up to ensure voting rights of diaspora community in Bangladesh's national and local elections.

Besides, the government will take measures to speed up the existing diaspora registration process (both online and offline) and develop a "uniform and up-to-date" diaspora database.

Economist Prof Abul Barkat, who was a consultant for the draft policy, hopes it will have a positive impact on Bangladesh's development and commence a new era in the inclusion of diaspora community.

He said a plan of action will be required for the policy's implementation.

Senior Secretary Ahmed Munirus Saleheen of expatriates' welfare ministry said they will send the draft copy to the related ministries as there are cross-cutting issues in it.

IOM Bangladesh Chief of Mission Abdusattor Esoev said the IOM fully recognises the importance of continuing the engagement of diaspora with their countries of origin through its global "enable, empower, and engage" strategy approach.

DHAKA WEDNESDAY JULY 26, 2023
SRABAN 11, 1430 BS
The Daily Star

Industrial production growth almost halves

Industry people blame reduced export demand, inadequate gas and power

MD ASADUZ ZAMAN

Production growth in Bangladesh slowed significantly in the July-March period of 2022-23 due to the global economic slowdown and gas and electricity shortages at home, according to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

The average production of large and medium manufacturing units grew 9.02 per cent in the first nine months of the previous fiscal year, down from 16.5 per cent in FY22, shows BBS data compiled by the Bangladesh Bank.

Mohammad Hatem, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said their production levels have fallen due to slower export demand and some domestic issues.

"Currently, our export orders have declined and it may decline further in the coming days."

For example, the ongoing recession in Germany, a major export market for Bangladesh, recently became acute.

"So, we do not have a ray of hope for increasing sales in the coming days," Hatem said.

The entrepreneur also mentioned that the domestic gas and power crisis contributed to slower production growth in knitwear industries.

Anwar-ul Alam Chowdhury, president of the Bangladesh Chamber of Industries, said the global market situation has affected domestic industrial production.

Following the fallout of Covid-19 and the Russia-Ukraine War, the global market has become unstable and sales dropped significantly.

"As a result, the domestic market is suffering from it."

Chowdhury pointed out that the US and the EU have lowered their imports by more than 13 per cent and 15 per cent, respectively.

"So, the reduced growth in factory output is not so bad considering the decreased demand from these two major markets. Besides, existing problems in backward linkage in the manufacturing sector are continuously contributing to low productivity."

The BBS collects production data from 2,040 factories, both public and private, on a monthly basis to assess the movement of factory output.

The sectors include wearing apparel, textiles, food products, leather and leather goods, basic metals, chemicals and chemical products, fabricated metal products sans machinery, pharmaceuticals, and non-metallic mineral products.

Talking to The Daily Star, Zaidi Sattar, chairman and chief executive of the Policy Research Institute of Bangladesh, said production growth has slowed due to compressed imports.

Imports declined by about 12 per cent in the July-March period of FY23.

Sattar said that the country's exports, which are primarily manufactured goods, require imports.

"So, import compression will have a dilatory impact on production and consequently, on GDP growth."

The slower manufacturing growth is also reflected in the GDP growth estimate of 6.03 per cent for the previous fiscal year compared to 7.1 per cent in FY22.

The economist said 2021-22 was a record year in terms of exports as well as factory output.

Sattar suggested the government move away from import control measures, such as limiting or delaying opening letters of credit, and selecting import products.

"These were correct as emergency measures to bring the current account deficit to a sustainable level, and that has been achieved. Now, it is time to let the market mechanism take care of trade and the current account balance."

The former World Bank economist said the taka's depreciation against the US dollar by 25 per cent over the past year should be enough to restrain imports and drive appropriate resource allocation.

Moreover, the depreciation has provided a boost to exports that still have good potential as the "China Plus One" geo-economic strategy is taking deeper roots.

"Vietnam and Bangladesh have been cited as the biggest beneficiary of this trend, which is a plus factor for Bangladesh going forward. We need to make the most of it," Sattar added.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue, said the slower growth in factory output indicates Bangladesh's performance in the export market.

"The restrictions on raw material imports might have contributed to lower production."

However, he believes export-oriented production may increase by the end of the current fiscal year.

"It appears the demand for domestic market-oriented products has declined. It may be that the buying power of people has not increased while production costs have risen."

বণিকবার্তা রোববার, জুলাই ২, ২০২৩

কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বজ্রপাতে জহুর আলী (৫০) ও ছলিম উদ্দিন (৩৭) নামের দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল দুপুরে উপজেলার আইলচারা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া কৃষক জহুর আলী কৃষ্ণপুর গ্রামের করিম সওদাগরের ছেলে এবং ছলিম উদ্দিন মহির উদ্দিনের ছেলে। এছাড়া আহত রেজাউল (৫০) একই গ্রামের মৃত কাদের মণ্ডলের ছেলে। তবে তিনি শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা তাপস কুমার সরকার।

স্থানীয়দের বরাতে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাস জানান, হতাহতরা সবাই কৃষিকাজ করেন। দুপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে তারা মাঠের কাজ শেষ করে একটি টিনের চালার নিচে অবস্থান নেন। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই জহুর ও ছলিমের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত রেজাউলকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এদিকে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে নাঈম মিয়া (২২) নামের এক পলিটেকনিক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার উচাখিলা ইউনিয়নের চর আলগী আতকাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নাঈম মিয়া ওই গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টির সময় বাড়ির পাশের ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে যান নাঈম। এলাকার অন্যদের সঙ্গে পানিতে ডুব দিয়ে মাছ ধরছিলেন তিনি। হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন নাঈম। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাছিনুর রহমান বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১৮ আষাঢ় ১
২ জুলাই ২০২৩

বিস্ফোরণে উড়ে গেছে তেলবাহী জাহাজের পেছনের অংশ

চার শ্রমিক দগ্ধ, পাঁচ জন নিখোঁজ

■ ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে সাগর নন্দিনী-২ নামের একটি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণে চার শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন জাহাজের আরো পাঁচ শ্রমিক। আহতদের মধ্যে দুই জনকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং অন্য দুই জনকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ২টার দিকে বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে জাহাজটির পেছনের অংশ পুরোটাই উড়ে গেছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার বা ইঞ্জিনের কোনো বিস্ফোরণ হতে পারে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ করে দগ্ধদের উদ্ধার করেছে। তবে নিখোঁজ ব্যক্তিদের এখনো সন্ধান চলছে। ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর, নলছিটি ও বরিশাল সদরের ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ২টার দিকে জাহাজের ইঞ্জিন রুমে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে জাহাজের ৯ স্টাফের মধ্যে চার জন দগ্ধ হন। দগ্ধরা হলেন—শাকিল (৩৫), ফরিদুল ইসলাম (৫০), ইকবাল হোসেন (২৭) ও মাইনুল ইসলাম হৃদয় (২৯)। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

ঝালকাঠি পদ্মা অয়েল কোম্পানির কর্মী আবদুস সালাম জানান, সাগর নন্দিনী-২ জাহাজটি প্রায় ১০ লাখ লিটার পেট্রোল এবং ডিজেল নিয়ে ঝালকাঠির পদ্মা অয়েল কোম্পানির সামনে সুগন্ধা নদীতে নোঙর করে। গতকাল বিকালে জাহাজটি দিয়ে তেল খালাস করার কথা ছিল। গতকাল দুপুরে ইঞ্জিন রুমে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে জাহাজটি ইঞ্জিন রুমের তলা ফেটে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ফারাহ গুল নিঝুম, জেলা পুলিশ সুপার আফরুজুল হক টুটুল ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিতুল ইসলাম। ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার মো. সেলিম হোসাইন জানিয়েছেন জাহাজে অগ্নিদগ্ধদের উদ্ধার শেষে এখন নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ করছে তারা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩ জুলাই ২০২৩

দুই জেলায় বজ্রপাতে তিনজনের প্রাণহানি

জামালপুর ও নেত্রকোনা প্রতিনিধি

জামালপুরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এক গার্মেন্ট কর্মী ও গরু চরাতে গিয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পৌর এলাকার বানিয়াবাজার এবং হটচন্দ্রায় গতকাল বিকালে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। সদর থানার ওসি কাজী শাহ নেওয়াজ জানান, দুপুরে বানিয়াবাজারের পাশে ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে যান আবদুল খালেক, দেলোয়ার ও শাহজাহান। এ সময় বজ্রাঘাতে আহত হয়ে নদের পানিতে পড়ে মারা যান খালেক। আহত হন দেলোয়ার ও শাহজাহান। এদিকে হাটচন্দ্রায় ঝিনাই নদীর চরে গরু চরাতে যান একই এলাকার কৃষক মোয়াজ্জল। এ সময় বৃষ্টি ও ব্যাপক বজ্রপাত শুরু হলে তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। একপর্যায়ে বজ্রপাতে মোয়াজ্জলের মৃত্যু হয়। মারা যায় তার দুটি গরুও।এদিকে নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় বিলে মাছ ধরতে গিয়ে তুষার মিয়া (২৫) নামে যুবক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। তুষার পিজাহাতি গ্রামের বাসিন্দা।

প্রথম আলো • সোমবার, ৩ জুলাই ২০২৩,

নারায়ণগঞ্জ

গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুরে একটি গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাইদুল ইসলাম (৫৫) নামে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুল শহরের খানপুর এলাকার হালিম মোল্লার বাড়ির ভাড়াটে। তাঁর গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিচুর রহমান প্রথম আলোকে জানান, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা গ্যারেজে চার্জ করার জন্য বিদ্যুৎ-সংযোগ লাগানো ছিল। রোববার সকালে ভেজা শরীরে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে সাইফুল বিদ্যুতায়িত হন। পরে তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওসি আনিচুর রহমান আরও জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন গ্যারেজের মালিক মাহাবুব। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Monday 3 July 2023

মোরেলগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা পল্লীতে বজ্রপাতে রবিউল ইসলাম নামে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার উপজেলার হোগলাবুনিয়া ইউনিয়নের হোগলাবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রবিউল ইসলাম ওই গ্রামের হোসেন আলী হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, বেলা ১২টার দিকে রবিউল ইসলাম নিজ বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠে ছাগল আনতে যান। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সমকাল
২ জুলাই ২০২৩ । ১৮ আষাঢ় ১৪৩০

তিন দিনে সড়কে ঝরল ৩১ প্রাণ

- ঈদের রাতে প্রাণ গেল ভাইবোনের
- ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ৪
- পিকআপের ধাক্কায় আহত এমপি
- বিভিন্ন স্থানে আহত আরও ৩৬

সমকাল ডেস্ক

রাজধানীতে মোটরসাইকেলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় ভাইবোন নিহত হয়েছেন। ঈদের দিন বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি গলফ ক্লাবের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে বাসচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই নারী। এ ছাড়া গত তিন দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ২৭ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন সংসদ সদস্যসহ ৩৭ জন।

ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় নিহত দু'জন হলেন– শামীম মৃধা ও তাঁর চাচাতো বোন মোছা. জান্নাতি। জান্নাতির বাবা মো. বাহাউদ্দিন জানান, মোটরসাইকেলে ভাগনি সাদিয়া ও চাচাতো বোন জান্নাতিকে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে নিজের বাসায় ফিরছিলেন শামীম। সোয়া ২টার দিকে মোটরসাইকেলের পেছনে প্রাইভেটকার ধাক্কা দেয়। এতে তিনজনই আহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে জান্নাতি এবং সকালে শামীমের মৃত্যু হয়।

বিমানবন্দর সড়কে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন মিনারা বেগম (৫৫) ও মনি বেগম (৩৬)। বিমানবন্দর থানার ওসি আজিজুল হক জানান, রাস্তা পার হওয়ার সময় টাঙ্গাইলগামী একটি বাস এই দুই নারীকে চাপা দেয়।

এদিকে জাতীয় পার্টির (জাপা) কো-চেয়ারম্যান ও ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। শুক্রবার শ্যামপুরের পোস্তগোলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাপা নেতার প্রেস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সচিব সুজন দে জানান, একটি পিকআপ বাবলার গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি হাত ও কাঁধে আঘাত পান।

সিরাজগঞ্জে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মারা গেছে তিনটি গরু। ঈদের দিন ঢাকা-সিরাজগঞ্জ-রাজশাহী মহাসড়কের সলঙ্গা থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের পুকুরপাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– সুজন আহম্মেদ, রাব্বি হোসেন, রানা হোসেন ও শিশু আয়ান আহম্মেদ। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি এস এম বদরুল কবীর এসব তথ্য জানিয়েছেন।

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় শুক্রবার বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাস ও অটোরিকশার মোট ১০ যাত্রী। নিহতরা হলেন– অটোরিকশাচালক বাবু মিয়া এবং যাত্রী আব্দুল আওয়াল ও ফকর মিয়া।

বৃহস্পতিবার সড়ক দুর্ঘটনায় শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার কদমতলি বাজারে দু'জন এবং সদর উপজেলার শেরপুর-জামালপুর সড়কে কুলুরচর এলাকায় এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। ঝিনাইগাতীতে নিহতরা হলেন– রবিউল ইসলাম ও সাইদুল ইসলাম। সদর উপজেলায় নিহত কলেজছাত্রের নাম মো. মিশর।

মেহেরপুরে বৃহস্পতিবার মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ডভ্যানে ধাক্কা দিয়ে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও একজন। নিহত দু'জন হলো– সামিউল ইসলাম বিজয় ও জিসান।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় শুক্রবার দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন তিন পথচারী। নিহতরা হলো– শাফায়েত হোসেন ও রাজন হোসেন।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় গতকাল বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই আম ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন দুই যাত্রী। নিহতরা হলেন– উজ্জ্বল শেখ ও মিজানুর রহমান।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পান্থপাড়ায় শুক্রবার বাস ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জন নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন– আবুল বাশার ও প্রাইভেটকারের চালক মো. মিজান। রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের কল্যাণপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার মোটরসাইকেলে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় সজীব মোল্লা নামে নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় বৃহস্পতিবার মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মেহেদী হাসান নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার বিজিবি ক্যাম্প-সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া মোড়ে গতকাল দুটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে রহিমা বেগম নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। একই সময় ওই স্থানে ট্রাক-পিকআপসহ সাতটি গাড়ি খাদে পড়ে ১২ জন আহত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় শুক্রবার বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে জয় কুমার দাস নামে একজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ও শ্যালিকা।

এদিকে বুধবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মহিউদ্দিন ছৈয়াল মারা গেছেন। শুক্রবার ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গতকাল গাড়িচাপায় মাসুদ মোল্লা নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় শুক্রবার মোটরসাইকেল চালানো শিখতে বেরিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কিশোর নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে এক কিশোর। নিহত কিশোররা হলো– জিসান রাজা ও আপন মালত। কুষ্টিয়ার মিরপুরে গতকাল মাইক্রোবাসচাপায় আবীর হোসেন নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে এক কিশোর।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২ জুলাই ২০২৩

পোশাক কারখানার গুদামে আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় সোয়ান নিট কম্পোজিট কারখানায় কাপড়ের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিস এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে হঠাৎ কারখানার ভিতরে আগুন লেগে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে চারটি ফ্লোরের বিভিন্ন মেশিন ও ফেব্রিকসসহ অন্য মালামাল পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর আবদুল মান্নান জানান, গভীর রাতে সোয়ান নিট কম্পোজিট কারখানার কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

কালের কণ্ঠ
রবিবার । ২ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পর্শে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মহাখালীতে একটি ওয়ার্কশপে জমে থাকা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম রোকন উজ্জামান (৪৫)। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে তিনি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করছিলেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশনের ওয়ার্কশপের কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁর সহকর্মী

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৪ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চালকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. সোহাগ (২৫) নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের পাইনাদি সিআইখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি গোলাম মোস্তফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।

The Financial Express Sunday | July 2, 2023

8 killed in mishaps across the country in two days

Eight persons were killed in road accidents across the country in last two days, according the available reports by agencies. Of them four killed in Dhaka's airport road in two days.

Dhaka's Airport Road accidents claim 4

Two women pedestrians have been run over and killed in an accident on Dhaka's Airport Road on Saturday.

The accident occurred around 11 am in front of the Xinxian Restaurant near Jashimuddin Road, police said.

Minara Khatun, 55, and Moni Begum, 35, were killed while trying to cross the road, said Azizul Haque Miah, chief of Airport Police Station.

"They were hit by a Binimoy Paribahan bus headed to Tangail and killed on the spot," he said.

The bus has been seized and the driver, 34-year-old Shahin, has been arrested, he added.

One of the victims was a garment worker while the other worked at a private company, according to preliminary information.

On Friday two persons were killed and a child wounded as a car hit their motorcycle in the city's Kurmitola area today.

The deceased were Jannatul Ferdous Jannat, 20, a college student and her cousin Shamim Mridha, 35, an employee of Dhaka Power Distribution Company (DPDC).

Their niece Sadia, 8, has been undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital.

Cantonment thana sub-inspector Rashedul Islam said the accident occurred in the street in front of Golf Club adjacent to Kurmitola General Hospital around 2am on Friday.

Critically injured Jannat and Mridha were rushed to Kurmitola Hospital and later shifted to emergency department of Dhaka Medical College Hospital, he said, adding that Jannat succumbed to her injuries at 4am and Shamim at 11am at the hospital.

He said police arrested the private car's driver Sayeed Nabi and seized the car just after the accident.

In Dinajpur, two people including a woman were killed and five others injured in separate road accidents in Phulbaria and Nawabganj upazilas of Dinajpur on Saturday.

The deceased are Rahima Begum, 36, and Sujan Mahanto, 30.

Ashraful Islam, officer-in-charge of Phulbaria police station, said a head-on collision between two mini trucks near the headquarters of Border Guard Bangladesh-29 on Dinajpur-Gobiganj regional road left Rahima dead on the spot and two others injured.

In the same area, five other vehicles including a bus and a truck overturned losing control on the regional road, the OC said.

Three people sustained injuries in the accidents, he said, adding that all the five injured of the two incidents were receiving treatment at Phulbaria Upazila Health Complex.

Besides, farmer Sujan Mahanto was killed as the power tiller driven by him overturned while returning home from a around 7:30am.

Sujan was son of Madhab Mahanto of Daspara under Binodnagar union of Nawabganj upazila.

In Gaibandha, two people were killed in a head-on collision between a private car and a passenger bus in Pantapara area of Bogura-Rangpur- Highway under Gobindaganj upazila of the district this morning.

Eyewitnesses said the accident took place when a Rangpur-bound private car bearing number Dhaka Metro Kha12-3086 collided head on with a passenger bus named Palashbari Express bearing number Dhaka Metro Ba 15-5274 in the area at around 6.10 am. Two men inside the private car including its driver were killed on the spot.

Being informed, fire fighters of Gobindaganj Fire Service and Civil Defense Station rushed to the spot and recovered the bodies from the car. The bodies were later handed over to Gobindaganj highway thana police.

The deceased were identified as driver Mizan, 35, son of Haque Miah, at Dania 5 Smriti dhara of Shyampur Dhaka and Abul Bashar, 60, of Khilkhet area in the capital.

সংবাদ
কা : সোমবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Monday 3 July 2023

কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে জহুর আলী (৫০) ও ছলিম উদ্দিন (৩৭) নামের দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় রেজাউল (৫০) নামের অপর এক কৃষক আহত হয়েছেন। গত শনিবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আইলচারা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জহুর আলী ওই গ্রামের করিম সওদাগরের ছেলে এবং ছলিম উদ্দিন একই এলাকার মহির উদ্দিনের ছেলে। বজ্রপাতে আহত রেজাউলকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাস বজ্রপাতে হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ইউএনও সাধন কুমার বিশ্বাস জানান, হতাহতরা সবাই পেশায় কৃষক। শনিবার দুপুরের দিকে প্রচন্ড বৃষ্টির সঙ্গে খুব জোরে বজ্রপাত শুরু হয়।

বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের কারণে তারা মাঠের কাজ রেখে আইলচারা ইউনিয়নের সিঁদুরঘাট এলাকার তালতলা বাজারের চায়ের দোকানের পাশে একটি টিনের চালার নিচে আশ্রয় নেন।

এসময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই জহুর ও ছলিমের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা এসে গুরুতর আহত রেজাউলকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৪ জুলাই ২০২৩

পাঁচ জেলায় নিহত ১০

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। রবিবার রাত থেকে সোমবার বিকাল পর্যন্ত এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–
নারায়ণগঞ্জ : পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- সাঈদুর রহমান, জিহাদ, আলমগীর ও জয়দেব। এদের মধ্যে মোটরসাইকেল

চালক, সাঈদুর (৪৩) সকালে নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস এলাকায় বাসচাপায় নিহত হন। দুপুরে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুঁড়ি এলাকায় বাসের ধাক্কায় মারা যান সিএনজিযাত্রী জয়দেব। রবিবার রাতে গোদনাইলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার যাত্রী জিহাদ (৩২) এবং শহরের বাবুরাইল বৌ-বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার চাপায় আলমগীরের (৪১) মৃত্যু হয়। **ফেনী :** দাগনভূঞায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেহেদি (২৪) ও আবুল আউয়াল (২৫) নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। তারা কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। **লক্ষ্মীপুর :** নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কে রবিবার রাতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে নিহত হন মাইক্রোবাস চালক রাতুল (২৮)। গতকাল রায়পুর ঢাকা-রায়পুর সড়কে সিএনজি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মারা যান মোটরসাইকেল চালক তানিম (২১)। এছাড়া **বগুড়ার** দুপচাঁচিয়ায় মোফাজ্জল (৩৮) নামে এক অটোভ্যান চালক ও **নড়াইলের** লোহাগড়ায় তাহেরা (১৯) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।

NEW AGE TUESDAY, JULY 4, 2023,

Six people killed in lightning strikes

Staff Correspondent
Rajshahi

AT LEAST six people were killed and three others injured in separate lightning strikes in Chapainawabganj and Naogaon on Monday.

In Chapainawabganj, Shariful Islam, 35, of Prasadpur Hothatpara village, of Rohanpur municipality area of Gomastapur upazila, was severely injured by a lightning strike while he was watching videos on his mobile phone at about 7:30am, said Gomastapur police station officer-in-charge Mahbubur Rahman.

Mahbubur said that family members rushed Shariful to Gomastapur Upazila Health Complex, where on-duty doctors declared him dead.

In Bholahat upazila of Chapainawabganj, farmer Anwar Hossain, 60, son of late Ayub Ali, of Mushribhuja village, of Daldali union, was killed in a lightning strike while he was working at a paddy field at about 9:30am, said Bholahat police station officer-in-charge Selim Reza.

In Chapainawabganj sadar upazila, farmer Omar Faruk, 55, of Bholahat upazila, was killed in a lightning strike while he was working at a paddy field at about 9:30am, said Chapainawabganj sadar police station officer-in-charge Sajjad Hossain.

OC Sajjad Hossain said that in another lightning strike, Zahurul Islam, 35, son of late Abdur Rahman, of Terroshia village of Chapainawabganj sadar upazila, was seriously injured early Monday.

Zahurul was first taken to the Chapainawabganj General Hospital, from where he was referred to the Rajshahi Medical College Hospital. However, Zahurul succumbed to his injuries on his way to the RMCH at about 2:30am, the OC added.

In Naogaon, a youth was killed and two others were injured in a lightning strike while they were fishing at about 6:30am in the Punarbhaba River at Porsha upazila.

The deceased was Abdul Jabbar, 28, son of Nazrul Islam, of Paschim Duarpal village of Nitpur union, and the injured were Abdul Karim, 35, and Mehdi Hasan, 24.

Quoting locals, Zahurul Islam, officer-in-charge of the Porsha police station, said that Jabbar and two injured youths along with some others went fishing in the Punarbhaba River.

Another farmer Mominur Rahman, 22, son of Ajijur Rahman, of Moishor village of Dhamoirhat upazila, was killed in a lightning strike while he was ploughing a piece of land with a power tiller at Kalupara of the upazila, said Kazi Mozammel Haque, officer-in-charge of the Dhamoirhat police station.

He said that another farmer was also injured in the lightning strike, but he was out of danger now.

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতরে গভীর নলকূপ বসাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবদুর রশিদ (২৬) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। তিনি সদর উপজেলার বাসিন্দা। প্রতিনিধি, মহেশখালী, কক্সবাজার

সমকাল • মঙ্গলবার । ৪ জুলাই ২০২৩

দুই শিক্ষার্থীসহ সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

ঢাকার সাভারে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেছে ব্যবসায়ীর। ফেনীর দাগনভূঞায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন দুই শিক্ষার্থী। এ ছাড়া নড়াইলের লোহাগড়া, খাগড়াছড়ির রামগড় ও বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় একজন করে প্রাণহানি ঘটেছে।

ফেনীর দাগনভূঞায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মেহেদী হাসান (২৩) ও রবিন (২০) নামের দুই শিক্ষার্থী নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে ফেনী-মাইজদী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের চরকাঁকড়া গ্রামের বাহারের ছেলে ও ঢাকা ইষ্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিলের ছাত্র মেহেদী হাসান এবং একই এলাকার সেলিমের ছেলে ও সাভার সরকারি কলেজের এইচএসসি ফলপ্রার্থী রবিন। বসুরহাট থেকে নোয়াখালীর মাইজদী শহরে যাওয়ার পথে উপজেলার মোক্তারবাড়ির দরজা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সাভারে সোলেমান পরিবহনের বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে পিয়াস খান (২৮) নামে এক ব্যবসায়ীর প্রাণ গেছে। তিনি সাভারের পশ্চিম রাজাশন ডেল্টার মোড় এলাকার বাসিন্দা। সাভার নিউমার্কেটের দোতলায় পিয়াস ফ্যাশন নামে তাঁর দোকান রয়েছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাসস্ট্যান্ড বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পিয়াস মূল সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় সেলফি পরিবহনের একটি বাস ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। পরে সোলেমান পরিবহনের বাসটি তাঁকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে সেলফি পরিবহনের বাস ও চালককে আটক করেন।

নড়াইলের লোহাগড়ায় সারোল বৌবাজার মোড়ে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গতকাল তাহেরা খানম (১৯) নামে এক নববধূ নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার নাওরা গ্রামের কামরুল সিকদারের মেয়ে। তাহেরা স্বামী সুজন মোল্যাকে নিয়ে বাবার বাড়ি নাওরা থেকে ইজিবাইকে দিঘলিয়া যাচ্ছিলেন। পথে ইজিবাইকটি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

খাগড়াছড়ির রামগড়ে সিমেন্ট কোম্পানির ট্রাকচাপায় জাহিদুল ইসলাম (৩০) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে রামগড় প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহিদুল রামগড়ের কালাডেবার সোনাইআগার মীর হোসেনের ছেলে।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোফাজ্জল হোসেন মোফা (৩৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে নওগাঁ-বগুড়া সড়কের চৌমুহনী বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোফাজ্জল বেলাইল খামারগাড়ী গ্রামের মনসুর আলীর ছেলে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা]

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার, ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই ২০২৩

মাদারগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চালু অবস্থায় কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর আলম (৪০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চরপাকেরদহ ইউনিয়নের পাকরুল এলাকার এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম ঐ এলাকার সাঈদ ফকিরের ছেলে। চরপাকেরদহ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আহাজ উদ্দিন ফকির বলেন, দুপুরে জাহাঙ্গীর তার বাড়িতে পানি উঠানোর মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

NEW AGE
TUESDAY, JULY 4, 2023,

Security guard electrocuted

United News of Bangladesh · Dhaka

A SECURITY guard was electrocuted at East Nakhalpara of Tejgaon industrial area in Dhaka on Monday.

The deceased was Faizu Islam, 35, son of Shamir Uddin, of Narsingdi. Locals said that Faizu used to work as a security guard at the house of Md Sharif Mia near East Nakhalpara railway gate. In the afternoon, while connecting the electric line of the water motor, he was electrocuted.

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২ জুলাই ২০২৩।

ট্রলারডুবির ৫ দিন পর ৬ জেলের লাশ উদ্ধার

ভোলা ও চরফ্যাশন প্রতিনিধি ▷

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি ট্রলার গত ২৫ জুন মাছ ধরতে গিয়ে ১৩ জন মাঝিমাল্লা নিয়ে সাগর মোহনার সোনার চর এলাকায় ডুবে যায়। গত শুক্রবার (৩০ জুন) সাগর মোহনার শিবচর এলাকা থেকে নিখোঁজ পাঁচ জেলে ও গতকাল শনিবার আরেকজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরের পর নিখোঁজ পাঁচ জেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ট্রলারযোগে চরফ্যাশনের সামরাজ ঘাটে নিয়ে আসে তাঁদের স্বজনরা। শুক্রবার যে পাঁচ জেলের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁরা হলেন নুরুল ইসলাম, হারুন দর্জি (৪৩), শরিফ হোসেন (২০), ছাত্তার হাওলাদার (৩৮), নুর ইসলাম (৭৮) ও ফজলে করিম রাঢ়ী। গতকাল শনিবার রহিম মাঝির (৫৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে ওই ট্রলারে থাকা শিহাব (১৫) নামের এক জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

সামরাজ মাছ ঘাটের আড়তদার মো. শাহিন মেম্বার জানান, গত ২৫ জুন চরফ্যাশন উপজেলার সামরাজ ঘাটের জাহাঙ্গীর মাঝির মালিকানাধীন ট্রলারটি মাছ ধরতে গিয়ে সাগর মোহনার সোনার চর এলাকায় ঢেউয়ের আঘাতে তিন টুকরা হয়ে ডুবে যায়।

সমকাল
৪ জুলাই ২০২৩। ২০ আষাঢ় ১৪৩০

সুগন্ধায় সেই জাহাজে আবার বিস্ফোরণ, আহত ১৫

আরও তিন মরদেহ উদ্ধার

সুগন্ধায় দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ থেকে পেট্রোল অপসারণের সময় আবার বিস্ফোরণ ঘটে

■ ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ সাগরনন্দিনী-২ থেকে পেট্রোল অপসারণের সময় সোমবার আবার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। বিস্ফোরণে জাহাজের ট্যাঙ্ক ফেটে গেলে নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। জাহাজটি আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে বলেও জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে, এদিন উদ্ধার হয়েছে আরও তিন মরদেহ। ঝালকাঠি পৌরসভার খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় সুগন্ধা নদীতে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজটি থেকে সাগরনন্দিনী-৪ জাহাজে পেট্রোল সরিয়ে নেওয়ার সময় সন্ধ্যার দিকে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণের পর জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাগরনন্দিনী-৪ জাহাজেও আগুন লাগে এবং নদীতে ভাসমান তেলেও আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, সুগন্ধায় জ্বালানি তেলবাহী জাহাজে আগুনের ঘটনায় উদ্ধার অভিযানে নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করা হয়েছে এবং বরিশাল থেকে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে নৌবাহিনী জাহাজ ডলফিন।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণে নৌ পুলিশের সদস্যসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। তাঁরা হলেন– ঝালকাঠি পুলিশ লাইনের এসআই আব্দুল হাকিম, কনস্টেবল পলাশ মোল্লা, কনস্টেবল শওকত ও কনস্টেবল মনির, বরিশাল নৌ পুলিশের মো. সিদ্দিক, এটিএসআই হেলাল উদ্দিন, সাগরনন্দিনী-৪ জাহাজের স্টাফ শরিফ উল্লাহ ও বাবুর্চি কাইয়ুম, মাঝি মো. কাওসার এবং ঝালকাঠি সদর থানার এএসআই গণেশ। তাঁদের মধ্যে গুরুতর কয়েকজনকে বরিশাল শেবাচিম-এ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সাগরনন্দিনী-২ এ আগুন ও বিস্ফোরণের ঘটনায় নিখোঁজ ৪ জনেরই মরদেহ উদ্ধার হলো। সোমবার জাহাজের সুপারভাইজার মাসুদুর রহমান, মাস্টার রুহুল আমিন ও ড্রাইভার সরোয়ার হোসেন আকরামের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এর আগে রোববার পাওয়া যায় গ্রিজার আব্দুস সালাম হৃদয়ের মরদেহ।

উল্লেখ্য, গত শনিবার পদ্মা অয়েল কোম্পানির তেলবাহী সাগরনন্দিনী-২ জাহাজে আগুন লেগে এর ইঞ্জিনরুমের ওপরের অংশ উড়ে যায়। এতে নিখোঁজ ছিলেন ৪ জন।

সোমবার রাত ১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুটি জাহাজের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২০ আষ
৪ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর নাখালপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফাইজু নামে এক নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পূর্ব নাখালপাড়া রেলগেট সংলগ্ন একটি বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত নিরাপত্তা কর্মীর বাবার নাম ছমির উদ্দিন। এছাড়া তার বিস্তারিত ঠিকানা জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মানিক নামে এক ব্যক্তি জানান, নাখালপাড়ার ঐ বাসায় সেনেটারি মিস্ত্রিরা কাজ করছিলেন। ফাইজু ঐ বাসার নিরাপত্তা কর্মী। সকালে তিনতলা বাসার নিচতলায় মোটরের লাইন ঠিক করে চুলা ঠিক করতে যান তিনি। নিচতলায় হাঁটু পরিমাণ বৃষ্টির পানি জমে ছিল। পানির মধ্যে মোটরের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন ফাইজু। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর নাখালপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফাইজু (৩৫) নামে এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টার দিকে পূর্ব নাখালপাড়া রেলগেট-সংলগ্ন একটি বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত নিরাপত্তাকর্মীর বাবার নাম ছমির উদ্দিন। এ ছাড়া তার বিস্তারিত ঠিকানা জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হাসপাতালে মানিক নামে এক ব্যক্তি জানান, নাখালপাড়ার ওই বাসায় মিস্ত্রিরা কাজ করছিল। ফাইজু ওই বাসার নিরাপত্তাকর্মী। সকালে তিন তলা বাসার নিচ তলায় মোটরের লাইন ঠিক করে চুলা ঠিক করতে যান তিনি। নিচতলায় হাঁটুপরিমাণ বৃষ্টির পানি জমেছিল। পানির মধ্যে মোটরের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন ফাইজু। তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার, জুলাই ৪, ২০২৩ ■ আষাঢ় ২০, ১৪৩০ বণিক বার্তা

বজ্রপাতে তিন জেলায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বজ্রপাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিনজন, নওগাঁয় দুজন ও রংপুরে একজনসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : বজ্রপাতে জেলার তিন উপজেলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন—ভোলাহাট উপজেলার কৃষক ওমর আলী। গোমস্তাপুর উপজেলার প্রসাদপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩৫) এবং ভোলাহাট উপজেলার দলদলী ইউনিয়নের চামা মুশরিভুজা গ্রামের মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন (৬০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জামতলা এলাকায় ধানখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মারা যান ওমর আলী নামে এক কৃষক। তিনি ভোলাহাট উপজেলার বাসিন্দা।

অন্যদিকে গোমস্তাপুর উপজেলার প্রসাদপুর গ্রামে বজ্রপাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন শরিফুল ইসলাম। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। একই সময় ভোলাহাট উপজেলার দলদলি ইউনিয়নের মুশরিভুজা গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় আনোয়ার হোসেন নামে এক কৃষক বজ্রপাতে মারা যান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রওশন আলী, গোমস্তাপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমান, ভোলাহাট থানার ওসি সেলিম রেজা বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নওগাঁ : জেলার পোরশা ও ধামইরহাট উপজেলায় বজ্রপাতে জেলে এবং কৃষকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে ও দুপুরে বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়। মৃতরা হলেন পোরশা উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের পশ্চিম দুয়ারপাল গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আব্দুল জব্বার (৩০) ও ধামইরহাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৈশর গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে মুমিনুল রহমান (২২)।

পোরশা থানার ওসি জহুরুল ইসলাম বলেন, 'গতকাল ভোরে বৃষ্টিতে ভিজে পুনর্ভবা নদীতে মাছ ধরতে যান আব্দুল জব্বার ও মেহেদী হাসানসহ পশ্চিম দুয়ারপাল গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবক। সকাল ৬টার দিকে তাদের ওপর বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলেই আব্দুল জব্বারের মৃত্যু হয়। আহত হন মেহেদী হাসান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।'

অন্যদিকে ধামইরহাট থানার ওসি মোজাম্মেল হক কাজী বলেন, 'সকালে বৃষ্টির মধ্যে কালুপাড়া বিলে আমন ধান রোপণের জন্য পাওয়ার টিলার দিয়ে জহিরুল ইসলামের জমি প্রস্তুত করছিলেন মুমিনুল রহমান। দুপুর ১২টার দিকে তাদের দুজনের ওপর বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলেই কৃষক মুমিনুলের মৃত্যু হয় এবং জমির মালিক জহিরুল ইসলাম আহত হন। আহতাবস্থায় জহিরুলকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।'

রংপুর : জেলার বদরগঞ্জে বজ্রপাতে মাবুদ হক (২৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের গোপালপুর বোয়ালীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মাবুদ স্থানীয় জাহিদুল হকের ছেলে।

বদরগঞ্জ থানার ওসি হাবিবুর রহমান জানান, সকালে স্থানীয় সুকুমারের জমিতে কাজ করতে যান মাবুদ হক। সকাল থেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৪ জুলাই ২০২৩
২০ আষাঢ় ১৪৩০

অটোরিকশা চার্জ দেওয়ার সময়

সিদ্ধিরগঞ্জ ও শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই চালকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) ও শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পাইনাদি সিআইখোলা এলাকায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চার্জ দিতে গিয়ে রোববার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সোহাগ নামে এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুমিল্লার মুরাদনগরের জাররা গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, রোববার রাতে তিনি ইজিবাইক চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান চালক সোহাগ। তিনি পরিবার নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের সিআইখোলা এলাকায় বসবাস করতেন।

এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুরের জৈনা বাজার এলাকায় অটোরিকশা চার্জে দিতে গিয়ে রোববার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিপন মিয়া নামে আরেক চালকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের সরিকান্দা গ্রামের বাসিন্দা। ওসি এএফএম নাসিম বলেন, রোববার রাতে রিপন তার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চার্জে দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান।

যুগান্তর | বুধবার ৫ জুলাই ২০২৩
২১ আষাঢ় ১৪৩০

দশ জেলায় সড়কে ঝরল ১৩ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

দশ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও কক্সবাজারের পেকুয়ায় অটোরিকশার চার যাত্রী, ঝিনাইদহের মহেশপুর আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রামের পটিয়া ও নীলফামারীর ডোমার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী, ময়মনসিংহের ভালুকায় পিকআপভ্যান আরোহী, নেত্রকোনার পূর্বধলায় দুজন, নড়াইলে শিশু ও মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে অজ্ঞাতনামা পথচারী রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নেত্রকোনা : নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সড়কের পূর্বধলার জালশুকা এলাকায় মঙ্গলবার বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে ছয়জন আহত হন। তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অটোরিকশা চালক একরামুল মিয়াকে ও অজ্ঞাতনামা এক নারীকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিক বার্তা
বুধবার, জুলাই ৫, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে নয়জন নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

হবিগঞ্জ : জেলার মাধবপুরে চলন্ত গাড়ি থেকে

রাজবাড়ী : রাজবাড়ী-ফরিদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কল্যাণপুর এলাকায় দুই বাসের সংঘর্ষে সাহিদা বেগম নামে এক গার্মেন্ট কর্মীর হাত বিচ্ছিন্ন হওয়া গেছে। আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১৫ জন। পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল বিকালে রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকায় কুষ্টিয়া থেকে দৌলতদিয়াগামী পদ্মা-গড়াই ও ঢাকা থেকে আসা রোজিনা পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহ্লাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি তরিকুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২১ আষাঢ়
৫ জুলাই ২০২৩

শ্রীবরদীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নারীর মৃত্যু

■ শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা

শেরপুরের শ্রীবরদীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ফুল বাশরী (৪৫)। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সিংগাবরুণা ইউনিয়নের সগুনা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফুল বাশরী ঐ গ্রামের মৃত সিরাজুল হকের স্ত্রী।

নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সগুনা গ্রামের ফুল বাশরী গরু লালন-পালন করতেন। মঙ্গলবার দুপুরে গোয়ালঘর পরিষ্কার করার জন্য পানির বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ দিতে যান। এ সময় তিনি সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শ্রীবরদী থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সমকাল • বুধবার । ৫ জুলাই ২০২৩

সড়কে ঝরল ১৫ প্রাণ

দুই বাসের সংঘর্ষে নারীর হাত বিচ্ছিন্ন

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজারের পেকুয়া এবং কুড়িগ্রামের রাজারহাটে দু'জন করে নিহত হয়েছেন। রাজধানীতে অটোরিকশার ধাক্কায় প্রাণ গেছে একজনের। এ ছাড়া হবিগঞ্জের মাধবপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নড়াইল সদর, নাটোরের বড়াইগ্রাম, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখান, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া, ময়মনসিংহের ভালুকা এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় মারা গেছেন একজন করে। রাজবাড়ী সদর উপজেলায় দুই বাসের সংঘর্ষে এক নারীর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় দানু চৌধুরী (৮৪) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নাবিস্কো ও তিব্বতের মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাখালপাড়া এলাকার বাসায় থাকতেন দানু। তেজগাঁওয়ের কুনিপাড়া থেকে বাসায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি।

লক্ষ্মীপুর সদর ও রায়পুর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাতুল (২৮) ও তানিম (২১) নামের দু'জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। রায়পুরের ভূঁইয়া রাস্তার মাথা এলাকায় অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত মোটরসাইকেল আরোহী তানিম রায়পুর বুলেট মাইকের স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বুলেটের ছেলে। নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের মান্দারী বাজারের কাছে লক্ষ্মীপুর সদরে মাইক্রোবাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত হন রাতুল।

কক্সবাজারের পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দু'জন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে উপজেলার বারবাকিয়া ইউনিয়নের কাদিমাকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের সরলিয়া বাজার এলাকার আহমদ নবীর ছেলে শেহাব উদ্দিন (৪৫) ও আনোয়ারা উপজেলার হাবিবুর রহমানের ছেলে নুরুল আমিন (৩০)।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে পিকআপ ও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নারীসহ দু'জন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে চাকিরপশার ইউনিয়নের মিলের পাড় বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সিরাজুল ইসলাম (২৮) ও সেলিনা বেগম (৩৫)।

হবিগঞ্জের মাধবপুরের শাহপুর নতুন বাজার এলাকায় গতকাল প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে বিল্লাল মিয়া (৩০) নিহত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বিরামপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আলাউদ্দিন (২৫) নামে এক যুবক নিহত ও তিনজন আহত হন।

নড়াইল সদর উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জান্নাতুল নামে চার বছরের শিশু নিহত হয়েছে। নাটোরের বড়াইগ্রামে প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে আবদুল করিম (৪৫) নামে এক আম ব্যবসায়ীর প্রাণ গেছে। এ সময় ছয়জন আহত হন।

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখানে সড়কে নিহত বৃদ্ধ পথচারীর পরিচয় মেলেনি। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় গতকাল গাড়ির ধাক্কায় গোলাম মোস্তফা (৪১) নামের এক মোটরসাইকেলের চালক নিহত হয়েছেন।

ময়মনসিংহের ভালুকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় যাত্রীবাহী বাসচাপায় প্রান্ত ঘোষ (২২) নামের এক গার্মেন্টকর্মীর প্রাণ গেছে। চট্টগ্রামের পটিয়ায় গতকাল বিকেলে বাসচাপায় ইসকান্দর জামি (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের কল্যাণপুরে গতকাল বিকেলে দুই বাসের সংঘর্ষে সাহিদা বেগম নামের এক নারীর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা]

কালের কণ্ঠ
াষাঢ় ১৪৩০ । ১৬ জিলহজ ১৪৪৪

দুই বাসের সংঘর্ষে আবারও এক ব্যক্তির হাত বিচ্ছিন্ন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

আবারও দুই বাসের সংঘর্ষে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এক গার্মেন্টিকর্মীর। গতকাল মঙ্গলবার রাজবাড়ী সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। এদিকে ঢাকায় ছেলেকে দেখতে আসার পথে বাবা এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ছেলের সঙ্গে বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়েছে মায়ের। এ ছাড়া নাটোর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুড়িগ্রাম, পিরোজপুরে সড়কে প্রাণ হারিয়েছে আরো পাঁচজন।

রাজবাড়ীতে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গার্মেন্টিকর্মী হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামের আনসার বিশ্বাসের মেয়ে সাহিদা বেগম (৩০)। তিনি ঢাকার সাভার এলাকার একটি গার্মেন্টের কর্মী। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য আহতদের রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ইমরান হোসেন বলেন, কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা পদ্মা-গড়াই বাসটি দৌলতদিয়া যাচ্ছিল। কল্যাণপুর এলাকায় রোজিনা পরিবহনের বাসকে সাইড দিতে গিয়ে সংঘর্ষ হয়।

এদিকে গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর রায়পুরা থানার কালীপুর থেকে বাবা দানু চৌধুরী (৮৪) ঢাকার নাখালপাড়ায় এসেছিলেন ছেলেকে দেখতে। ঢাকার নাবিস্কোর সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে। নিহত দানু চৌধুরীর ছেলে ইমরান চৌধুরী জানান, দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে পথচারীরা দানু চৌধুরীকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখান থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে কুমিল্লায় চৌদ্দগ্রামে আমানগণ্ডা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ছালেহা বেগমের। তিনি উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের ধনিজকরা গ্রামের মৌলভী আবদুল মালেকের স্ত্রী। দুর্ঘটনায় তাঁর ছেলে মো. মামুন গুরুতর আহত হন। নিহত ছালেহা বেগমের ছোট ভাই সেলিম চৌধুরী বলেন, ছালেহা বেগম গতকাল তাঁর ছেলের সঙ্গে বাবার বাড়ি চিওড়াতে যাচ্ছিলেন।

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

এ ছাড়া নাটোরের বড়াইগ্রামের মানিকপুর এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে আব্দুল করিম (৪৫) নামের এক আম ব্যবসায়ী নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে। আব্দুল করিম ঢাকার আমিনবাজার এলাকার বাসিন্দা। ময়মনসিংহের ভালুকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের চাপায় প্রান্ত ঘোষ (২২) নামের এক কারখানা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি হালুয়াঘাট উপজেলার হাপানিয়া গ্রামের পরিমল ঘোষের ছেলে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. আলাউদ্দিন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রাধিকা-শিবপুর সড়কের সদর উপজেলার বিরামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনায় নিহত আলাউদ্দিন জেলার নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকুটের হাবিবুর রহমানের ছেলে। কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার মিলের পাড় এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও অটোরিকশার সংঘর্ষে সিরাজুল ইসলাম (৪৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি উলিপুর উপজেলার নাওডাঙ্গা গ্রামের গাফফার আলী মোল্লার ছেলে। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় বাসের ধাক্কায় কুলসুম বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। নিহত গৃহবধূ কুলসুম উপজেলার ফুলঝুড়ি গ্রামের ইজিবাইক চালক কবির হোসেনের স্ত্রী।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিরা]

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২২
৬ জুলাই ২০২৩

লোহাগাড়ায় বন্য হাতির আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু

■ লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি এলাকায় বন্যহাতির আক্রমণে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. পেঠান প্রকাশ নুরুল ইসলাম (৬০)। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে তিনি মারা যান। নুরুল ইসলাম চুনতি ইউনিয়নের দক্ষিণ নারিশ্চা এলাকার মৃত আজমত উল্লাহর ছেলে। বিষয়টি নিহতের স্বজন মোক্তার হোসেন নিশ্চিত করেছেন।

মোক্তার হোসেন জানান, নুরুল ইসলাম বান্দরবানের লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নে তার খামারবাড়ি থেকে সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। ফেরার পথে লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের মইজ্যাতলী এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণের শিকার হয়ে ঝিরিতে পড়ে যান। রাত ৯টার দিকে ঝিরির পানিতে ভেসে চাম্বি খালের পর্যটন এলাকায় চলে আসে। এ সময় আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে রাত ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বন্য হাতির আক্রমণে তার একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেও তিনি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩০
৭ জুলাই ২০২৩

গোপালগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় অ্যাম্বুলেন্সের চার যাত্রী নিহত

এক দিনে সড়কে দুই ভাইসহ ১৮ জনের প্রাণহানি

ইত্তেফাক ডেস্ক

গোপালগঞ্জে এক্সকাভেটর বহনকারী ট্রাকের সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে অ্যাম্বুলেন্সের চালকসহ চার জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো এক জনের মৃত্যু হয়েছে। একই দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ১৩ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে দুজন সহোদর এবং দুজন চাচাতো ভাই। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ থেকে ইত্তেফাকের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জন নিহত ছাড়াও আহত হয়েছেন তিন জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ শহরের আরামবাগ ও দুপুর ১২টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল ঘৃটিকালচার সেন্টারের সমানে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, অসুস্থ সাবেক নৌ সদস্য ডা. শামছুল আলমকে নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স খুলনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ঘোনাপাড়াগামী এক্সকাভেটর বহনকারী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গাড়ি দুটি দুমড়েমুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স চালক মোমিন (৪০) নিহত হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে শামছুল আলম (৬০) ও হাসপাতালে আনার পর মো. জুয়েল হাসান (৩০) ও ফয়সালের (৩৫) মৃত্যু হয়। আহত তিন জনকে প্রথমে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল হর্টিকালচার সেন্টারের প্রাইভেটকারের চাকা পাংচার হয়ে একটি মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে আলামিন শরিফ (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হন।

বগুড়া : বগুড়ায় জেলা সদর থেকে গাবতলী আঞ্চলিক সড়কের ছাতিয়ানতলায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজি চালিত অটো রিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন সিএনজিচালকসহ দুই জন। নিহতরা হলেন : বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার বয়রা গান্ধী গ্রামের সাগর মিয়ার স্ত্রী রাবিয়া বেগম (২৬) ও অজ্ঞাত এক বৃদ্ধ (৬০)।

মধুখালী (ফরিদপুর) : উপজেলার আড়পাড়া ইউনিয়নের ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোড়েদা মোড় নামক স্থানে মাগুড়ার দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে যশোরগামী কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার রাসেল শেখ (৩৫) ও সেল সুপার ভাইজার মো. নুরুন্নবী (৫৫) গুরুতর আহত হলে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ড্রাইভারকে মৃত ঘোষণা করেন।

মনিরামপুর (যশোর) : মনিরামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বিজয় (২৩) নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে হৃদয় শেখ (২২) ও জাহিদুল (২৫) নামের আরো দুই জন।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ৭, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় নিহত ১১

বণিক বার্তা ডেস্ক ॥

গোপালগঞ্জে এক্সক্যাভেটরবাহী ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বগুড়ায় দুজন, কুমিল্লায় তিনজন এবং ফরিদপুর ও বরিশালে দুজনসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গোপালগঞ্জ : এক্সক্যাভেটরবাহী ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে জেলা শহরে চারজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে শহরের আরামবাগ এলাকাল ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন অ্যাম্বুলেন্স চালক রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার মদাপুর ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের গুলজার খানের ছেলে মোমিন খান (৪০), বরিশাল সদর রোডের বাসিন্দা ডা. শামসুল আলম (৬০), রাজবাড়ী সদর উপজেলার বড় লক্ষ্মীপুর গ্রামের নাদের শেখের ছেলে ফয়সাল শেখ (২৮) এবং পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার শাহ আলমের ছেলে জুয়েল হাসান (৩০)।

আহতরা হলেন ট্রাকচালক পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় দেলবাড়ী ইউনিয়নের বিল ডুমুরিয়া গ্রামের মোহাম্মাদ আলী (৭০), পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার লেবুখালি গ্রামের কামাল হোসেন (৪২) ও একই গ্রামের বায়েজিদ হোসেন (২১)।

গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক শিপলু আহমেদ জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এক্সক্যাভেটর বহনকারী ট্রাক ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের আরামবাগ নামক স্থানে পৌঁছলে খুলনা থেকে আসা অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা আহতদের গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে আনার পর আরো দুজনের মৃত্যু হয়। আহত তিনজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

বগুড়া : জেলা সদরের ছাতিয়ানতলায় ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোর দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোচালকসহ আরো দুজন। গতকাল ভোর ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার বয়রাগান্ধী গ্রামের সাগর মিয়ার স্ত্রী রাবিয়া বেগম (২৬) ও অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধ (৬০)। তাদের মরদেহ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। আহতরা হলেন অটোচালক বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাদশা মিয়া (৫০) ও অটোযাত্রী সেনা সদস্য পলাশ মাহামুদ (২৩)।

বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শাহীনুজ্জামান জানান, গতকাল ভোরে ছাতিয়ানতলায় অটোরিকশার সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

কুমিল্লা : জেলার দেবিদ্বারে লরির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার চরবাকর এলাকায় কুমিল্লা-সিলেট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মুরাদনগর উপজেলার গোকুলনগর এলাকার নাছিমা আক্তার খুকি (৩২) ও তার মেয়ে নুসরাত (১২) এবং একই এলাকার সিএনজিচালিত অটোচালক দেলোয়ার হোসেন।

মিরপুর হাইওয়ে থানার ওসি আলমগীর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বুধবার রাতে কুমিল্লামুখী একটি লরির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মা-মেয়েসহ তিনজন ঘটনাস্থলে নিহত হন।

ফরিদপুর : জেলার মধুখালীতে বাসের সঙ্গে কাভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাসেল শেখ (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মো. নুরুন্নবী (৫৫) নামে একজন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে উপজেলার আড়পাড়া ইউনিয়নের গোড়িয়াদাহ মোড় এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাগুরার দিক থেকে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে ঢাকা থেকে যশোরগামী এসএ পরিবহনের কাভার্ডভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় কাভার্ডভ্যান চালক রাসেল নিহত হন। আহত হন অন্য আরেকজন। মধুখালী থানার ওসি শহিদুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরিশাল : নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নাবিয়া (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে বুধবার দুপুরে বরিশাল সদর উপজেলার টুমচরে মাহিন্দ্রা থেকে নামার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়েছিলো ওই শিশু। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর থানার ওসি আবদুর রহমান মুকুল। নাবিয়া বাকেরগঞ্জ উপজেলার নুরুল ইসলামের মেয়ে।

যুগান্তর
শনিবার ৮ জুলাই ২০২৩
E-mail: anandonaga

যশোরে ইজিবাইকে বাসের ধাক্কা

একই পরিবারের পাঁচ জনসহ নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

যশোর সদরে বাসচাপায় ইজিবাইকের সাত যাত্রী নিহত হয়েছে। এর মধ্যে একই পরিবারের পাঁচজন রয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। এ ছাড়াও এদিন দেশের ১৫ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ২৫ জনের। এর মধ্যে সিলেটে যশোরের অনুরূপ ঘটনায় প্রাণ গেছে ছয় জনের। আহত হয়েছেন আরও আট জন। টাঙ্গাইলে সড়কে প্রাণ গেছে নারী ও শিশুসহ ছয় জনের। এ ছাড়া বগুড়া শহরতলিতে মোটরসাইকেল চালক ও শেরপুরে পিকআপভ্যান চালক, রাজধানীতে অটোরিকশা চালক, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পিকআপভ্যান চালক, কিশোরগঞ্জের নীলফামারীতে ট্রলি চালক, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে শ্রমিক, ভোলার বোরহানউদ্দিনে মোটরসাইকেল আরোহী, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে পিকআপভ্যান যাত্রী, চট্টগ্রামের চন্দনাইশে পথচারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ট্রাকচালক, রাজবাড়ীতে তরুণ, ময়মনসিংহের তারাকান্দা ও গাজীপুরে দুই অটোরিকশা যাত্রী এবং কুড়িগ্রামে স্কুলছাত্র রয়েছে। স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

১৫ জেলায় আরও ২৫ প্রাণহানি, এর মধ্যে সিলেট ও টাঙ্গাইলে ১১ জন

যশোর : যশোর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাস শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় যশোর-মাগুরা মহাসড়কে তেঁতুলতলা বাজারে ইজিবাইকে বাস চাপা দিলে ৭ জন মারা যান, আহত হন দুজন। নিহতরা হলেন, ইজিবাইক চালক যশোর সদরের সুলতানপুরের সাইফুলের ছেলে ইমরান হোসেন (২৭), বাঘারপাড়ার যাদবপুরের হেলালের যমজ দুই ছেলে হাসান ও হোসাইন (২), একই গ্রামের বাবুল মুন্সির স্ত্রী মাহিমা খাতুন (৩০) এবং ফাহিমা (৩০), রাহিমা (৭) ও অন্য একজন অজ্ঞাত। আহত হন সোনিয়া (৩০) ও তার মেয়ে খাদিজা (৭)।

প্রত্যক্ষদর্শী মুদি দোকানি জাহাঙ্গীর হোসেন ও খাইরুল ইসলাম বলেন, ইজিবাইকটিও যশোর থেকে আসছিল। স্পিডব্রেকার অতিক্রম করে বাইকটি ডানদিকের তেজরোল গ্রামের সড়কে প্রবেশের জন্য বাঁক নেয়। এ সময় পেছনে থেকে বাস ধাক্কা দেয়। বাসের নিচে চাপা পড়ে ইজিবাইকটি।

নিহত পরিবারের স্বজন সালমান পারভেজ বলেন, আহত খাদিজার টনসিল অপারেশন করার জন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইজিবাইক ভাড়া করে যশোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছিল। যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বেলাল হোসাইন ও বারোবাজার হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল আলম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ইজিবাইকটি তাদের হেফাজতে রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচজনসহ ৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে নিহত স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। রাত সাড়ে ৯ টার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি নিহতদের দাফন ও আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের ঘোষণা দেন।

জয়দেবপুর (গাজীপুর) : গাজীপুর সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় আব্দুস সাত্তার নামে এক অটোরিকশার যাত্রী নিহত হয়েছেন। তিনি সদর উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের শামসুদ্দিনের ছেলে। এ সময় আহত হয়েছেন অটোরিকশার চালক। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় সদর উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভবানীপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়া ও শেরপুর : ট্রাকচাপায় আল ইমরান নামে মোটরসাইকেল চালক ইন্টেরিওর ডিজাইনার নিহত ও আরোহী তার সম্বন্ধি মুক্তার হোসেন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়া শহরতলির মাটিডালী বাজারে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আল ইমরান বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের বড়িয়া গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে। এ ছাড়া ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর পৌর শহরের কলেজ রোডে বৃহস্পতিবার রাতে পিকআপভ্যান ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে পিকআপভ্যান চালক পিন্টু পাহান নিহত হয়েছেন। তিনি নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার নিয়ামতপুরের পাঠান পাহানের ছেলে।

ঢাকা : বৃহস্পতিবার রাত ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত অটোরিকশা চালক মো. সুমন বরিশালের বাকেরগঞ্জের নিয়ামতি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে। এ ছাড়া শুক্রবার সকালে গেন্ডারিয়া ট্রাক স্ট্যান্ডে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালকসহ চারজন আহত হন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর-মাওনা সড়কের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকালে পিকআপভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে পিকআপভ্যান চালক ফিরোজ হোসেন নিহত হয়েছেন। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি এলাকার স্বল্প মহেড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) : কিশোরগঞ্জে চাকা খুলতে ৫ গিয়ে এক ট্রলি চালক নিহত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে রংপুর-ডালিয়া সড়কের মাগুড়া স্ট্যান্ডে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ওই ট্রলি চালকের নাম জানা যায়নি। তবে তার বাড়ি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ধনতলা গ্রামে বলে জানা গেছে।

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : চুনারুঘাট উপজেলায় ট্রাক্টর উলটে আল-আমিন (২৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার কচুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আল-আমিন কাচুয়া গ্রামের জহুর হোসেনের ছেলে।

নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : নাচোলে গাছের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত চালক আব্দুল মতিন উপজেলার সূর্যপুরের ফুল মোহাম্মদের ছেলে। শুক্রবার সকালে নাচোল-ধানসুড়া মহাসড়কের গনইর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৪ অ
৮ জুলাই ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্র ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

শেরপুর (বগুড়া) : শেরপুরে কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম পিন্টু পাহান (২০)। শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার কলেজ রোড এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পিন্টু পাহান নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের পাঠানো পাহান মিয়ার ছেলে।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আব্দুল ওয়াদুদ জানান, ঢাকাগামী একটি কাভার্ডভ্যান মহাসড়কের কলেজ রোড এলাকায় পৌছালে বিপরীতগামী অপর একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক পিন্টু পাহান মারা যান। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পাশাপাশি দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পরপরই চালক ও হেলপার পালিয়ে যাওয়ায় গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) : চন্দনাইশের দোহাজারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নৈশপ্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম জসিমউদদীন (৪৩)। বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দোহাজারী হাইওয়ে থানা ইনচার্জ খান মো. ইরফান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৮ জুলাই ২০২৩।

মান্দায় দেয়াল ধসে ভটভটিচালক নিহত

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি ▷

নওগাঁর মান্দায় পরিত্যক্ত একটি হিমাগারের দেয়ালধসে মকলেছুর রহমান (৪৫) নামের এক ভটভটিচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে দেলুয়াবাড়ী-চৌবাড়িয়া রাস্তায় জ্যোতি হিমাগার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মকলেছুর উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের চককানু গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে। ভটভটিতে গরু নিয়ে চৌবাড়িয়া হাটে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা শিকার হন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী মাইনুর ইসলাম জানান, মকলেছুর রহমানের গরুবোঝাই ভটভটি জ্যোতি কোল্ড স্টোরেজের সামনে আসার পর দোতলার রেলিংয়ের ইট ধসে ভটভটির ওপর পড়ে। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মান্দা থানার ওসি নূর-এ আলম সিদ্দিকী বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সময়ের আলো | বুধবার । ৫ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল ৩ জেলায় ৪ জনের

সময়ের আলো ডেস্ক

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সোম ও মঙ্গলবার তিন জেলায় চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মৌলভীবাজারের জুড়ীতে বিদ্যুৎপৃষ্টে স্বামী-স্ত্রী, জামালপুরের মাদারগঞ্জে এক কৃষক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার বায়েক চৌমুহনীতে এক ব্যক্তির প্রাণ হারানোর খবর পাওয়া গেছে। মৌলভীবাজারের জুড়ী সংবাদদাতা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টায় দিকে জেলার জুড়ী উপজেলার দক্ষিণ সাগরনাল গ্রামে বাড়ির পাশে সুপারি গাছ কাটতে গিয়ে পল্লী বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন মঈন উদ্দিন (৬৫)। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রী এসনো বিবি (৫০) বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। সাগরনাল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুন নুর বলেন, বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জুড়ী থানার ওসি মোশাররফ হোসেন।

জামালপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার চরপাকেরদহ ইউনিয়নের পাকরুল এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চালু অবস্থায় কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জাহাঙ্গীর আলম (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত জাহাঙ্গীর আলম ওই এলাকার সাঈদ ফকিরের ছেলে। এ তথ্য নিশ্চিত করেন চরপাকেরদহ ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আহাজ উদ্দিন ফকির। তিনি বলেন, দুপুরে জাহাঙ্গীর তার নিজ বাড়িতে পানি ওঠানোর মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সোমবার ভোরে জেলার কসবার বায়েক চৌমুহনী এলাকায় জনৈক ইসমাইল মিয়ার স-মিলের পেছনে টিনের বেড়ার সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জাহাঙ্গীর আলম (৩২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত জাহাঙ্গীর বায়েক ইউনিয়নের বালিয়াছড়া গ্রামের মুর্তুজ আলীর ছেলে। কসবা থানার ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রস্রাব করতে গিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছে।

সময়ের আলো | শনিবার । ৮ জুলাই ২০২৩

কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজি চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন রায়েরবাজার বাসস্ট্যান্ডে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. সুমন (৩৬) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। নিহত সুমনের গ্রামের বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জে। তার বাবার নাম আবদুল কুদ্দুস। বর্তমানে স্ত্রী এবং এক ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে ৩৭ নং বোরহান লেন হাজারীবাগে ভাড়া থাকতেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শুক্রবার সকালে নিহতের মামা আল আমিন জানান, নিহত সুমন ভাড়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালাত।

বৃহস্পতিবার রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ড দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির কাভার্ড ভ্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে গেন্ডারিয়া ট্রাকস্ট্যান্ড এলাকায় এশিয়ান লাইন বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ ৪ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন–মো. পলাশ (২৯), তার মা সামছুন নাহার পর্বত (৫২), বোন সালেহা আক্তার (৩৫) এবং অটোরিকশাচালক মো. আমজাদ হোসেন (৬০)। ওই ঘটনায় বাসের চালককে আটক ও বাসটি জব্দ করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ | রবিবার । ৯ জুলাই ২০২৩

কামরাঙ্গীর চরে বিদ্যুৎস্পর্শে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পুরান ঢাকার কামরাঙ্গীর চর এলাকার একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিক মারা গেছেন বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার সকালে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যক্তির নাম মো. শাহিন (৩৩)।

কামরাঙ্গীর চর পদচারী সেতুর পাশেই বিক্রমপুর প্লাস্টিক কারখানায় তিনি কাজ করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) বাচ্চু মিয়া বলেন, 'ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।' নিহতের সহকর্মী মো. মন্টি জানান, গতকাল ভোরের দিকে কারখানায় নতুন একটি মেশিন আনা হয়। মেশিনটি কারখানার ভেতরে নেওয়ার সময় পাশের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। অচেতন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়।

দেশ রূপান্তর | শুক্রবার ৭ জুলাই ২০২৩

রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পরিবহন শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় নজির আহমদ (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি সোহাগ পরিবহন বাসের চালকের সহযোগী ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। ঢাকা রেলওয়ে (কমলাপুর) থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফারুক আহাম্মদ সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, গত বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মালিবাগ রেলগেটের পূর্বপাশে কমলাপুর থেকে ছেড়ে আসা কোনো একটি ট্রেনের ধাক্কায় মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। খবর পেয়ে সন্ধ্যায় তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে এটি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মর্গে পাঠানো হয়। সোহাগ পরিবহনের মালিবাগ গ্যারেজের ফোরম্যান মো. সেলিম জানান, চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার মাদবর বাড়ি গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে নজির। সোহাগ পরিবহনের চালকের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন এবং বাসের মধ্যেই থাকতেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | রবিবার ॥ ৯ জুলাই ২০২৩

কেরানীগঞ্জে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ একজন নিহত

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে ইয়াসিন (২৩) নামে এক কার শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় রাব্বি এবং বিপ্লব নামের দুজন আহত হয়েছেন। নিহত ইয়াসিন বরিশালের মুলাদী থানার বোয়ালী গ্রামের নেসার ব্যাপারীর ছেলে। আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। গতকাল রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন তেঘরিয়া ইউনিয়নের বনগ্রাম বড় মসজিদের সামনে মোস্ট ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ফ্যাক্টরির মালিক বরিশালের উজিরপুর থানার মহিবুল্লাহ সোহান। এখানে মডেল মসজিদের গ্রিলের বিভিন্ন ডিজাইনের কাজ করা হয়। সন্ধ্যায় পিকআপ থেকে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] গ্রিলের বিভিন্ন মালামাল ফ্যাক্টরিতে নামানোর সময় গাড়িতে থাকা একটি কেমিক্যালের ড্রাম অতিরিক্ত ঝাকুনিতে বিস্ফোরিত হয়। এতে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ইয়াসিনের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তিনি নিহত হন। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ্ জামান জানান, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। কি কারণে বিস্ফোরণ- তা তদন্ত শেষে জানা যাবে।

দেশ রূপান্তর | রবিবার ৯ জুলাই ২০২৩

রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে লোহার ব্রিজ এলাকায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শাহীন (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অপর এক শ্রমিক আহত হয়েছেন।

শাহীনের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। তার বাবার নাম মজিবর। কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রিজ এলাকায় থাকতেন তিনি। শাহীনের সহকর্মী মনির হোসেন জানান, কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রিজের গোড়ায় 'বিক্রমপুর প্লাস্টিক' নামে একটি কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তারা। ভোরে ক্রেনের সাহায্যে ট্রাক থেকে ভারী মেশিন নামাচ্ছিলেন। এ সময় মেশিনটি ধরেছিলেন শাহীনসহ আরও এক শ্রমিক। তখন পাশের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে ক্রেনের সংস্পর্শ হয়। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তারা দুজন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে শাহীনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অপরজনকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ৯ জুলাই ২০২৩,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল ভোর পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃত মো. শাহীনের (৩৩) গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর। দুই সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে তিনি কামরাঙ্গীরচর এলাকায় থাকতেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৯ জুলাই ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা ছেলেসহ নিহত ৮

প্রতিদিন ডস্ক

রংপুরের পীরগঞ্জে গতকাল দুই বাস ও ট্রাক সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আরও ছয়জন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রংপুর : পীরগঞ্জ উপজেলায় দুই বাস ও ট্রাক সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন। দুপুরে উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের বোর্ডের ঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন, রামনাথপুর ইউনিয়নের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের আলামিন মিয়া (৩৪).ও তার ছেলে মঈন। **গোপালগঞ্জ :** টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ। দুপুরে উপজেলার নতুন বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম আসাদ শরীফ (৭০)। **রাজবাড়ী :** পাংশার বাহাদুরপুর এলাকায় শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মামুন বিশ্বাস নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মামুন উপজেলার মৈশালা মৈত্তিডাঙ্গী গ্রামের রমজান বিশ্বাসের ছেলে। **দিনাজপুর :** দুপুরে বীরগঞ্জ শহরের বলাকা মোড়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারা গেছেন ক্ষীরত শর্মা (৪৩) নামে এক ব্যক্তি। **কুড়িগ্রাম :** রাজিবপুর উপজেলায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। নিহত তাহোসিন জামান (১৪) উপজেলা সদর ইউনিয়নের মনিরুজ্জামান মিলনের ছেলে। **সাভার (ঢাকা) :** সাভারের বনগাঁও এলাকায় যাত্রী উঠানো অবস্থায় পেছন থেকে আরেক বাসের ধাক্কায় গণেশ চন্দ্র দাস (৫০) এক পথচারী নিহত হয়েছেন। সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **কালিয়াকৈর (গাজীপুর) :** কালিয়াকৈরের মৌচাকের ফটিক মার্কেট এলাকায় বিকালে পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষে শামীম হোসেন (৪৫) নামে পোশাক কারখানার শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

রংপুরে বিধ্বস্ত বাস –বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশ রূপান্তর
রবিবার
৯ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি

এক ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল আরেক ভাইয়ের। গত শুক্রবার রাতে নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার রাজারহাট এলাকার আমেরতল গ্রামে একটি মুরগি খামারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার খালিশা খুটামারা তহসীলদারপাড়া গ্রামের মৃত মনতাজ আলীর ছেলে আনিছুর রহমান (৫২) ও টেঙ্গনমারী এলাকার মৃত আমিনুর রহমানের ছেলে লিটন আহমেদ (৩৭)। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

স্থানীয়রা জানান, আনিছুর ও লিটন ওই এলাকার একটি মুরগি খামারে কাজ করতেন। খামারের মুরগিগুলোকে রক্ষায় তারের বেড়া দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎসংযোগ দেওয়া হয়েছিল। রাত ৮টার দিকে খামারে পড়ে থাকা একটি বিদ্যুতের তার সরানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আনিছুর। এ সময় তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে চাচাতো ভাই লিটনও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাদের উদ্ধার করে জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
রোববার ৯ জুলাই ২০২৩
২৫ আষাঢ় ১৪৩০

কেরানীগঞ্জে কেমিক্যাল বিস্ফোরণে নিহত ১

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেমিক্যাল কারখানায় বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। তারা সবাই ওই কারখানার শ্রমিক। ঘটনাস্থলে নিহত ইয়াসিন (২৩) বরিশালের মুলাদীর বোয়ালী গ্রামের নেসার ব্যাপারীর ছেলে। আহত রাব্বি এবং বিপ্লবকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বনগ্রাম বড় মসজিদের সামনে মোস্ট ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কারখানাটির মালিক মহিবুল্লাহ সোহানের বাড়ি বরিশালের উজিরপুরে। সন্ধ্যায় পিকআপ থেকে গ্রিলের ডিজাইন করার বিভিন্ন মালামাল নামানোর সময় গাড়িতে থাকা একটি কেমিক্যালের ড্রাম অতিরিক্ত ঝাঁকুনিতে বিস্ফোরিত হয়। এতে ইয়াসিনের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মো. শাহ জামান জানান, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ১২ জুলাই ২০২৩
২৮ আষাঢ় ১৪৩০

বারহাট্টায় ট্রাক উলটে দুই শ্রমিক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

নেত্রকোনার বারহাট্টায় ট্রাক উলটে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া সাত জেলায় প্রাণহানি হয়েছে আরও নয়জনের। তাদের মধ্যে ফেনীর দাগনভূঞায় ও টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে অটোরিকশার চার যাত্রী, পটুয়াখালীর গলাচিপায় মাদ্রাসাছাত্র, কক্সবাজারের চকরিয়ায় এনজিও কর্মী, বগুড়ার ধুনট, রংপুরের কাউনিয়া ও মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে তিন বৃদ্ধ রয়েছেন। গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে আহত হয়েছে ৩০ জন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নেত্রকোনা : বারহাট্টায় মঙ্গলবার সকালে ট্রাক উলটে খাদে পড়ে দুই পরিবহণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নেত্রকোনা থেকে ইটবোঝাই করে কলমাকান্দা যাওয়ার পথে বারহাট্টা উপজেলার নিশ্চিন্তপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—নেত্রকোনা সদর উপজেলার রাজুরবাজারের আবু বকরের ছেলে হৃদয় মিয়া ও একই এলাকার রতন মিয়ার ছেলে নিলয় মিয়া।

The Financial Express
Tuesday | July 11, 2023

Body of missing worker recovered from Dhalai river

SYLHET, July 10 (UNB): The body of a worker, who went missing after a stone-laden boat capsized in the Dhalai River in Bholaganj zero point area of Sylhet's Companiganj upazila on Friday, was recovered after 54 hours on Monday.

The deceased was Afik Mia, 43, son of late Moibur Rahman of Kalibari village of East Islampur Union of the upazila.

According to police, Afik Mia and three other workers went to extract stone in the river on Friday.

DHAKA TUESDAY JULY 11, 2023
ASHAR 27, 1430 BS
The Daily Star

Six killed in road accidents

STAR REPORT

Six people were killed and at least 16 injured in road accidents in three districts during the last two days, according to reports from our correspondents.

In Narayanganj, two teenage motorcyclists were killed as a car ran them over on Dhaka-Chattogram highway in Siddhirganj area yesterday.

Police said the accident happened around 5:10am on the western side of Kanchpur Bridge as they fell off their motorbike after hitting a road divider.

Shakil Khan, 19, of Dhaka's Matuail Dakkhinpara area; and Robiul Islam Tutul, 19, from Pabna's Sujanagar upazila died on the spot.

Shimrail Highway Police Camp Inspector AKM Sorfuddin said the two were going to Dhaka on a motorcycle. When they crossed Kanchpur Bridge, the rider lost his control over the vehicle, resulting in the accident.

The car driver managed to flee, said the police officer.

In Panchagarh, Azaharul Islam, 30, was killed as a truck hit him while he was crossing Panchagarh-Banglabandha highway in Tentulia on Sunday evening.

He died at Rangpur Medical College Hospital early yesterday.

In another accident, two motorbike riders were killed and another was injured as a truck hit their bike while they were getting on Boda-Debiganj road from a link road at Laxhmirhat village in Debiganj upazila yesterday.

Dipu Roy, 17, and Sabuj Roy, 18, died on the spot while Ajit Roy was critically injured.

Ajit was undergoing treatment at Rangpur Medical College Hospital.

In Patuakhali, a bus driver's helper Mamun, 35, was killed and at least 15 passengers were injured when their vehicle fell into a ditch beside Kuakata-Kalapara road in Mohammadpur area yesterday, said Kalapara Police Station OC Ali Ahmed.

The injured were undergoing treatment at Kalapara Upazila Health Complex.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ জুলাই ২০২৩

ডুবে যাওয়া ট্রলারের কেবিনে বাবুর্চির লাশ

হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজের তিন দিন পর কেবিন থেকে বাবুর্চির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আবদুর রহমান (৫০) হাতিয়া উপজেলার বড়দেইল গ্রামের আবদুল হালিমের ছেলে। তিনি ডুবে যাওয়া ট্রলারের বাবুর্চি ছিলেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল সকালে হাতিয়ার এম আলী লাল চর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি স্থানীয় জেলেরা অন্য বোটের সহযোগিতায় উদ্ধার করে। তখন ট্রলারের কেবিনের ভিতরে আবদুর রহমানের লাশ পাওয়া যায়। -নোয়াখালী প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৯ আ
১৩ জুলাই ২০২৩

সায়েন্সল্যাবে ব্রিজের নিচে নারীর মরদেহ

চকবাজারে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে যুবকের মৃত্যু

ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর চকবাজারের উর্দু রোডে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে শরীরের ওপর পড়লে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবক মারা গেছেন। তার নাম বিপ্লব (১৯)। তিনি পেশায় কাভার্ড ভ্যানচালকের হেল্পার ছিলেন। বিপ্লব নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরফকিরা গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে। এদিকে রাজধানীর সাইন্স ল্যাব এলাকার ফুটওভার ব্রিজের নিচে ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৩০) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকাল ৪টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, রাজধানীর চকবাজারের উর্দু রোডে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে শরীরের ওপর পড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাভার্ড ভ্যানচালকের হেল্পার বিপ্লব গুরুতর আহত হন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে ৩টায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কাভার্ড ভ্যানের চালক একরামুল হক সুমন জানান, তারা চট্টগ্রাম থেকে প্লাস্টিকের দানা নিয়ে রাতে চকবাজারে যান। সেখানে গাড়ি থেকে মালামাল নামানোর জন্য রাস্তার পাশে গাড়িটি পার্ক করে হেঁটে কিছুটা সামনের দিকে যান। আর গাড়িতে বসা ছিলেন বিপ্লব। এর কিছুক্ষণ পরেই গাড়ির সামনে হইচই শুনতে পান তিনি। তখন গাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন, গাড়ির সামনে রাস্তার ওপর পড়ে আছেন বিপ্লব। তখন জানতে পারেন, রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিপ্লবের শরীরে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চকবাজার থানার এসআই শুভঙ্কর রায় জানান, ৪০ নম্বর উর্দু রোডে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে শরীরের ওপর পড়ে কাভার্ড ভ্যানের হেল্পারের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে। লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

এদিকে নিউ মার্কেট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুজিত কুমার সরকার জানান, খবর পেয়ে সাইন্স ল্যাব ফুটওভার ব্রিজের নিচে ফুটপাত থেকে ঐ নারীর লাশটি উদ্ধার করা হয়। ঐ নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির। ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাহায্যে তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১২ জুলাই ২০২৩

টেক্সটাইল মিলে আগুন

নারায়ণগঞ্জের তারাব পৌরসভার দীঘিবরাবোয় এভারবেস্ট টেক্সটাইল নামে একটি কারখানায় সোমবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারখানার মালিক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, রাতে হঠাৎ কারখানার জেনারেটর রুমে আগুন লেগে যায়। কারখানা শ্রমিকরা দমকল বাহিনী আসার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। -রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ জুলাই ২০২৩ ॥ ২৬ আ

তিস্তায় নৌকাডুবিতে দুজনের লাশ উদ্ধার এখনো নিখোঁজ ১

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় তিস্তা নদী পারাপারের সময় নৌকা ডুবে দুজন নিহত ও একজন নিখোঁজ হয়েছেন। নিহতরা হলেন হাতীবান্ধা উপজেলার সিঙ্গিমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামের শফিকুল ইসলাম (৪৫) ও ধুবনীর ফজলুল হক (৫২)। দীর্ঘ চেষ্টার পর তাদের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন গড্ডিমারী গ্রামের মৃত জুলাই শেখের ছেলে আহিদুল (৫০)। নৌকাডুবির ঘটনায় তিস্তাপাড়ে স্বজনদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল সকালের দিকে ধুবনী এলাকার ১৩ জন কৃষক নদী পার হয়ে চরে যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে নৌকা উল্টে যায়। এ সময় ১০ জন তীরে ফিরতে পারলেও তিনজন নিখোঁজ হন।

হাতীবান্ধা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. মনির হোসেন বলেন, উদ্ধার তৎপরতা শুরু করার তিন ঘণ্টা পর শফিকুল ইসলাম ও ১২ ঘণ্টা পর ফজলুল হকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নদী পার হয়ে আমন ধানের চারা লাগাতে গিয়ে নৌকা ডুবে যায়। বাকি সবাই সাঁতরে তীরে আসতে পারলেও বয়স্ক তিনজন ডুবে যায়।

হাতীবান্ধা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহ আলম বলেন, দরিদ্র মানুষগুলো কাজ করতে চরে যাচ্ছিলেন। মাঝ নদীতে নৌকা ডুবে যায়। নিখোঁজদের উদ্ধারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১০ জুলাই ২০২৩,

কারখানাটির কোনো সনদ নেই

কেরানীগঞ্জে বিস্ফোরণ

কারখানাটিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করা হচ্ছিল। অথচ তাদের ছিল না কোনো ধরনের সনদ।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

পরিবেশ ছাড়পত্র, ফায়ার সনদ, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সনদ—কিছুই নেই। শ্রমিকদের সুরক্ষায় নেই কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থাও। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক দ্রব্যের। এভাবেই তিন বছর ধরে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের বনগ্রাম বড় মসজিদ এলাকায় চলছিল মোস ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা। গত শনিবার সন্ধ্যায় এ কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হন এক শ্রমিক।

নিহত শ্রমিকের নাম ইয়াসিন মিয়া (২৩)। কারখানায় কেমিক্যালের গ্যালন (রাসায়নিকভর্তি প্লাস্টিকের ড্রাম) বিস্ফোরণের ওই ঘটনায় মো. রাব্বি (২৬) ও বিপ্লব কুমার (২৫) নামের দুই শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। রমজান মিয়া (২৭) নামের আরেক শ্রমিক প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। হাসপাতালে থাকা দুজনের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের।

কারখানাটিতে ফাইবারের গ্রিল তৈরি করা হয়। পণ্যটি নতুন। লোহার বা স্টিলের গ্রিলের বিকল্প হিসেবে ফাইবারের গ্রিলও ব্যবহার করা যায়। বিস্ফোরণের সময় কারখানায় থাকা কয়েকজন শ্রমিক জানান, শনিবার সন্ধ্যায় কারখানায় পিকআপ ভ্যানে করে গ্রিলের বিভিন্ন মালামাল ও রাসায়নিকের গ্যালন (রাসায়নিকভর্তি প্লাস্টিকের ড্রাম) আনা হয়। একপর্যায়ে গাড়ি থেকে কেমিক্যালের গ্যালন নামানোর সময় ঝাঁকুনি লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ইয়াসিনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। রাব্বি ও বিপ্লব গুরুতর দগ্ধ হন। দ্রুত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কারখানাটি পরিদর্শনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা। গতকাল সকালে। ছবি : প্রথম আলো

বিস্ফোরণের ঘটনার পর গতকাল রোববার সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা কারখানাটি পরিদর্শন করেছেন। যে রাসায়নিকের গ্যালন থেকে বিস্ফোরণ ঘটে, সেটিতে সাঁটানো স্টিকারে লেখা এটি 'হার্ডেনিং ওয়েল'। রাসায়নিকটি হংকংয়ের ফর্মুলায় উৎপাদিত। গ্যালনটির ওজন ২০ কেজি। রাসায়নিকটি আগুন, ইলেকট্রনিক বা মেকানিক্যাল শক এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে দূরে রাখার সতর্কীকরণ নির্দেশনা রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস কেরানীগঞ্জ স্টেশনের পরিদর্শক তানভীর আলম বলেন, রাসায়নিকের গ্যালনে হার্ডেনিং ওয়েল ছিল। এ রাসায়নিকের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা দক্ষিণ জোনের পরিদর্শক শামসুজ্জোহা বলেন, কারখানাটিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করা হচ্ছিল। তাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র, ফায়ার সনদ, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সনদ—কিছুই নেই। তারা খুব বিপজ্জনক ও স্পর্শকাতর অবস্থায় কারখানার কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাসায়নিকভর্তি প্লাস্টিকের ড্রামে থাকা চারটি যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারে।

শামসুজ্জোহার ভাষ্য, রাসায়নিক যৌগের বিস্ফোরণের খবর পেয়ে দ্রুত সদরঘাট ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তাৎক্ষণিক এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের মির্জাপুর এলাকায় কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, কারখানার প্রবেশমুখে ৪০-৪৫টি রাসায়নিকের ড্রাম এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। প্রধান ফটকের সামনে একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড় করানো অবস্থায় রয়েছে। পিকআপ ভ্যানের ওপর সাতটি স্টিলের ড্রাম রয়েছে। গত শনিবার ওই পিকআপ ভ্যানে করেই কারখানায় কেমিক্যালের গ্যালন নিয়ে আসা হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর পিকআপ ভ্যানের এক পাশের লোহার পাতের বেষ্টনী উড়ে গেছে। গ্যালনে থাকা রাসায়নিক পদার্থ পিকআপ ভ্যানের নিচে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারখানাটিতে আগুন নেভানোর জন্য কোনো ধরনের অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা দেখা যায়নি।

কারখানার ব্যবস্থাপক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'বিস্ফোরণের ঘটনার সময় আমি কারখানার বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে কারখানায় যাই। তবে রাসায়নিকের তেজস্ক্রিয়তার কারণে ভেতরে যেতে পারিনি। আমাদের কারখানার ফায়ার লাইসেন্স নেই। এ ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ চলছে।'

কারখানার পরিবেশ নিয়ে কথা হয় কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁদের একজন বলেন, 'আমাদের কারখানার কাজে নিয়মিত কেমিক্যাল (রাসায়নিক) ব্যবহার করা হতো। তবে আমাদের জন্য মালিকপক্ষ কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা রাখেনি। আমরা জীবনের রিস্ক (ঝুঁকি) নিয়ে কাজ করতাম। এ বিষয়ে মালিকপক্ষকে একাধিকবার জানালেও তারা শোনেনি। তারা আমাদের কথা ভাবলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না।'

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সহকারী পরিদর্শক মো. মেহেদী বলেন, কারখানাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কাগজপত্র নেই। কারখানাটিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করা হতো। এ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদপ্তর থেকে সনদ বা অনুমোদন নিতে হয়। অথচ তাদের কোনো ধরনের সনদ নেই।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০২৩,

সাত জেলায় নিহত ১১

সড়ক দুর্ঘটনা

ছয় জেলায় ১০ জন নিহত। গত রোববার সন্ধ্যা থেকে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো ডেস্ক

প্রবাসী এমরান আহমেদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাস হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হবিগঞ্জ যাচ্ছিল। মাইক্রোবাসটি গতকাল সকাল পৌনে সাতটার দিকে নরসিংদী সদর উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাগহাটা এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাসের চালক আবদুল আলীম (৪৫) নিহত হন। তিনি হবিগঞ্জের উমিতলগর গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় ওই প্রবাসীসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৭ আ
১১ জুলাই ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু

আহত ২০

■ **ইত্তেফাক ডেস্ক**

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২০ জন। রবিবার ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

নরসিংদী প্রতিনিধি : যাত্রীবাহী বাসের সাথে মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাস চালক হাফেজ আলিম (৪৫) নিহত হয়েছেন। এঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাগহাটা নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাফেজ আলিমের বাড়ী হবিগঞ্জ জেলায় বলে জানা গেছে। নরসিংদীর ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশের এস আই নূরুল হুদা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দূর্ঘটনায় একজন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছে।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : কলাপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস উলটে খাদে পড়ে মামুন (৩৫) নামে এক হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১৫ যাত্রী। আহতদের মধ্যে পাঁচ জনকে বরিশাল সেবাচিমে পাঠানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে কুয়াকাটা-কলাপাড়া মহাড়কের মোহাম্মপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত মামুন দুমকী উপজেলার লেবুখালী গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। কলাপাড়া থানার ওসি আলী আহম্মদ জানান, চালক পলাতক রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ১৬ জুলাই ২০২৩,

আট জেলায় ১৩ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

বগুড়া, গাজীপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রাম—এ চার জেলায় নিহত হয়েছেন ৯ জন।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। বগুড়া, গাজীপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রাম—এ চার জেলায় নিহত হয়েছেন ৯ জন। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটা থেকে গতকাল শনিবার বেলা দেড়টার মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

বগুড়ার আদমদীঘিতে বিকল ট্রাকের পেছনে মিনিট্রাকের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের বাদন মিয়া (৪০), নওগাঁর সাপাহার মাষ্টারপাড়ার রাফিকুল ইসলাম (৫৭) ও জেলার দয়ালের মোড় এলাকার মোস্তাক হোসেন (৪৫)। বাদন ও রাফিকুল যথাক্রমে ট্রাকের চালক ও সহকারী ছিলেন। নিহত মোস্তাক বিকল ট্রাকটির মালিক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে আদমদীঘির নওগাঁ-বগুড়া আঞ্চলিক সড়কের মুরইল বাজারের সেতুর পাশে বিকল ট্রাকটি ঠিক করা হচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে মিনিট্রাকটি এসে ধাক্কা দিলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ট্রাকচালকের আরেক সহকারী কামরাঙ্গীরচরের সাইফুল ইসলাম (২৩) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বাইমাইল কাশেম ল্যাম্প লিমিটেড কারখানায় চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে যান রোজিনা আক্তার (২৫), আশা মণিসহ (২৩) আরও অনেকেই। গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চাকরিপ্রত্যাশীরা কারখানার ফটকের বাইরে রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় সামনের সড়কে একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই নারীকে চাপা দিয়ে ফটক ভেঙে কারখানায় ঢুকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে রোজিনা আর হাসপাতালে আশা নিহত হন। রোজিনা নেত্রকোনার কেন্দুয়ার গন্ডা এলাকার রুহুল আমিনের স্ত্রী আর আশা সিরাজগঞ্জ সদরের বাহুকা গ্রামের আলেপ হোসেনের মেয়ে। জানা গেছে, পিকআপটি চালাচ্ছিল চালকের এক কিশোর সহকারী।

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার ছয়মাইল ইউনিক পেট্রলপাম্প এলাকায় গতকাল বেলা দেড়টার দিকে বাসের ধাক্কায় ট্রলির চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন বিমানবন্দর থানার কলস গ্রামের এমদাদুল হক (৩২) ও বাবুগঞ্জ

ট্রলিকে ধাক্কা দেওয়া দুর্ঘটনাকবলিত বাস। গতকাল বরিশালের বাবুগঞ্জে। প্রথম আলো

উপজেলার পশ্চিম রহমতপুর এলাকার বাসিন্দা মো. নাদিম।

পাবনার ঈশ্বরদীতে নাটোর-কুষ্টিয়া সড়কের আমতলা এলাকায় গতকাল বেলা ১১টার দিকে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভরৎ চন্দ্র সরকার (৩০) নামের একজন নিহত হন। রাজশাহীর পুঠিয়ার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা ভরৎ চন্দ্র বাসচালকের সহকারী ছিলেন।

গতকাল সকাল নয়টার দিকে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সালামত মিয়া (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি উপজেলার বড়চেগ গ্রামে। ছেলেকে মাদ্রাসায় দিয়ে নিজের দোকানে ফিরছিলেন তিনি। এ ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ প্রায় দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ডাইভারশন এলাকায় গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে নিহত হন রিকশাচালক জাহিদ শেখ (৪০)। তাঁর বাড়ি গোয়ালন্দ পৌরসভার আদর্শ গ্রামে।

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর চেচুরিয়া এসকেবি কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষিণ পাশে গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে শফিউল আলম জিহাদী (৬০) নামের এক যাত্রী নিহত হন। তিনি কক্সবাজারের পেকুয়ার বাসিন্দা।

এ ছাড়া আগের দিন রাতে সাতকানিয়ায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ছদাহার শিশুতল এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মিশু পাল (২৫) নামের একজন নিহত হন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পেকুটা এলাকার বাসিন্দা মিশু মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

কুমিল্লার তিতাসের মজিদপুর এলাকার বাসিন্দা হোসেন পাঠান (৬৫) গত শুক্রবার রাত সোয়া সাতটার দিকে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মালিবাগ এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
১০ জুলাই ২০২৩, ২৬ আষাঢ় ১৪৩০

সড়কে প্রাণ গেল ৪ জনের

রূপান্তর ডেস্ক

রাজধানীর ফকিরাপুলে ট্রাকের ধাক্কায় নাঈম (১৯) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ওয়াসিম (২৮) নামে আরেক ব্যক্তি। গত শনিবার রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গত শনিবার রাত থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কুমিল্লার লালমাইয়ে যাত্রীবাহী বাস উল্টে এক তরুণ এবং বরিশালের গৌরনদী ও বগুড়ার শেরপুরে বাসচাপায় দুই নারী নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।

রাজধানীর ফকিরাপুলের দুর্ঘটনায় নিহত নাঈম ময়মনসিংহের সদর উপজেলার চর ভাটিয়াপাড়া গ্রামের আজিজুল ইসলাম ও নুরনাহার দম্পতির ছেলে। থাকতেন রাজধানীর মুগদা পূর্ব মানিকনগর বালুর মাঠ এলাকায়। মুরগি বহনের ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালাতেন তিনি। কুমিল্লার লালমাইয়ে কুমিল্লা সুপার পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে মামুন হোসেন (২০) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। এতে বাসটির আরও ৫-৬ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কের হরিচরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার মৌকরা ইউনিয়নের তপৈয়া গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের নিচে চাপা পড়ে রোকেয়া বেগম (৬৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে গৌরনদী উপজেলার কাছেমাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রোকেয়া বেগম কাছেমাবাদ গ্রামের আলতাফ ফকিরের স্ত্রী। তিনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকা থেকে বরিশালগামী শ্যামলী পরিবহনের একটি বেপরোয়া গতির বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রোকেয়া বেগমের।

একই দিন বগুড়ার শেরপুরে সড়ক পারাপারের সময় বাসচাপায় গঙ্গা রানী (৪৫) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গঙ্গা রানী উপজেলার বিশালপুর ইউনিয়নের উদগ্রামের সুনীল চন্দ্রের স্ত্রী। বগুড়াগামী একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাসটির নাম জানা যায়নি।

এর আগে গত শনিবার রাত ১২টার দিকে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ৩০ জন আহত হয়েছেন। সরিষাবাড়ী-দিগপাইত সড়কের মহাদান ইউনিয়নের সানাকৈর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যাত্রীরা সবাই উপজেলার মাদারগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। মাদারগঞ্জ স্পেশাল পরিবহনের বাসটি মাদারগঞ্জ বাস টার্মিনাল থেকে যাত্রী নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল।

সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো তথ্যে প্রতিবেদনটি তৈরি

কালের কণ্ঠ বুধবার। ১২ জুলাই ২০২৩।

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১১ জনের

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ট্রাকচাপায় ও উল্টে যথাক্রমে টাঙ্গাইলে দুজন ও নেত্রকোনায় দুজনসহ আরো সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের কালিহাতীর নগরবাড়ি এলাকায় ট্রাকচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হন। নিহত সাইফুল ইসলাম (২৮) ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দাসীর খানুরবাড়ি গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। নিহত অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কালিহাতী থানার এসআই মিন্টু ঘোষ বলেন, এলেঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা একটি অটোরিকশা সড়কের নগরবাড়ি এলাকায় পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক চাপা দেয়। এতে অটোরিকশার পাঁচ যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে দুজনকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

একই দিনে পাবনার চাটমোহরে হাণ্ডিয়াল ইউনিয়নের বাঘলবাড়ি এলাকায় পিকআপের সঙ্গে সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষ হলে মল্লিক চান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি পাশের তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের বিরইল গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে।

বগুড়ার ধুনট উপজেলার ভাণ্ডারবাড়ি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গেদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অটোভ্যান ও টলির সংঘর্ষে দুদু সরকার (৮০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ভাণ্ডারবাড়ি গ্রামের সেজাব সরকারের ছেলে।

হরিদেবপুর-পটুয়াখালী সড়কের গলাচিপার সুহরি ব্রিজের নিচে তালতলায় পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী রায়হান ঢালী (১৩) নামের এক কিশোর ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গলাচিপার হরিদেবপুর টু পটুয়াখালী সড়কে যাত্রীবাহী ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলে করে পটুয়াখালী যাচ্ছিল। উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের তালতলা বাসস্টপের ব্রিজের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা মালবাহী পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়।

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে খলসী ইউনিয়নের বড়জোল এলাকায় মাটি বহনকারী হাইড্রোলিক ট্রলির চাপায় আলাউদ্দিন (৭০) নামের এক বৃদ্ধ কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত বৃদ্ধ ওই এলাকার নূরু শেখের ছেলে।

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ঠাকুরাকোনা-কলমাকান্দা সড়কে ইটবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ইটের নিচে চাপা পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাহিরচাপরা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে হৃদয় মিয়া (২২) ও রতন মিয়ার ছেলে ইমন মিয়া (২০)।

হবিগঞ্জের হবিগঞ্জ-লাখাই সড়কের লুকড়া বাজারে ট্রাক্টরচাপায় হাফেজ মাওলানা নুর উদ্দিন (৫০) নামের এক ইমাম নিহত হয়েছেন।

কক্সবাজারের চকরিয়া-মহেশখালী সড়কে চৌয়ারফাঁড়ি এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে গোলাম রহমান (৪৭) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের কর্মকর্তা।

মাগুরা শহরের চৌরঙ্গী এলাকায় ইজি বাইকের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে লাবণ্য আক্তার কথা (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। সে মহম্মদপুর উপজেলার কুমরুল এলাকার শফিউল আলমের মেয়ে এবং ঢাকার একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

মাদারীপুর জেলার কালকিনির নয়াকান্দি আশ্রম এলাকায় ব্যাটারিচালিত ভ্যান এবং অটো সংঘর্ষে আয়শা বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ভ্যানচালক খবির সরদার (৫৫)। নিহত আয়শা বেগম কালকিনি উপজেলার শিকারমঙ্গল ইউনিয়নের মিয়ারহাটের ইচাগুরা এলাকার মো. মিলন চৌধুরীর স্ত্রী।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৪ জুলাই ২০২৩ ৩০ আষাঢ় ১৪৩০

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন সাতজন। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জে ট্রাকচালক ও সিংগাইরে শ্রমিক, নাটোরে নৌবাহিনী সদস্য, রংপুরের গঙ্গাচড়ায় কৃষক, হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বৃদ্ধ, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে মোটরসাইকেলচালক ও জামালপুরের মাদারগঞ্জে অটোরিকশা যাত্রী রয়েছেন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় আহত হয়েছেন তিনজন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মানিকগঞ্জ ও সিংগাইর : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সদর উপজেলার মূলজাল এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। নিহত মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন জেলার দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণ জয়নগরের সেকেন্দার আলীর ছেলে। এছাড়া সিংগাইরে পিকাপভ্যান খাদে পড়ে হৃদয় নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও চার শ্রমিক আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সায়েস্তা ইউনিয়নের তালতলা চর লক্ষ্মীপুরে। নিহত হৃদয় লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ গোপালরায় গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে। আহতদের বাড়িও ওই এলাকায়।

নাটোর : ট্রাকের ধাক্কায় রুবেল ইসলাম নামে মোটরসাইকেল আরোহী নৌ বাহিনীর এক সদস্য নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে নাটোর সদর উপজেলার গাজিপুর বিল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল ইসলাম রাজশাহীর মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার বালিয়া মহল্লার মো. নাজিম উদ্দিনের ছেলে।

রংপুর : গঙ্গাচড়া উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত কৃষক হাবু মুন্সি উপজেলার বিদিতর মাঝাপাড়া গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আলমবিদিতর সয়রাবাড়ি সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : নবীগঞ্জ উপজেলায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অটোরিকশা উলটে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ (৬০) এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কালিয়ারভাঙা ইউনিয়নের ইমামবাড়ি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) : হাজীগঞ্জে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত মোটরসাইকেলচালক জাবেদ ভূঁইয়া উপজেলার হাটিলা পূর্ব ইউনিয়নের ভূঁইয়া বাড়ির আব্দুর সাত্তারের ছেলে। বুধবার সন্ধ্যায় হাজীগঞ্জ-কচুয়া সড়কের বদরপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) : মাদারগঞ্জে অটোরিকশা ও ট্রলির সংঘর্ষে নিহত অটোরিকশার যাত্রী রহমতুল্লাহ রতনের বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের জালালের পাড়ায়। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার ভেলামারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) : রাঙ্গুনিয়ায় ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে মাদ্রাসাশিক্ষকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের উপজেলার ভোবানি মিলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন পোমরা জামেয়া-এ-নঈমীয়া তৈয়্যবিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক ও লালানগর ইউনিয়নের আবুল হোসেনের ছেলে আলতাফ হোসাইন, পশ্চিম রাউজান বড়ুয়া পাড়ার লিটন বড়ুয়ার ছেলে উজ্জ্বল বড়ুয়া ও পৌরসভার দক্ষিণ ঘাটচেক এলাকার মো. আইয়ুবের ছেলে মো. আরফাত।

দেশ রূপান্তর রবিবার ১৬ জুলাই ২০২৩

চৌগাছায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

যশোর প্রতিনিধি

যশোরের চৌগাছায় বজ্রপাতে আমিনুর রহমান (৪৩) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ধুলিয়ানি ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের নুর বক্সের ছেলে। গতকাল শনিবার দুপুরে ফতেপুর গ্রামের উত্তর মাঠে নিজের ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ধুলিয়ানী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম মমিনুর রহমান।

মৃত আমিনুর রহমানের ছেলে ইয়াসিন আরাফাত বলেন, দুপুর ১টার দিকে হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর রোববার ১৬ জুলাই ২০২৩ E-mail : sportsjugantor

সৌদিতে আগুনে ৯ বাংলাদেশি নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

সৌদি আরবের একটি ফার্নিচার কারখানায় আগুনের ঘটনায় ৯ বাংলাদেশিসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকাল ৪টায় রাজধানী রিয়াদের ৩৫০ কিলোমিটার পূর্বে আল আহসা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এলাকায় আগুনের ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন রাজশাহীর বাগমারার বারইপাড়ার জফির উদ্দিনের ছেলে রুবেল হোসাইন, জমিরের ছেলে সাজেদুল ইসলাম, শাহাদাত হোসাইনের ছেলে আরিফ, বড় মাধাইমুড়ি গ্রামের আনিসুর রহমান সরদারের ছেলে ফিরুজ আলী সরদার, নাটোরের নলডাঙ্গার খাজুরা চাঁদপুরের দবির উদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ উবায়দুল, নওগাঁর আত্রাইয়ের ঝনঝনিয়া গ্রামের আইজাক প্রামাণিকের ছেলে রমজান, উদয়পুরের রহমান সরদারের ছেলে বারিক সরদার, মাদারীপুরের কালকিনির সন্তান গ্রামের ইউনুস ঢালীর ছেলে জুবায়েত ঢালী ও সাভারের বলিয়ারপুর নগরকুন্দার মৃত আলাউদ্দীনের ছেলে সাইফুল ইসলাম। নিহত অপর ব্যক্তি ভারতীয় বলে জানা গেছে।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইংয়ের প্রথম সচিব ফখরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আগুনে ঘটনাস্থলেই সাত বাংলাদেশি নিহত হন। বাকি দুজন কিং ফাহাদ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌদিতে আগুনে ৯ বাংলাদেশি নিহত

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৭ জুলাই ২০২৩

লাশগুলো হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগুনের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। এছাড়া দূতাবাসের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশগুলো বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীর নির্দেশে কাউন্সেলর (শ্রম) মুহাম্মাদ রেজায়ে রাব্বী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল, হুফুফ কিং ফাহাদ হাসপাতাল মর্গ এবং সিভিল ডিফেন্স কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেন।

ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার বাংলাদেশি কর্মী বিপ্লব হোসেন ও জুয়েল হোসেন দূতাবাস প্রতিনিধিকে জানান, একজন ভারতীয় নাগরিকের পরিচালনাধীন সোফা (ফার্নিচার) কারখানাটিতে ১৪ বাংলাদেশি কর্মী কাজ করতেন। শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে খাওয়াদাওয়া করে কারখানার ওপরের আবাসনে কর্মীরা ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ নিচ থেকে আগুন আগুন চিৎকার শুনে তারা দুজন দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। চারদিক কালো ধোঁয়ায় অন্ধকারে প্রবেশপথ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তারা অনুমানের ওপর নির্ভর করে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু অন্য সহকর্মীরা ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান। অপর তিন কর্মী ঘটনার সময় কারখানার বাইরে থাকায় আক্রান্ত হননি। রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি লাশগুলো দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানো বা স্থানীয়ভাবে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শ্রমকল্যাণ উইংকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ওবাইদুল হক

রমজান আলী

বারিক সরদার

রুবেল হোসেন

মো. সাজেদুল ইসলাম

আরিফ হোসেন

নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম : সৌদিতে আগুনে নিহত নাটোরের নলডাঙ্গার খাজুরা ইউনিয়নের চাঁদপুরে ওবাইদুল হকের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওবাইদুলের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে পরিবার। তবে নিহতের পাসপোর্টসহ সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পুড়ে গেছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। শনিবার দুপুরে সরেজমিন নিহতের বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, অবিবাহিত ওবাইদুল (৩৩) সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৌদি আরবে। পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তার লাশ দেশে আনার ব্যবস্থা নিতে দাবি জানানো হয়েছে। নিহতের মামাতো ভাই ও খাজুরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেন জানান, লাশ নিয়ে আসার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোজিনা খাতুন জানান, পরিবারের সদস্যরা লাশ দেশে আনার জন্য লিখিত আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

এদিকে নওগাঁর আত্রাইয়ের উদয়পুরে নিহত বারেক সরদার এবং একই উপজেলার ঝনঝনিয়ার রমজান আলীর পরিবারেও চলছে শোকের মাতম। নিহত বারেকের বড় ভাই শাহাদাত হোসেন বালেন, বারেক ২০০৬ সালে সৌদি আরবে যায়। এরপর ২০১০ সালে সর্বশেষ বাড়িতে এসেছিল। সৌদি আরবে আমাদের এক ভাই ও ভাতিজা আছে। তারাই বারেকের মৃত্যুর খবর জানায়। এ পরিবারে বারেক ছিল একমাত্র উপার্জনের ব্যক্তি। বড় মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাড়িতে এক মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে।

অন্যদিকে ঝনঝনিয়ার নিহত রমজান আলীর মা রহিমা বিবি বলেন, ৫ বছর আগে রমজান সৌদি যায়। এরপর ছুটিতে এসে চার মাস আগে আবারও চলে যায়। এসব কথা বলে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন তিনি। আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারেকুর রহমান সরকার বলেন, নিহত দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ রাখা হচ্ছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুলাই ১৪, ২০২৩

ফতুল্লায় নির্মাণাধীন ভবনে ক্রেন থেকে মালপত্র পড়ে দুই শ্রমিক নিহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার জালকুড়ি এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নির্মাণাধীন ভবনের ক্রেন থেকে মালপত্র পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্যজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। গতকাল দুপুরে বিজিবির নারায়ণগঞ্জ ৬২ ব্যাটালিয়নের অধীন নির্মাণাধীন সীমান্ত টাওয়ারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার চাঁনপুরের চনবাড়ী গ্রামের আবদুর রউফের ছেলে শহিদ মিয়া (৩৫) ও নারায়ণগঞ্জের সোনরাগাঁ উপজেলার বিহাকৈর গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে মো. তোবারক হোসেন (৫০)। তারা দুজনই ফতুল্লায় বাসা ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ থাকতেন। শেলটেক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবে তারা সেখানে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, জালকুড়িতে বিজিবির সীমান্ত টাওয়ার নামের একটি বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। গতকাল দুপুরে ভবনের লিফটের জন্য মালপত্র ওঠানোর কাজ করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। এ সময় ক্রেনের তার ছিঁড়ে মালপত্র নিচে পড়ে যায়। এতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তোবারক হোসেন। গুরুতর আহতাবস্থায় শহিদ নামের অন্য শ্রমিককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

সীমান্ত টাওয়ারের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শেলটেক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের নির্মাণসামগ্রী ওঠানোর (ক্রেন) উপঠিকাদার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'নির্মাণাধীন ভবনের লিফট ওঠানো হচ্ছিল। নবম তলায় একটি লিফট ওঠানোর সময় হঠাৎ ক্রেনের রশি ছিঁড়ে গেলে নিচে চাপা পড়েন শহিদ ও তোবারক। ঘটনাস্থলেই তোবারকের মৃত্যু হয়। শুনেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিকালে শহীদ মারা গেছেন।'

এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নুরে আযম জানান, দুই শ্রমিকের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য শ্রমিকের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ডায়িং কারখানায় আগুন

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি ডায়িং কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গতকাল সন্ধ্যায় পাগাড় পাঠানপাড়া এলাকার ঢাকা ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। দমকল বাহিনীর তিনটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। শ্রমিকরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ তারা কারখানার ভিতরে আগুন দেখতে পান।-টঙ্গী প্রতিনিধি

যুগান্তর
সোমবার ১৭ জুলাই ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিবপুরে গৃহবধূ ও বেলকুচিতে তাঁত শ্রমিকের মৃত্যু

নরসিংদী ও বেলকুচি-চৌহালী প্রতিনিধি

নরসিংদীর শিবপুরে সেচ পাম্পের তারে জড়িয়ে খাদিজা আক্তার নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে কুন্দারপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খাদিজা ওই গ্রামের আবদুস সালামের স্ত্রী। স্বামী আবদুস সালাম বলেন, সকাল ৬টার দিকে তিন মেয়েকে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে গৃহস্থালি কাজ করছিলেন খাদিজা আক্তার। একপর্যায়ে তিনি বাড়ির পাশে কৃষি জমির সেচ কাজে ব্যবহৃত মোটর পাম্পটির সামনে যাওয়ার সময় তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

এদিকে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আছিয়া খাতুন নামে এক তাঁত শ্রমিক মারা গেছেন। তিনি দৌলতপুর পশ্চিমপাড়ার এরশাদ মোল্লার স্ত্রী। জানা যায়, ধুকুরিয়াবেড়া গ্রামের মো. আবদিন আলীর তাঁত কারখানায় প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে নলিতে সুতা জড়ানোর কাজ করতে যান আছিয়া খাতুন। এ সময় অসতর্কতাবশত তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৮ জুলাই ২০২৩
৩ শ্রাবণ ১৪৩০

টঙ্গীতে ট্রেনে কাটা পড়ে গাড়িচালক নিহত

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীর বনমালা রেলগেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে রোববার লিটন মিয়া নামের এক গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। তিনি রাজধানীর কাফরুলের ইব্রাহিমপুর এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। জানা গেছে, রোববার রাতে টঙ্গীর বনমালা এলাকায় রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় ঢাকাগামী পদ্মা এক্সপ্রেসে কাটাপড়ে ঘটনাস্থলেই লিটনের মৃত্যু হয়। পরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এসআই ছোটন শর্মা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দেশ রূপান্তর | ১৬ জুলাই ২০২৩, ১ শ্রাবণ ১৪৩০

চাকরির জন্য লাইনে দাঁড়ানো ২ শ্রমিক গাড়ির চাকায় পিষ্ট

রূপান্তর ডেস্ক

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানার বাইমাইল এলাকায় কাসেম ল্যাম্প কারখানায় চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে যান দুই নারী শ্রমিক। রোজিনা আক্তার বিপাশা ও আশা আক্তার নামের ওই দুই নারী শ্রমিক সে সময় গেটের বাইরে রাস্তার পাশে লাইনে দাঁড়িয়ে অন্য চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। একপর্যায়ে একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান রোজিনা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আশা। গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগে গত শুক্রবার চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা দিতে ঢাকায় এসে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হন।

সড়কে নিহত আরও ১৫

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত সড়কে আরও ১৫ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বগুড়ার শাজাহানপুর, সদর ও আদমদীঘিতে পৃথক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত হয়েছেন। বরিশালে বাস ও ট্রলির সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বৈলছড়ি ইউনিয়নের চেচুরিয়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা খাদে পড়ে একজন নিহত হয়েছেন। পাবনার ঈশ্বরদীতে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। রাজধানীর মিরপুরে রোড বোঝাই ভ্যান উল্টে চালক নিহত হয়েছে। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশার আরোহী এক নারী নিহত হয়। বিস্তারিত আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে

গাজীপুরে পিকআপ চাপায় নারীর মৃত্যু : নিহত রোজিনা আক্তার বিপাশা (২৬) নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার গণ্ডা এলাকার রুহুল আমিনের স্ত্রী। তিনি স্বামীর সঙ্গে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। নিহত আশা আক্তারের (২২) বাড়ি সিরাজগঞ্জে। তারা দুজনই গাজীপুরের একটি কারখানায় কাজ করতেন। আরেক কারখানায় চাকরি পেতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছিলেন তারা।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কোনাবাড়ী থানার এসআই কামরুজ্জামান লিটন জানান, এ ঘটনায় পিকআপটি আটক করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

MONDAY JULY 17, 2023
SRABAN 2, 1430 BS
The Daily Star

5 killed, 12 hurt in road accidents

STAR REPORT

At least five people were killed and 12 injured in road accidents in two districts during the last two days.

In Dinajpur, a bus and a truck collided head-on in Sadar upazila yesterday, leaving a man dead and 10 injured. The deceased, Abu Bakkar, 30, was the helper of the bus driver.

In Chirirbandar upazila, a motorcyclist was killed after a microbus hit his bike from behind in Champatoli area yesterday.

Ruhul Amin, 38, died on the spot, said OC Siddique Hossain of Doshmile Highway Police Station.

In Birampur upazila, a man was killed and his wife injured after a pickup hit their motorcycle at Tatakpur village, said police.

Abdul Malek Mondal, 46, from Phulbari upazila died on the way to Rangpur Medical College Hospital. His wife is being treated there.

In Sirajganj, two women were killed and another was injured when a speeding truck hit a motorbike in Raiganj upazila on Saturday night.

The accident happened around 10:00pm on Sirajganj-Bogura highway at Chandaikona.

College student Fatema Khatun Jim, 18, and Khadiza Begum, 25, of Bogura died instantly. The motorbike carrying them was crossing a road, said the OC.

The biker -- Md Sayem -- was admitted to Bogura Shaheed Ziaur Rahman Medical College Hospital in a critical condition. Police seized the truck but its driver managed to flee. A case was filed.

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৮ জুলাই ২০২৩ | ৩ শ্রাবণ ১৪৩০

রাজধানীতে সড়কে প্রাণ গেল দুজনের

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীতে সড়কে প্রাণ গেছে দুজনের। এ ছাড়া চার জেলায় নিহত হয়েছে আরও ছয়জন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় পৃথক দুর্ঘটনায় অটোরিকশাচালকসহ এক যাত্রী ও এক শিশু, ভোলার চরফ্যাশনে পথচারী, হবিগঞ্জের মাধবপুর ও মেহেরপুর গাংনীতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছে। স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : খিলক্ষেত থানার ৩০০ ফুট সড়কে রোববার রাত ১০টায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে নিহত হয়েছে রাতুল কাজী নামে এক তরুণ। এ সময় আহত হয়েছেন তার বন্ধু জয়। তারা দুজন একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। রাতুল খিলক্ষেতের বড়ুয়া এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। এছাড়া বনশ্রীতে দুর্ঘটনায় আহত ইনস্যুরেন্স কর্মী নুরুল কাজী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাতে মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে বনশ্রীর রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় ইটভাঙার গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি আহত হন। দুই মেয়ের বাবা নুরুল কাজীর বাড়ি ফেনীর ছাগলনাইয়ায়। রামপুরার বনশ্রীতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন তিনি।

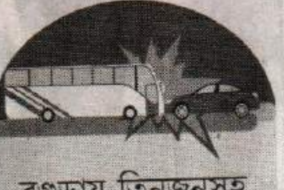

বগুড়ায় তিনজনসহ চার জেলায় নিহত আরও ছয়

বগুড়া : বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোচালকসহ দুজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এ সময় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা দিলে বাসে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। রোববার রাতে উপজেলার ঠেঙ্গামারায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— বগুড়া সদর উপজেলার দক্ষিণ বাঘোপাড়ার ওয়াজেদ আলীর ছেলে অটোরিকশাচালক বাপ্পী হোসেন ও যাত্রী আশোকোলা গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে আরিফ রহমান। এ ছাড়া সড়ক পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় সুমাইয়া আকতার নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার কর্ণপুরে দ্বিতীয় বাইপাস মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় শিশুটির চাচি আঞ্জুয়ারা আহত হয়েছেন। নিহত সুমাইয়া আকতার বগুড়া সদরের রাজাপুর ইউনিয়নের কর্ণপুর পূর্বপাড়ার আবু সাঈদের মেয়ে।

চরফ্যাশন (ভোলা) : চরফ্যাশন উপজেলায় জিন্নাগড় ইউনিয়ন কাশেমগঞ্জ বাজারের উত্তরে সড়কে সোমবার সকালে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এক পথচারী নিহত হন। এ সময় বাসের ৩০ যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহত কালু মিয়া উপজেলার ওসমানগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল হাসেমের ছেলে।

মেহেরপুর : গাংনী উপজেলার কাজিপুর সড়কের সাহেবনগরে রোববার মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় কিশোর শুভ হোসেন আহত হয়। সোমবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সে মারা যায়। শুভ কাজিপুর হালসানাপাড়ার সৌদি প্রবাসী শিপন আলীর ছেলে।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সুজিত কর নামে ব্যবসায়ী নিহত ও বিল্লাল হোসেন নামে এক শিক্ষক আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে মনতলা চৌমহনী সড়কের ভবানীপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজিত উপজেলার ভবানীপুরের ভুবেশ্বর করের ছেলে ও মনতলা বাজারের ইলেকট্রিক সামগ্রির ব?্যবসায়ী ছিলেন।

যুগান্তর | শনিবার ২২ জুলাই ২০২৩ | ৭ শ্রাবণ ১৪৩০

চান্দিনায় দুই ভাইসহ ১১ জেলায় নিহত ১৩

যুগান্তর ডেস্ক

১১ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে কুমিল্লার চান্দিনায় দুই ভাই ও তিতাসে অটোরিকশা চালক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে সন্তানদের সামনে মা, নাটোরে ট্রাক চালক, জামালপুরের বকশীগঞ্জে কিশোর, নারায়ণগঞ্জের বন্দরে যুবক, সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও যশোরের চৌগাছায় দুই নারী, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি ও সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় দুই শিশু, দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে মোটরসাইকেল আরোহী এবং বরিশালের মুলাদীতে বৃদ্ধা রয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা, চান্দিনা ও তিতাস : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুরে শুক্রবার সকালে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় অপর কাভার্ডভ্যানের চালক আজিজুল হক ও তার ভাই হেলপার রবিউল হক নিহত হয়েছেন। নিহতরা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বহরপুরের জুনাব আলীর ছেলে। এ ছাড়া তিতাসে উপজেলার বইদারকান্দি সড়কে শুক্রবার সকালে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছে। নিহত অনিক হাসান উপজেলা বইদারকান্দি গ্রামের মো. সাগরের ছেলে।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরের নবীগঞ্জ-কাইকারটেক সড়কের হাজী সাহেবের মোড়ে শুক্রবার সকালে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল যুবক রিমন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী ও অটোরিকশাচালক। নিহত রিমন বন্দরের নবীগঞ্জ কামালউদ্দিন মোড়ের কাইয়ুম মিয়ার ছেলে।

নাটোর : ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে উলটে পড়ে চালক শফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। তিনি পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা সদরের অফিসার আলীর ছেলে। নাটোর-ঢাকা মহাসড়কের হয়বতপুরে শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় চালকের সহকারী মৃদুল নামে এক যুবক ভিতরে আটকে গেলে তাকে উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বণিক বার্তা | শনিবার, জুলাই ২২, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লায় দুই ভাই, নাটোরে ট্রাকচালক, নরসিংদীতে বাসচালকের সহকারী, নারায়ণগঞ্জে মোটরসাইকেলচালক, যশোরে গৃহবধূ ও জামালপুরে কিশোরসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা : জেলার চান্দিনায় কাভার্ডভ্যানের পেছনে আরেক কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুই ভাই নিহত হয়েছেন। তারা পেছনের কাভার্ডভ্যানচালক ও সহকারী ছিলেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কুটুম্বপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বহরপুর গ্রামের জুনাব আলীর ছেলে কাভার্ডভ্যানচালক আজিজুল হক (৩৪) ও তার ভাই রবিউল হক (২৩)।

জানা গেছে, চট্টগ্রামমুখী একটি কাভার্ডভ্যানকে অন্য একটি কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছনেরটির চালক ও সহকারী ভেতরে আটকে যান। খবর পেয়ে চান্দিনা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আটকে থাকা দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

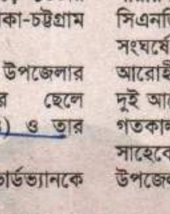

হাইওয়ে পুলিশ ইলিয়টগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ ওবায়দুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নাটোর : জেলার সদর উপজেলায় মহাসড়কে ট্রাক উল্টে শফিকুল ইসলাম (৩৬) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চালকের সহকারী। গতকাল সকাল ৬টার দিকে উপজেলার হয়বতপুর এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত দুজনের বাড়ি পাবনা জেলায়।

ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ৬টার দিকে পাবনা থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে সিমেন্টভর্তি ট্রাকটি নাটোর সদর উপজেলার হয়বতপুর এলাকায় উল্টে যায়। এতে ট্রাকটির ইঞ্জিনের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন চালক শফিকুল ইসলাম।

নরসিংদী : জেলার শিবপুরে চলন্ত বাসের দরজা থেকে ছিটকে পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে চালকের সহকারীর। দুর্ঘটনার পরপরই সেখানে বাস রেখে চালক পালিয়ে যান। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কারারচর এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই চালকের সহকারীর নাম শামীম হোসেন (৪২)। তিনি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার নয়াপাড়া এলাকার মৃত সোহরাব হোসেনের ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে মিতালী পরিবহনের বাসটি যাত্রী নিয়ে সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। বিকাল ৪টার দিকে মহাসড়কটির কারারচর এলাকা অতিক্রম করার সময় চালকের সহকারী শামীম হোসেন ছিটকে পড়ে পেছনের চাকায় পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জ : জেলার বন্দর উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. রিমন নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুই আরোহী ও অটোরিকশাচালক।

গতকাল সকালে উপজেলার কাইকারটেক হাজী সাহেবের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিমন বন্দর উপজেলার নবীগঞ্জ এলাকার প্রয়াত কাইয়ুম মিয়ার ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্দর থানার ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যশোর : জেলার চৌগাছায় মোটরসাইকেলের চাকায় ওড়না জড়িয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন সোনিয়া খাতুন (১৯) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তার স্বামী রাসেল হোসেন (২৫) আহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে চৌগাছা-ঝিকরগাছা সড়কের রঘুনাথপুর জামতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই দম্পতি চৌগাছা পৌরসভার বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাসেল হোসেন জানান, দুপুরে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে রঘুনাথপুর জামতলা এলাকায় পৌঁছালে স্ত্রী সোনিয়ার গায়ের ওড়না মোটরসাইকেলের চাকায় জড়িয়ে যায়। এ সময় মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা সড়কের পাশে পড়ে আহত হন। যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে বিকাল ৫টার দিকে সোনিয়ার মৃত্যু হয়।

জামালপুর : জেলার বকশীগঞ্জে কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে শামীম মিয়া (১৬) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল বেলা ২টার দিকে বকশীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা | শনিবার, জুলাই ২২, ২০২৩।

ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি ঝুট কাপড়ের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই কারখানার প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে মালিক পক্ষ। গতকাল বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার রামরাইলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা ২টার দিকে হঠাৎ করে ওই গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুস সামাদ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তদন্ত হচ্ছে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০২৩,

ফায়ার সার্ভিসের চলন্ত গাড়িতে অসুস্থ চালক, চারজনের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ

পাঁচ গাড়িতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির ধাক্কা। চালক মুঠোফোনে স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, বুকে ব্যথার কথা।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

আগুন নেভানোর কাজ শেষে আগের দিন রাত দুইটার পর গাড়ি নিয়ে ফেরেন ফায়ার স্টেশনে। পরদিন বেলা ১১টার দিকে আরেক দুর্ঘটনার কথা শুনে রওনা দেন। তবে পথে ঢলে পড়েন গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে। সেই গাড়ি গিয়ে ধাক্কা দেয় পরপর পাঁচটি গাড়িকে। ওই চালকসহ প্রাণ যায় চারজনের। আহত হন পাঁচজন।

গতকাল সোমবার নারায়ণগঞ্জে দুর্ঘটনাকবলিত ফায়ার সার্ভিসের গাড়িচালক জাহাঙ্গীর হোসেনের (৫০) বিষয়ে এমন তথ্য উঠে এসেছে তাঁর পাশের আসনে থাকা এক কর্মকর্তার বয়ানে। আর জাহাঙ্গীর আগে থেকেই অসুস্থতা বোধ করছিলেন, এমন কথা জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় সান্ত্বনা মার্কেটের সামনে ওই দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরসহ প্রাণ যায় চারজনের। অন্য তিনজন হলেন পথচারী শাহাবুদ্দিন (৪৫); ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক সিরাজুল ইসলাম (৪৫) ও আমজাদ হোসেন (৫২) নামের এক ব্যক্তি। এর মধ্যে শাহাবুদ্দিনের মরদেহ একটি বাসের অংশ কেটে বের করতে হয়। আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সিরাজ ও আমজাদের।

ঘটনার সময় চালক জাহাঙ্গীরের বাঁ পাশের আসনে ছিলেন হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার ওবায়দুল ইসলাম। এ তথ্য জানিয়ে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের গাড়িটি চাষাঢ়া মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে। তাঁদের গাড়ির সাইরেন শুনে ট্রাফিক পুলিশ সিগন্যাল ছেড়ে দিলে জাহাঙ্গীর গাড়িটি প্রথম গিয়ারে টান দেন। এর পরপরই তিনি স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঢলে পড়েন। তিনি ডাকলেও জাহাঙ্গীর কোনো সাড়া দেননি।

ওবায়দুল ইসলাম বলেন, প্রথমে তিনি গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁদের গাড়ি সামনে থাকা কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। তিনি বলেন, রোববার দিবাগত রাত ১২টায় সস্তাপুরে একটি ডাইং কারখানায় আগুন লাগলে সেখানেও চালক জাহাঙ্গীর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত দুইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার পর তাঁরা ফেরেন। তবে জাহাঙ্গীরের অসুস্থতা বোধের বিষয় তিনি জানতেন না।

খবর পেয়ে কুমিল্লা থেকে নারায়ণগঞ্জে আসেন তাঁর স্ত্রী রেখা বেগম। তিনি বলেন, ঘটনার ৩০ মিনিট আগে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মুঠোফোনে তাঁর কথা হয়েছে। সে সময় জাহাঙ্গীর তাঁকে জানান, আগের রাতে আগুন নেভানোর কাজে গিয়ে স্টেশনে ফেরার পর থেকে তাঁর বুকে ব্যথা করছে। প্রায় ১০ মিনিট কথা বলার পর কাজে যাচ্ছেন বলে জাহাঙ্গীর ফোন রেখে দেন। রেখা বেগম বলেন, স্বামীর আয়ে তাঁদের সংসার চলত। এখন কীভাবে সংসার চালাবেন বলতে বলতে তিনি আবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই দম্পতির বড় মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। একমাত্র ছেলের বয়স ৭ বছর। আরেক মেয়ে পড়ে পঞ্চম শ্রেণিতে।

নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, হৃদ্‌রোগে বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফায়ার সার্ভিস ঢাকা সদর দপ্তরের উপপরিচালক আক্তারুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন গাড়ি নিয়ে বিসিক শিল্পনগরীতে যাচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন বলে গাড়িতে থাকা ফায়ার সার্ভিসের কর্মী জানিয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১০ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Tuesday 25 July 2023

নারায়ণগঞ্জ : আগুনে আহতদের উদ্ধার করছে ফায়ার সার্ভিস —সংবাদ

নারায়ণগঞ্জে পোশাক কারখানায় আগুনে আহত ৩৫

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রপ্তানিমুখী একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৩৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গতকাল সকাল ১০টায় বিসিক শিল্পনগরীর ফকির অ্যাপারেলস লিমিটেডের ডাইং কারখানার নিটিং সেকশনে আগুন লাগে বলে জানায় শ্রমিকরা।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সাড়ে ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক ফখরুদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, আগুনের ঘটনার পর ধোঁয়ায় ও দৌড়াদৌড়ির সময় কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। তাদের নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। তবে দগ্ধ হওয়ার মতো কোন খবর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, এই পোশাক কারখানাটির আগুনের খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপণের জন্য যাওয়ার সময় হাজীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারালে শহরের চাষাঢ়ার মোড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ওই গাড়ির চালক, একজন পথচারী ও একজন রিকশাচালক মারা যান। আহত হন আরও ছয়জন।

আগুনের ঘটনায় আহত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, সকাল ৯টার সময় সকালের নাশতার জন্য সময় দেয়া হলে অধিকাংশ শ্রমিক কারখানার বাইরে ছিল। ১০টার দিকে হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। তখন নিটিং সেকশনে গিয়ে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। শ্রমিকরা আগুন নেভানোর জন্য গেলে ধোঁয়া এবং লোহা ও কাচ গায়ে পড়ে তারা আহত হয়। দুপুর দেড়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই সময় দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. নাজমুল হাসান বিপুল বলেন, আগুনের ঘটনায় ২৬ জনকে হাসপাতালে আনা হয়। তারা গুরুতর আহত বা দগ্ধ হননি। তাদের বেশিরভাগই ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাকিদের অবজারভেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) শেখ ফরহাদ বলেন, আগুনের ঘটনায় ৩৫ জনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তারা বেশিরভাগই শ্বাসের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসেন। আগুনের ধোঁয়ার কারণে এমনটা হতে পারে। এদিকে আগুনের ঘটনার পর পোশাক কারখানাটিতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। প্রবেশপথে নিরাপত্তকর্মীরা প্রবেশে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিষেধ রয়েছে বলে জানান। আগুনের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ফতুল্লার সস্তাপুর গাবতলা এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন নেভানোর সময় ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী আহত হন বলে জানান নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক ফখর উদ্দিন আহাম্মদ।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৭ শ্রাবণ ১৪
২২ জুলাই ২০২৩

সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

চান্দিনা (কুমিল্লা) : চান্দিনায় কাভার্ড ভ্যানের পেছনে অপর এক কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় চালক ও তার আপন ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা উপজেলা কুটুম্বপুর এলাকায় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো—চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার বহরপুর গ্রামের জুনাব আলীর ছেলে কাভার্ড ভ্যানচালক আজিজুল হক (৩৪) ও তার ভাই হেলপার রবিউল হক (২৩)। হাইওয়ে পুলিশ ইলেটগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) ওবায়েদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গুরুদাসপুর (নাটোর) : নাটোর সদর উপজেলার হয়বতপুর এলাকায় সিমেন্টবাহী ট্রাক উলটে চালক শফিকুল ইসলামের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন হেল্পার। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন নাটোরের ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী মিন্টু ইসলাম (৩০) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে দিনাজপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের কামারের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন দশমাইল হাইওয়ের থানার ওসি মো. সিদ্দিকুর রহমান।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সৈয়দপুর-পার্বতীপুর মহসড়কের বাদিয়ার মোড় এলাকায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালক সুভাষ চন্দ্র দেব (৪৮) মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম।

কিশোরগঞ্জ ও কটিয়াদী : কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক সড়কের কটিয়াদী উপজেলার বানিয়াগ্রাম জামতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সৌদি ফেরত আশরাফুল ইসলাম (৩২) মারা গেছেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান।

শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) : শ্যামনগরে মোটর ভ্যানের ধাক্কায় তাহমিনা বেগম নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে কালিকাপুর দাউদের বাড়িসংলগ্ন রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২২ জুলাই ২০২৩,

৮ জেলায় ৯ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

প্রাইভেট পড়ে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল প্রীতম (৫)। পথে অটোরিকশার ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার বাদশাগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের সড়কে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত আরও সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী, হাসপাতাল ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবার সূত্রের বরাতে প্রথম আলোর **প্রতিনিধি ও নিজস্ব প্রতিবেদকদের** পাঠানো খবর :

সুনামগঞ্জে নিহত ওই শিশুর বাড়ি মধ্যনগর উপজেলার চামরদানী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম পরিতোষ চন্দ্র শীল। দুর্ঘটনার পরপরই অটোরিকশার চালককে আটক করা হয়েছে।

নাটোর সদর উপজেলার হয়বতপুর এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে গতকাল সকালে ট্রাক উল্টে এর চালক শফিকুল ইসলাম (৩৬) নিহত হন। আহত হয়েছেন তাঁর সহকারী। চালক ও সহকারী—দুজনের বাড়ি পাবনায়।

নরসিংদীর শিবপুরে বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাসের দরজা থেকে ছিটকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন চালকের সহকারী শামীম হোসেন (৪২)। তিনি তিনি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার নয়াপাড়া এলাকা বাসিন্দা।

কুমিল্লার চান্দিনার কুটুম্বপুর এলাকায় গতকাল সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এক কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় আরেক কাভার্ড ভ্যানের চালক ও চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। নিহত দুজন হলেন আজিজুল হক (৩৪) ও রবিউল হক (২৩)। তাঁরা সম্পর্কে আপন ভাই। তাঁদের বাড়ি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে।

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার নেকমরদ-বালিয়াডাঙ্গী সড়কে গতকাল সকালে গরুবাহী নছিমন উল্টে দারাব উদ্দীন (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাতজন। নিহতের বাড়ি উপজেলার দুওসুও গ্রামে।

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে গতকাল সকালে মোটরচালিত ভ্যানের ধাক্কায় তাহমিনা বেগম (৫০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি গোবিন্দপুর গ্রামের বরকত আলী সরদারের স্ত্রী।

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে গতকাল বিকেলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় শামীম মিয়া (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। তার বাড়ি শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার পূর্ব ছনকান্দা এলাকায়।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার মান্দুলপাড়া এলাকায় গতকাল দুপুরে কাভার্ড ভ্যান ও থ্রি-হুইলারের সংঘর্ষে থ্রি-হুইলারের চালক নুর ইসলাম (৩২) নিহত হন। আহত হয়েছেন দুজন। তিনি বোদা উপজেলার বেংহারী বনগ্রাম ইউনিয়নের টিভারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৫ জুলাই ২০২৩ ॥

সোমেশ্বরীতে ভেসে উঠল শ্রমিকের লাশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার দুর্গাপুরের সোমেশ্বরী নদীতে বালু তোলার নৌকা ডুবে নিখোঁজের একদিন পর ভেসে উঠল শ্রমিকের লাশ। নিখোঁজ শামীম মিয়া (২০) বালু শ্রমিকের কাজ করতেন। তিনি উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের ঝানজাইল গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে।

রবিবার সকালে উপজেলার কুল্লাগড়া ইউনিয়নের কামারখালীতে দুই নৌকার সংঘর্ষে একটি নৌকা ডুবে যায়। এ সময় শামীম মিয়া নিখোঁজ হন। ঘটনার এক দিন পর গতকাল বিকালে একই স্থানে লাশটি ভেসে উঠলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে। দুর্গাপুর থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম জানান, লাশ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৯ শ্রাব
২৪ জুলাই ২০২৩

রাঙ্গুনিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

■ রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আসবাবপত্র তৈরি কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার উপজেলার চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়নের জিয়া মার্কেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতের নাম মোহাম্মদ রুবেল (৩২)। নিহতের বাড়ি উপজেলার শিলক ইউনিয়নের শিলক গ্রামে।

জানা গেছে, রবিবার সকালে ঐ মার্কেটে খোরশেদ আলমের কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানায় শ্রমিক মোহাম্মদ রুবেল কাজ করছিল। এ সময় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। স্থানীয় সিকদারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কাদের জানান, কারখানা থেকে উদ্ধার করে রুবেলকে চন্দ্রঘোনা হেলথ কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তবরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. কুমার বিশ্বজিত বিশু বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ জুলাই ২০২৩,

'বাবাকে দেখবে না অনাগত সন্তান'

ঝালকাঠিতে বাস দুর্ঘটনা

প্রতিনিধি, *পিরোজপুর*

চট্টগ্রামে ট্রাকচালকের চাকরি করতেন শাহিন মোল্লা (৩২)। সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন। পৌরসভা নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছিলেন গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার উত্তর-পূর্ব ভান্ডারিয়া গ্রামে। নির্বাচন শেষে বাবাকে চিকিৎসক দেখিয়ে কর্মস্থলে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই শনিবার মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শাহিনের। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পথে একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তাঁর বাবারও।

স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম থেকে রওনা দেন শাহিনের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নাজমা আক্তার। জানাজা শেষে বাবা-ছেলের লাশ বাড়িতে রাখা হয়। দাফনের আগে অপেক্ষা করা হয় শাহিনের স্ত্রীর জন্য। রাত ১২টার দিকে নাজমা শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে শেষবারের মতো স্বামী ও শ্বশুরকে দেখেন। এ সময় বাড়িতে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

ওই দিন সকালেই 'বাসার স্মৃতি' নামের যাত্রীবাহী একটি বাস ৬৫ থেকে ৭০ জন যাত্রী নিয়ে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া থেকে বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। পথে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় পুকুরে পড়ে যায় বাসটি। এতে ১৭ জন নিহত ও ৩৪ জন আহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে শাহিন, তাঁর বাবা আবদুস সালাম মোল্লাসহ আটজনের বাড়ি ভান্ডারিয়ায়।

আহাজারি করতে করতে নাজমা আক্তার বলছিলেন, 'উনি (শাহিন) পৌরসভার নির্বাচনে ভোট দিতে বাড়ি এসেছিলেন। আসার সময় আমাকে বলেছিলেন, ভোটের পর চট্টগ্রামে ফিরবেন। বাড়িতে থাকার সময়ে প্রতিদিন মুঠোফোনে আমার খোঁজখবর নিতেন। আমাদের অনাগত সন্তান নিয়ে তাঁর কত উচ্ছ্বাস ছিল। অনেক পরিকল্পনা ছিল। অথচ সেই সন্তান আর কোনো দিন বাবাকে দেখতে পাবে না। বাবাও সন্তানকে দেখে যেতে পারল না।'

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শাহিন মোল্লা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মা-বাবার সংসারের খরচ দিতেন তিনি। এক সপ্তাহ আগে ভান্ডারিয়া পৌরসভার প্রথম নির্বাচন উপলক্ষে বাড়িতে যান শাহিন মোল্লা। স্ত্রী নাজমা আক্তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রামের ভাড়া বাড়িতে রেখে আসেন। দু-তিন দিনের মধ্যে তাঁর চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল।

চট্টগ্রামে যাওয়ার আগে বাবা আবদুস সালাম হার্টের সমস্যার জন্য চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন। এ জন্য শনিবার সকালে বরিশালে যাওয়ার জন্য বাবা ও ছোট ভাই রাসেল মোল্লাকে নিয়ে ভান্ডারিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বরিশালগামী একটি বাসে ওঠেন শাহিন।

রাসেল মোল্লা বলেন, ভান্ডারিয়া থেকে বাসটিতে ওঠার পর থেকে চালক তাঁর পাশের সিটে বসা যাত্রীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। পথে বাস থামিয়ে অনেক যাত্রীও তুলছিলেন। এ নিয়ে বাসের যাত্রীদের সঙ্গে চালকের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পুকুরে পড়ে যায়।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ জুলাই ২০২৩,

৯ জেলায় ১১ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

রাজধানীর রামপুরায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজধানীর রামপুরায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের আরোহী এক কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার ভোরে হাতিরঝিল থানা এলাকার রামপুরা ডিআইটি রোডের মুখে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এটিসহ গত শনিবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত ৯ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছেন।

এলাকাবাসী, পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়ে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর:

রামপুরার দুর্ঘটনায় নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম পুলক গোমেজ (২১)। তিনি রাজধানীর মার্টিন লুথার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর বন্ধু জাহেদ হাসান (২১) আহত হন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলক ও তাঁর বন্ধু জাহেদ মোটরসাইকেলে করে পুরান ঢাকায় বিরিয়ানি খেতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেলটিতে থাকা দুজন ছিটকে সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন। আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে একজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে রাজধানীর বনানীতে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মোছা. ফাতেমা খাতুন (২১) নামের এক তরুণী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোছা. শিফা আক্তার (২২) নামের আরেক তরুণী আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, ফাতেমা ঢাকার নিউমার্কেট এলাকার বাসিন্দা। তবে তিনি কী করতেন, বনানী এলাকায় কেন গিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। জড়িত বাসটি জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার খেজুরতলা এলাকায় নাটোর-ঢাকা মহাসড়কে শনিবার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি

সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আরেকটি ট্রাক। এতে একজন নিহত হন। গতকাল নীলফামারীর সৈয়দপুরের মুজার মোড় এলাকায়। ছবি: প্রথম আলো

সংঘর্ষ হয়। এতে দুজন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের একজন বাসটির সুপারভাইজার বেলাল হোসেন (২৬)। তাঁর বাড়ি ঢাকার গাবতলীতে। অন্যজন চালকের সহকারী আনোয়ারুল ইসলাম (২৮)। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর গ্রামে। দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হন।

নীলফামারীর সৈয়দপুর বাইপাস সড়কের মুজার মোড় এলাকায় গতকাল ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে অপর একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে চালক ফজলুর রহমান মারা যান। এ ঘটনায় দুই পথচারীও আহত হন। ফজলুর রহমানের বাড়ি নওগাঁয়।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রঙিলা বাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গতকাল বেলা ১১টার দিকে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় মো. রাসেল (৩০) নামের একজন নিহত হন।

ফেনী সদর উপজেলার বাথানিয়া রাস্তার মাথা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল বেলা দুইটার দিকে বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন হালিমা আক্তার (৩৭) ও তাঁর মেয়ে হানিফা (৪)। চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে হালিমা আক্তারের মৃত্যু হয়। হালিমা আক্তার ফেনী পৌরসভার পূর্ব বিজয়সিংহ গ্রামের আমির হোসেনের স্ত্রী।

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীরহাট এলাকায় বোদা-দেবীগঞ্জ মহাসড়কে গত শনিবার রাত দুইটার দিকে মো. আবু হোসেনের (৩৬) মরদেহ পড়ে ছিল মহাসড়কে। পুলিশের ধারণা, কোনো ভারী যানবাহনের চাপায় ওই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি পঞ্চগড় সদর উপজেলার খানপুকুর এলাকার বাসিন্দা।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার কন্দর্পপুরে গতকাল বিকেলে দাদির হাত ছেড়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেলে শিশু আয়েশা সিদ্দিকা (৭) ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুরে গতকাল বিকেলে ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে আড়াই বছরের শিশু রাশিদ ইসলাম মারা যায়।

নেত্রকোনার পূর্বধলার গোহালাকান্দা ফকিরবাড়ির মসজিদের সামনে গতকাল সকালে পিকআপ ও সিএনজির সংঘর্ষে মার্জিয়া আক্তার (৩৮) নামে ইসলামী ব্যাংকের এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর স্বামী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা সুজাউর রহমানসহ আরও চারজন আহত হন।

নিহত মার্জিয়া আক্তার ইসলামী ব্যাংকের নেত্রকোনা শাখায় কর্মরত ছিলেন। মার্জিয়া স্বামীর সঙ্গে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বসবাস করতেন।

সময়ের আলো শনিবার। ২২ জুলাই ২০২৩।

দুই শিশুসহ সড়কে ৭ জনের প্রাণহানি

■ সময়ের আলো ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ ৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এসব ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক এবং প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

জামালপুর : বকশীগঞ্জে একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে শামীম মিয়া (১৬) নামে এক কিশোর মারা গেছে। এ সময় আহত হয়েছে আরও একজন। শুক্রবার দুপুর ২টায় বকশীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে বকশীগঞ্জ-রৌমারী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বকশীগঞ্জ শহর থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান ধানুয়া কামালপুরের দিকে যাওয়ার পথে বিপরীত মুখ থেকে আসা অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে করে ঘটনাস্থলেই শামীম মারা যায়। শামীম মিয়া পার্শ্ববর্তী শ্রীবরদী উপজেলার পূর্ব ছনকান্দা মৃধাপাড়া এলাকার পুক্কা মিয়ার ছেলে।

নাটোর : সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক উল্টে শফিকুল ইসলাম (২৫) নামে ট্রাকের চালক নিহত ও অন্য সহকারী মৃদুল আহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে সদর উপজেলার নাটোর-পাবনা মহাসড়কের হয়বতপুর নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিকুল পাবনা জেলার সাথীয়া উপজেলার করোমজা গ্রামের আফসার উদ্দিনের ছেলে।

সুনামগঞ্জ : ধর্মপাশায় অটোরিকশার নিচে চাপা পড়ে প্রীতম চন্দ্র শীল নামে ৬ বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৫টার দিকে ধর্মপাশা-মধ্যনগর সড়কের বাদশাগঞ্জ ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন স্থানে এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত শিশু প্রীতম মধ্যনগর উপজেলার চামরদানী গ্রামের পরিতোষ চন্দ্র শীলের ছেলে।

দিনাজপুর : সৈয়দপুর মহাসড়কে অজ্ঞাতনামা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মিন্টু (২৭) নামে এক মোটরসাইকেল চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টায় উপজেলার ফতেজংপুর ইউনিয়নের ইপিজেড ট্রিলিয়ন গোল্ড লিমিটেডের সন্নিকটে মেসার্স মা ফিলিং স্টেশনের সামনে ঘটেছে। নিহত হযরত আলী মিন্টু উপজেলার আলোকডিহি ইউনিয়নের রাসডাঙ্গা গ্রামের চৌধুরীপাড়ার বকুল মুন্সির ছেলে।

কুমিল্লা : চান্দিনায় একটি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে অন্য একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক ও হেল্পার দুই ভাই নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা উপজেলা কুটুম্বপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–কাভার্ড ভ্যানচালক আজিজুল হক (৩৪) ও হেল্পার রবিউল হক (২৩)। তারা চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার বহরপুর গ্রামের জুনাব আলীর ছেলে।

কিশোরগঞ্জ : কটিয়াদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আশরাফুল ইসলাম (৩২) নামে এক সৌদি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বানিয়াগ্রাম জামতলা নামক স্থানে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে মৃত্যু ঘটে। নিহত আশরাফুল ইসলাম আচমিতা ইউনিয়নের বানিয়াগ্রামের মৃত আবদুল আওয়ালের পুত্র। তিনি এক সপ্তাহ আগে ছুটিতে বাড়িতে আসেন।

সোমবার, জুলাই ২৪, ২০২৩ ■ শ্রাবণ ৯, ১৪৩০ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জেলায় চারজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় নাটোরের বড়াইগ্রামে দুজন, ফেনীতে এক নারী ও গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে শিক্ষকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নাটোর : জেলার বড়াইগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার খেজুরতলা এলাকায় নাটোর-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের স্থানীয় ও নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতরা হলেন আনোয়ারুল ইসলাম (২৮) ও বেলাল হোসেন শুভ (২৬)। আনোয়ারুল চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। তিনি বাসচালকের সহকারী ছিলেন। বেলাল ঢাকার গাবতলীর আবুল বাশারের ছেলে। তিনি ওই বাসের সুপারভাইজার ছিলেন।

বনপাড়া ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, শনিবার মধ্যরাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহনের বাস বড়াইগ্রামের খেজুরতলা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার এবং চালকের সহকারীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। দুজনের মরদেহ ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার এএসআই আরিফুল ইসলাম।

দেশ রূপান্তর রবিবার ২৩ জুলাই ২০২৩

শাবিপ্রবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজ করার সময় ৯তলা থেকে পড়ে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আরিফুল ইসলাম নামের এই শ্রমিকের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) ভবন থেকে পড়ে আহত হন তিনি। তিনি চোখে ও মাথায় আঘাত পান। পরে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষ হলে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস এ বি ই এল অ্যান্ড বি বি এল (জেভী) এর সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়ে ৩ তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন নাঈম আহমেদ (১৯) নামে এক শ্রমিক। হাসপাতালে ভর্তির ২দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার ছয় মাস না যেতেই ৯ তলা ভবন থেকে পড়ে আরেক শ্রমিকের মৃত্যু হলো।

দেশ রূপান্তর সোমবার ২৪ জুলাই ২০২৩, ৯ শ্রাবণ ১৪৩০

না.গঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩ রংমিস্ত্রি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। গত শনিবার রাত ১২টার দিকে ফতুল্লা থানার বাঁশমুলি এলাকায় খলিল মুনশির বাড়িতে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে একটি টিনের ঘরের চাল উড়ে যায় এবং দেয়ালের কিছু অংশ ধসে পড়ে।

বাড়ির মালিক জানান, বিস্ফোরণের ঘটনায় আলম (৩৫), রমজান (২২) ও রিফাত (১৩) নামে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের তিনজনের বাড়িই কুমিল্লায়। পেশায় তারা রংমিস্ত্রি। টিনশেড ঘরটিতে তারা ভাড়া থাকতেন। তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে বিস্ফোরণ হওয়া ঘরটির ভেতরে গ্যাস লাইনের একটি রাইজার এবং মেঝেতে সিগারেটের পোড়া অংশ ও একটি লাইটার পড়ে থাকতে দেখা যায়। এলাকাবাসীর ধারণা, গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে ঘরের ভেতরে হয়তো গ্যাস জমে ছিল। কেউ সিগারেট ধরালে সেই আগুন থেকে জমে থাকা গ্যাসের বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. তরিকুল ইসলাম জানান, দগ্ধদের মধ্যে আলমের শরীরের ৭২ শতাংশ, রমজানের ৫৮ এবং রিফাতের ২৮ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২০ জুলাই ২০২৩
৫ শ্রাবণ ১৪৩০

পাঁচ জেলায় সড়কে ছাত্রসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্রসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ট্রাকচাপায় মারা যান কলেজছাত্র তন্ময়। এছাড়া রাজশাহীর মোহনপুরে বৃদ্ধা, দিনাজপুরের বিরলে থ্রি-হুইলার যাত্রী, নাওগাঁর মান্দায় মোটরসাইকেল চালক ও শেরপুরে এক কৃষক মারা গেছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) : ফতুল্লার ভোলাইলে বুধবার বিকাল ৫টায় ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র তাহের আহমেদ তন্ময় নিহত হয়েছেন। তিনি ভোলাইলের সম্রাট মিয়ার ছেলে। তন্ময় নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার বাবা জানান, বিকালে কোচিং শেষে বাসায় ফিরছিলেন তন্ময়। পথে একটি ট্রাক চাপা দিলে প্রথমে তাকে নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজশাহী : মোহনপুর উপজেলার মৌগাছী বাজারে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে বুধবার দুপুরে ভটভটি টেম্পোর ধাক্কায় মরিয়ম বেগম নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। তিনি রাজশাহী নগরীর সপুরার নুরুল ইসলামের স্ত্রী।

দিনাজপুর : দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ সড়কের বিরল উপজেলার তৈয়বপুরে বুধবার সকালে ট্রাকের সঙ্গে থ্রি-হুইলারের সংঘর্ষে লক্ষ্মীকান্ত দাস নামে থ্রি-হুইলারের যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অপর একজন। নিহত লক্ষ্মীকান্ত দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার মাহেরপুর গ্রামের শম্ভু চন্দ্র দাসের ছেলে।

নওগাঁ : মান্দা উপজেলার সুজনসখী খেয়াঘাটে বুধবার সকালে ট্রাক্টরের চাপায় মোটরসাইকেলচালক সেলিম রেজা নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহত সেলিম বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের দাসপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

শেরপুর : ঝিনাইগাতী উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের পশ্চিম বাকাকুড়া গ্রামের সড়কে বুধবার সকালে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ফেলার উদ্দিন নামে এক কৃষক নিহত ও মোটরসাইকেলচালক শফিকুল ইসলাম আহত হয়েছেন। নিহত ফেলার উদ্দিন পশ্চিম বাকাকুড়া গ্রামের নছিম উদ্দিনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩০
১৯ জুলাই ২০২৩

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ায় চলন্ত সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই জনের মৃত্যু ও চালকসহ দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ভোর ৬টার দিকে মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার উত্তর হারবাং আজিজনগর দরগাহগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত টিপু সুলতান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরের জামাল মিয়ার ছেলে। তবে নিহত অপর জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। চিরিঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির আইসি খোকন কান্তি রুদ্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) : নবাবগঞ্জে ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকচালক ও বাসের এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন ট্রাকচালক আকরাম হোসেন (৩২) ও বাসযাত্রী জান্নাতি রহমতারা (১২)। দুর্ঘটনায় আরো প্রায় ১০ জন আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভোররাতে এত দুর্ঘটনা ঘটে।

নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) তাওহীদুল ইসলাম বলেন, নিহত জান্নাতির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় সুরতহাল শেষে তার পরিবারের কাছে লাখ হস্তান্তর করা হয়েছে। আর চালকের লাশ থানা হেফাজতে রয়েছে।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : কাশিয়ানীতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওয়াহিদুল ইসলাম (৬০) নামের এক অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য মারা গেছেন। বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পোনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াহিদুল ইসলাম নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের নোয়াগ্রামের মৃত মহসিন উদ্দীন খানের ছেলে।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি খান মো. শরিফুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | বুধবার ॥ ১৯ জুলাই ২০২৩

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গ্রিলমিস্ত্রির মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার আজমতপুরে গতকাল দুপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রুবেল মিয়া (২২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত রুবেল টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার ধানেশ উদ্দিনের ছেলে। নিহতের বাবা জানান, রুবেল পাঁচ বছর যাবৎ আজমতপুরে গিয়াস উদ্দিন মোড়লের ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। দোকানের মালিক আমাদের ফোনে জানিয়েছেন কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রুবেল মারা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ৪ শ্রাবণ
১৯ জুলাই ২০২৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নৈশপ্রহরীর হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে একটি মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের কক্ষ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আবু লাল (৬০) নামের নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বুধন্তী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আবু লাল ঐ এলাকার আব্দুল জব্বার ভূঁইয়ার ছেলে।

বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাজু আহমেদ জানান, আবু লাল রবি মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের নৈশপ্রহরী ছিলেন। সোমবার রাতের কোনো এক সময় চোর হানা দিয়ে টাওয়ারের কক্ষের জানালা ভেঙে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় আবু লালের হাত-পা বেঁধে তাকে হত্যা করে মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায়। নিহতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ৫ শ্রাব
২০ জুলাই ২০২৩

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘরে ঢুকল ট্রাক, প্রাণ গেল দিনমজুরের

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক ঘরে ঢোকায় প্রাণ গেল ঘুমন্ত দিনমজুরের। নিহতের নাম বিপ্লব বিশ্বাসের (৪০)। বুধবার ভোররাতে গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সড়কের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সিঙ্গিপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিপ্লব বিশ্বাস উপজেলার সিঙ্গিপাড়া গ্রামের সতীশ চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল মামুন নিহত দিনমজুর বিপ্লব বিশ্বাসের পরিবারকে বুধবার দুপুরে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছেন।

টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি এস এম কামরুজ্জামান জানিয়েছেন, রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় বসবাস করেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঋষি সম্প্রদায়ের বিপ্লব বিশ্বাস। মঙ্গলবার রাতে তার ঘরে একাই ঘুমিয়েছিলেন বিপ্লব। বুধবার ভোররাতে মাগুরা থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গিপাড়া উপজেলার তরুবাজারগামী মাছের খাদ্যবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপ্লবের ঘরে ঢুকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই বিপ্লব মারা যায়। এ সময় বিপ্লবের ঘর ভেঙে যায়। ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট হয়।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল মামুন বলেন, বিপ্লব বাঁশ ও বেতের চালন, কুলা তৈরি ও জুতা সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করত। বিপ্লবের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছি। সেই সঙ্গে লাশ দাহ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিবারের সদস্যদের ২৫ হাজার টাকার অনুদান দিয়েছি।

বণিক বার্তা | বুধবার, জুলাই ১৯, ২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় ধানের বীজতলায় সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন মজনু মোল্লা নামে এক কৃষক। গতকাল দুপুরে উপজেলার চরপুটিমারী ইউনিয়নের পেঁচারচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত মজনু মোল্লা ওই এলাকার সামছুল হক মোল্লার ছেলে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, জামালপুর

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৪ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Wednesday 19 July 2023

নবাবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২ আহত ৯

সংবাদদাতা, বিরামপুর (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দু'জন নিহত এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের চড়ারহাট এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, বালুবাহী ট্রাকের চালক, পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার আকরাম হোসেন ও বাসের যাত্রী দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়ী এলাকার জিয়ারুল ইসলামের মেয়ে জান্নাত আরা। আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। জানা যায়, পঞ্চগড় থেকে বালুবাহী একটি ট্রাক গোবিন্দগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। একই সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি বাস দিনাজপুরের দিকে আসছিল। বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৯ জুলাই ২০২৩

বুড়িগঙ্গায় আরও এক লাশ উদ্ধার

ঢাকার সদরঘাটে ওয়াটার বাস ডুবির ঘটনায় নুহিন (২২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার প্রবাসী নাসিরের ছেলে। নুহিন ইসলামপুরে একটি কাপড়ের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করতেন। পুলিশ জানায়, টহল চলাকালে সোমবার রাতে মিলবার এলাকা থেকে একটি ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়। স্বজনরা লাশটি শনাক্ত করেন। ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। -কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

বণিক বার্তা
শনিবার, জুলাই ২২, ২০২৩ ■ শ্রাবণ ৭, ১৪৩০

হাওরে জেলের মৃত্যু

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে মনু মিয়া (৫৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার শিমুলবাঁক ইউনিয়নের জীবদাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মনু মিয়া শিমুলবাঁক ইউনিয়নের জিবদাড়া কুড়িয়ারপাড় গ্রামের মৃত আক্কল আলীর ছেলে। স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে উপজেলার শিমুলবাঁক ইউনিয়নের জীবদাড়া হাওরে মাছ ধরতে যান মনু মিয়া। মাছ ধরার একপর্যায়ে হঠাৎ হাওরে প্রচণ্ড ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকা থেকে পড়ে যান তিনি। খবর পেয়ে স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করে ২ ঘণ্টা পর মনু মিয়াকে উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শান্তিগঞ্জ থানার ওসি খালেদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১২— ২৭ জুলাই ২০২৩

পেকুয়ায় বন্যহাতির আক্রমণে শ্রমিকের মৃত্যু

■ পেকুয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

কক্সবাজারের পেকুয়ায় বন্যহাতির আক্রমণে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বারবাকিয়া ইউনিয়নের তলিম্মার খোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাফর আলম (৭০), বারবাকিয়া ইউনিয়নের ছনখোলা গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী জয়নাল আবেদিন বলেন, 'চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বারবাকিয়া রেঞ্জের আওতায় হলুদিয়ার ঘোনা এলাকায় সরকারি বাগান সৃজনের কাজ চলছিল। নিহত জাফর আলমসহ আমরা বাগানে কাজ করছিলাম। কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তিনটি বন্যহাতি আমাদের সামনে চলে আসে। এ সময় একটি বন্যহাতি তাকে আক্রমণ করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। বারবাকিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা হাবিবুল হক বলেন, '২০২১-২২ অর্থবছরের হলদিয়ার ঘোনা এলাকায় বাগানে চারা রোপণের কাজ চলছিল। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বন্যহাতির আক্রমণের শিকার হন। আমরা বিষয়টি ইউএনও ও পুলিশকে জানিয়েছি। নিহতের মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২০ জুলাই ২০২৩

বংশালে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর বংশাল থানা এলাকায় পৃথক দুটি কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনায় দুজন কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজন হলেন হাসান হাওলাদার (৩০) ও রাজীব (২৫)। গত মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে বংশালের কাজী আলাউদ্দিন রোডে 'মামা-ভাগিনা স্কিন প্রিন্টিং' কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হাসানের মৃত্যু হয়। তিনি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার মহিষমারি গ্রামের ফারুক হাওলাদারের ছেলে হাসান। এর আগে মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে বংশালের সিক্কাটুলি এলাকার একটি পলিথিন কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজীব নামের এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া বলেন, দুজনের বিষয়ে বংশাল থানা পুলিশ বিস্তারিত তদন্তসাপেক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০২৩,

সাত জেলায় ১২ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী। তিনজন নিহত হন মোটরসাইকেলের ধাক্কায়।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামে তিনজন; নওগাঁ, যশোর ও গাইবান্ধায় দুজন করে এবং পাবনা, নড়াইল ও বাগেরহাটে একজন করে নিহত হন। গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী। তিনজন নিহত হন মোটরসাইকেলের ধাক্কায়।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বজন ও এলাকাবাসীর বরাতে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার হাদি ফকিরহাট বাজারে গতকাল সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে থেমে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিহত হন প্রাইভেট কারের চালক ও এক যাত্রী। তাঁরা হলেন চালক মো. মাহবুব (৩৫) ও যাত্রী মো. মাইনুদ্দিন (৩৭)। তাঁদের বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায়। এ ঘটনায় মাইনুদ্দিনের স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা মো. ইমাম হোসেন পাটোয়ারি *প্রথম আলোকে* বলেন, ট্রাকের পেছনে ধাক্কা খেয়ে ওই গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। গাড়ির অংশ কেটে হতাহতদের উদ্ধার করতে হয়েছে।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা হালিশ্যার পুল এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মঙ্গলবার রাতে নিহত হয়েছেন দিনমজুর আবদুল মজিদ (৫২)। ঘটনার সময় তিনি হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন।

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার করমজাই মোড় এলাকায় সকালে আম ও মাছ বহনকারী দুটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন চালক কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার জোতগবরদান গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৩৮) ও তাঁর সহকারী রাজারহাট উপজেলার রতিরাম গ্রামের মো. শাহিন (৩৪)। এ ঘটনায় অপর পিকআপ ভ্যানের চালক ও তাঁর সহকারী আহত হয়েছেন।

গাইবান্ধায় গতকাল সকালে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া একাডেমি বাজারে এক মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কায় নিহত হন অপর এক মোটরসাইকেলের আরোহী রাঙ্গা মিয়া (৫০)। আর পলাশবাড়ী উপজেলা শহরের ব্র্যাক মোড় এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন সবজি বিক্রেতা গোফফার মিয়া (৫৫)।

যশোরের কেশবপুর উপজেলার কলাগাছি বাজার এলাকায় মঙ্গলবার রাতে তিন চাকার যানের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন মোটরসাইকেলের আরোহী দিপু মণ্ডল (২৩) ও তাঁর বন্ধু রাজু আহমেদ (৩৬)। এর মধ্যে দিপু মণ্ডল খুলনা সুন্দরবন কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

নড়াইল সদর উপজেলার গোবরা এলাকায় সকালে দুটি ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন গরু ব্যবসায়ী সোহেল শেখ (৪২)। তিনি খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ব্রহ্মগাতী গ্রামের বাসিন্দা।

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার পুরাতন থানা ভবনের সামনে গতকাল দুপুরে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন ভ্যানচালক আশরাফ আলী (৪৫)। এ ঘটনায় পুলিশ মোটরসাইকেলের আরোহী দুই তরুণকে আটক করেছে।

বাগেরহাট শহরতলির হাড়িখালী বটতলা এলাকায় গতকাল দুপুরে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নছিমন থেকে ছিটকে পড়ে নিহত হন কাঠ ব্যবসায়ী মনি সরদার (৪৫)।

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বেলা দুইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৭ জুলাই ২০২৩
১২ শ্রাবণ ১৪৩০

মীরসরাইয়ে ট্রাকে ধাক্কা প্রাইভেটকারের, নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছে। এছাড়া সাত জেলায় প্রাণ গেছে আরও সাতজনের। তাদের মধ্যে নওগাঁর পত্নীতলায় পিকআপভ্যান চালক ও হেলপার, গাইবান্ধার ফুলছড়ি ও পলাশবাড়ীতে দুই পথচারী, যশোরের কেশবপুরে মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নারী, রাজধানীতে মোটরসাইকেল আরোহী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী, দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ভ্যানচালক রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সাত জেলায় আরও সাত প্রাণহানি

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) ও বুড়িচং (চট্টগ্রাম) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা খেয়ে প্রাইভেটকারের দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন প্রাইভেটকারে থাকা আরও তিনজন। বুধবার ভোরে উপজেলার হাদিফকিরহাট বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন প্রাইভেটকারের চালক কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার পূর্বমারা এলাকার মো. সোবহানের ছেলে মাহবুব ও গাড়ির যাত্রী একই এলাকার ফুল মিয়ার ছেলে মো. মনির। আহতরা হলেন নিহত মনিরের স্ত্রী মৌসুমী, তাদের দুই সন্তান মেজবা ও মাহতাব।

নওগাঁ : পত্নীতলায় দুই পিকআপভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে। বুধবার ভোরে উপজেলার কমজাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কুড়িগ্রাম জেলার যোথগবরদান গ্রামের রহিম উদ্দিনের ছেলে রফিকুল ইসলাম ও রাজারহাট উপজেলার রতিরাম গ্রামের জরিফ উদ্দিন ছেলে মো. শাহিন।

গাইবান্ধা : ফুলছড়ি উপজেলার গাইবান্ধা-বালাসী সড়কের কঞ্জিপাড়ায় বুধবার সকালে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাঙ্গা মিয়া নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি উপজেলার হোসেনপুর গ্রামে। অপরদিকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ব্র্যাক অফিস এলাকায় বুধবার দুপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল গোফফার মিয়া নামের এক পথচারী নিহত হয়েছে।

কেশবপুর (যশোর) : কেশবপুরে মোটরসাইকেল-মাহেন্দ্রর (৩ চাকার যানবাহন) সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেলে ওই দুই যুবক মঙ্গলবার রাতে কেশবপুরের বলাগাছি থেকে চুকনগর যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—পাঁজিয়া গ্রামের দিপক মণ্ডলের ছেলে সাগর মণ্ডল ও মাদারডাঙ্গা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে রাজু আহমেদ।

কুমিল্লা : চৌদ্দগ্রামে পিকআপভ্যানে বাসের ধাক্কায় ঝর্ণা আক্তার নামের এক নারী নিহত ও অপর ১১ জন আহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নবগ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঝর্ণা কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার বাসিন্দা।

ডেমরা, মিরপুর (ঢাকা) ও কচুয়া (চাঁদপুর) : রাজধানীর গুলিস্তানে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে ওঠার সময় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. সাখাওয়াত হোসাইন নিলয় নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী রূপা আক্তার। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজধানীর ডেমরার বামৈলে নিজ বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন রূপা। নিহত নিলয় চাঁদপুর কচুয়া উপজেলার বুরজি হাজি বাড়ি গ্রামের আবু ইউসুফের ছেলে। তিনি খিলগাঁও থানার পূর্ব নন্দিপাড়া ব্যাংক কলোনির ১০নং রোডের মিয়াজী ভবনে তার পরিবারের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন।

মিরপুরে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি ও পিকআপভ্যানের সংঘর্ষে দুদু মিয়া নামে এক পচ্ছিন্নতাকর্মী নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে মিরপুর ১১ নম্বর বাংলা স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুদু মিয়া ডিএনসিসির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও সর্দার ছিলেন।

দিনাজপুর : নবাবগঞ্জে মোটরসাইকেল ও ভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ গেছে নুর আলম নামে এক ভ্যানচালকের। বুধবার বেলা ১১টায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ সড়কের নবাবগঞ্জ উপজেলার শৌলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুর আলম দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার শৌলা দামোদরপুরের এমাজউদ্দীনের ছেলে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার ২৭ জুলাই ২০২৩

সেচপাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া

বগুড়ার ধুনটে সেচপাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সিরাজুল ইসলাম (৫৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে উপজেলার ছোট চিকাশি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বুধবার দুপুরের দিকে গ্রামের বিলাইচাটা পাথারে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পাম্প চালাতে যান ফরিদুল ইসলাম নামে এক কৃষক। কিন্তু পাম্পটি স্পর্শ করামাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হন তিনি। বিষয়টি দেখার জন্য এগিয়ে যান কাছেই দাঁড়ানো সিরাজুল ইসলাম। এরপর পাম্পটি চালু করতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনিও। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পরে স্থানীয় লোকজন এসে পড়ে থাকা দুজনকেই উদ্ধার করে ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিরাজুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। আর আহত ফরিদুল ইসলাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৭, ২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় নওগাঁর পত্নীতলায় পিকআপে দুই, গাইবান্ধার ফুলছড়ি ও পলাশবাড়ী উপজেলায় দুই এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দুজনসহ ছয়জন নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নওগাঁ : জেলার পত্নীতলা উপজেলায় দুটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটির চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্য পিকআপের চালক ও তার সহকারী। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার করমজাই মোড় এলাকায় নজিপুর-সাপাহার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার জোতগবরদান গ্রামের রহিম উদ্দিনের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৩৮) ও একই জেলার রাজারহাট উপজেলার রতিরাম গ্রামের জরিফ উদ্দিনের ছেলে মো. শাহিন (৩৪)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল ভোরে সাপাহার সদর থেকে আমবাহী একটি পিকআপ ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। সকাল ৬টার দিকে পিকআপটি নজিপুর-সাপাহার সড়কের করমজাই মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা মাছ বহনকারী অন্য একটি পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি পিকআপের চালক ও সহকারীরা গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আমবাহী পিকআপের চালক ও তার সহকারীকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাইবান্ধা : জেলার ফুলছড়ি ও পলাশবাড়ী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাঙ্গা মিয়া (৫০) ও গোফফার মিয়া (৫৫) নামের দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় রাখু মিয়া (৪০) নামে আরো একজন গুরুতর আহত হয়েছেন ।

গতকাল সকালে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের একাডেমি বাজারে ও পলাশবাড়ীর ব্র্যাক মোড় এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাঙ্গা মিয়া ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের মৃত এন্তাজ আলীর ছেলে ও গোফফার মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের বড় শিমুলতলা গ্রামের বাসিন্দা।

মিরসরাই : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার হাদিফকির এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হয় আরো কয়েকজন। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার পূর্বমারা এলাকার মো. সোবাহানের ছেলে চালক মো. মাহবুব (৩৫) ও একই এলাকার ফুল মিয়ার ছেলে মো. মাইনুদ্দিন (৩৭)। এ সময় মাইনুদ্দিনের স্ত্রী মৌসুমী, দুই ছেলে মেজবা (৮) ও মাহাতাব (৫) আহত হয়েছে।

সমকাল • বৃহস্পতিবার ২৭ জুলাই ২০২৩

ফল কিনে ফেরা হলো না দুই ব্যবসায়ীর

সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনা

কলেজ শিক্ষার্থীসহ নিহত আরও ৯

রাজশাহী থেকে ফল কিনে আর ফেরা হলো না কুড়িগ্রামের রাজারহাটের দুই ব্যবসায়ীর। পথে নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তাদের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া গাইবান্ধা, যশোরের কেশবপুর ও চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দু'জন করে এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, পাবনার চাটমোহর ও নড়াইলের গোবরায় একজন করে নিহত হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার সকালে রাজারহাট বাজারের ফল ব্যবসায়ী শাহিন আলম (৩৮), রফিকুল ইসলামসহ (৩৫) কয়েকজন পাইকারি দরে ফল কেনার জন্য রাজশাহী যান। ফল কিনে রাতে তারা পিকআপে ফিরছিলেন রাজারহাটে। পথে রাত ২টার দিকে নওগাঁর পত্নীতলার পানাশি সেতুর কাছে পিকআপটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে মেরামত কাজ করছিলেন চালক। আকস্মিক সামনের দিক থেকে অপর একটি দ্রুতগামী পিকআপ ধাক্কা দিলে শাহিন ও রফিকুল ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

গতকাল বুধবার সকালে শাহিন আলমের মৃত্যুর খবর এলাকায় জানাজানি হলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি রাজারহাট উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের রতিরাম কমলওঁঝা গ্রামের জরিপ উদ্দিনের ছেলে। অপর ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম কুড়িগ্রাম ত্রিমোহনীর ফল ব্যবসায়ী। তিনি সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের জোতগোবর্ধন গ্রামের রহিমুদ্দিনের ছেলে। নওগাঁ সংবাদদাতা জানান, পত্নীতলা থেকে মাছবাহী পিকআপ সাপাহারের দিকে যাওয়ার পথে ফলবাহী পিকআপটিকে ধাক্কা দেয়।

যশোরের কেশবপুরে যাত্রীবাহী ট্র্যাকার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে কলেজ শিক্ষার্থীসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীর প্রাণ গেছে। গত মঙ্গলবার রাতে চুকনগর-নওয়াপাড়া সড়কের কলাগাছি বাজারের পাশে আড়খালিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পাঁজিয়া গ্রামের দীপক মণ্ডলের ছেলে দিপু মণ্ডল ওরফে সাগর (২৩) এবং পাঁজিয়া ইউপির সাবেক সদস্য মৃত আকবর হোসেন আকোর ছেলে রাজু আহমেদ (২৬)।

মিরসরাইয়ের হাদি ফকিরহাট এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকের পেছনে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে দু'জন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন কুমিল্লার বুড়িচং পূর্বমারা এলাকার ফুল মিয়ার ছেলে মাইনুদ্দীন মনির (৪৫) ও একই এলাকার সোহবানের ছেলে প্রাইভেটকার চালক মো. মাহবুব (৪০)।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গতকাল ভোরে পিকআপে বাসের ধাক্কায় ঝর্ণা আক্তার (৩৫) নামে এক নারী নিহত ও দুই গাড়ির ১১ যাত্রী আহত হয়েছেন।

গাইবান্ধায় পৃথক দুর্ঘটনায় রাঙ্গা মিয়া (৫০) ও গফফার মিয়া (৫৫) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

নড়াইলের গোবরায় গতকাল দুপুরে দুই নছিমনের সংঘর্ষে গরু ব্যবসায়ী সোহেল শেখ (৫০) নিহত হয়েছেন। তিনি খুলনার দীঘলিয়া এলাকার বাসিন্দা।

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আশরাফ আলী (৪৫) নামে এক অটো ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে পৌর শহরের পুরান থানা ভবনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা]

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৬ জুলাই ২০২৩

ট্রেনের ধাক্কায় সাংবাদিকের মৃত্যু

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় প্রবীণ সাংবাদিক আজিম উদ্দিন মাস্টারের (৭৯) মৃত্যু হয়েছে। তিনি গফরগাঁও প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য এবং দৈনিক খবরপত্র পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উপজেলার তেঁতুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তিনি। ময়মনসিংহ রেলওয়ে (জিআরপি) থানার ওসি মহিউদ্দিন আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, গতকাল সকাল ১০টার দিকে আজিম উদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে মীরবাজার রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকা থেকে আসা জামালপুরগামী আন্তনগর তিস্তা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তিনি পাশের সড়কে ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। -ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪
২৯ জুলাই ২০২৩

বঙ্গোসাগারে ২টি ট্রলার ডুবি, ২৮ জেলে উদ্ধার নিখোঁজ এক জন

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

কুয়াকাটা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে আকস্মিক ঝড়ের কবলে পড়ে ২৯ জেলেসহ দুটি মাছধরা ট্রলার ডুবে গেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝড় এবং উত্তাল ঢেউয়ের তোড়ে পড়ে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে। এতে এফবি জোবায়ের ট্রলারের রবিউল নামে এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। ট্রলার ডুবির ঘটনার পর সাগরে ভাসমান অবস্থায় এ সময় কাছাকাছি থাকা অন্য ট্রলার তাদের ২৮ জনকে উদ্ধার করলেও রবিউল এবং ডুবে যাওয়া ট্রলার ও জাল উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধারকৃত জেলেদের বাড়ি রাঙ্গাবালী উপজেলার কাজীকান্দা ও মৌড়বী গ্রামে।

মহিপুর গাজী ফিশের স্বত্বাধিকারী মজনু গাজী জানায়, রাঙ্গাবালী উপজেলার মৌড়বীর রশিদ মেম্বারের এফবি মুনিয়া ট্রলারটি আমার আড়ত থেকে সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশে ছেড়ে যায়, শুক্রবার দুপুরের পর হঠাৎ ঢেউয়ের তাণ্ডবে পড়ে ডুবে যায়। কাছাকাছি থাকা অন্য মাছধরা ট্রলার ডুবে যাওয়া ট্রলারের ১৪ জেলেকে উদ্ধার করে মহিপুরে নিয়ে আসে। কিন্তু ট্রলার উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর | বুধবার ২৬ জুলাই ২০২৩
১১ শ্রাবণ ১৪৩০

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

গৌরনদীতে আহত ২৫

যুগান্তর ডেস্ক

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে নওগাঁর রাণীনগরে এক নারী ও শিশু, রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, ফরিদপুরের বোয়ালমারী ও মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী, সিলেটে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী, টাঙ্গাইলের মধুপুরে বৃদ্ধা, গাইবান্ধার হাতিবান্ধায় স্কুলছাত্র ও গাজীপুরের শ্রীপুরে অটোরিকশাচালক রয়েছে। বরিশালের গৌরনদীতে আহত হয়েছে ২৫ জন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

শ্রীপুর (গাজীপুর) : শ্রীপুরে ট্রাক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দিলে অটোচালক রুবেল নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অপর দুজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার টেংরা-জৈনাবাজার আঞ্চলিক সড়কের মাজম আলির মোড়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৪ শ্রাবণ
২৯ জুলাই ২০২৩

সাতক্ষীরায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরায় ডাম্পার ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলাধীন সাতক্ষীরা-যশোর সড়কের ঝাউডাঙ্গা বাজারের উত্তর পাশে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সমানে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সুজাউদ্দিন ওরফে সুজা (৩২) সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার উত্তর রায়টা গ্রামের মৃত গোপাল সরদারের ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সুজা সকালে মোটরসাইকেলে কলারোয়ার দিকে থেকে ঝাউডাঙ্গা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সদর উপজেলাধীন সাতক্ষীরা-যশোর সড়কের ঝাউডাঙ্গা বাজারের উত্তর পাশে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সমানে পৌঁছালে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একজন মানসিক প্রতিবন্ধী তার দিকে লাঠি উঁচালে তিনি মোটরসাইকেলে ডান দিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক এ সময় পেছন থেকে আসা ডাম্পার ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ট্রাকের চাকায় তার মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ডাম্পার ট্রাকটি জব্দের চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২৮ জুলাই ২০২৩।

মেয়ের বাড়ি যাওয়া হলো না প্রবাসী বাবার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ওমান থেকে দেশে ফিরে সিরাজ উদ্দৌলা (৬৫) রওনা হন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে। পাঁচ বছর আগে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। পথে অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত হন তিনি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ভূঁইয়ারহাট বাজার এলাকায়। সিরাজ উদ্দৌলা উপজেলার সুন্দলপুর ইউনিয়নের মধ্যম সুন্দলপুর গ্রামের ফরিদ মেম্বারের ছেলে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকা ও টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে আরো দুজন। নোয়াখালীর কবিরহাটে নিহত সিরাজ উদ্দৌলার ছেলে কবিরহাট উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন সুমন জানান, তাঁর বাবা ৩২ বছর ধরে ওমানে ছিলেন। কয়েক দিন আগে দেশে ফিরে বৃহস্পতিবার দুপুরে আমার ছোট বোনকে দেখতে পাশের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট যাচ্ছিলেন অটোরিকশাযোগে। পথে কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ভূঁইয়ারহাট বাংলা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। একই দিন ভোরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মাতুয়াইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মো. শামসুল মোল্লা (৬২) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হন। তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার সিংজোড়া গ্রামের মৃত মধু মোল্লার ছেলে। যাত্রাবাড়ীর সাইনবোর্ড এলাকায় থাকতেন তিনি। এ ছাড়া টাঙ্গাইলে ট্রাকচাপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের সদর উপজেলার ঘারিন্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষকের নাম আমিনুল ইসলাম (৫১)।

প্রথম আলো • সোমবার, ৩১ জুলাই ২০২৩,

নির্মাণকাজে ছিল না কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা

টঙ্গীতে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

সীমানাপ্রাচীরটিতে আগে থেকেই ফাটল ছিল। কাজের সময় শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি হেলমেট, গামবুট বা অন্যান্য নিরাপত্তাসামগ্রী।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

গাজীপুরের টঙ্গীতে সিটি করপোরেশনের নালা নির্মাণকাজের সময় একটি বাড়ির সীমানাপ্রাচীর ধসে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে টঙ্গীর ঝিনু মার্কেটের দেওয়ানবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সেখানকার কর্মরত শ্রমিক ও স্থানীয় ব্যক্তিদের দাবি, নির্মাণকাজে প্রয়োজনীয় কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকার কারণেই সীমানাপ্রাচীর ধসে ওই শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর বন্ধ রয়েছে কাজ। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না নির্মাণকাজের দায়িত্ব পাওয়া ঠিকাদারের।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহের নান্দাইলের কড়ইকান্দি গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে বকুল হোসেন (৩৫), নর্দানগর গ্রামের মো. আকন্দের ছেলে মো. সুলতান (৫০) ও কুমিল্লার দাউদকান্দির গৌরীপুর গ্রামের ধনু মিয়ার ছেলে মো. সবুজ (৩৫)। নিহত তিনজনেরই মাথায় আঘাত ছিল। এ ছাড়া নয়ন (২৫) ও মাহাতাব (৩০) নামের আরও দুজন আহত হন। এর মধ্যে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মাহাতাবকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টঙ্গীর ঝিনু মার্কেটের দেওয়ানবাড়ি এলাকায় (৪৩ নম্বর ওয়ার্ড) সিটি করপোরেশনের নালা নির্মাণের কাজ চলছে। কয়েক দিন ধরে খননকাজ করছেন শ্রমিকেরা। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে কাজ। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে সেখানে কাজ করছিলেন ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক। এর মধ্যে হঠাৎ নালাঘেঁষা একটি বাড়ির সীমানাপ্রাচীর ধসে পড়ে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় ব্যক্তি ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পাঁচজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে। পরে সেখানে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

শ্রমিকদের নিহত হওয়ার খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁদের স্বজনেরা। গত শনিবার রাতে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে। ছবি : প্রথম আলো

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শ্রমিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কিছুদিন আগেও দেয়ালটির কিছু অংশ ভেঙে পড়ছিল। আমরা তখন বাঁশের ঠেকা দিয়ে নিছিলাম। কিন্তু তারপরও আমরা ঠিকাদারের কথামতো কাজে গেলে এ ঘটনা ঘটে। আমাদের চোখের সামনে তিনটা লোক মারা গেল।'

গতকাল রোববার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, নির্মাণকাজ চলমান নালাটি একটি সরু গলির মতো জায়গায়। দুই পাশে বহুতল ভবন। সমতল থেকে নালার গভীরতা প্রায় আট ফুট। সীমানাপ্রাচীরটি ছিল একদম নালাঘেঁষা। ঘটনাস্থলে এখনো পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নালাটি নির্মাণের ঠিকাদারের দায়িত্ব পান স্থানীয় ঈমান আলী নামের এক ব্যক্তি। তাঁর তত্ত্বাবধানে ২৫ থেকে ৩০ জন শ্রমিক তিন থেকে চার মাস ধরে নালা নির্মাণ করছেন। এ বিষয়ে জানতে ঈমান আলীর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখানে ঠিকাদারের কোনো গাফিলতি পাওয়া গেলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তা ছাড়া এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।'

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা পুরো ঘটনাটি তদন্ত করছি।'

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 31 July 2023

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি, এক জেলে নিখোঁজ

প্রতিনিধি, রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী)

বৈরী আবহাওয়ায় বঙ্গোপসাগরে এফ বি জুবায়ের ও এফ বি মুনিয়া নামের দুটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। এক জেলে নিখোঁজ রয়েছে। বাকিদের উদ্ধার করা হয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে জাহাজমারা সাগর সৈকত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে গভীর সাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ রবিউল রাঙ্গাবালী উপজেলায় মৌডুবী ইউনিয়নের রফিক মিয়ার ছেলে।

ডুবে যাওয়া ট্রলার মালিক ইলিয়াস মৃধা জানান, বৈরী আবহাওয়ায় ১৫ জন জেলেসহ তার ট্রলারটি গভীর সাগরে ডুবে যায়। ১৪ জেলেকে উদ্ধার করা গেলেও রবিউল হাসানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এখনো। অপর ট্রলার মালিক তুহিন প্যাদা জানান, ১৩ জন জেলেসহ তার ট্রলারটি ডুবে গেলে সব জেলেদের জিবীত উদ্ধার করতে পারলেও, ট্রলারটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মহিপুর মৎস্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজা মিয়া জানান, আকস্মিক ঝরে ট্রলার দুটি ডুবে গেলে, কাছাকাছি থাকা অন্য দুটি জেলে ট্রলার এসে ২৭ জনকে জিবীত উদ্ধার করতে পারলেও, ইঞ্জিন রুমে থাকা রবিউলকে উদ্ধার করতে পারেনি। আগামীকাল ট্রলার দুটি উদ্ধার অভিযান শুরু হবে।

যুগান্তর
শনিবার ২৯ জুলাই ২০২৩

মাদারীপুরে যুবলীগের তোরণের বাঁশ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

মাদারীপুরে তোরণ নির্মাণের বাঁশ পড়ে শাহাবুদ্দিন বেপারী নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কুমারটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শাহাবুদ্দিন বেপারী সদর উপজেলার দুধখালী ইউনিয়নের বোয়ালিয়া এলাকার আহমেদ বেপারীর ছেলে। জানা যায়, ১৫ আগস্ট উপলক্ষ্যে জেলা যুবলীগের সহ-সম্পাদক সুমন তালুকদার সদর উপজেলার কুমারটেক এলাকায় চারজন শ্রমিক নিয়ে একটি তোরণ নির্মাণ করছিলেন। তোরণটির উচ্চতা কম হওয়ায় ওই সড়ক দিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান যাওয়ার সময় এতে ধাক্কা লাগে। এ সময় তোরণের একটি বাঁশ খুলে নিচে থাকা শ্রমিক শাহাবুদ্দিন বেপারীর মাথায় পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা : বুধবার ১১ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Wednesday 26 July 2023
সংবাদ

৩ জেলায় সড়কে নিহত পাঁচ

সংবাদ ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন আপন ২ ভাই। অপরদিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী এবং নওগাঁর রাণীনগরে সিএনজি অটোরিক্সা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ১ শিশু নিহত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

ফরিদপুর : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন আপন ২ ভাই। গত সোমবার বিকেল ৩টায় ঢাকা-ভাঙ্গা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা ইন্টারচেঞ্জ হাসামদিয়া ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন– মেহেরপুর জেলার নতুন থানার দরবশেপুর গ্রামের আদম আলীর ২ ছেলে মাহফুজুর রহমান ও হামিম। এ বিষয়ে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি তৈমুর ইসলাম জানান, মরদেহ ২টি থানা হেফায়তে রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক বাসটিকে জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। ঘটনার পর বাসটির চালক ও হেলপার পালিয়ে যাওয়ায়, তাদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সাথে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ১ জন। গত সোমবার উপজেলার আমিরাবাদ গোলামনবী হাজীর ঘাটা ও উপজেলা সংলগ্ন মডার্ণ ক্লাবের সামনে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইব্রাহিমপুর এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মোহাইমুর রহমান এবং চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের চৌকিদার পাড়ার নুরুল আলমের ছেলে নুর আহামদ। আহত যুবকের নাম মো. জুয়েল। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি খান মুহাম্মদ এরফান দুর্ঘটনা দুটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

রাণীনগর (নওগাঁ) : নওগাঁর রাণীনগরে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে চার বছর বয়সী ১ শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন।

গত সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলার রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের সোনাকানিয়া ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত শিশু হুমাইরা খাতুন নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার চৌঘাট গ্রামের হাফিজুর রহমানের মেয়ে।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন– উপজেলা সদরের লোহাচুড়া গ্রামের সিএনজি চালক লেবু হোসেন, মোটরসাইকেল চালক মোয়াজ্জেম হোসেন, গুয়াতা এলাকার মোসারব হোসেন, কালীগ্রামের সাব্বির ও তার মা সালমা বেগম।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Sunday 31 July 2023

ঝালকাঠিতে বিদ্যুৎপৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নে বেশাইনখান গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে বুল্বুল মোল্লা নামে একজন নির্মাণ শ্রমিক মৃত্যু হয়েছে। সে একই গ্রামে শুক্কর মোল্লার পুত্র। গত শনিবার বেলা সাড়ে ১২টায় একই গ্রামের মিজান হাওলাদারের বাড়িতে নির্মাণ কাজ করার সময় বৃষ্টির মধ্যে ভিজা পলিথিন দিয়ে ঢাকার সময় বিদ্যুতায়িত তারের স্পর্শে তার মৃত্যু ঘটে। তাকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত্যু ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে ঝালকাঠি থানায় অপমৃত একটি মামলা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ৩১ জুলাই ২০২৩
১৬ শ্রাবণ ১৪৩০

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় হামিম গ্রুপের একটি পোশাক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আনসার আলী নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আনসার আলী পটুয়াখালী জেলার দশমিনা থানার দক্ষিণ আদমপুর গ্রামের হাশেম মিয়ার ছেলে। এ ব্যাপারে আনসার আলীর মামা হারুন-অর রশিদ জানান, আনসার আলী হামিম গ্রুপের এক্সেসরিজ সেক্টরে কাজ করত। রোববার সকালে কারখানার আইপিএস এ বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এ সময় তাকে পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে।

যুগান্তর
রোববার ২ জুলাই ২০২৩
১৮ আষাঢ় ১৪৩০

বন্দরে দারোয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু নদী থেকে লাশ উদ্ধার

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে খোকন মিয়া (৬৫) নামের বেসরকারি ডকইয়ার্ডের এক দারোয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টায় ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় জাহাজ সরিয়ে বন্দরের বক্তারকান্দি এলাকার শীতলক্ষ্যা নদী থেকে এস এ হাইড্রোলিক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ডকইয়ার্ডের দারোয়ান খোকন মিয়ার লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ নৌ-থানা পুলিশ। খোকন মিয়া বন্দরের স্বল্পের চক এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাত ৮টায় খোকন মিয়া ডকইয়ার্ডে ডিউটিতে এসে রাত সাড়ে ৮টা থেকে নিখোঁজ হন। স্থানীয়দের ধারণা রাতে চোরের দল ডকইয়ার্ডে চুরি করতে আসে। এ সময় দারোয়ান খোকন মিয়া বাধা দিলে চোরেরা তাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। চোরদের ধাক্কায় জাহাজের সঙ্গে আঘাত পেয়ে তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। জাহাজে থাকা লোকেরা জানান, রাতে বিকট শব্দের আওয়াজ পেয়ে তারা ভয় পেয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তারা দারোয়ানকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে তার পরিবারের কাছে খবর পাঠান। সকালে নৌ-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এসে দারোয়ানের লাশ উদ্ধার করে। ডকইয়ার্ডের ম্যানেজার শাহাদাৎ হোসেন জানান, শনিবার সকালে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার নিয়ে যায় এবং ডকের অ্যাকাউন্টেন্ট ফয়েজ মিয়া ডক মালিককে সকালেই ঘটনা অবগত করেন। নারায়ণগঞ্জ নৌ পুলিশের এসপি মিনা মাহমুদা জানান, লাশ উদ্ধারের বিষয়টি তার জানা নেই। এ ব্যাপারে বন্দর থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক জানান, লাশ উদ্ধারের কথা শুনেছেন তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা নেই।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩
Dhaka : Monday 3 July 2023

চট্টগ্রামে ৮ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে পৃথকভাবে ৮ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে আত্মহত্যা, পুকুরে ডুবি, সড়ক দুর্ঘটনা ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এদের মৃত্যু হয়েছে। নগর ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এসব ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, হাটহাজারীর ফতেয়াবাদ এলাকা থেকে সরওয়ার খান (৪৭) নামে এক পান দোকানির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত ১ জুলাই গভীর রাতে ফতেয়াবাদের বালুরটাল এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। সরওয়ার চসিক ১ নম্বর দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের মুল্লুক শাহ হাজী বাড়ির মৃত মো. সেকান্দর সওদাগরের ছেলে। হাটহাজারী মডেল থানার উপ পরিদর্শক (এসআই) মো. হারুনুর রশিদ বলেন, খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সুরতহাল শেষে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। পরিবারের পক্ষ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

রাঙ্গুনিয়ায় ডোবা থেকে এক চা বাগান শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মুজিব সাওতাঁল নামের ওই ব্যক্তি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার রাম সাওতাঁলের ছেলে। গত শনিবার ১ জুলাই সন্ধ্যায় উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের ঠান্ডাছড়ি চা বাগান এলাকার একটি ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গত ২৯ জুন সন্ধ্যার দিকে চা বাগান এলাকার বাসা থেকে বের হলে আর ফিরেননি মুজিব সাওতাঁল। গত শনিবার বিকেলে ডোবায় তার মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা।

যুগান্তর
রোববার ২ জুলাই ২০২৩
E-mail : sportsjuganto

শরীয়তপুরে নিরাপত্তাকর্মীর হাত-পা বেঁধে ৫০ লাখ টাকার মালামাল লুট

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরে নিরাপত্তাকর্মীকে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে বিজলী কেবলসের বিক্রয়কেন্দ্রে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার ভোরে শরীয়তপুর সদর উপজেলার রূপনগর ইতালি প্লাজা পালং মডেল থানা থেকে একশ গজ দূরে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা অন্তত ৫০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে বলে বিজলী কেবলস কর্তৃপক্ষের দাবি।

পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী আব্দুর রউফ জানান, ভোর ৪টা ৪১ মিনিটের দিকে দুটি পিকআপ নিয়ে ইতালি প্লাজার প্রধান ফটকে অবস্থান নেয় ১০/১২ জনের ডাকাত দল। ভবনের ভেতরে থাকা বিজলী কেবলসের তালা ভেঙে মালামাল তুলে নেওয়ার সময় টের পেয়ে পরিচয় জানতে চান পাশের মার্কেন্টাইল ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী আব্দুর রউফ। এ সময় পেছন থেকে তার মাথায় আঘাত করে চেতনানাশক দিয়ে গাড়ির ভেতর বেঁধে রাখে ডাকাতরা। পরে দুটি পিকআপে বিজলী কেবলসের মালামাল নিয়ে চলে যায় তারা। সকালে অচেতন অবস্থায় ওই মার্কেটের পাশ থেকে নিরাপত্তাকর্মীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা।

আহত আব্দুর রউফ বলেন, ফজরের নামাজ শেষে হঠাৎ দেখি পিকআপসহ কয়েকজন মানুষ। আমি জিজ্ঞাসা করি এখানে কি কোনো মাল নামবে? এর মধ্যে পেছন থেকে পিকআপের ড্রাইভার আমার মাথায় বাড়ি দেয়। এরপর টেনে গাড়িতে তুলে মুখ বেঁধে নাকে কিছু একটা ধরল। এরপর আর আমি কিছু জানি না। আর ওদের মুখ বাঁধা থাকায় কাউকে আমি চিনতে পারিনি।

এ বিষয়ে বিজলী কেবলসের শাখা ব্যবস্থাপক শাহীন হোসেন বলেন, ঈদের ছুটিতে আমরা বাড়িতে যাই। সকালে খবর পেয়ে ছুটে আসি। একজন নাইটগার্ড ছিল, তাকে আহত করে মালপত্র নিয়ে গেছে। আমাদের ৫০ লাখ টাকার বেশি মালামাল নিয়ে গেছে।

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান খান বলেন, ডাকাতির ঘটনা প্রথমে আমাদের যে নিরাপত্তাকর্মী আছেন তিনি দেখেন। সেখানে গেলে তাকে মারধর করে হাত-পা বেঁধে ফেলে ডাকাতরা। এখন তিনি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ ব্যাপারে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকতার হোসেন বলেন, ডাকাতির খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। আমরা আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি।

যুগান্তর
রোববার ২ জুলাই ২০২৩
১৮ আষাঢ় ১৪৩০

ফকিরাপুলের বাসায় কুরিয়ারকর্মীর লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ফকিরাপুলের একটি বাসা থেকে শনিবার বিকালে নুরুজ্জামান মিয়া (৪২) নামের কুরিয়ার সার্ভিসের এক কর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বাড়ি রংপুর পীরগাছা উপজেলায়। বাবার নাম আব্দুস সামাদ মিয়া। ফকিরাপুর গরম পানির গলির ২৫১/১ নম্বর বাসায় ভাড়া থাকতেন। পেশায় তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মী হলেও সাইনবোর্ড ও ব্যানারের কাজ করতেন তিনি। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মতিঝিল থানার এসআই নজরুল ইসলাম সিকদার।

যুগান্তর
রোববার ২ জুলাই ২০২৩ ● ১৮ আষাঢ় ১৪৩০

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গণমাধ্যমকর্মী আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর রামপুরায় বিটিভি অফিসের সামনের রাস্তায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রযোজনা সহকারী রাকিবুল হাসান রানা (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন। ছিনতাইকারীরা তার সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ ও আরেক ব্যক্তির মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার এ ঘটনা ঘটে। আহত রানাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রানার ছোট ভাই রবিউল হাসান রিফাত জানান, রানার বাসা রামপুরার উলনে। রাতে অফিস থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন তিনি। তার সঙ্গে মোহন নামে এক যুবক ছিলেন। বিটিভি অফিসের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেলে ৩ জন ছিনতাইকারী এসে তাদের পথরোধ করে। তাদের দুজনকে দুপাশে নিয়ে ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সবকিছু হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ভয়ে মোহন তার সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন তাদের হাতে দিয়ে দেন। তবে রানা প্রতিবাদ করেন। তখন ছিনতাইকারীরা চাপাতি দিয়ে রানার মাথায় ৩টি আঘাত করে। দুই হাতে ও পায়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়।

যুগান্তর
রোববার ২ জুলাই ২০২৩
১৮ আষাঢ় ১৪৩০

রূপনগরে ৯ তলা থেকে পড়ে আহত গৃহকর্মীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর রূপনগরে ৯ তলা থেকে পড়ে তামান্না আক্তার (১৮) নামে আহত গৃহকর্মী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। রূপনগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিলকিস বানু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গত ২৩ জুন সকালে রূপনগর আবাসিক এলাকায় একটি ভবনের ৯ তলা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন গৃহকর্মী। পরে গৃহকর্তা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

গৃহকর্মীর চাচা হুমায়ুন কবির অভিযোগ করে বলেন, 'গৃহকর্ত্রী আমার ভাতিজিকে ধাক্কা দিয়ে ওপর থেকে ফেলে দিয়েছে। আমি এর সঠিক বিচার চাই।'

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ৪ জুলাই ২০২৩

খেলাকে কেন্দ্র করে কৃষক হত্যা

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

দেশের ছয় জেলায় পৃথক ঘটনায় ছয়জন খুনের সংবাদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে নেত্রকোনায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে এক কৃষক খুন হয়েছেন। বাগেরহাটের কচুয়ায় তুচ্ছ ঘটনায় ছুরিকাঘাতে এক পথচারী খুন হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদে বিস্তারিত–

মদন (নেত্রকোনা) : নেত্রকোনার মদনে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে দিলীপ খান (৫৫) নামের এক কৃষক খুন হয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের নায়েকপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত দুই দিন আগে নায়েকপুর গ্রামের সামনে ফুটবল খেলায় ওই গ্রামের মোস্তাকিম একই গ্রামের হাসানকে মারধর করেন। গতকাল সকালে গ্রামে এক সালিসি বৈঠকে তুচ্ছ বিষয়টির মীমাংসা হয়। কিন্তু সালিস থেকে ফেরার পথে ফের দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধলে প্রতিপক্ষের আঘাতে কৃষক দিলীপ খান নিহত হন।

ছয় জেলায় ছয় খুন

এই ঘটনায় আটককৃতরা হলেন নায়েকপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামের মৃত রহিম মিয়ার ছেলে সোহাগ (৪০), সিরাজুল ইসলাম (৬০) ও তাঁর ছেলে বাবু মিয়া (২০)।

মদন থানার ওসি মোহাম্মদ তাওহীদুর রহমান বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারমারিতে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

চিতলমারী-কচুয়া (বাগেরহাট) : বাগেরহাটের কচুয়ায় রবিবার দিবাগত রাতে টর্চলাইট মারাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে পথচারী আনোয়ার মোল্লা (৩৭) নিহত হয়েছেন। থানার ওসি মো. মনিরুল ইসলাম জানান, এই ঘটনায় জড়িত আব্বাস শেখকে (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ : সদর উপজেলার আড়ুয়াকান্দী গ্রামের পাটক্ষেত থেকে এক ব্যক্তির গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।

টাঙ্গাইল : দেলদুয়ার থানার নরুন্দা পূর্ব পাড়া গ্রামে স্ত্রী আলিসা বেগমকে (২৮) জবাই করে হত্যা করেছেন স্বামী। গতকাল সোমবার বিকেলের এই ঘটনায় ঘাতক স্বামী রাশেদকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাশেদ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পয়লা গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে।

শ্রীবরদী (শেরপুর) : শ্রীবরদীতে নিখোঁজের আট ঘণ্টা পর গতকাল সোমবার দুপুরে পুকুর থেকে সনাতন চন্দ্র বর্মণ ওরফে সাধু (৩০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শেরপুর (বগুড়া) : শেরপুরে মো. সাদ্দাম হোসেন (২৮) নামের এক মুঠোফোন ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের গাড়ীদহ ইউনিয়নের গাড়ীদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর লাশ মহাসড়কে ফেলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

দেশ রূপান্তর
সোমবার
৩ জুলাই ২০২৩, ১৯ আষাঢ় ১৪৩০

ফসলি জমিতে মাটি ফেলার দ্বন্দ্বে দিনমজুর খুন

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ফসলি জমিতে মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় সাহেব আলী (৫০) নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গত শনিবার বিকেলে উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের খলতবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার গভীর রাতে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খলতবাড়ী গ্রামের মৃত ঈসমাইল হোসেনের ছেলে সাহেব আলীর সঙ্গে একই গ্রামের বাবুল মিয়া গংদের পূর্ব শত্রুতা রয়েছে। এর জেরে শনিবার বিকেলে ফসলি জমিতে মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে সাহেব আলীর ছেলে রাজীবের সঙ্গে প্রতিপক্ষের লোকজনের কথা কাটাকাটির জেরে মারমুখী অবস্থানে গেলে ছেলেকে বাঁচাতে যান সাহেব আলী।

এ সময় সাহেব আলীর মাথায় আঘাত করলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার । ৪ জুলাই ২০২৩

ফুটবল খেলা নিয়ে কৃষক খুন, আটক ৩

● নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার মদন উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের নায়েকপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামে সোমবার দুপুরে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষের সময় দিলীপ খান (৫৫) নামে এক কৃষক খুন হয়েছেন। তিনি ওই গ্রামের মৃত খোরশেদ খানের ছেলে। এ ঘটনার পরই পুলিশ নায়েকপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামের মৃত রহিম মিয়ার ছেলে সোহাগ (৪০), সিরাজুল ইসলাম (৬০) ও তার ছেলে বাবু মিয়াকে (২০) আটক করেছে।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুই দিন আগে নায়েকপুর গ্রামের সামনে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ওই গ্রামের সেনাসদস্য মুনসুর মিয়ার ছেলে মোস্তাকিম একই গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে হাসানকে মারধর করে। এতে এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে সোমবার সকালে গ্রামে এক সালিশ বৈঠকে বিষয়টি মীমাংসা হয়। কিন্তু সালিশ থেকে ফেরার পথে আবার দুই পক্ষের মধ্যে তর্কবির্তকের এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। এতে প্রতিপক্ষের আঘাতে কৃষক দিলীপ খান গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় জড়িত থাকায় তাৎক্ষণিক তিনজনকে আটক করে পুলিশ।

মদন থানার ওসি মোহাম্মদ তাওহীদুর রহমান বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মরদেহটির সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই ২০২৩ | ২২ আষাঢ় ১৪৩০

স্ত্রী গ্রেফতার, স্বামী লাপাত্তা

স্বামীর কুনজরে পড়ায় গৃহকর্মীকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা

আফজাল হোসেন, *মিরপুর*

স্বামীর কুনজর পড়ায় গৃহকর্মী তামান্নাকে নয়তলা বাসার ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করেছে স্ত্রী। রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরের আরামবাগে এ ঘটনা ঘটে। ২৩ জুনের এ ঘটনায় প্রথমে হত্যাচেষ্টা মামলা করা হয়। পরে এটি হত্যা মামলায় পরিণত হয়েছে। এ ঘটনায় এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মকর্তা আকতারুজ্জামান সোহেলের স্ত্রী অরুণিমা মৌকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে সোহেল লাপাত্তা। মামলা সূত্রে জানা যায়, ঘটনার আগের দিন রাতে সোহেল গৃহকর্মী তামান্নাকে কুপ্রস্তাব দেন। এ ঘটনা জেনে তার স্ত্রী মৌ ক্ষিপ্ত হন এবং তামান্নাকে বকাবকি করেন। পরদিন ভোরে বাসার ছাদে নিয়ে রাতের ঘটনা নিয়ে কথা বলার এক ফাঁকে তামান্নাকে তিনি ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেন। বাসার দারোয়ান ও আশপাশের লোকজন খোলা জায়গায় তামান্নাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর ২৯ জুন তামান্না মারা যায়। এ ঘটনায় তার চাচা আসরুজ্জামান খান ২৪ জুন সোহেল ও মৌকে আসামি করে মামলা করেন।

মামলার বাদী আসরুজ্জামান বলেন, ছাদ থেকে পড়ে ভাতিজির বুকের পাঁজর, কাঁধ, মেরুদণ্ড ও কোমরের হাড় ভেঙে যায়। এক সপ্তাহ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে সে মারা যায়। আমরা গরিব মানুষ। আমরা কি মামলা লড়তে পারব! আমি এ ঘটনার সঠিক বিচার চাই। তামান্নার এক আত্মীয় জানান, সোহেলের ছোট বোন সহকারী জজ হওয়ায় তারা মামলায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। রূপনগরের আরামবাগ আবাসিক এলাকার বি ব্লকের ৮ নম্বর রোডের ৪০ নম্বর বাসিন্দা সোহেলের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের হাইমচরে। তার বাবার নাম আবুল কাশেম। ঘটনার পর তিনি পলাতক। তার স্ত্রী মৌ এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে কিছু দিন জেল খেটেছেন। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও রূপনগর থানার এসআই মেহেদী হাসান জানান, এটি আগে হত্যাচেষ্টা মামলা ছিল। এখন হত্যা মামলায় পরিণত হয়েছে। মামলার ২ নম্বর আসামি আকতারুজ্জামান এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরি করেন। তার অফিস গুলশানে। তবে তিনি কী পদে চাকরি করেন, তা কেউ বলতে পারছে না। তাকে ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলার প্রধান আসামি মৌকে গ্রেফতার করা হয়। এখন শুনছি, তিনি জামিন পেয়েছেন। অবশ্য আমরা এখনো জামিনের কপি হাতে পাইনি।

বুধবার সরেজমিন আরামবাগের নয়তলা ভবনের কয়েকজন ফ্ল্যাট মালিকের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মকর্তা আকতারুজ্জামন সোহেল ভবনের ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি। ওয়ার্ল্ড ভিশনের গাড়িতে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ঘটনার পর তার ফ্ল্যাটটি তালা মারা। কয়েকদিন পুলিশ তার খোঁজে ভবনে আসে। ভবনের কেয়ারটেকার জানান, তামান্নাকে দেখে কখনো কাজের মেয়ে বলে মনে হতো না। সে দেখতে খুবই সুন্দর ও অল্প বয়সের ছিল। সে সহজে নিচে নামত না। তারা মনে করতেন, সে (তামান্না) হয়তো সোহেলের নিকটাত্মীয়।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই ২০২৩ | ২২ আষাঢ় ১৪৩০

আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

ডেমরায় অটোরিকশা ছিনিয়ে নিতে চালককে শ্বাসরোধে হত্যা

ডেমরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় অজ্ঞাতনামা এক চালককে গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ১২ জুন পূর্ব ডগাইর মহাকাশ রোডে ডিএনডি খালে অবস্থিত কালভার্টের নিচ থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত ৩ খুনিকে গ্রেফতার করেছে ডেমরা থানা পুলিশ। বুধবার আদালতে পাঠানো হলে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। ওই দিনই আদালত তাদের জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার যাত্রাবাড়ীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন—যাত্রাবাড়ী থানাধীন ৫৪/৫ মোস্তফা গলির আবুলের বাড়ির ভাড়াটিয়া ভোলার বোরহান উদ্দিন থানার দেওলাশিবপুর গ্রামের মো. শফিজলের ছেলে মো. ফরহাদ, একই এলাকার ভাড়াটিয়া পটুয়াখালীর দশমিনা থানার নেলগঞ্জ গ্রামের মো. শাহ্ আলমের মেয়ে মোছা. সুমি ও একই এলাকার দারগা বাড়ির ভাড়াটিয়া পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আলাউদ্দিন গাজীর ছেলে মো. সোহেল। জবানবন্দির বরাতে ডেমরা থানার অপারেশন অফিসার (ইন্সপেক্টর) সুব্রত কুমার পোদ্দার বলেন, ১০ জুন রাতে ফরহাদ ও সোহেল গুলিস্তান থেকে ওই চালককে মহাকাশ রোড এলাকায় আসার জন্য ভাড়া করেন। ওই এলাকায় এলে তারা অটোরিকশাটি ছিনতাই করতে চাইলে চালক বাঁধা দেয়। এ সময় গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর চালককে খালে ফেলে অটোরিকশা ছিনতাই করে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই ২০২৩ | ২২ আষাঢ় ১৪৩০

কেরানীগঞ্জে অটোচালককে অজ্ঞান করে ছিনতাই

দশ দিনেও খোঁজ নেই চালকের, গ্রেফতার ৬

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে কৌশলে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো বিস্কুট খাইয়ে চালককে অজ্ঞান করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১০। বুধবার বিকালে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত র‌্যাব-১০ এর সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি ফরিদ উদ্দিন। ২৭ জুনের ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন অটোরিকশার চালক ফিরোজ (২২)। উদ্ধার করা যায়নি ছিনতাই হওয়া রিকশাটি। অতিরিক্ত ডিআইজি ফরিদ উদ্দিন জানান, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য। তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা করত এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অটোরিকশা ছিনতাই করা। নানা ছলাকলার পর শেষে চালককে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো বিস্কুট খাইয়ে অজ্ঞান করে রাস্তার পাশে বা নির্জন কোনো জায়গায় ফেলে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যেত।

তিনি আরও জানান, ২৭ জুন হাসনাবাদের বাসিন্দা ফিরোজ আলম নামে (২২) এক অটোরিকশা চালক চক্রটির খপ্পরে পড়ে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় ফিরোজের বাবা কিবরিয়া গাজী পরদিন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় একটি জিডি করেন। ঘটনাটি জানতে পেরে র‌্যাব-১০ এর একটি আভিযানিক দল নিখোজ ইজিবাইক চালক ফিরোজকে উদ্ধার করতে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও ছায়া তদন্ত শুরু করে। মঙ্গলবার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুল ইসলাম, নুর ইসলাম, আব্দুর রহমান, গোলাম রাব্বিকে গ্রেফতার করে। এই ৪ জনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওইদিনই গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি হতে শীমা আক্তারকে জেলা পটুয়াখালী এবং বুধবার সকালে মাদারীপুরের শিবচর এলাকা থেকে শাহনাজকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে ৬ আসামিকে গ্রেফতার করা হলেও ভিকটিম ফিরোজ আলমকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৬ জুলাই ২০২৩

শোরুমের কর্মচারীকে বেঁধে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরের শিবচরে একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্যের শোরুমের কর্মচারীকে বেঁধে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। এ ঘটনায় এসি, ফ্রিজসহ প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে বলে দাবি শোরুম মালিকের। ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাশে লালমিয়া বেপারির মার্কেটের 'পপুলার ট্রেড হাউস' নামের শোরুমে মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

কর্মচারী সাজ্জাত হোসেন বলেন, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতে শোরুমের সাটারের সব তালা বন্ধ করে রুমে ঘুমাতে যাই। মাঝরাতে সাটারের তালা ভেঙে ৫-৬ জন ডাকাত শোরুমে ঢুকে অস্ত্রের মুখে আমাকে বেঁধে ফেলে। পরে মালামাল লুট করে পিকআপে নিয়ে যায়। পপুলার ট্রেড হাউসের স্বত্বাধিকারী আবদুল লতিফ মিয়া বলেন, রাত ৪টার দিকে কর্মচারীর মাধ্যমে জানতে পারি শোরুমে ডাকাতি হয়েছে। ভোর ৬টায় শিবচর থানায় জানাই। নগদ টাকাসহ, টিভি, ফ্রিজ, গ্যাসের চুলা, প্রেসার কুকার, ওয়াশিং মেশিনসহ বিভিন্ন পণ্য লুট করেছে ডাকাত দল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মালামাল উদ্ধারসহ অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাই। শিবচর থাকার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি ডাকাতি না, চুরি-টুরি হবে। বিষয়টি সন্দেহজনক। আমরা খতিয়ে দেখছি।

দেশ রূপান্তর | বৃহস্পতিবার | ৬ জুলাই ২০২৩, ২২ আ

বাগানে দিনমজুরের লাশ

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ায় বাগান থেকে ফেরদৌস প্রামানিক (৩৯) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার শেখেরকোলা ইউনিয়নের বালা কৈগাড়ী এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বগুড়া সদর থানার এসআই ইমতিয়াজ আহম্মেদ।

নিহত ফেরদৌস প্রামানিক জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার পুনটের দক্ষিণ পাঁচগ্রাম দ্রামপাড়ার মোসলেম প্রামানিকের ছেলে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। বগুড়া সদর থানার এসআই ইমতিয়াজ আহম্মেদ জানান, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পথচারীরা ফলদ বাগানে লুঙ্গি এবং টিশার্ট পরা অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। প্রথমে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা না গেলেও পরবর্তী সময়ে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে প্রাথমিকভাবে তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি।

বগুড়া সদর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শাহীনুজ্জামান জানান, গত মঙ্গলবার কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ফেরদৌস। কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৫ জুলাই ২০২৩

ভাত বেশি খাওয়ার অভিযোগে গৃহকর্মীকে অমানবিক নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

১৩ বছরের কিশোরী জান্নাত। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্স শাহনাজ আক্তার সাবিহার বাসায়। ১ হাজার ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে ওই বাসায় সে কাজ করছে প্রায় দেড় বছর ধরে। এই সময় জান্নাতের জন্য সাবিহার বাসা ছিল দোজখের মতো। ভাত বেশি খাওয়াসহ নানা অভিযোগ-অপবাদ দিয়ে জান্নাতকে অমানবিক নির্যাতন করতেন নার্স সাবিহা, তার স্বামী পলাশ মিয়া ও বোন রেহানা আক্তার রুমি। নির্যাতনের ঘটনায় গত সোমবার কোতোয়ালি থানায় মামলা হওয়ার পর থেকে গা ঢাকা দিয়ে আছেন সাবিহা ও তার পরিবারের অভিযুক্তরা। জান্নাত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং এলাকার ছৈলাখেল গ্রামের মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। জাকির হোসেন জানান, নার্স সাবিহার বাড়ি তার এলাকায়। ওই সুবাদে গত বছরের জানুয়ারি মাসে জান্নাতকে গৃহকর্মী হিসেবে সিলেট নগরীর নবাব রোডের ১৪২ নম্বর বাসায় নেন সাবিহা। এরপর থেকে জান্নাতকে প্রায় প্রতিদিনই নির্যাতন করতেন সাবিহা, তার স্বামী পলাশ ও বোন রুমি। ভাত বেশি খাওয়াসহ নানা অপবাদ দিয়ে তাকে মারধর করতেন। চুন থেকে পান খসলেই জান্নাতের ওপর নেমে আসত নির্যাতন। রান্নার কাজে ব্যবহৃত খুন্তি গরম করে জান্নাতের শরীরে ছ্যাঁকা দিতেন সাবিহা। এসব ঘটনা জানালে তাকে প্রাণে মারারও হুমকি দিতেন তারা। এই সময়ের মধ্যে জান্নাতকে বাড়িতে আসতে না দেওয়ায় এই নির্যাতনের খবর জানতেন না পরিবারের কেউই। গত ঈদুল আজহার সময় শাহনাজ আক্তার সাবিহা গ্রামের বাড়িতে যান। এ সময় তার সঙ্গে যায় জান্নাতও। সুযোগ পেয়ে জান্নাত তার বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে অভিভাবকরা জিজ্ঞাসা করলে সে নির্যাতনের কথা জানায়। কোতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ আলী মাহমুদ জানান, 'ওই গৃহপরিচারিকাকে নির্যাতনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। তার শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ নির্যাতনের ঘটনায় মামলা দায়েরের পর থেকে অভিযুক্তদের খুঁজছে পুলিশ। তারা পলাতক রয়েছেন।' অভিযুক্ত শাহনাজ আক্তার সাবিহার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ৬ জুলাই ২০২৩

বেড়াতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার পোশাককর্মী

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ভালুকায় এক পোশাককর্মী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে হবিরবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ হবিরবাড়ী এলাকার বনবিভাগের হবিরবাড়ী বিট অফিস-সংলগ্ন গহিন বনাঞ্চলে। বুধবার রাতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী। জড়িত থাকার অভিযোগে দক্ষিণ হবিরবাড়ী এলাকার আল আমীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, নেত্রকোনার মহনগঞ্জ উপজেলার ওই পোশাককর্মী হবিরবাড়ীর সাদ-সান মোড় এলাকার ভাড়া বাসায় থাকেন। বুধবার দুপুরে মামাত বোন ও ভাইকে নিয়ে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ওই বনাঞ্চলের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে একটি পার্কে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই পূর্বে থেকেই অবস্থান করা স্থানীয় ৪ যুবক তাদের আটকে তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে। সঙ্গে থাকা মামাত বোন ও খালাত ভাইকে জিম্মি করে দুই যুবক। বাকি দু'জন ওই পোশাককর্মীকে কিছু দূরে নিয়ে যায়। সেখানে ধর্ষণ করে চারজন।

সময়ের আলো
বুধবার । ৫ জুলাই ২০২৩

সবুজবাগে কীটনাশক পানে নির্মাণ শ্রমিকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর সবুজবাগের উত্তর মানিকদী এলাকার একটি বাসায় রবিউল হাওলাদার (২৭) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক কীটনাশক পানে আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউলের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার কইয়াবাজার এলাকায়। বাবার নাম মো. আইয়ুব আলী হাওলাদার। তিনি পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সবুজবাগ থানার এসআই প্রিয়তোষ চন্দ্র দত্ত বলেন, স্বজনদের কাছে জানা গেছে–ওই ব্যক্তি কীটনাশক পানে আত্মহত্যা করেছেন। কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন তা জানার চেষ্টা চলছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ জুলাই ২০২৩

গৃহকর্মীদের ধর্ষণের দায়ে উপসচিব মেহেদী বরখাস্ত

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় একাধিক গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উপসচিব মেহেদী হাসানকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তদন্তে মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে সেফ হোমে আশ্রিত কতিপয় গৃহকর্মীকে অপ্রয়োজনীয় একান্ত সাক্ষাৎকারের নামে অশ্লীল প্রশ্ন ও আচরণসহ বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা এবং যৌন নির্যাতন (ধর্ষণ) করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

মেহেদী হাসান প্রশাসনের ২১ ব্যাচের কর্মকর্তা। গুরুদণ্ড দেওয়ায় তিনি চাকরিসংক্রান্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। এর আগে মেহেদী হাসানকে সাময়িক বরখাস্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল।

এ সংক্রান্ত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থানকালে মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে দূতাবাসের সেফ হোমে আশ্রিত কয়েক জন গৃহকর্মীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের তদন্তে প্রমাণিত হয়। এরপর তাকে ঐ দূতাবাস থেকে ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রত্যাহার ও একই বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের ২১ মার্চ অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি এবং দ্বিতীয় বার কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলেও কোনো বারই এ উপসচিব সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। তাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাকে গুরুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) পরামর্শ চায়। পিএসসি এ দণ্ডের সঙ্গে একমত পোষণ করলে সেটা রাষ্ট্রপতির মতামতের জন্য পাঠানো হলে সেখানেও অনুমোদন পায়। এরপরই গতকাল বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ আষাঢ় ১৪৩০
৮ জুলাই ২০২৩

চিরিরবন্দরে বাঁশঝাড় থেকে নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

চিরিরবন্দরে তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার দুপুরে গমিরাহাট এলাকার বাঁশঝাড় থেকে এক নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঐ এলাকার এক ব্যক্তি গরু চরাতে গিয়ে বাঁশঝাড়ে লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশে খবর দিলে চিরিরবন্দর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ফিলিমন সরেন (৪৮) নামের ঐ নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার করে। সে গমিরাহাট তফসিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী। চিরিরবন্দর থানার ওসি বজলুর রশিদ জানান, আমরা খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার
৮ জুলাই ২০২৩, ২৪ আষাঢ়

টঙ্গীতে শ্রমিক নেতা শহীদুল হত্যা মামলা শিল্প পুলিশে

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম হত্যা মামলার তদন্ত টঙ্গী পশ্চিম থানা থেকে শিল্প পুলিশে ন্যস্ত করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পেয়েই শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা। টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি মো. শাহ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলাটির বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পরিদর্শক মো. ওসমান আলী জানান, চিকিৎসকরা শহীদুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভিসেরার নমুনা ঢাকায় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, শিল্প পুলিশ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মামলাটি তদন্ত করছে। ইতিমধ্যে মামলার একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন টঙ্গীর সাতাইশ এলাকায় প্রিন্স জ্যাকার্ড সোয়েটার লিমিটেড নামক কারখানায় বকেয়া বেতন আদায়ের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন চলছিল। এ ঘটনায় শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলতে গেলে মালিকপক্ষের ভাড়াটে লোক দিয়ে শ্রমিক নেতা শহীদুলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার। এ ঘটনায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কল্পনা আক্তার বাদী হয়ে গত ২৬ জুন টঙ্গী পশ্চিম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের টঙ্গী পশ্চিম থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুলসহ ৬ জনকে আসামি করা হয়। আসামিদের পাঁচজনই পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতা। নিহত শহীদুল বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা কমিটির সভাপতি এবং শ্রীপুরের রাজাবাড়ি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

সমকাল • শনিবার । ৮ জুলাই ২০২৩ ।

ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক ও মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ছাত্রলীগ নেতা শেখ শাকিলের বিরুদ্ধে এক কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালের পুরোনো ভবনের দোতলায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীর মা হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী বৃহস্পতিবার রাতে সদর থানায় শাকিলের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

শাকিল মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের চরমুশুরা এলাকার বাসিন্দা।

জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. মঞ্জুরুল আলম জানান, ঘটনাটি তদন্তে শুক্রবার হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল হোসেনকে প্রধান এবং সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. গায়েত্রী বিশ্বাসকে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। পাঁচ কর্মদিবসে তাদের প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্জন এলাকায় বাড়ি হওয়ায় অন্যান্য দিনের মতো ওই কিশোরী মায়ের সঙ্গে মঙ্গলবার হাসপাতালে ছিল। রাত সাড়ে ১২টার দিকে লোকজন কমে গেলে চার-পাঁচ সহযোগী নিয়ে শাকিল প্রয়োজনের কথা বলে তাঁকে ডেকে নেন। এ সময় প্রেমের প্রস্তাব দিলে অস্বীকৃতি জানানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে শাকিল টেনেহিঁচড়ে হাসপাতালের দোতলার ছাদের সিঁড়িসংলগ্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করেন। কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যান তিনি। শাকিল ও তাঁর সহযোগীরা মীমাংসা করতে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে ভুক্তভোগী।

মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ থাকায় অভিযোগের বিষয়ে শেখ শাকিলের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি ফয়সাল মৃধা বলেন, 'শুক্রবার শহর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে শাকিলের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

রাজধানীতে শিকার এক গৃহকর্মী, অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রীর ছেলে পলাতক

সদর থানার ওসি তারিকুজ্জামান জানান, কিশোরীর প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। আসামি ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, রাজধানীর কল্যাণপুরে এক গৃহকর্মী (১৮) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত এক বছরে বহুবার তাঁকে ধর্ষণ করেন গৃহকর্ত্রীর ছেলে আকাশ। পাশাপাশি তাঁকে মারধরও করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার পর পলাতক অভিযুক্ত যুবক।

মিরপুর থানার এসআই মাহমুদুল হাসান বাপ্পী জানান, কল্যাণপুরের এক বাসায় আড়াই বছরের বেশি কাজ করে আসছিলেন ভুক্তভোগী। এর মধ্যে আকাশ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। ধর্ষণে যেন তরুণী গর্ভধারণ না করেন, সে জন্য জোর করে ওষুধ খাওয়ানো হতো। বিয়ের কথা বললে চলত নির্যাতন। সর্বশেষ ১৫ জুন তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। ১৭ জুন ওই বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে ৪ জুলাই মিরপুর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। এর পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তবে আগেই পালিয়ে যান আকাশ। আর ভুক্তভোগীকে গত ৬ জুলাই খুঁজে পায় পুলিশ। তিনি তাঁর ওপর চলা নির্যাতনের বর্ণনা দেন। পরে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। আকাশ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে চাকরির চেষ্টা করছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২৪ আষাঢ়
৮ জুলাই ২০২৩

ফতুল্লায় হোসিয়ারি শ্রমিক খুন

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লার মাসদাইর বোয়ালিয়া খাল এলাকায় নয়ন নামের এক হোসিয়ারি শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাতে বোয়ালিয়া খালের ভুইয়ারবাগ রাস্তার পাশে বালু রাখার স্থানে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নয়ন সিকদার (১৭) স্থানীয় জালাল সিকদারের ছেলে ও হোসিয়ারি কারখানার শ্রমিক।

নিহতের পিতা জালাল সিকদার বলেন, 'আমার ছেলেকে কারা হত্যা করেছে জানি না। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমি এর বিচার চাই।'

ফতুল্লা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নুরে আজম মিয়া জানান, বোয়ালিয়া খালের সামনের রাস্তার পাশে বালি রাখার স্থানে নিহতের কানের নিচে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। স্থানীয় একটি ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে কেন, কী কারণে এবং কারা এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।

যুগান্তর
শনিবার ৮ জুলাই ২০২৩
২৪ আষাঢ় ১৪৩০

ফতুল্লায় শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নয়ন সিকদার নামে এক হোসিয়ারি শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাতে বোয়ালিয়া খালের পাশে ভূঁইয়ারবাগ গলির মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি। নিহত নয়ন ভূঁইয়ারবাগ এলাকার জালাল সিকদারের ছেলে। নিহতের বাবা জানান, আমার ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীদের বিচার চাই। ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মহসিন জানান, কে বা কারা হত্যা করেছে তা জানার চেষ্টা চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ২৪ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Saturday 8 July 2023

আদিবাসী নৈশ প্রহরীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে আদিবাসী নৈশ প্রহরীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল দুপুর ১২টায় সংবাদ পেয়ে চিরিরবন্দর থানা পুলিশ উপজেলার পুনট্টি ইউনিয়নের পাঠানডাঙ্গা গ্রামের আশ্রম পাড়ার সন্নিকটে বাঁশঝাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। থানা সূত্রে জানা গেছে, পুনট্টি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য গোলাম মাওলার সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলার পুনট্টি ইউনিয়নের গমিরাহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ও একই ইউনিয়নের ঝাড়ুয়া পাড়ার মৃত সুপন্ন সরেনের ছেলে ফিলিমন সরেনের (৬০) মরদেহ তার বাড়ি থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে একটি বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহতের ছেলে আমিন সরেন জানান, তার বাবা গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুলে ডিউটির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। গমিরাহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. খাইরুল ইসলাম জানান, তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিদ্যালয়ের স্টাফরাও তার খোঁজ পাচ্ছিলেন না। পরিবারের লোকজনসহ হাসপাতালে, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নেয়া হচ্ছিল।

থানার অফিসার ইনচার্জ মো. বজলুর রশিদ জানান, মরদেহ উদ্ধারপূর্বক সুরতহাল করে ময়না তদন্তের জন্য দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১২ জুলাই ২০২৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় গুলিতে নিহত শিবচরের শামীম

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীর গুলিতে শামীম শিকদার (৪০) নামে শিবচরের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গত সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে জোহানেসবার্গে ঘটনাটি ঘটে। শামীম শিবচর পৌরসভার ঠেঙ্গামারা গ্রামের আনিছ শিকদারের ছেলে। শিবচর থানার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা নিহতের পরিবারের খোঁজখবর নিচ্ছি। ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হবে। -মাদারীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ জুলাই ২০২৩

রাজধানীতে গৃহকর্মীর লাশ, ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে সোনিয়া (২০) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ১২টার দিকে বাড্ডার ময়নারবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়। জানা গেছে, সোনিয়ার বাড়ি পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে। তার বাবার নাম জাহিদুল ইসলাম। ১ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর গত ৯ মাস ময়নারবাগে আলিমুল হক ও পারভিন আক্তার দম্পতির বাসায় কাজ করছিলেন। গতকাল বাড্ডা থানার এসআই মেহেদী হাসান জানান, ময়নারবাগ ৩৩০ নম্বর বাড়ির ২-সি নম্বর ফ্ল্যাটে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো ছিল ওই গৃহকর্মী। আলিমুল ও তার স্ত্রী পারভিন আক্তার বাসার বাইরে গিয়েছিলেন। বাসায় ফিরে তারা সোনিয়াকে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে খুঁজে দেখেন সোনিয়ার লাশ সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। পরে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু : রাজধানীর ফকিরাপুল মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম নাঈম (১৯)। তিনি পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন ওয়াসিম (২৮) নামে আরেক ব্যক্তি। শনিবার রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নাঈমের। গতকাল লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১১ জুলাই ২০২৩

অটোচালককে পিটিয়ে হত্যা, সড়কে পড়ে ছিল লাশ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় সিএনজি চালিত অটোরিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি সড়কের গোলচত্বর থেকে ওই অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার নাম মো. আরমান (২৫)। তিনি চকরিয়া পৌরসভার কাহারিয়া ঘোনার খোন্দকারপাড়ার মো. জাকারিয়ার ছেলে। হারবাং পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক কাইছার হামিদ বলেন, তাকে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে হত্যার পর সড়কের পাশে লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির উরু, পায়ে ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

স্থানীয় লোকজন বলেন, সকালে স্থানীয় লোকজন গোলচত্বরে অজ্ঞাতনামা একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে নিহত ব্যক্তির বড় ভাই ওয়াহিদুল ইসলাম লাশ শনাক্ত করে।

ওয়াহিদুল ইসলাম বলেন, মাঝে-মধ্যে আরমানের মানসিক সমস্যা দেখা দিত। গত শনিবার থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। লাশের কোমর থেকে নিচের অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ রশি দিয়ে বেঁধে সড়কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল জব্বার বলেন, কে বা কারা আরমানকে হত্যা করেছে, তা জানতে অনুসন্ধান চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ১২ জুলাই ২০২৩

সাততলার ছাদ থেকে পড়ে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সাততলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে আব্দুর রাজ্জাক মিয়া নামের এক নিরপাত্তাকর্মীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সকাল ১১টার দিকে উপজেলার হরিণহাটি এলাকার জিল্লুর রহমানের বাসায়। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, নিরাপত্তাকর্মী আব্দুর রাজ্জাক মিয়ার বাড়ি নওগাঁ জেলায়। জিল্লুর রহমানের বাসার নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন তিনি। গতকাল সকাল ১১টার দিকে হঠাৎ নিচে কিছু পড়ার শব্দ পান ভাড়াটিয়ারা। পরে বের হয়ে দেখতে পান আব্দুর রাজ্জাকের লাশ পড়ে আছে। তবে তিনি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, নাকি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে—সেই বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনি। কালিয়াকৈর থানার ওসি আকবর আলী খান বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১ শ্রাবণ
১৬ জুলাই ২০২৩

ঘাটাইলে অটোচালক হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৬

■ ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে অটোচালক আলম হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার উপজেলার আদাবাড়ী এলাকা থেকে প্রধান আসামি মো. আনিছুর রহমান খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে অন্য আসামিদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত অন্য আসামিরা হলো, মো. আব্বাস, মো. সজল, মো. রায়হান, মো. খাইরুল ইসলাম ও হুমায়ুন। এদের বাড়ি ঘাটাইল উপজেলার সুনটিয়া গ্রামে। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শনিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘাটাইল থানার ওসি মো. লোকমান হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ ব্যাপারে ঘাটাইল থানার ওসি মো. লোকমান হোসেন জানান, প্রথমে আনিছুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি মোতাবেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেফতার এবং হত্যায় ব্যবহৃত দা, শাবল উদ্ধার করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৪ জুলাই ২০২৩

আড়াইহাজারে চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে হাত-পা বাঁধা রুবেল (৪০) নামের এক অটো চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাতগ্রাম ইউনিয়নের কপালিয়ারটেক এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার বাটপাড়া গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত জামাল উদ্দিন। নিহত রুবেল অটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত।

তিনি সাতগ্রাম ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামে শ্বশুর ইদ্রিস আলীর বাড়ির পাশে জমি কিনে বসবাস করতেন।

আড়াইহাজার থানার ওসি মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম তৈয়ব জানান স্থানীয়দের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মহাসড়কের পাশে কপালিয়ারটেক ঝোপ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। লাশটির উপরের অংশে কাপড় থাকলেও নিচের অংশে কোনো কাপড় নেই। ধারণা করা হচ্ছে, অটো ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রেখেছে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২৯ আষাঢ় ১৪৩০
Thursday 13 July 2023

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুমিল্লা

কুমিল্লায় একটি মোবাইল চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে সাদ্দাম হোসেন নামে এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টায় নগরীর চুলিপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত সাদ্দাম হোসেন কুমিল্লা ইপিজেডের ঝুট আনা-নেওয়ার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং নগরীর উনাইসার এলাকায় পরিবার নিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। তার বাড়ি জেলার মুরাদনগর উপজেলার রামপুর গ্রামে। এই ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার বিকেলে সদর দক্ষিণ মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১১ জুলাই ২০২৩।

চকরিয়ায় অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা

● চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মো. আরমান (২৫) নামে এক অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বরইতলী ইউনিয়ন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত আরমান চকরিয়া পৌরসভার কাহারিয়া ঘোনার খোন্দকার পাড়ার মো. জাকারিয়ার ছেলে।

হারবাং পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক কাইছার হামিদ বলেন, মরদেহটি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। পিটিয়ে হত্যার পর সড়কের পাশে তার মরদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে স্থানীয় লোকজন গোলচত্বরে অজ্ঞাতনামা একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। সেখানে নিহতের বড় ভাই ওয়াহিদুল ইসলাম মরদেহ শনাক্ত করেন।

চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল জব্বার বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করতে অনুসন্ধান চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১ শ্রাবণ ১৪
১৬ জুলাই ২০২৩

ধানমন্ডিতে গৃহকর্মীর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি পরিবারের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাড়ির ৬ষ্ঠ তলার বারান্দা থেকে পড়ে নাসিমা আক্তার (১৯) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তিনি লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। তবে কেন কীভাবে ঐ গৃহকর্মী মারা গেছেন, সে বিষয়ে জানে না তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তাদের। গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে ধানমন্ডির ১ নম্বর রোডের ৩৩ নম্বর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে মারা যান তিনি।

এ বিষয়ে ধানমন্ডি থানার এসআই মুয়ীদ. খান জানান, গৃহকর্ত্রী লায়লা নাহিদের বাসায় তিন মাস যাবৎ কাজ করতেন ঐ গৃহকর্মী। শুক্রবার রাতে বাসার কাজ শেষ করে ৬ষ্ঠ তলার বারান্দা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে বলে গৃহকর্ত্রী পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যালের মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত নাসিমার মা নাজমা বেগম জানান, তাদের বাড়ি ভোলার সদর উপজেলার কাচিয়া কালিকানগর গ্রামে।

বর্তমানে সাভার ফুলবাড়িয়া তেঁতুলতলা এলাকায় থাকেন। নাসিমার বাবা জাহাঙ্গির আলম মোহাম্মদপুরে একটি বাসায় দারোয়ানের কাজ করেন। আর নাসিমা কিছু দিন আগেও সাভারে একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। ৮-৯ মাস আগে নাসিমা ধানমন্ডির ঐ বাসায় কাজ করতেন। তবে ছয় মাস আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে এক ছেলেকে বিয়ে করেন। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর তিন মাস ধরে আবার ঐ বাসায় কাজ নেন। সেখানেই থাকতেন তিনি। গতকাল সকালে পুলিশের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন, নাসিমা ঢাকা মেডিক্যালে মারা গেছেন। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানে না পরিবার। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তাদের।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩১ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Saturday 15 July 2023

সুবর্ণচরে চালককে হত্যা করে বাইক ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পূর্ব চরভাটা ইউনিয়নের বাঁশখালি স্লুইজ গেইট এলাকায় ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল চালক মো. করিম (২৫) হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকা সন্দেহে জসিম উদ্দিন পারভেজ (২৮) ও আক্তার হোসেন (৩৫) নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- হাতিয়ার হরণী ইউনিয়নের বয়ারচর গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে জসিম উদ্দিন পারভেজ ও নবীপুর গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে আক্তার হোসেন। বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিদের বিচারিক আদালতে পাঠানো হয়। তবে ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত নিহত করিমের মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার রাত ১২টার দিকে চানন্দী ইউনিয়নের প্রকল্প বাজার থেকে চেয়ারম্যান ঘাট যাওয়ার জন্য অজ্ঞাত দুই ব্যক্তি করিমের মোটরসাইকেলটি ভাড়া করে। সে হিসেবে দুই যাত্রীকে মোটরসাইকেলে নিয়ে প্রকল্প বাজারের সাহাব উদ্দিনের হোটেলের সামনে থেকে চেয়ারম্যান ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করে করিম। পরদিন সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন সুবর্ণচর উপজেলার পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের বাঁশখালি স্লুইস গেটসংলগ্ন খালের ভিতর গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় করিমের মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় এবং নিহতে পরিবারের লোকজনের ধারণা ছিল, দুর্বৃত্তরা করিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর তার মোটরসাইকেলটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

DHAKA SUNDAY JULY 16, 2023
SRABAN 1, 1430 BS
The Daily Star

Fisherman found dead

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

Police recovered the dead body of a fisherman from a fishing boat in Nizampur village of Patuakhali's Kalapara upazila yesterday.

The deceased Md Khalil, 40, of Kawar Char village of Dhulasar union.

Mohipur Police Station Officer-in-Charge Ferdous Alam Khan said "The body has been sent to Patuakhali Medical College's morgue for autopsy. But whether it was murder or suicide will be known after getting the autopsy report."

An unnatural death case was filed in this connection, he added.

Sources said Khalil went fishing with his small wooden boat in the Mohipur canal on Friday evening.

Locals found his body on his fishing boat and informed to police who recovered the body.

যুগান্তর
রোববার ১৬ জুলাই ২০২৩
E-mail: anandonagar(

চাঁদপুরে ড্রেজার শ্রমিক অপহরণ ৩ দিন পর উদ্ধার

গ্রেফতার ৩

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে আব্দুল মালেক পারভেজ নামের এক ড্রেজার শ্রমিককে ১২ জুলাই থেকে আটকে রেখে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। পরে পুলিশ কৌশল অবলম্বন করে ৩ অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে এবং অপহৃত ড্রেজার শ্রমিককে উদ্ধার করে। শনিবার দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের একটি নির্জন চর থেকে তাদের ৩ জনকে গ্রেফতার করে মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন— সাব্বির, মফিজ ও সুমন। সবাই সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা। অপহরণের শিকার মালেক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতী উপজেলার বালুচর এলাকার মো. জসিম উদ্দিনের ছেলে।

যুগান্তর
সোমবার ১৭ জুলাই ২০২৩
২ শ্রাবণ ১৪৩০

গাছায় নারী পোশাক শ্রমিককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ১

গাছা (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর গাছা মেট্রো থানার দক্ষিণ খাইলকুর এলাকায় এক নারী পোশাক শ্রমিক সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। শনিবার ভোরে সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশ ধর্ষক আবু সাইফুল হুদা ওরফে রবিনকে (৪৪) গ্রেফতার করে রোববার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে। সে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার সুতালড়ী গ্রামের ফজলুল হুদার ছেলে। পুলিশ জানায়, ভিকটিম ঘটনার দিন বিকালে ওই এলাকার একটি বিকাশের দোকান থেকে টাকা উঠিয়ে বাজার করতে যায়। এ সময় পূর্ব পরিচিত কয়েকজন যুবক তাকে (ভিকটিম) নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করিয়ে অচেতন করে দক্ষিণ খাইলকুর অভিযুক্তদের ভাড়া বাসায় নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে। ভিকটিম বাসায় না ফেরায় স্বজনরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বিষয়টি থানা পুলিশকে অবহিত করে। পুলিশ অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিকটিমের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার ও ধর্ষক রবিনকে গ্রেফতার করে।

এব্যাপারে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাছা থানার ওসি ইব্রাহিম হোসেন বলেন, ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৩ শ্রাবণ
১৮ জুলাই ২০২৩

অটোরিকশা ছিনতাই চালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

কালিয়াকৈরে ওমর আলী নামে এক অটোরিকশা চালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার বিশ্বাসপাড়া এলাকার ঝিকঝাক মাঠসংলগ্ন পশ্চিম পাশের সরকারি উডলট বাগান থেকে তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ওমর আলী ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার আমতলী মোরারচর গ্রামের মৃত রশিদ মিয়ার ছেলে।

নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। রোববার রাতে যাত্রীবেশী দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যার পর লাশ ফেলে রেখে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে ধারণা করছে পুলিশ। নিহতের মামাতো ভাই হাজি আব্দুল লতিফ সরকার বলেন, রবিবার রাতে ওমর আলী অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ওমর আলীর লাশ শনাক্ত করেন তারা।

গাজীপুর জেলা পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলশ সুপার মো. আজমীর হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৭ জুলাই ২০২৩

চাকরি দেবে বলে ডেকে তরুণীকে ধর্ষণ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় পোশাক কারখানায় চাকরি দেবে বলে ডেকে নিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলার পর গত শনিবার রাতে পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতাররা হলো– নাজির হোসেন, রিপন ও হোসেন আলী। গতকাল তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এজাহারসূত্রে জানা যায়, উপজেলার কালামপুর খাজার ডেক এলাকার রিপনের সঙ্গে এই তরুণীর ফেসবুকে পরিচয় হয় ৪-৫ মাস আগে। রিপন নানা কৌশলে মেয়েটির সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। একপর্যায়ে চন্দ্রার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি দেওয়ার কথা বলে। রিপনের কথামতো ১৪ জুলাই গ্রামের বাড়ি থেকে চন্দ্রা আসে ওই তরুণী। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় রিপন ও আলী মেয়েটিকে নিয়ে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে। সন্ধ্যার পর একটি বাগানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৯ শ্রাবণ ১
২৪ জুলাই ২০২৩

সিদ্ধিরগঞ্জে শ্রমিক ওসমান হত্যা

আসল ঘটনা ফাঁস করলেন বড় ভাই, আদালতে মামলা

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে নির্মাণশ্রমিক ওসমান মিয়াকে (১৭) তারই বড় ভাইয়ের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর লাশ লিফটের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে ফেলে দেয় খুনিরা। এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের পর নিহতের সহকর্মীরা নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবনের চতুর্থতলা থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ ও নিহতের পিতাকে জানিয়েছিলেন। তবে ঐ সময় এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী নিহতের বড় ভাই স্বপন মিয়া প্রাণের ভয়ে তাৎক্ষণিক তার ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ কথা বলতে পারেননি। গত ৮ জুলাই রাত ১০টার দিকে মিজমিজি পাইনাদি নতুন মহল্লা টি-টাওয়ারে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর ঐ ভবনের সাবকন্ট্রাক্টর রিপন মিয়া ২ লাখ টাকা দিয়ে রফাদফার চেষ্টা করেন। এতে নিহতের পিতা রাজি না হয়ে গত ৯ জুলাই লাশ নিয়ে চলে যান।

নিহত ওসমান মিয়া হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার কৃষ্ণনগর নোয়াগাঁও এলাকার নেয়াজ মিয়ার ছেলে। এদিকে নিহতের বড় ভাই স্বপন মিয়া পরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে স্বজনদের জানান তার ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য জেনে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় এসে নিহতের পিতা হত্যা মামলা করতে চাইলে পুলিশ মামলা নেয়নি। নিরুপায় হয়ে তিনি ঘটনার ১০ দিন পর গত ১৮ জুলাই ৯ জনকে আসামি করে নারায়ণগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৮ নম্বর আমলি আদালতে হত্যা মামলা করেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে একই এলাকার মতি মিয়ার ছেলে সাইদুল, কুদ্দুস মিয়ার ছেলে জহিরুল, বিলাত মিয়ার ছেলে রিপন ও খোকন, ইছু মিয়ার ছেলে শিপন, আজ্ঞু উল্লাহর ছেলে মনু মিয়া, ভবন মালিক রহমান, আক্তার ও তোফাজ্জল। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন বাদীর আইনজীবী মো. নজরুল ইসলাম।

সময়ের আলো
সোমবার। ১৭ জুলাই ২০২৩

অপহরণের ৯ দিন পর ডেলিভারিম্যানকে উদ্ধার

● টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

অপহরণের প্রায় ৯ দিন পর আরিফুল ইসলাম (২০) নামে অপহৃত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে র‌্যাব। অপহৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে কক্সবাজারের উখিয়ার জামতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরিফুলকে উদ্ধার করে র‌্যাব-১৫-এর সদস্যরা। পরে আরিফুলকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অপহৃত আরিফুল টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কুতুবদিয়া পাড়ার বাসিন্দা নুরুল ইসলামের ছেলে এবং তিনি মেরিস কোম্পানি লিমিটেডের ডেলিভারিম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

র‌্যাব-১৫-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আবু সালাম চৌধুরী জানান, গত ৫ জুলাই প্রতিদিনের মতোই কর্মস্থলে যান আরিফুল। কিন্তু সেদিন বাড়ি না ফেরায় ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে আরিফুলের পরিবার। কিন্তু তার ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। পরের দিন একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার স্ত্রীর ফোনে কল দিয়ে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা না দিলে কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এ বিষয়টি জানানো হলে আরিফুলকে মেরে ফেলার হুঁশিয়ারিও দেয় তারা। পরে আরিফুলের বাবা বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানালে মাঠে নামে র‌্যাব। ১৩ জুলাই আনুমানিক বিকাল সাড়ে ৫টার সময় র‌্যাব-১৫-এর একটি দল উখিয়ার জামতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরিফুলকে উদ্ধার করে। শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Friday 21 July 2023

নড়াইলে দিনমজুর কিশোরের লাশ উদ্ধার

ফরহাদ খান, নড়াইল

নড়াইল সদর উপজেলার চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের নিধিখোলা গ্রাম থেকে শয়ন শেখ (১৩) নামে কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল ৮টার দিকে নিধিখোলার বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

শয়ন ওই গ্রামের নাজমুল শেখের ছেলে। দিনমজুর পরিবারের সন্তান শয়ন ঘোড়ার গাড়ি চালাত। আর তার বাবা ইজিবাইক চালান।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ জানায়, বুধবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় বাজারে যায় শয়ন। বাজার শেষে বাড়ি এসে আবার বের হয়ে রাতে বাড়িতে না ফেরায় তাকে অনেক খোঁজাখুজি করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তি তার লাশ দেখতে পান।

নিহত শয়নের বাবা নাজমুল শেখ বলেন, আমার ছেলেকে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচার চাই। মা মিতা বেগম বলেন, আমার ছেলের সঙ্গে কারো শত্রুতা ছিল না। যে বা যারা ছেলেকে হত্যা করে থাকুক, তাদের বিচার চাই।

এদিকে নড়াইলের পুলিশ সুপার সাদিরা খাতুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শয়ন শেখ নামের কিশোরকে শ্বাসরোধে হত্যা হয়েছে। তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দোলন মিয়া, সদর থানার ওসি ওবাইদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা।

যুগান্তর
সোমবার ২৪ জুলাই ২০২৩

বন্দরে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে নাইটগার্ড নিহত

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে একটি নির্মাণাধীন ভবনের নাইটগার্ড জয়নাল উদ্দিন (৬০) নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। শুক্রবার রাতে বন্দরের সোনাকান্দা কবরস্থান রোড এলাকায় নির্মাণাধীন তিন তলা ভবনে ডাকাতের ছুরিকাঘাতের আহত হন জয়নাল। নিহত জয়নাল উদ্দিন সোনাকান্দা কবরস্থান রোড এলাকার মৃত জব্বার মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সোনাকান্দা কবরস্থান রোড এলাকায় তিন তলা বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ চলছে। ভবনের নির্মাণসামগ্রী পাহারার জন্য নাইটগার্ড হিসাবে জয়নাল উদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ৩-৪ মাস ধরে নাইটগার্ড হিসাবে ডিউটি করে আসছেন। শুক্রবার রাত ২টা থেকে ৩টার দিকে একটি ডাকাতদল ভবনে ডাকাতির চেষ্টা করে। এ সময় জয়নাল বাধা দিলে ডাকাতরা তাকে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। ভোরে পথচারীরা নাইটগার্ডকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির দুদিন পর রোববার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জয়নাল। বন্দর থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক জানান, নাইটগার্ড হত্যার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

সংবাদ
সোমবার ৯ শ্রাবণ ১৪৩০
Monday 24 July 2023

নিখোঁজ দোকানদারের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের নিখোঁজের পরদিন বিল্লাল হোসেন (৬৫) নামের এক এক চা দোকানদারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কোলা ইউনিয়নের দামোদরপুর গ্রামে। বিল্লাল হোসেন ওই গ্রামের মনু মিয়ার ছেলে। তিনি গত শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। গতকাল রবিবার সকাল ৯টার দিকে পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানায়, শনিবার দুপুরে জমিতে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য নাস্তা নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন বিল্লাল হোসেন এরপর তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসেননি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৩

বন্দরে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে নৈশপ্রহরী নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের ছুরিকাঘাতে নির্মাণাধীন ভবনের নৈশপ্রহরী নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম জয়নাল উদ্দিন (৬০)। গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয়। শনিবার রাতে সোনাকান্দা এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনে ডাকাতদল এ ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটিয়েছে। বন্দর থানার ওসি আবু বকর ছিদ্দিক জানান, জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কুমিল্লায় ব্যবসায়ী ও মুন্সীগঞ্জে কিশোর খুন

মুন্সীগঞ্জে কিশোরকে সিগারেট না দেওয়ায় আরেক অজ্ঞত (১৬) কিশোরকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সাজ্জাদ (১৫) নামের কিশোর। জেলার চর মুক্তারপুর এলাকার কামাল দেওয়ানের ভাড়াবাড়ি থেকে গতকাল সকালে অজ্ঞাত কিশোরের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সাজ্জাদকে আটক করেছে পুলিশ। কুমিল্লার লাকসামের গন্ডামারায় শনিবার রাতে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে সিয়াম (২০) নামে এক ভাঙারি ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। সিয়াম পৌরসভার জবাইখানা এলাকার সরাফত আলীর ছেলে। গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদ থেকে গতকাল বিকালে অজ্ঞাত (৩০) এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সমকাল
শনিবার । ২৯ জুলাই ২০২৩

নারী শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার বিশ্বাসপাড়া এলাকা থেকে রাশিদা বেগম (৩২) নামে এক নারী শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে তাঁর ভাড়া কক্ষ থেকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। তিনি একটি জুতা তৈরির কারখানায় কাজ করতেন।

রাশিদা বেগম গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গালীয়া এলাকার সিদ্দিক মিয়ার মেয়ে। তিনি বিশ্বাসপাড়া এলাকার আলহাজ বেপারির বাসায় ভাড়া থাকতেন। একটি জুতা তৈরির কারখানার সুইং অপারেটর ছিলেন তিনি।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, যশোরের মিঠু মিয়া নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ১৫ বছর আগে বিয়ে হয় রাশিদা বেগমের। তবে কয়েক বছর পর স্বামীকে ছাড়া আলাদা বাসায় একাই ভাড়া থাকতেন। সেখানে থেকে স্থানীয় জুতা তৈরির কারখানায় চাকরি করছিলেন। শুক্রবার সকালে রাশিদার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় পাশের কক্ষের লোকজন ডাকাডাকি করেন।

ভেতর থেকে রাশিদার সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁর কক্ষের জানালা দিয়ে দেখেন ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছেন। পরে এলাকাবাসী খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

কালিয়াকৈর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল বাসার বলেন, খবর পেয়ে নারীর ঘরের দরজার তালা ভেঙে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে বোঝা যাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা না হত্যা।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪
২৯ জুলাই ২০২৩

বিরলে নৈশপ্রহরীকে গলা কেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

দিনাজপুরের বিরল উপজেলার পল্লিতে জোনাকু চন্দ্র রায় (৬৫) নামে এক নৈশপ্রহরীকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বিরল উপজেলার ১২ নম্বর রাজারামপুর ইউনিয়নের আজিমপুর গ্রামের ভদ্রবাজারে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ঐ বাজারের নৈশপ্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। নিহত জোনাকু চন্দ্র রায় বিরল উপজেলার পূর্ব রাজারামপুর গ্রামের মৃত বিশু রাম রায়ের ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ জুলাই ২০২৩

মাকে গালাগালের প্রতিবাদ

বগুড়ায় বাটালের আঘাতে দর্জি শ্রমিক খুন

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ায় মাকে গালাগালের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবেশী কাঠমিস্ত্রি জেলহক হোসেনের বাটালের আঘাতে জিন্নাহ প্রামানিক নামে এক দর্জি খুন হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বড় কুমিড়া দক্ষিণপাড়ায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ব্যাপারে জিন্নাহর মা জোলেখা বেগম সোমবার সদর থানায় জেলহক হোসেনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। পুলিশ জেলহকের মা আসামি জোবেদা বেওয়াকে গ্রেফতার করেছে। সদর থানার ওসি সাইহান ওলিউল্লাহ এ তথ্য দিয়েছেন।

জিন্নাহ প্রামানিক বগুড়া সদর উপজেলার বড় কুমিড়া দক্ষিণপাড়ার খোরশেদ প্রামানিকের ছেলে। তারা বাবা ও ছেলে চট্টগ্রামে দর্জির কাজ করেন। ১৬ জুলাই তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে জিন্নাহর মা জোলেখা বেগমের সঙ্গে প্রতিবেশী মৃত আবুল খায়েরের ছেলে জিলহক হোসেনের বাকবিতণ্ডা হয়। জিন্নাহ প্রামানিক শনিবার রাতে চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে ফেরেন। তিনি পরদিন রোববার সন্ধ্যার দিকে জিলহকের বাড়িতে গিয়ে তার মাকে গালাগালের কারণ জানতে চেয়ে প্রতিবাদ করেন। তখন তাদের দু'জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে কাঠমিস্ত্রি জেলহক হাতে থাকা বাটাল জিন্নাহর বুকে ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় তাকে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ওই হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনায় জোলেখা বেগম শনিবার সকালে সদর থানায় জিলহক হোসেন, তার মা জোবেদা বেওয়া ও ভাই জুয়েলের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৬ শ্রাবণ
৩১ জুলাই ২০২৩

কালকিনিতে কৃষককে গলা কেটে হত্যা

ভাই-ভাতিজাসহ আটক ৪

কালকিনি (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

কালকিনিতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছোটভাই ও ভাতিজাদের বিরুদ্ধে। নিহতের নাম কবির হাওলাদার (৫৫)। তিনি পৌর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ জনারদন্ধি গ্রামের আলতাজউদ্দিন হাওলাদারের মেজ ছেলে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। এদিকে এই ঘটনায় নিহতের ছোটভাই সবুর, ভাইয়ের স্ত্রী ও তাদের দুই ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কবির হাওলাদারের সঙ্গে তার আপন ছোটভাই মাদারীপুর আদালতের মুহরি এইচ এম সবুরের কিছুদিন ধরে বাড়ির জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। শনিবার সন্ধ্যায় ঐ জমি নিয়ে পুনরায় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় সবুর ক্ষিপ্ত হয়ে তার ছেলেদের নিয়ে কবির হাওলাদারকে চাকু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে এবং গলা কেটে মাটিতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন মুমূর্ষু অবস্থায় কবিরকে উদ্ধার করে কালকিনি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চার জনকে আটক করে।

পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনিসুর রহমান আনিস বলেন, সবুর তার আপন ভাই কবিরকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে। নিহতের অপর ভাতিজা সাব্বির জানান, শনিবার ধানের জমি দেখতে গেলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায় কবির কাকাকে সবুর কাকাসহ তার দুই ছেলে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ফেলে রেখে যায়। পরে হাসাপাতালে নিলে চিকিৎসক কাকাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আলাউল হাসান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নিহতের ছোটভাই সবুর, ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই ভাতিজাকে আটক করেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১৩ শ্রাবণ
২৮ জুলাই ২০২৩

নারায়ণগঞ্জে বাসচালককে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শফিকুল ইসলাম (৩০) নামে এক বাসচালককে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বুধবার রাতে মদনপুরের চানপুর খান বাড়ির সামনে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের পাশ থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ। নিহত শফিকুল মদনপুর ইউপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণপাড়া এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন বাসচালক। নিহতের পরিবার জানায়, গত বুধবার সকালে শফিকুল বাড়ি থেকে বের হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। কে বা কারা শফিকুলকে হত্যা করে আমরা জানি না। শফিকুল হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

ধামগড় পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসআই তৌহিদুজ্জামান জানান, এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের পাশে মদনপুর ইউপির চানপুর খান বাড়ির সামনে শফিকুলের মরদেহ পড়েছিল। এ খবর পেয়ে ভোরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে। তবে লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। রাতে নিহত শফিকুলের সঙ্গে থাকা আবু রায়হানকে (২২) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আবু রায়হান মদনপুর আন্দিরপাড় এলাকার মো. দুলাল মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৬ শ্রাবণ ১
৩১ জুলাই ২০২৩

নরসিংদীতে নিলা ডাইং কারখানায় শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর মাধবদীতে একটি ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং ফিনিশিং কারখানার এক শ্রমিককে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, কারখানার রংমাস্টারের পোস্ট দখল করতে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করেন তারই সহকর্মীরা। মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও নিহতের মরদেহ স্বজনদের দেখতে দেয়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ। হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে রবিবার দুপুরে মাধবদীর ভগীরথপুর হাজী সফিউদ্দিনের মালিকানাধীন নিলা ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং ফিনিশিং মিলের ৩ তলার একটি কক্ষ থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৯ শ্রমিককে থানায় আনা হয়েছে।

নিহত নেজামূল ইসলাম ওরফে নাজমুল (৪০) নিলা কারখানার রংমাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সে ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার নেহালিয়া কান্দা গ্রামের কুদ্দুস আলীর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত নাজমুলের শ্যালক কিরন জানিয়েছেন, বিগত ১০ বছর যাবৎ তার দুলাভাই এই কারখানায় রংমাস্টার হিসেবে কর্মরত। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে কারখানায় এসে দেখি তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। এর কারণ জানতে চাইলে আমাদের কারখানা থেকে বের করে দেয়। এর পর আমাদের আর কারখানার ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৬ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Monday 31 July 2023

চকরিয়ায় টাকার লেনদেন নিয়ে বিরোধে লেগুনা গাড়ির চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

প্রতিনিধি, চকরিয়া (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ছুরিকাঘাতে লেগুনা (ম্যাজিক) গাড়ির চালককে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকে নিখোঁজ গাড়ি চালকের লাশ হারবাং ইনানী রিসোর্টের অদূরে মাছের খাদ্য গুদামের বিপরীত সড়কের পাশে পড়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গত শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত গাড়ি চালকের নাম মিজবাহ উদ্দীন রিজভী (২২)। তিনি চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাইজকাকারা গ্রামের নুরুল আমিনের ছেলে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহাব উদ্দিন।

তিনি নিহতের পরিবার সদস্যদের বরাত দিয়ে জানান, মিজবাহ উদ্দীন রিজভী ৪ বছর আগে অপ্রাপ্ত বয়সে বরইতলী থেকে সাবেকুন নাহারকে বিয়ে করেন। এরপর হারবাং স্টেশনে ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তাদের সংসারে মোহাম্মদ সায়েদ নামের তিন বছর বয়সী এক শিশু সন্তান রয়েছে।

নিহতের স্ত্রী মোছা. সাবেকুন নাহার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, জনৈক গাড়ি চালকের সঙ্গে সামান্য টাকার লেনদেন নিয়ে আমার স্বামীর বিবাদ ছিল। তার জেরেই রিজভীকে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১২টার আগেও ফোনে স্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ১২টার পর বাসায় না ফেরায় বার বার ফোন দিয়েও যোগাযোগ করতে পারিনি।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার
৪ জুলাই ২০২৩

শ্রমিক ছাঁটাই-হয়রানি বন্ধের দাবিতে বরিশালে বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিনিধি

শ্রমিক ছাঁটাই-হয়রানি বন্ধ করা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বরিশাল সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।
গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর সদর রোডে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মাসুম গাজীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) বরিশাল জেলা কমিটির সদস্য সচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক মো. ইমরান হাওলাদার প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা ও ২০১৮ সালের সরকারি গেজেট ঘোষিত বেতন স্কেল চালু করার দাবি জানান। এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বরিশাল জেলা প্রশাসক দপ্তরে একটি স্মারকলিপি দেন তারা। সমাবেশের আগে ফকিরবাড়ি থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে শেষ হয়।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২ জুলাই ২০২৩

শ্রমিকনেতা শহীদুল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিকনেতা শহীদুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার দাবি জানিয়েছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এক বিবৃতিতে শহীদুল ইসলামের খুনি ও মদদদাতাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত বিচার দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তিনি শ্রমিক হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক-জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
বিবৃতিতে শহীদুল ইসলামের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সাইফুল হক বলেন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে মালিকপক্ষের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতেই শহীদুলকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এবং অন্যদিকে মালিকপক্ষের ভাড়া করা সন্ত্রাসী মাস্তানদের দৌরাত্ম্যের কারণে শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকদের জীবন আজ হুমকির মুখে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য মহার্ঘ ভাতা চালুর দাবি জানান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৮ আষাঢ়
১২ জুলাই ২০২৩

আজ থেকে সিলেটে অনির্দিষ্টকাল কর্মবিরতির ডাক বাসশ্রমিকদের

■ সিলেট অফিস

আজ বুধবার থেকে সিলেটে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন। সিলেট-তামাবিল সড়কে নির্বিঘ্নে বাস চলাচল করতে দেওয়া ও জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কামাল আহমেদকে গ্রেফতারের দাবিতে এ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ময়নুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'দুই দাবিতে গত দুই দিন ধরে সিলেট-তামাবিল সড়কে আমাদের কর্মবিরতি চলছে। কিন্তু আমাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় বুধবার ভোর থেকে পুরো সিলেট জেলায় পরিবহন শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছে সব পরিবহন সংগঠন। তাই এদিন থেকে সিলেটের কোনো রাস্তায় চলবে না কোনো ধরনের গাড়ি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১২ জুলাই ২০২৩

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক গোলটেবিল আলোচনায় এ দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সাবেক মন্ত্রী ও আইবিসির চেয়ারম্যান শাজাহান খান। আইবিসির সভাপতি আমিরুল হক আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ। শাজাহান খান বলেন, বর্তমানে নিত্যপণ্যের দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাওয়ার কারণে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি যুক্তিসংগত। আর মজুরি বৃদ্ধির মেয়াদ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে সরকার ইতোমধ্যে আরএমজি সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে।

NEW AGE
WEDNESDAY, JULY 12, 2023,

Immediate increase in garment workers' wage demanded

Staff Correspondent

POLITICIANS, academics and labour leaders on Tuesday at a view exchange meeting said that the wage of garment workers in the country should be increased immediately to run their families as they were facing price hikes of essential commodities.

Garment Sramik Andolan, a combine of garment labour rights bodies, organised the programme at the Communist Party of Bangladesh central office which was chaired by garment labour leader Mantu Ghosh.

Former CPB president Mujahidul Islam Selim said that the garment workers were suffering much to run their families amid the abnormal price hike of essential commodities.

So, the government and the owners of garment factories should take immediate steps for increasing wages of the garment workers.

Former Jahangirnagar University professor and economist Anu Muhammad said that the minimum wage of garment workers should be increased to at least Tk 25,000 per month.

Garment labour leader Taslima Akhter read out the keynote paper at the programme where she raised a seven-point demand for the garment workers including declaring a minimum wage of Tk 25,000 per month, giving 60 per cent dearness allowance before declaration of the next wage board for garment workers, moving wage grade from seven to five.

Ganosamhati Andolan chief coordinator Zonayed Saki called on the garment labour rights bodies to wage movements for realising rights of the workers.

Garment labour leader Mushrefa Mishu said that they would wage greater movements for realising the demands of garment workers.

Socialist Party of Bangladesh (Marxist) coordinator Masud Rana, general secretary of Revolutionary Communist League Iqbal Kabir Jahid, G-SKOP leader Naimul Hasan Jewel, labour leaders Mahbubur Rahman Ismail, AKM Zahirul Islam, Shamim Imam, Shahidul Islam Sabuj, Foyez Hossain and others spoke at the view exchange programme.

যুগান্তর
সোমবার ১০ জুলাই ২০২৩

বিল প্রত্যাহারের দাবি
সিদ্ধিরগঞ্জে ট্যাংক লরি শ্রমিকদের প্রতিবাদ সভা

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রেখে সংসদে উত্থাপিত অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল-২০২৩ প্রত্যাহার দাবিতে সিদ্ধিরগঞ্জে গোদনাইলে মেঘনা ও পদ্মা ডিপোতে প্রতিবাদ সভা করেছেন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। সকালে পৃথকভাবে গোদনাইল পদ্মা ও মেঘনা ডিপোর সামনে বাংলাদেশ ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করেন। প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ট্যাংক-লরি শ্রমিক ফেডারেশন ও ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাজী আব্দুল মতিন মুন্সী, ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাজী জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ ট্যাংক-লরি শ্রমিক ফেডারেশনের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন। ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও গোদনাইল মেঘনা ডিপো শাখার সভাপতি আশরাফ উদ্দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয়
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ জুলাই ২০২৩

চা শ্রমিকদের মানববন্ধন

বকেয়া মজুরি-বোনাস, উৎসব ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা, চিকিৎসা, স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিতকরণসহ সাত দফা দাবিতে হবিগঞ্জে মানববন্ধন করেছেন চা শ্রমিকরা। গতকাল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে নবীগঞ্জ উপজেলার ইমাম ও বাওয়ানী চা বাগানের শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধনে বক্তৃতা করেন ইমাম চা বাগানের সভাপতি রামভজন দাস, বাওয়ানী বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি গোপেন ঝরা প্রমুখ।
-হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

NEW AGE TUESDAY, JULY 11, 2023,

Transport workers go on strike on Sylhet-Tamabil Highway

Staff Correspondent · Sylhet

SYLHET district transport workers began an indefinite strike on Sylhet–Tamabil Highway early Monday protesting at the local people's resistance to bus movement on the highway on Sunday.

Sylhet District Bus-Minibus Workers Union leaders on Sunday evening announced the strike after the local residents had resisted movement of buses on the highway on Sunday protesting at a fatal accident on Friday.

Workers union president Mainul Islam told New Age that they enforced the strike demanding immediate arrest of the Jaintapur upazila chairman Kamal Ahmed and his associates for preventing the bus movement.

Over 100 buses and minibuses kept stranded at places along the highway, he said.

'Local people have even taken the bus, which fell in an accident after a collision with a battery-run illegal three-wheeler on Friday night, in their custody instead of handing it over to the police,' said.

Mainul claimed said that they would go for a tough course of action like transport strike across the district if their demands are not met by this afternoon.

Earlier on Friday evening, five people were killed and two others injured as a Jaflong-bound bus crashed into a battery-run three-wheeler on the highway near Darbast Bazar at Jaintapur.

Later on Saturday evening, , the local people of greater Jainta that included Jaintapur, Goainghat and Kanaighat upazilas and two unions of Companiganj upazila, held an emergency meeting and decided to resist movement of buses on the Sylhet-Tamabil highway on Sunday protesting at the Friday's accident.

They alleged that the accident was caused by reckless driving of the bus.

Jaintapur Upazila Parishad chairman Kamal Ahmed, also president in the upazila unit of the ruling Awami League, told New Age that the meeting also demanded steps against the unskilled and unregistered drivers having no licence to drive any motorised vehicles.

He said that they did not have any objection to solve the crisis through social discussion.

'The transport workers' union leaders, however, did not contact us so far and not express their interest to sit with us,' Kamal said Monday afternoon.

He also claimed that all modes of transports, but the buses, were plying the highway and the connecting roads in the greater Jainta like other days, despite the strike of the transport workers.

NEW AGE WEDNESDAY, JULY 12, 2023,

Sylhet transport workers to begin indefinite strike today

Staff Correspondent · Sylhet

TRANSPORT workers on Tuesday called a transport strike for an indefinite period in Sylhet district from this morning, two days after they enforced strike on Sylhet–Tamabil Highway.

They went on the indefinite strike on the Sylhet–Tamabil Highway on Monday amid protests staged by local people as five people were killed and two others injured on Friday evening when a Jaflong-bound bus crashed into a battery-run three-wheeler on the highway near Darbast Bazar at Jaintapur.

The transport workers' demands included ensuring bus movement on the highway without any hindrance and immediate arrest of Jaintapur upazila chairman Kamal Ahmed for preventing bus movement on the route on Sunday.

Sylhet District Bus-Minibus Worker Union president Mainul Hossain said, 'We have been abstaining from running buses on Sylhet-Tamabil highway since Monday. Now transport workers union leaders have decided to enforce the strike in entire district from Wednesday as our demands are not met.'

Mainul claimed that all organisations of the transport sector extended solidarity with n their movement.

On Saturday evening, local people of greater Jainta, including Jaintapur, Goainghat and Kanaighat upazilas and two unions of Companiganj upazila, held an emergency meeting at Darbast Bazar Mosque and decided to resist movement of buses on the Sylhet-Tamabil highway on Sunday protesting at the Friday's accident.

The meeting alleged that the accident was caused by reckless driving of the bus and also demanded steps against the unskilled and unregistered drivers having no licence to drive any motorised vehicles.

Jaintapur upazila chairman Kamal, also president in the upazila unit of ruling Awami League, told New Age that the people of Greater Jainta do not want to be hostage to the ill motivated syndicate of the bus workers.

Senior residents of the greater Jainta also held another emergency meeting Monday night and decided that no movement of buses would be allowed on the highway until Mainul Hossain and District Bus Owners Association leaders apologised to the people of greater Jainta, he said.

All others types of vehicles, except buses, will ply the roads and if anyone tries to obstruct the transport movement, greater Jainta people will resist the attempt, the upazila chairman said referring the meeting.

'The next meeting of the greater Jainta will be held on Thursday to decide the next course of action,' he said.

NEWAGE TUESDAY, JULY 11, 2023,

Combined Garment Workers Federation brings out a procession in the capital on Monday demanding cancelling bail of Rana Plaza owner Sohel Rana and justice for the Rana Plaza disaster victims. — New Age photo

NEWAGE SATURDAY, JULY 15, 2023,

Immediate increase in RMG workers' wage demanded

Staff Correspondent

POLITICIANS, lawyers, and garment workers' labour leaders called on the government and garment factory owners to raise garment workers' wages immediately at a rally in Dhaka on Friday.

More than 40 lakh garment workers in the country are getting poor wages, by which they could not run their families, facing price hikes of essential commodities, so there was no alternative to increasing their wages without any delay, they said.

Garment Sramik Samahti organised the rally in front of the National Museum at Shahbagh, where the president of the organisation Taslima Akhter chaired it.

Ganosamhati Andolan chief coordinator Zonayed Saki said that the garment workers of the country were suffering immensely to run their families, facing abnormal price hikes of essential commodities.

So, the government and garment factory owners should increase their wages immediately, Zonayed Saki added.

He called on the garment labour rights bodies to organise wage movements to increase the wages of the garment workers.

Lawyer Jyotirmoy Barua said that garment factory owners should increase the wages of garment workers so that they could run their families and work more to increase production in the factories.

Taslima Akhter demanded the immediate announcement of the wage board for increasing the wages of the garment workers.

She demanded that the minimum wage be Tk 25,000 per month.

She also demanded that the garment owners give a 60 per cent dearness allowance to the workers before the effect of the new wage board award.

Garment Sramik Samhati general secretary Babul Hossain called on the garment workers' rights bodies to be united in waging movements for increasing wages for the garment workers.

Labour leaders Sohela Rumi, Rupali Akter, Anjan Roy, Mizanur Rahman, Arsadul Islam and Liza Akter, among others, spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that ended in front of the National Press Club.

Several hundred garment workers with banners and festoons took part in the programme.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন picture

Bangladesh Garment Sramik Samhati organises a rally in front of the National Press Club in Dhaka on Friday demanding Tk 25,000 in minimum wage. — New Age photo

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০২৩,

গাজীপুরে বিক্ষোভ করে বেতন আদায় করলেন শ্রমিকেরা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুর মহানগরীর বাসন এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মুনলাক্স কম্পোজিট গার্মেন্টস লিমিটেড নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সন্ধ্যার মধ্যে বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সন্ধ্যায় বেতন নিয়ে বাসায় ফেরেন শ্রমিকেরা।

পুলিশ ও শ্রমিকেরা জানান, কারখানাটিতে প্রায় ৫০০ শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিকদের জুনের ১৫ দিনের বেতন বকেয়া রয়েছে। শ্রমিকেরা গতকাল সোমবার সকাল আটটায় কারখানায় এলেও কাজে যোগ না দিয়ে ওই বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। জুনের ১৫ দিনের বেতন গতকাল দুপুর ১২টার আগেই পরিশোধের কথা থাকলেও মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হয়। পরে আন্দোলনরত শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও বাসন থানা পুলিশের দুটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে গতকাল সন্ধ্যার মধ্যে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়। পরে শ্রমিকেরা বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন। সড়কে যানবাহন চলাচলও স্বাভাবিক হয়। সন্ধ্যা সাতটা থেকে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে সবাইকে বেতন দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩১ আষাঢ় ১৪৩০
Dhaka : Saturday 15 July 2023

মানববন্ধনে গণমাধ্যমকর্মীরা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পেশাগত দায়িত্ব পালনে হুমকি তৈরি করছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। আইনটি সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে হুমকি সৃষ্টি করছে। অন্যায়ের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এ আইন। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বাস দেয়ার পরও সাংবাদিকদের হয়রানি করা হচ্ছে।

গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারা মোড়ে 'আমরা গণমাধ্যমকর্মী' আয়োজিত এক মানববন্ধনে এসব কথা বলা হয়। আরটিভির সাংবাদিক অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার প্রতিবাদে এ মানববন্ধন হয়।

রাজারবাগ দরবার শরিফ ও এর নেতা শাকেরুল কবিরের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারের পর চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে অধরা ইয়াসমিন ও তার সোর্সের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

মানববন্ধনে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেছিলেন, সংশোধন হবে। যেদিন আইন সংসদে উত্থাপিত হয়, সেদিন মোস্তাফা জব্বার (ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী) বলেছিলেন, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনটি করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের এই দুই মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলেছেন। এরপর আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, কোথাও যদি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়, তাহলে তিনি সেই মামলা পরিচালনা করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি মামলাও তাকে পরিচালনা করতে দেখিনি।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ১৮, ২০২৩

কলাপাড়ায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিকদের হামলায় আহত ২০

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আরপিসিএল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিকদের হামলায় নিরাপত্তাকর্মীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় ভাংচুর করা হয়েছে অফিসসহ একাধিক যানবাহন। মূলত বেতন-ভাতা নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে শ্রমিক ওবায়দুল, শাহীন মোল্লা, নিরাপত্তাকর্মী রাকিবুল ও জিদানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেতন-ভাতা নিয়ে গতকাল সকালে দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এ সময় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দিলে শ্রকিমকরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে চীনাদের অফিস ভাঙচুর করে। পরে কলাপাড়া থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী আহম্মদ জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে দুই পক্ষের সমঝোতায় আলোচনা হয়েছে। আহতদের পটুয়াখালী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল • মঙ্গলবার ১৮ জুলাই ২০২৩

ভোলা বরিশালে ক্ষোভ প্রতিবাদে লংমার্চ আজ

সিলিন্ডারে গ্যাস যাবে শিল্পকারখানায়

সুমন চৌধুরী, বরিশাল

ভোলার গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে রাজধানীর শিল্পকারখানায় সরবরাহ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে দক্ষিণের জেলা ভোলা ও বরিশালে। ওই ক্ষোভ থেকে সম্প্রতি গঠন হয়েছে 'ভোলার গ্যাস রক্ষায় দক্ষিণাঞ্চলের নাগরিক আন্দোলন।' এই আন্দোলনের নেতাদের দাবি, ভোলার গ্যাস দিয়ে আগে ভোলা-বরিশালে শিল্পায়ন করতে হবে, এর পর তা অন্য কোথাও যাবে। সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার বরিশাল ও ভোলায় লংমার্চ করবেন তাঁরা।

নাগরিক আন্দোলনের নেতারা বলেন, বরিশালের মানুষ দরিদ্র। এর অন্যতম কারণ এখানে শিল্পকারখানা নেই। ভোলা ও বরিশালে গ্যাসভিত্তিক শিল্পকারখানা হলে ওই অবস্থা থেকে উত্তোরণ সম্ভব হবে। আজকের লংমার্চের পর বিভাগের ছয় জেলা থেকে ভোলামুখী লংমার্চ হবে বলে জানান তারা।

আন্দোলনের সদস্য সচিব বরিশালের বাসদ নেত্রী ডা. মণীষা চক্রবর্তী বলেন, বাপেক্সের সিদ্ধান্ত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বার্থবিরোধী। এটি এক ধরনের প্রতারণা।

সংগঠনের আহ্বায়ক ভোলা কমিউনিষ্ট পার্টি নেতা মোবাশ্বের উল্লাহ বলেন, ভোলার গ্যাস দিয়ে সবার আগে ভোলায় সার কারখানা, ফিশিং জোন, কৃষি জোন এবং একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল করতে হবে।

যেভাবে রাজধানীতে যাবে ভোলার গ্যাস

কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) হিসেবে সিলিন্ডার ভরে ভোলার গ্যাস ঢাকার শিল্পকারখানায় পৌঁছে দেবে বেসরকারি কোম্পানি ইন্ট্রাকো।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, সিএনজি করে গ্যাস বাইরে নেওয়ার নতুন ধারা শুরু হচ্ছে। ভোলার মানুষও অবশ্যই গ্যাস পাবে, এটা তাদের অধিকার। অনুষ্ঠানে ভোলা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম বলেন, ভোলার মানুষ তাদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করছে।

আন্দোলনে নেই ব্যবসায়ী নেতারা

ভোলার গ্যাস রাজধানীতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে নেই ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে ডা. মণীষা চক্রবর্তী বলেন, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা।

দৈনিক ইত্তেফাক • সোমবার, ২ শ্রাব[ণ] • ১৭ জুলাই ২০২৩

অস্থায়ী রেলশ্রমিকদের অবরোধ প্রত্যাহার

পাঁচ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল শুরু

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর কাওরান বাজারে এফডিসি এলাকার রেলপথ অবরোধের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর তুলে নিয়েছেন রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকেরা। গতকাল রবিবার দুপুরে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) জাহাঙ্গীর হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের আশ্বাস দিলে তারা রেলপথ থেকে সরে দাঁড়ান। এ সময় তেজগাঁও জোন পুলিশের এডিসি হাফিজ আল ফারুকও উপস্থিত ছিলেন। পরে জিএম জাহাঙ্গীর শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে হেঁটে রেল ভবনের উদ্দেশে রওনা হন।

শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে জিএম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল জুন মাসের পর আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার। সেই আউটসোর্সিং কোম্পানির জন্য টেন্ডার ডকুমেন্টে আমরা শর্ত দিয়ে দিয়েছি, আমরা অভিজ্ঞ লোক চাই। আপনারা যারা এখানে আন্দোলন করছেন, তাদের আমরা অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দেব। একই সঙ্গে আমরা আউটসোর্সিং কোম্পানিকে বলব, যেন আপনাদের তারা নিয়োগ দেয়। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আমরা আপনাদের রেলওয়েতে নিয়োগ দেব।' এডিসি হাফিজ আল ফারুক শ্রমিকদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'আপনাদের (আন্দোলনকারী) সঙ্গে কথা বলতে বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জিএম এখানে এসেছেন। তিনি বলেছেন, রেলে আউটসোর্সিংয়ে লোকবল নিয়োগের সময় অভিজ্ঞদের প্রাধান্য দেবেন। পাশাপাশি আগে যারা অস্থায়ীভাবে চাকরি করতেন, তাদেরও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের অফিসে বসে করতে হবে। এটা রেললাইনে বসে করার জিনিস নয়।'

গতকাল রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে তারা রেলপথ ছেড়ে দেন। এর আগে সকাল ১০টায় তারা রাজধানীর এফডিসি রেলক্রসিং এলাকায় রেলপথ অবরোধ শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে বিএফডিসি রেলগেট এলাকায় রেললাইনের ওপর অবস্থান নেন রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকেরা। এ সময় তিতাস কমিউটার ট্রেন আটকে দেন তারা। মূলত বাংলাদেশে রেলেওয়ের নিয়োগ পাওয়া অস্থায়ী শ্রমিকদের (টিএলআর) চাকরি ফেরত দেওয়া, স্থায়ীকরণ, আউটসোর্সিং প্রথা বাতিল করা এবং নিয়োগবিধি ২০২০ সংশোধন করে আগের মতো চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ বহাল রাখার দাবিতে ট্রেন আটকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন অস্থায়ী শ্রমিকেরা।

অস্থায়ী রেলশ্রমিকদের অবরোধ চলাকালে বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল। গতকাল এফডিসি এলাকায় —ইত্তেফাক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৮ জুলাই ২০২৩

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে জাবিতে কর্মচারীদের ধর্মঘট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরা অবস্থান ধর্মঘট ও পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ ধর্মঘট শুরু হয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কর্মসূচি চলছিল। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত একটানা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আন্দোলনরত শেখ হাসিনা হলের মালি শরিফুল ইসলাম বলেন, আমি ১১ বছর ধরে দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরিভিত্তিতে কাজ করছি। বর্তমানে এ টাকা দিয়ে পরিবারের খরচ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে কষ্ট হচ্ছে। আমরা চাই, আমাদের চাকরি স্থায়ী করা হোক। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিন আমাদের এই ধর্মঘট চলবে।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২২ জুলাই ২০২৩।

অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিল শ্রমিক স্বার্থবিরোধী

টিইউসির শ্রমিক সমাবেশে বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

'অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিলের মাধ্যমে সরকার শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ আমাদের দেশের সংবিধান, শ্রম আইন, আইএলও কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। এই বিলটি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ ৯ দফা দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে অবিলম্বে স্থায়ী মঞ্জুরি কমিশন গঠন এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী 'অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিল-২০২৩' প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বলেন, 'দেশের সাত কোটি ৩৬ লাখ শ্রমজীবী মানুষই উৎপাদন ও অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এসব শ্রমজীবী মানুষ আজ এক চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় দিন যাপন করছেন। শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর পর পর সেক্টরভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং বৃদ্ধি করার কথা থাকলেও নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আওতাধীন এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলোর মজুরি গত ১৫ বছরেও পুনর্নির্ধারিত হয়নি বা বাড়েনি।'

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে টিইউসির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবির ফয়সালা করতে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন নেই। এটা নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হলে সব শ্রমিকের অধিকার অর্জিত হয়।'

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৫ জুলাই ২০২৩।

ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও আবাসন স্থাপনের দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্যানারি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দ্রুত হাসপাতাল স্থাপনের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে সাভারের ট্যানারি পল্লীতে শ্রমিকদের থাকার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডির একটি হোটেলে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং সলিডারিটি সেন্টার এবং বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে এমন দাবির কথা জানানো হয়।

'চামড়া শিল্প : বর্তমান অবস্থা, আইনি সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক শিরোনামে ওই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ লেবার রাইটস রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান।

সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন সলিডারিটি সেন্টার-বাংলাদেশ অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক ও বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।

সলিডারিটি সেন্টার-বাংলাদেশ অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের অপুষ্টি রোধে মজুরি বাড়ানোর পাশাপাশি কারখানায় শ্রমিকদের উন্নতমানের খাবার দিতে হবে। তিনি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার এবং নিয়োগকর্তাদের অনুরোধ করেছিলেন।

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ৭ শ্রাবণ ১৪৩০
Dhaka : Saturday 22 July 2023

২০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, নিত্যপণ্যের দাম কমানো, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ ৯ দফা দাবিতে গতকাল রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র —সংবাদ

বণিক বার্তা
সোমবার, জুলাই ২৪, ২০২৩।

আশুগঞ্জ সার কারখানা

গ্যাস সরবরাহের দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। গতকাল সকালে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত প্রধান ফটক দিয়ে কারখানা থেকে সার সরবরাহ বন্ধ ছিল।

মানববন্ধন শেষে প্রতিবাদ সমাবেশে আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি বাবুল মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবীর হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সিনিয়র সহসভাপতি তৈমুর রহমান, সাবেক সভাপতি সোহরাব হোসেন প্রমুখ।

কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা জানান, গত ১ মার্চ থেকে কারখানার ওভারহোলিংয়ের জন্য দুই মাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ওভারহোলিং শেষে মে মাস থেকে কারখানা চালু করতে চাইলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ। এতে প্রায় পাঁচ মাস ধরে উৎপাদন বন্ধ থাকায় কারখানার যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই কারখানাকে বাঁচাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন।

NEW AGE TUESDAY, JULY 25, 2023

Workers of 2 tea gardens continue strike

Staff Correspondent · Sylhet

THE workers of Imam Tea Garden and Bawani Tea Garden at Nabiganj upazila of Habiganj on Monday continued their indefinite strike for second consecutive day to press home their five-point demand including immediate payment of their due wages.

They gathered in front of the Imam Tea Garden's office in the morning and staged a sit-in there for two hours between 11:00am and 1:00pm to drum up support in favour of their demands, the agitating workers said.

Bawani Tea Garden Panchayet Committee president Rambhajan Rabidash told New Age in the afternoon that they will continue the strike until meeting their demands.

'What we will get by joining the work. Let alone the arrear salaries, the garden authorities even did not pay the weekly wages for the past week, forcing us to begin the movement,' he said.

The five-point demands include payment of their due wages and festival allowances, reimbursement of the provident fund, ensuring their house rent and medical allowances.

The agitating workers alleged that the leaseholders of the gardens did not take any effort to disburse their arrear wages of Tk 81.59 lakh and festival allowances of Tk 14.47 lakh that was remained due since the fiscal year 2019.

Even the garden authorities have not paid the amount from the provident fund to 35 workers, who retired by this time as the authorities already embezzled Tk 55.89 lakh from the fund, they alleged.

Tea Garden Workers' Union leader Subhas Rabidas told New Age that they were informed from the Habiganj deputy commissioner office to sit with district administration on Wednesday to discuss the issues.

'A way to solve the workers' crisis may come out of the sitting,' he said.

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার, ৯ শ্রাবণ ২৪ জুলাই ২০২৩

জাবিতে চাকরি স্থায়ীকরণ দাবিতে কর্মচারীদের ধর্মঘট অব্যাহত

অসুস্থ ১২

■ জাবি সংবাদদাতা

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। এদিকে অবস্থান ধর্মঘটের সপ্তম দিনে ১২ জন কর্মচারী অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

গতকাল রবিবার বিকালে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন কর্মচারীরা। এর আগে, গত সোমবার সকাল নয়টায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

কর্মচারীরা জানান, গত সোমবার থেকে দিনরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করছেন তারা। ফলে তীব্র গরম ও মশার কামড়ে এখন পর্যন্ত ১২ জন কর্মচারী অসুস্থ হয়েছেন। যাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বর, সর্দি, কাশি ও হাঁপানিজনিত রোগে ভুগছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় অবস্থান করছেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের চাকরি স্থায়ী করার দাবি না মানা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

তাদের ভাষ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৪২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী আছেন। তারা আগে দিনপ্রতি ৩৩০ টাকা মজুরি পেতেন, যদিও পরে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মজুরি ৪০০ টাকা করা হয়।

এদিকে গত মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. নূরুল আলম, সাবেক উপাচার্য ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরসহ অন্য শিক্ষকরা কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন তারা কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যাপারে মৌখিক আশ্বাস দেন। এছাড়া আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত সময় চান। তবে মৌখিক আশ্বাসে অবস্থান ধর্মঘট বন্ধ করেননি কর্মচারীরা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. নূরুল আলম বলেন, 'দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের মধ্যে পাঁচ জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন হলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইউজিসি থেকে যে পদগুলো দিয়েছে, সেখানে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের অনেকের যোগ্যতা মিলছে না। তাই সবার চাকরি স্থায়ী করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ইউজিসি থেকে পদ পাওয়া সাপেক্ষে তাদের চাকরি স্থায়ী করার চেষ্টা করব।'

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার, ৯ শ্রাবণ ১ ২৪ জুলাই ২০২৩

বকেয়া বেতনের দাবিতে বরিশালে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ বরিশাল অফিস

সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বরিশালে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা। ফলে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। এত করে চরম বিপাকে পরে সাধারণ যাত্রীরা। পরে সোনারগাঁও টেক্সটাইল ও প্রশাসনের আশ্বাসে সড়ক থেকে সরে যান আন্দোলনরত শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সড়ক অবরোধে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন, বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্য সচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, সদস্য সন্তু মিত্র, সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মাসুম গাজী, সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরানসহ প্রমুখ।

শ্রমিকদের করা দাবির বিষয়ে সোনারগাঁও টেক্সটাইলের মহাব্যবস্থাপক মো. শামীম, মেট্রোপলিটন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আলোচনা করে শেষে জানানো হয়, আগামী ১ আগস্ট কারখানা খোলা ও বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। তবে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ১ আগস্ট কারখানা না খুললে আরো কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কালের কণ্ঠ সোমবার । ২৪ জুলাই ২০২৩

ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের ক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা থেকে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সব শ্রমিককে সম্পৃক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মুনির চৌধুরী মিলনায়তনে সভায় দেশের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা অংশ নেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৩

বকেয়া বেতন দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ন্যাশনাল সার্ভিসের এক কর্মচারীর দুই মাসের বকেয়া বেতন ও কর্মস্থলে পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে একা দাঁড়িয়ে তিনি এ মানববন্ধনে অংশ নেন। এতে তিনি দাবি করেন, বেকার সমস্যা দূর করতে সরকারের পাইলট প্রকল্প 'ন্যাশনাল সার্ভিস' কর্মসূচিতে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর চাকরিতে মনোনীত হন। চাকরিতে মনোনীত হওয়ার পর যুব উন্নয়ন অফিস থেকে তাকে পদায়ন করা হয়। -ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক মঙ্গলবার, ১০ শ্রাবণ ২৫ জুলাই ২০২৩

সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির প্রতিবাদে সমাবেশ

বিএফইউজে—বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) আজ মঙ্গলবার ২৫ জুলাই সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির প্রতিবাদে এক সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশে যোগদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ জুলাই ২০২৩,

শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি

শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি সংগঠন। গত শনিবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক নির্মাণশ্রমিক মারা যান। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জাতীয় ছাত্রদল এ দাবি জানায়। প্রতিনিধি, সিলেট

NEW AGE

SATURDAY, JULY 22, 2023, SHRABAN 7, 1430 BS

Bangladesh Trade Union Centre brings out a procession, demanding the minimum wage for the garment workers Tk 20,000 per month and the withdrawal of the Essential Services Bill, in Dhaka on Friday. — New Age photo

BTUC demands Tk 20,000 as minimum wage for RMG workers

Staff Correspondent

THE leaders of Bangladesh Trade Union Centre demanded the minimum wage for the garment workers Tk 20000 per month and the withdrawal of essential services bill at a rally held in front of the National Press Club on Friday.

Presided over by the BTUC president Shahidullah Chowdhury, central leaders of the organisation, including Wajedul Islam Khan, Mahbub Alam, Abul Kalam Azad, Abur Razzak and Shahida Parveen spoke at the rally.

The garment workers are facing problems to run their families due to abnormal price hikes of essential commodities, so their wage should be revised immediately, said Shahidullah Chowdhry.

General secretary of the organisation, Wajedul Islam Khan demanded the withdrawal of essential services bill as it would size the democratic rights of the workers.

The rally was followed by a protest procession that paraded different city roads.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার ॥ ১৯ জুলাই ২০২৩

কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

রাজধানীতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরে গতকাল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। কর্ণফুলী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে তারা সড়ক অবরোধ করেন।

গতকাল বেলা পৌনে ১১টায় মিরপুর ১১ নম্বরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিকরা। এতে প্রধান সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ফলে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন। আন্দোলনরতদের দাবি, টাকা না দিয়ে অফিসে তালা মেরে পালিয়েছেন কর্ণফুলী মাল্টিপারপাসের কর্মকর্তা

রাজধানীতে পোশাক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ও কর্মচারীরা। সেখানে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এর আগে ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া আলোচিত কর্ণফুলী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছিল র‌্যাব। ওই সময় অস্ত্র, মাদক, জাল টাকা, দুটি দামি গাড়িও জব্দ করা হয়। পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, মিরপুর ১১ নম্বরের সড়ক বন্ধ করে কিছু লোকজন বিক্ষোভ করেছেন।

ভুক্তভোগী মানিক বলেন, আমি তিন বছর ধরে কো অপারেটিভ সমিতির কাছে ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা পাই। এখন পর্যন্ত টাকা আদায় করতে পারিনি। আমার মতো এই সমিতির আরও প্রায় ১০ হাজার গ্রাহক আছেন। এই গ্রাহকরা প্রায় সবাই কম-বেশি করে ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা পাই এই সমিতির মালিক জসিম উদ্দিনের কাছে। আমেনা বেগম নামে আরেক ভুক্তভোগী বলেন, আমিও টাকা পাই এই সমিতির মালিকের কাছে। টাকা দেওয়ার নাম করে চেক দিয়েছে। সেই চেক দিয়ে এখন পর্যন্ত টাকা তুলতে পারেনি। টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। পাওনা টাকা আদায়ের দাবিতে আমরা আজকে সবাই মিলে রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৩

কৃষিশ্রমিকদের ১৩ দফা

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর বারাদী বীজ উৎপাদন খামারে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নিয়মিতকরণ ও বাৎসরিক দুটি উৎসব ভাতা প্রদানসহ ১৩ দফা দাবিতে মানববন্ধন, অনশন ও র‌্যালি অব্যাহত রেখেছে। গতকাল খামার অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৪ শ্রাবণ
১৯ জুলাই ২০২৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরা —ইত্তেফাক

জাবিতে চাকরি স্থায়ীকরণ দাবিতে কর্মচারীদের অবস্থান ধর্মঘট

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীরা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা। এর আগে, গত সোমবার সকাল ৯টায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, কাঁথা-বালিশ বিছিয়ে নতুন প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকের সামনে শুয়ে আছেন কর্মচারীরা। গত সোমবার সারা রাত তারা সেখানেই অবস্থান করেছেন বলে জানান। অবস্থান নেওয়া শ্রমিকেরা বলছেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি না মানা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

কর্মচারীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৪২ জন অস্থায়ী কর্মচারী আছেন। যাদের দৈনিক ৪০০ টাকা হারে মজুরি দেওয়া হয়। তারা ২০২০ সাল থেকে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে তিনবার প্রশাসনকে স্বারকলিপি প্রদান করেন। একই দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন তারা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের চাকরি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণের আশ্বাস দেন।

সর্বশেষ চলতি বছরের ২ জানুয়ারি চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন তারা। তখন প্রশাসন ছয় মাসের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন হল, বিভাগ ও অফিসসমূহে নিয়োগের মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে অনশন স্থগিত করেন তারা।

NEW AGE
SUNDAY, JULY 23, 2023

Two Habiganj tea garden workers to begin strike today

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of two tea gardens at Nabiganj upazila in Habiganj on Saturday announced that they would start an indefinite strike from Sunday to press home their five-point demand for immediate payment of their due wages.

The workers' leaders announced the programme in the afternoon after withdrawal of their blockade from the Dhaka-Sylhet highway at around 2:00pm on assurance from the local upazila administration to meet their demands.

Earlier on the day, they began demonstration blocking the highway at Rokanpur Bazar of Nabiganj upazila at around noon to press for the demands.

The demands include payment of their due wages and festival allowances, repayment from their provident funds, ensuring their house rent and medical allowances, the agitating garden workers said.

Tea garden worker leader Subhas Rabidash told New Age that the leaseholder group, which runs the both the gardens, failed to run the gardens for long due to mismanagement.

He said that the two gardens had 660 workers and that they had been pressing for their demands since January.

'Not only arrears in the past, the authorities failed to pay the weekly wages for the past week that ended on Thursday. That is why the workers began agitation on Saturday and blocked the highway,' he said.

Bawani Tea Garden Workers president Gopen Jhara said that they would start boycotting work from Sunday and continue their movement until their demands were fulfilled.

Manager of the two tea gardens, Fakhrul Islam, said that the demands of the workers were logical and said that he was trying to meet their demands through discussing with the leaseholders.

Nabiganj upazila nirbahi officer Imran Shahriar said that they convinced the tea garden workers to withdraw the road barricade and assured them of taking steps to fulfil their demands.

যুগান্তর | রোববার ২৩ জুলাই ২০২৩
৮ শ্রাবণ ১৪৩০

নবীগঞ্জে ৭ দফা দাবি

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

বকেয়া মজুরি, চিকিৎসা ও স্থায়ী বাসস্থানসহ সাত দফা দাবিতে শনিবার নবীগঞ্জ উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। এ সময় মহাসড়কে দেড় ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। তীব্র গরমে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে চা শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন বালিশিরা ভ্যালির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শুভাশিষ দাশ বলেন, ইমাম ও বাওয়ানী চা বাগানের মালিকপক্ষ চা শ্রমিকদের সঙ্গে বৈষম্য করছে, বার-বার আশ্বাস দিয়েও টালবাহানা করছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী উপজেলার ইমাম ও বাওয়ানী বাগানের শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রোকনপুরবাজার এলাকায় অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। তবে পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নিয়েছেন। ইমাম ও বাওয়ানী চা বাগানের মহাব্যবস্থাপক ফখরুল ইসলাম বলেন, মালিকপক্ষ নানা অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিকরা জানান, উপজেলার পানিউমদা ইউনিয়নে ইমাম ও বাওয়ানী চা বাগান মালিকপক্ষ শ্রমচুক্তি অনুযায়ী ৩৬০ জন শ্রমিককে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করছেন না। ২৫ জুন ইমাম টি এস্টেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষ তা আমলে না নেওয়ায় ৩-১১ জুলাই তারা কর্মবিরতি পালন করেন। এরপর শ্রীমঙ্গল বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তরের সমঝোতায় বৈঠকে বসে ইমাম টি এস্টেট লিমিটেড ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। এ সময় ইমাম টি এস্টেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান জিকে মাইনুদ্দিন চৌধুরী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ, ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা ৩০ আগস্টের মধ্যে পিএফ কার্যালয়ে কিস্তি আকারে জমাসহ সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সই হয়। এরপর মালিকপক্ষ ২০ জুলাই বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দেয়। কিন্তু বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি। এছাড়া ১২-২০ জুলাই পর্যন্ত আট দিনের মজুরিও শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। এ কারণে শুক্রবার থেকে শ্রমিকরা আবার কর্মবিরতি পালন শুরু করেন।

৭ দাবিতে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ যুগান্তর

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৭ জুলাই ২০২৩

কৃষিশ্রমিকদের ১৩ দফা

গাজীপুর প্রতিনিধি

বিএডিসি ও গবেষণা ফার্মে কর্মরত সব অনিয়মিত শ্রমিককে নিয়মিতকরণ ও দৈনিক মজুরি বৃদ্ধিসহ ১৩ দফা বাস্তবায়নে ১০ দিনের কর্মসূচি দিয়েছে কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন। গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সামনে গতকাল শ্রমিকরা দাবি বাস্তবায়নে মানববন্ধন করেন। দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৬ জুলাই ২০২৩

সাত চা-বাগান থেকে অবৈধ বালু তোলায় ফুঁসে উঠেছেন শ্রমিকরা

বাহুবলে চা-বাগান ধ্বংস করে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন শ্রমিকরা। এর অংশ হিসেবে ফয়জাবাদ চা-বাগানের শ্রমিকদের আয়োজনে 'বাগান বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও' এ স্লোগানে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন সাতটি বাগানের শ্রমিকরা। গতকাল রশিদপুর চা-বাগানে এ কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কামাইছড়া বালুমহাল ইজারা দিয়েছে প্রশাসন। এতে রশিদপুর চা-বাগানের ভিতরে বালু উত্তোলন করা হলে বাড়িঘর ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর আগেও বন্যায় ওই এলাকার ৩২টি ঘর ধসে পড়ে। বালু উত্তোলন করা হলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বেন চা-শ্রমিকরা। হুমকির মুখে রয়েছে চা-শিল্প। তাই এসব বন্ধে এখনই প্রশাসনকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। রশিদপুর চা-বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি নৃপেন চাষা এতে সভাপতিত্ব করেন। -হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১৬ শ্রাবণ
৩১ জুলাই ২০২৩

শ্যামপুর চিনিকল পুনরায় চালুর দাবিতে স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

আগামী ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রংপুর আগমনে জেলার একমাত্র ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছে শ্যামপুর চিনিকল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। এই দাবিতে তারা প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। রবিবার সকালে রংপুরের জেলা প্রশাসক মোবাশ্বের হোসেনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে আরডিআরএস এ বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি বরাবর স্মারকলিপি দেন নেতৃবৃন্দ।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে শ্যামপুর চিনিকল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বলেন, দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর সফরে আসছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আকুল আবেদন, জনসভা থেকে যেন রংপুর জেলার একমাত্র প্রাচীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান মাড়াই স্থগিতকৃত শ্যামপুর সুগার মিলস্ লিমিটেডকে পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর চিনিকল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি আক্তারুল বাদশা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাজাহান সরকার ডাবলু, আখচাষি সমিতির সভাপতি এমদাদুল হকসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

NEWAGE MONDAY, JULY 31, 2023,

Strike in two Habiganj tea gardens continue for 8th day

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of Imam Tea Garden and Bhabani Tea Garden of Nabiganj upazila in Habiganj continued their indefinite strike for the eighth consecutive day on Sunday to press home their five-point demand, including immediate payment of their due wages.

They gathered in front of the office of Imam Tea Garden in the morning and staged demonstrations, including staging a sit-in, bringing out a procession and holding a rally on the day to drum up support in favour of their demands, the agitating workers said.

Bhabani Tea Garden Panchayet Committee general secretary Debul Tantubai told New Age in the afternoon that they waited till the late afternoon for receiving their due wages from the garden authorities.

'The garden owners did not take any steps in this regard though they on Thursday ensured that they would pay a portion of the due wages of the workers by Sunday,' he alleged.

The five-point charter of demands include payment of their due wages and festival allowances, reimbursement of the provident fund, ensuring their house rent and medical allowances.

The agitating workers alleged that the authorities of the gardens did not take any effort to disburse their wage arrears of Tk 81.59 lakh and festival allowances of Tk 14.47 lakh that remained due since the financial year 2019.

Even the garden authorities did not pay the amount from the provident fund to 35 workers, who retired by this time as the authorities had already embezzled Tk 55.89 lakh from the fund, they alleged.

Manager of the gardens that run by the same group of leaseholders, Md Fakhrul Islam, could not be reached over the mobile phone for his comment despite repeated attempts in the afternoon.

NEWAGE WEDNESDAY, JULY 26, 2023,

Tea garden workers stage demonstrations in Habiganj

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of two tea gardens at Nabiganj upazila in Habiganj continued their indefinite strike for the third consecutive day on Tuesday to press home their five-point demand, including immediate payment of their due wages.

Workers of Rashidpur Tea Garden at Bahubal upazila in the same district, meanwhile, also staged demonstrations demanding immediate steps to cancel the lease order of commercial sand extraction from a canal at the tea garden.

The workers of Imam Tea Garden and Bawani Tea Garden of the Nabiganj upazila gathered in front of the factory of the Imam Tea Garden in the morning and staged a sit-in there for two hours between 10:00am and 12:00 noon to press for their five-point demand.

The five-point charter of demands include payment of their due wages and festival allowances, reimbursement of the provident fund, ensuring their house rent and medical allowances.

The agitating workers during the sit-in shouted slogans to drum up support in favour of the demands and claimed that they would not join work until meeting their demands.

They alleged that the leaseholders of the gardens did not take any effort to disburse their arrear wages of Tk 81.59 lakh and festival allowances of Tk 14.47 lakh that remained due since the financial year 2019.

Bawani Tea Garden Panchayet Committee president Rambhajan Rabidash told New Age in the afternoon that the garden authorities did not pay their wages of the past week forcing them to go for movement.

The workers of Rashidpur Tea Garden at the Bahubal upazila brought out a procession at noon demanding immediate cancellation of the lease order allowing commercial extraction of sand from Kamaichara, a canal that flows through the tea garden.

Workers of several tea gardens, including Fayezabad and Rampur, adjacent to Rashidpur Tea Garden also joined the procession extending their support to the demands.

The processionists also held a rally after parading main roads inside the garden to press for the demands.

They claimed that 32 dwelling houses along the Kamaichara already were damaged in the flood.

If sand is extracted commercially from the quarry of Kamaichara inside the Rashidpur Tea Garden, houses of the tea garden workers would be put at serious risk of collapse, they alleged at the rally.

The tea garden worker leaders claimed that they would go for a tough movement if their demands were not met.

Among others, Fayezabad Tea Garden manager Syed Saklayeen, Rampur Tea Garden manager Md Shafik Miah, Rashidpur Tea Garden Panchayet Committee president Nripen Chasha and Rampur Tea Garden Panchayet Committee president Champalal Rabidash addressed the rally.

Contacted, Bahubal upazila nirbahi officer Mahua Sharmin Fatema told the Kamaichara has been leased out for extracting sand by the ministry concerned.

'We already have sent a letter to the higher authorities in this regard' she said.

NEW AGE FRIDAY, JULY 28, 2023,

Strike in two Habiganj tea gardens continue for 5th day

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of two tea gardens at Nabiganj upazila in Habiganj on Thursday continued their indefinite strike for the fifth consecutive day to press home their five-point demand, including immediate payment of their due wages.

The workers of Imam Tea Garden and Bhabani Tea Garden gathered in front of the Imam Tea Garden's office at about 11:00am and staged a sit-in there up to 1:00pm to drum up support in favour of their demands, the agitating workers said.

Bhabani Tea Garden Panchayet Committee general secretary Debul Tantubai told New Age in the afternoon that they would continue their strike until receiving payment of their wage arrears.

The five-point charter of demands include payment of their due wages and festival allowances, reimbursement of the provident fund, ensuring their house rent and medical allowances.

The agitating workers alleged that the authorities of the gardens did not take any effort to disburse their due wages of Tk 81.59 lakh and festival allowances of Tk 14.47 lakh that remained due since the financial year 2019.

Even the garden authorities had not paid the amount from the provident fund to 35 workers, who retired by this time as the authorities had already embezzled Tk 55.89 lakh from the fund, they alleged.

Imam and Bhabani tea gardens' chairman GK Mahiuddin Chowdhury Ratan on Wednesday agreed to pay a portion of the wage arrears by Sunday.

The workers, however, said that they would withdraw their strike after getting the payment.

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩
২৯ জুলাই ২০২৩

রূপগঞ্জে ইটভাটার সুপারভাইজার হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর এলাকার আরবিবি ইটভাটার সুপারভাইজার হাবিবুর রহমান সবুর হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ঢাকা-রূপগঞ্জ-কালীগঞ্জ সড়কের দাউদপুর এলাকায় নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী এ মানববন্ধন করে। এক পর্যায়ে তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঐ সড়ক অবরোধ করে রাখে। পুলিশ এসে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়। পুলিশ জানায়, পূর্বশত্রুতার জেরে গত ১০ জুলাই ইটভাটার সুপারভাইজার হাবিবুর রহমান সবুরকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে জাকারিয়া ১০ জনকে আসামি করে রূপগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন। রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ এফ এম সায়েদ বলেন, এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : ইটভাটার সুপারভাইজার হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক শুক্রবার, ১৩ শ্রাবণ ১
২৮ জুলাই ২০২৩

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা করার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে পোশাকশ্রমিকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সাভারে ধসে পড়া রানা প্লাজার সামনে এ শ্রমিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে সংগঠনটি। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রমিক নেতা রফিকুল ইসলাম সুজন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা জরুরি। এছাড়া পোশাকশ্রমিকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ১০ শতাংশ নির্ধারণ, নারী ও শিশুনিরাপত্তা, শিক্ষা, ডে কেয়ার সেন্টার ব্যবস্থা, আবাসন নির্মাণ, নারীশ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি ছয় মাস করে আইন পাশ, ইপিজেডকে শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রম আইন নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন দাবি জানান শ্রমিক নেতারা।

সমকাল ■ শনিবার। ২৯ জুলাই ২০২৩

বন্ধ পাটকল চালু ও বকেয়া না দিলে দুর্বার আন্দোলন

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকদের সঠিক হিসাব অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধ এবং বন্ধ পাটকলগুলো চালু ও আধুনিকায়নের দাবিতে সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে খুলনার খালিশপুর-দৌলতপুর যৌথ কারখানা কমিটির উদ্যোগে খালিশপুর পিপলস গোলচত্বরে এ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫ পাটকলের লোকসানের প্রধান কারণ পাট ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, বিজেএমসির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কনসালট্যান্টদের লুটপাট। অথচ লোকসানের জন্য ওই দুর্নীতিবাজদের বিচারও হয়নি, শাস্তিও পায়নি। উল্টো লোকসানের দায়ভার বর্তেছে সাধারণ পাট শ্রমিকদের ওপর। একদিকে শাসকরা লোকসানের জন্য শ্রমিকদের দায়ী করছে, অন্যদিকে পাটকলগুলো বন্ধের তিন বছর পরও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের কোনো টাকা পরিশোধ করা হয়নি। এতে ওই শ্রমিকরা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খালিশপুর জুট মিল কারখানা কমিটির সভাপতি মনির হোসেন। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৬ জুলাই ২০২৩।

সাত চা-বাগানের শ্রমিকদের বিক্ষোভ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

হবিগঞ্জে বালুমহালের ইজারা বাতিলের দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন সাতটি চা-বাগানের শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বাহুবল উপজেলার রশিদপুর চা-বাগানে শ্রমিকরা বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন। এতে ফয়েজাবাদ, রামপুর, রশিদপুরসহ সাতটি চা-বাগানের শ্রমিকরা অংশ নেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কামাইছড়া বালুমহাল ইজারা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এতে রশিদপুর চা-বাগানের ভেতরের এলাকায় বালু উত্তোলন করা হলে বাড়িঘর ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর আগেও বন্যায় ওই এলাকার ৩২টি ঘর ধসে পড়েছে। বালু উত্তোলন করা হলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বেন চা শ্রমিকরা। রশিদপুর চা-বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি নৃপেণ চাষার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিভিন্ন চা বাগানের নেতারা।

সমকাল
শনিবার। ২৯ জুলাই ২০২৩

নানা দাবিতে শ্রমিক ফ্রন্টের সমাবেশ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শতকরা ১০ ভাগ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়াসহ নানা দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করেছে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা গত বছর থেকে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। দাবির মুখে সরকার নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, বৈষম্য নিরসন ও সমতার নীতি, নিত্যপণ্যের মূল্য, প্রতিযোগী রাষ্ট্রসমূহে মজুরির পরিমাণসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয় বিশ্লেষণ করে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরির কথা বলেছেন বলে জানান তারা। পরে এ দাবিতে একটি মিছিল নগরী প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ। বক্তব্য দেন বাসদের জেলার সদস্য সচিব আবু নাঈম খান বিপ্লব, ফ্রন্টের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সভাপতি রুহুল আমিন সোহাগ, বিসিক শাখার সভাপতি নূর হোসেন সরদার, রূপগঞ্জ থানার সভাপতি সোহেল প্রমুখ।

How far are we in ensuring decent working conditions for domestic workers?

Md Yousuf Al-Mamun
Deputy Director of Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS)

There is a huge demand for domestic workers from city dwellers, but domestic workers must be brought under the protection of labour laws

The ILO Convention 189 concerning decent work for domestic workers is a historic achievement that acknowledges domestic workers as equal to any other workers with the right to an acceptable minimum standard of working conditions. The Convention was adopted on 16 June 2011 at the 100th International Labour Conference in Geneva.

It was the hard work done by domestic workers' organisations that made it possible to get an overwhelming vote for the Convention. Bangladesh is one of the countries that supported the adoption of the Convention as a result of the continuous advocacy of trade unions and civil society.

The government also formulated the Domestic Workers Protection and Welfare Policy, 2015 (DWPWP, 2015) to ensure the rights and dignity of domestic workers.

According to the policy, a Central Monitoring Cell was also formed under the Ministry of Labour and Employment for better coordination among stakeholders.

Despite that, if we look back and analyse the situation in the last 12 years, how much Bangladesh has been able to advance in ensuring the rights and dignity of domestic workers remains unclear.

Statistical data and legal protection

According to the ILO, there are currently at least 67 million domestic workers worldwide, excluding child domestic workers and this number is increasing steadily. As per the information from the International Domestic Workers Federation, there are some 7.4 million children domestic workers under the age of 15 years. In contrast, there are no updated statistics on domestic workers in Bangladesh. It is believed that this number is more than 2.5 million. Their contribution is not calculated separately in the GDP.

No significant reflection of DWPWP, 2015 is found in this sector, although it is a unique policy with a number of salient features that include the provisions of appointment letter, working hours, rest, leave, maternity leave, education and training, action against abuse, monitoring and inspection etc.

Again, no strong enforcement of this policy is evident in the workplace as there is no obligation. Therefore, a demand was sent to the government from the Domestic Workers Rights Network (DWRN) to include domestic workers in the Labour Law-2006 and bring them under the coverage of legal protection.

Existing challenges in accessing justice against torture

A newspaper survey from the Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS reveals that in 2022 a total of 33 domestic workers were victims of humiliation, sexual torture and abuse, leaving 15 killed and 18 injured. Shockingly, most of them were under the age of 18. It was also found that over the last 11 years (from 2011 to 2021) a total of 629 domestic workers were subjected to torture.

Since the formation of the Central Monitoring Cell in 2016, only seven meetings have been called so far, which is not enough in terms of progress. The last meeting was held on 31 March 2022. It is certain that if the monitoring cell is not activated properly then full implementation of the DWPWP, 2015, will not be possible.

Let's look back at the challenges in accessing justice. The causes range from not filing cases at the right time, delaying the submission of evidence, compromising in lawsuits for money, being unable to handle the case due to lack of money, taking advantage of the helplessness of the domestic workers to save the offenders, lack of specific evidence against the criminals etc. Due to all these reasons, the cases are weakened and the criminals also escape justice.

Ratification of necessary Conventions

Apart from Convention 189, the International Labour Conference, in June 2019, adopted Convention 190 concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. The Convention covers all sectors in the public and private, rural and urban, formal and informal, and it protects all workers irrespective of their contractual status. Ratification of these conventions is currently needed as 35 countries of the world have already ratified Convention 189 and 27 countries have ratified Convention 190.

It can be assumed that the government is willing to ratify, but it also requires prior preparation to do so. The government has to come forward to implement that goodwill, for which there is a need to sit together with ILO, trade unions and civil society.

Slow functioning of the Central Monitoring Cell

The Central Monitoring Cell has a vital role in addressing all issues regarding domestic workers because relevant ministries, administrative bodies, trade unions, employers' federations and civil society representatives are involved in this structure to propose direction as per reports and feedback derived from different cells.

However, since the formation of the Central Monitoring Cell in 2016, only seven meetings have been called so far, which is not enough in terms of progress. The last meeting was held on 31 March 2022. It is certain that if the monitoring cell is not activated properly then full implementation of the DWPWP, 2015 will not be possible.

Decent working conditions for domestic workers

A recent study on decent work for domestic workers, conducted by Dnet for BILS, has revealed that 84% of domestic workers are below the poverty line based on current purchasing power parity (PPP). It was also found that most of the live-out domestic workers live in slum areas and 75% of their households only have one room.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

The average monthly income of domestic workers is BDT 5311, while 31% of them can eat three meals sufficiently around the year. None of them have received any appointment letter from their employer. Approximately 60% of them do not receive any leave and 76% have no access to social security support from their employers.

Way forward to a better tomorrow

Despite many setbacks, the government is committed to the development of domestic workers. DWPWP, 2015 is a good example of this. There is also a matter of hope that the monitoring cell will continue its activities despite various limitations.

. Domestic workers believe occupational training can increase their productivity. A number of development partners have been providing livelihood and technical training to them to empower them socially and economically. Securing Rights of Women Domestic Workers in Bangladesh is a project that has been working towards this for the last couple of years.

To embrace the opportunity of the Fourth Industrial Revolution (4IR), a number of development partners are working for the better livelihood of domestic workers. For example, Manusher Jonno Foundation (MJF) is implementing a pilot project named Shuchona, to introduce a digital finance system aimed at empowering domestic workers.

Apart from this, Hello-Task, a private company, has already introduced an app-based domestic worker service similar to Uber. Although it is running on a limited scale, it is hoped that further research and development will enable this service to be expanded.

A previous decent work study conducted by Change Initiative recommended that there should be an e-database for domestic workers where all the information regarding their status and employers' details would be available. If the government does this successfully, then domestic workers will be able to adapt to the Smart Bangladesh system.

In conclusion, there is a huge demand for domestic workers from city dwellers. In this regard, a number of business initiatives are essential to formalise the sector. However, to ensure professional status, domestic workers must be brought under the protection of labour laws. Finally, if awareness can be created at all levels, it will be possible to ensure decent work for domestic workers.

MD. YOUSUF AL-MAMUN IS A COLUMNIST AND DEPUTY DIRECTOR OF THE BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS. EMAIL: YOUSUFALMAMUN@GMAIL.COM

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

A recent study on domestic workers revealed that 84% of domestic workers live below the poverty line. PHOTO: TBS

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩০
২৪ জুলাই ২০২৩

সড়কে এত প্রাণহানি দায় কার?

শুধুই দুর্ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই ● পরিবহন খাতের ৮৬ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন, ৯০ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রতিদিনই সড়কে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের। এই ঘটনাগুলোকে শুধুই দুর্ঘটনা বলে পত্রিকার পাতায় খবর ছাপা হচ্ছে। এরপর আর কেউ খোঁজ নিচ্ছেন না, কেন এই দুর্ঘটনা? দায় কার? দুই-একটি আলোচিত ঘটনায় তদন্ত ও মামলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে সড়কে প্রাণ হারানো ব্যক্তির স্বজন বা আহত ব্যক্তি আইনানুগ কোনো প্রতিকার পাচ্ছে না। পাচ্ছে না যথাযথ ক্ষতিপূরণও। সর্বশেষ শনিবার ঝালকাঠিতে বাস পুকুরে পড়ে ১৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রায় ৩০ ঘণ্টা পার হলেও গতকাল রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। বাসটির চালক বা হেলপার কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি পুলিশ।

ঝালকাঠি পুলিশ সুপার আফরুজুল হক টুটুল জানান, দুর্ঘটনার পর থেকেই বাশার স্মৃতি পরিবহনের বাসটির চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছেন। তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে জানিয়ে জেলা পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, দুর্ঘটনার কারণ ও সংশ্লিষ্ট সবার গাফিলতির বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দ্রুতই এই ঘটনায় মামলা হবে।

শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্ট্যাডিজের (বিল্‌স) এক গবেষণা বলছে, পরিবহন খাতের ৮৬ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। এই খাতের ৯০ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। চালকরা বেপরোয়া গতির পাশাপাশি অনেক সময় মোবাইল ফোন কানে নিয়েও গাড়ি চালান।

গত মার্চে মাদারীপুরের কুতুবপুরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ের রেলিং ভেঙে ছিটকে পড়া ইমাদ পরিবহনের বাসটির দুর্ঘটনার তিনটি কারণ তখন শনাক্ত করেছিল তদন্ত কমিটি। চালক চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে তিনি ক্লান্ত ছিলেন, গাড়িটি চলছিল অস্বাভাবিক গতিতে। ঐ সড়কে সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার হলেও বাসটি চালানো হচ্ছিল ১২০ কিলোমিটার গতিতে। বাসটির ফিটনেস এবং রুট পারমিট কোনোটিই ছিল না। তবে চালকেরও লাইসেন্স ছিল না।

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ খোকন বলেন, বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার জন্য ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই চালকদের দায়ী করা হয়। কিন্তু এর পেছনে কী কারণ আছে তা দেখা হয় না। চালক ও পরিবহন শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড করা হয়েছে। তাদের নিয়োগপত্র দেওয়ার আইন আছে। কিন্তু সেগুলো মানা হয় না। চালকদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, নির্ধারিত বেতন নেই। তাদের ট্রিপভিত্তিক মজুরি দেওয়া হয়। তাই তাঁরা বিশ্রাম না নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি চালাতে বাধ্য হন। বেশি ট্রিপ পাওয়ার আশায় নির্ধারিত গতির চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালান। এমনও হয় আট ঘণ্টার একটি ট্রিপ দিয়ে এক ঘণ্টা বা তার কম সময় বিশ্রাম নিয়ে তারা আরেকটি ট্রিপ শুরু করতে বাধ্য হন। একজন চালকের ২৪ ঘণ্টায় এক নাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশি গাড়ি না চালানোর আইন আছে। দূর পাল্লার একটি বাসে তাই দুই জন ড্রাইভার রাখার নিয়ম। কিন্তু কোনো বাসেই দুই জন ড্রাইভার নাই। এমন ব্যবস্থা করারও সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, সাধারণভাবে চালকদের সড়ক দুর্ঘটনার জন্য প্রধানভাবে দায়ী করা হলেও আমরা গবেষণায় দেখেছি সড়ক দুর্ঘটনার জন্য চালকদের দায় চার নম্বরে। এক নম্বরে অব্যবস্থাপনা তার পরে আছে গাড়ির ফিটনেস। তার পরে সড়ক ব্যবস্থা। দূর পাল্লার বড় বড় কয়েকটি পরিবহন কোম্পানি ছাড়া অন্যদের গাড়ির কোনো ফিটনেস ও রুট পারমিট নাই। তিনি বলেন, আসলে এসবের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে লোক দেখানো অভিযান করা হলেও এগুলো চলে সমঝোতার ভিত্তিতে। মালিকপক্ষ এতই শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া যায় না। তবে এগুলোকে শুধু দুর্ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে সঠিক বিচার হওয়া দরকার।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী জানান, বাংলাদেশে বাস-মিনিবাস রয়েছে ৮০ হাজার। সব ধরনের যন্ত্রিক যানবাহন মিলিয়ে এর সংখ্যা ৫৭ লাখ। সিটি সার্ভিসের বাস-মিনিবাসের ৬০ ভাগেরই কোনো ফিটনেস নাই। আর দূর পাল্লার বাসের ৩০ ভাগের ফিটনেস নাই। বাংলাদেশে বাস-মিনিবাসের বৈধ লাইসেন্সধারী ড্রাইভার আছে ৪০ হাজার। তাই বাস-মিনিবাসে ভুয়া বা লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভারদের দৌরাত্ম্য। এখানে মালিক পক্ষের দায় আছে, দায় আছে বিআরটিএর। তবে সমস্যা হলো পুরো গণপরিবহন খাতের শতকরা এক ভাগেরও কম সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তাই বেসরকারি মালিকরা এই খাত নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েতুল্যাহ দাবি করেন, মালিক সমিতি সব সময়ই রুট পারমিট ও ফিটনেসহীন গাড়ির বিপক্ষে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিআরটিএ ও ট্রাফিক পুলিশকে বলে আসছি। তারা ব্যবস্থা নেয় না কেন? আমরা কীভাবে জানব কোনো গাড়ির ফিটনেস আছে বা কোন গাড়ির নেই? কোন গাড়ির রুট পারমিট আছে কোন গাড়ির নেই? বাংলাদেশে বাস-মিনিবাসসহ সবধরনের যান্ত্রিক যানবাহন আছে ৬০ লাখের বেশি। চালক আছে ৪০ লাখ। ড্রাইভারই তো নেই। দক্ষ-অদক্ষ তো পরের কথা। আর ড্রাইভারেরাই মাসিক বেতন ও নিয়োগপত্র নিতে চান না। তারা চার দিন কাজ করে তিন দিন বাড়ি চলে যান। অনেকের তো ঠিকানাই ঠিক নাই। কাকে নিয়োগপত্র দেব?

প্রসঙ্গত, গত ছয় মাসে সারা দেশে ২ হাজার ৭৮১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাজার ৮৯৮ জন নিহত ও ৪ হাজার ৭২০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিন মাসে ১ হাজার ৩০২টি দুর্ঘটনায় ১ হাজার ৪৮৪ জন নিহত ও ২ হাজার ৪৮৫ জন আহত হয়। এছাড়া শুধু গত জুন মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫১৩ জন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৮২৬ জন। এদিকে গত ছয় মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৪৫৫ শিশু নিহত হয়েছে। শিপিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিপোর্টার্স ফোরামের (এসসিআরএফ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

File Document

SL.	Headline	Newspaper	File Name
1.	পিছিয়ে গেল পঞ্চগড় অনলাইন চা নিলাম কেন্দ্রের উদ্বোধন।	বণিক বার্থা ২৩ জুলাই, ২০২৩	চা
2.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।	গময়ের আলো ২৫জুলাই, ২০২৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব
3.	ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১০ লাখ ৬৮ হাজার শিশুশ্রমিক।	সমকাল ২০ জুলাই, ২০২৩	শিশুশ্রমিক
4.	নারী ও কন্যাশিশুর ওপর বাড়ছে নির্যাতন অপরাধীরা আড়ালে।	সমকাল ২০ জুলাই, ২০২৩	নারী
5.	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে প্রযুক্তি শিল্পে কর্মী ছাঁটাই বাড়ছে।	বণিক বার্থা ৬ জুলাই, ২০২৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব
6.	SME index rises to 9-month high, as investors look away from main market	The Financial Express 13 July, 2023	SME
7.	There is more to life and death than GDP	The Financial Express 5July, 2023	Economy
8.	Dialogue on Plastic pollution at WTO MC13	The Financial Express 5July, 2023	Environment
9.	Why it's time to prepare for the worst on Climate change	The Financial Express 8 July, 2023	Climate change
10.	Construction aggregate market grows sevenfold in a decade	The Daily Star 17 July, 2023	Construction
11.	চামড়ার রপ্তানি আয়ে অস্থিরতা	দেশরূপান্তর ১৪ জুলাই, ২০২৩	ট্যানারি
12.	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য উপযুক্ত স্মার্ট জনগোষ্ঠি দরকার ।	ইত্তেফাক ১৬ জুলাই,২০২৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব
13.	অসচ্ছল নারীদেও স্বপ্ন পূরণ করছে বসুন্ধরা গ্রুপ	কালের কণ্ঠ ৮ জুলাই, ২০২৩	নারী